



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
July 2020

“মিষ্টি বাচ্চারা - বড়-বড় স্থানগুলিতে বড়-বড় দোকান (সেন্টার) খোলো, প্ল্যান বানাও, মিটিং করো, চিন্তা করো যে কিভাবে সেবা বাড়ানো যায়”

- *প্রশ্ন:- স্থূল জগতের ৭টি আশ্চর্যের বিষয় সম্বন্ধে তো সবাই জানে, কিন্তু সবথেকে বড় আশ্চর্যের বিষয় কোনটা, যেটা কেবলমাত্র বাচ্চারা, তোমরাই জানো?*
- *উত্তর:- সবথেকে বড় আশ্চর্যের বিষয় তো হল এটাই যে, সকলের সঙ্গতি দাতা বাবা এসে এখন পড়াচ্ছেন। এই আশ্চর্য পূর্ণ কথা সবাইকে শোনানোর জন্য তোমাদেরকে নিজেদের-নিজেদের দোকানে চিত্র প্রদর্শনী করতে হয়, কেননা মানুষ আকর্ষণীয় চিত্র-প্রদর্শনী দেখেই এখানে আসে। তাই সব থেকে ভালো আর বড় দোকান রাজধানীতে হওয়া চাই, যাতে সবাই এসে বুঝতে পারে।*
- *গীত:- মরণও তোমার পথে(গলি)/বাঁচাও তোমার পথে...*

ওম্ শান্তি । শিব ভগবানুবাচ। রুদ্র ভগবানুবাচও বলা যেতে পারে। কেননা শিব মালা গাওয়া হয় না ! যেটা মানুষেরা ভক্তি মার্গে অনেক বার জপ করেছে, তার নাম রেখে দিয়েছে রুদ্র মালা। কথা তো একই, কিন্তু সঠিক অর্থে - শিববাবা পড়াচ্ছেন, তাই তাঁর নামই হওয়া উচিত, কিন্তু রুদ্র মালা নাম চলে আসছে। তাই সেটাও বুঝতে হবে। শিব আর রুদ্রের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা ভালোভাবে পুরুষার্থ করে বাবার মালার নিকটে আসবো। এই দৃষ্টান্তও বলা হয়ে থাকে। যেরকম বাচ্চারা দৌড় প্রতিযোগিতা করে লক্ষ্য-বিন্দু পর্যন্ত গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে শিক্ষকের কাছে এসে দাঁড়ায়। বাচ্চারা, তোমরাও এটা জানো যে, আমরা ৮৪ বার জন্ম-মৃত্যুর চক্রে এসেছি। এখন সবার প্রথমে গিয়ে মালার দানা হতে হবে। সেটা তো হল শরীর ধারণকারী ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আর এটা হল আত্মিক প্রতিযোগিতা। তোমরা তো সেই দৌড়ের প্রতিযোগিতা করতে পারো না। এখানে তো হল আত্মাদের কথা। আত্মা তো বৃদ্ধ যুবক বা ছোট-বড় হয়না। আত্মা তো একই রকম হয়। আত্মাকেই নিজের বাবাকে স্মরণ করতে হয়, এতে কোনও পরিশ্রমের কথা নেই। যদিও পড়াশোনার মধ্যে আলোসত্যতা এসে যায় কিন্তু এতে পরিশ্রম কি আছে! কিছুই নেই। সকল আত্মারাই হলো ভাই-ভাই। সেখানকার দৌড় প্রতিযোগিতাতে তো যুবকেরা অতি দ্রুত গতিতে দৌড়ায়। এখানে তো সেসব কিছু কথা নেই। বাচ্চারা তোমাদের মধ্যেই এই প্রতিযোগিতা হয় রুদ্র মালার দানাতে আসার জন্য। বুদ্ধিতে আছে যে, আমাদের আত্মাদেরও ঝাড় আছে। সেটা তো হল সমস্ত মনুষ্যাত্মাদের জন্য শিব বাবার মালা। এরকম নয় যে, কেবল ১০৮ বা ১৬ হাজার ১০৮ দানার মালা হবে। না। যত মানুষ আছে, সকলের মালা। বাচ্চারা মনে করে যে - নশ্বরের ক্রমানুসারে প্রত্যেকে নিজের নিজের ধর্মে গিয়ে বিরাজমান হবে, যারা পুনরায় কল্প-কল্পে সেই জায়গাতেই আসতে থাকবে। এটাও তো আশ্চর্যের বিষয়, তাই না! দুনিয়ার মানুষ তো এই সমস্ত কথাগুলি জানে না। তোমাদের মধ্যেও যার বুদ্ধি বিশাল হবে, সে এই কথাগুলিকে জানতে পারবে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই চিন্তাই যেন চলে যে, আমি সবাইকে সত্য রাস্তা কিভাবে বলবো। এটা হল বিষ্ণুর মালা। প্রথম থেকে বংশতালিকা অনুসারে শুরু হয়। অনেক শাখা-প্রশাখাও থাকে, তাই না! সেখানে ছোটো ছোটো আত্মা থাকে। এখানে হল মানুষের কথা। (পরমধামে) সমস্ত আত্মারা যথা স্থানে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। এটা হল আশ্চর্যের বিষয়, তাই না! মানুষ তো এখানকার স্থূল জগতের আশ্চর্যের বিষয়গুলি সব দেখেছে, কিন্তু এসব এমন কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। এটাই হলো সবথেকে বড় আশ্চর্যের বিষয় যে - সকলের সঙ্গতি দাতা পরমপিতা পরমাত্মা এসে এখন পড়াচ্ছেন। কৃষ্ণকে তো সকলের সঙ্গতি দাতা বলা যায় না। তোমাদেরকে এই সমস্ত পয়েন্ট গুলিকে ধারণ করতে হবে। মূল বিষয় হলো গীতার ভগবানকে নিয়ে। এবিষয়ে জয় হলেই ব্যস। গীতা হল সকল শাস্ত্রের শিরোমণি, ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণী। প্রথম-প্রথম তো এই বিষয়েই চেষ্টা করতে হবে। আজকাল তো মানুষ চমৎকার এবং আকর্ষণীয় চিত্র দেখতে পছন্দ করে, যে দোকানে খুব সুন্দর সুন্দর চিত্র প্রদর্শিত হয়, সেখানেই মানুষ বেশী করে যায়। মনে করে যে, এখানে ভালো কিছু পাওয়া যাবে। বাচ্চারা ভয় পেয়ে যায়, এত বড় বড় সেন্টার খুলতে গেলে তো লাখ-দু লাখ সেলামী দিতে হবে, তবে মনের মতো ঘর পাওয়া যাবে। তাই বাবা বলছেন - একটাই দোকান হোক এবং সেটা যেন রাজকীয় হয়। বড় দোকান বড় বড় শহরেই হয়ে থাকে। তোমাদের সব থেকে বড় দোকান হওয়া চাই রাজধানীতে। বাচ্চাদেরকে এই বিষয়ে বিচার সাগর মন্বন করতে হবে যে - কিভাবে সেবা আরও বৃদ্ধি করা যায়। বড় দোকান দেখে অনেক বড় বড় ধনী মানুষও সেখানে আসবে। বড় এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বলা কথা খুব শীঘ্রই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম প্রথম তো এই বিষয়ে প্রচেষ্টা করতে হবে। সেবা করার জন্য সবথেকে বড় স্থান, এমন জায়গায় বানাও, যেখানে বড়

বড় উচ্চপদস্থ মানুষেরা এসে দেখে এবং আশ্চর্যান্বিত হয় আর সেখানে বোঝানোর জন্যও ফার্স্ট ক্লাস আত্মা চাই। কোনও একজন বি.কে যদি হালকাভাবে বোঝায় তাহলে তারা বুঝে যায় যে, হয়তো সমস্ত বিকেরা এইরকমই হয়, এইজন্য দোকানে সেলস্ ম্যানও খুব সুন্দর এবং ফার্স্ট ক্লাস রাখতে হবে। এটাও তো ব্যবসা, তাই না! বাবা বলেন, সাহসী বাচ্চার জন্য সাহায্যকারী হলেন বাপ-দাদা। এখানকার এই বিনাশী ধন তো কোনও কাজে আসবে না। আমাদেরকে তো নিজের জন্য অবিনাশী উপার্জন করতে হবে, আর এর দ্বারাই অনেকের কল্যাণও হবে। যেরকম ভাবে এই ব্রহ্মাও করেছেন। বাবার আশ্রয়ে থেকে কি কেউ না খেতে পেয়ে মরবে নাকি! তোমরাও খাবে, এরাও খাবে। এখানে যা কিছু খাদ্য-পানীয় পাওয়া যায়, এইসব আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এই সবকিছুই হল বাচ্চাদের জন্য, তাই না! বাচ্চাদেরকেই নিজেদের রাজত্ব স্থাপন করতে হবে, এর জন্য বিশাল বুদ্ধি চাই। রাজধানীতে যদি এই নাম প্রচারিত হয় তাহলে সবাই বুঝতে পারবে। বলবে বরাবর এরা তো সত্য কথাই বলে আসছে, বিশ্বের মালিক তো ভগবানই এসে বানাচ্ছেন। মানুষ মানুষকে বিশ্বের মালিক বানাতে পারে না। বাবা সেবার বুদ্ধির জন্য রায় দিচ্ছেন।

সেবার বুদ্ধি তখনই হবে, যখন বাচ্চারা উদারচিত্ত হবে। যে কোনও কাজ করবে, উদার মনে করো। কোনও শুভ কাজ নিজেই করা - এটা তো খুবই ভালো কথা। বলা হয়ে থাকে যে - যে নিজেই নিজের কাজ করে, তাকে বলা হয় দেবতা, আর যে বলার পর কাজ করে সে হল মানুষ। বলার পরও যদি না করে.....। বাবা তো হলেন দাতা, বাবা কি কাউকে বলতে পারেন যে এটা করো। এই কাজে এই পরিমাণ প্রয়োগ করো। না। বাবা বোঝাচ্ছেন যে - বড় বড় রাজাদের হাত কখনো বন্ধ থাকে না। রাজারা সব সময় দান করতে থাকেন। বাবা রায় দিচ্ছেন যে - সেখানে গিয়ে কি কি করতে হবে। সর্বকর্তাও প্রচুর অবলম্বন করতে হবে। মাযার ওপর জিৎ পেতে হবে কারণ প্রাপ্তি হল অনেক উঁচু। অস্তিম সময়ে রেজাল্ট বেরোবে, তারপর যে খুব ভালো নম্বর নিয়ে পাস হবে, তার খুশিও অনেক হবে। অস্তিম সময়ে তো সকলের সাথেই সাক্ষাৎকার হবে, তাইনা! কিন্তু সেই সময় তোমরা কিছুই আর করতে পারবে না! ভাগ্যে যেটা থাকবে, সেটাই প্রাপ্ত হবে। পুরুষার্থের কথা হল আলাদা। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে, বিশাল বুদ্ধি হও। এখন তোমরা ধর্মাত্মা তৈরি হচ্ছে। দুনিয়াতে অনেক ধর্মাত্মাই এসে ঘুরে গেছেন। তাদের নামাচারও অনেক হয়। সেই সমস্ত ধর্মাত্মারা প্রত্যেকেই মানুষ ছিল। কেউ-কেউ তো অনেক টাকা-পয়সা একত্রিত করতে করতেই হঠাৎ শরীর ছেড়ে দেয়। তারপর সেসব ট্রাস্টি হয়ে যায়। কোনো কোনো বাচ্চা তো আবার দেখাশোনা করতে অযোগ্য হলে, তার সব কিছু ট্রাস্টি করে দেয়। এই সময় তো হল পাপাত্মাদের দুনিয়া। বড় বড় গুরু আদিকে দান করতে হয়। যেরকম কান্মীরের মহারাজা ছিলেন, তার যা কিছু সম্পত্তি ছিল, তিনি সবকিছুই আর্থ সমাজের জন্য উইল করে দেন। যাতে তাদের ধর্মের বৃদ্ধি হয়। এখন তোমাদেরকে কি করতে হবে, কোন ধর্মকে বৃদ্ধি করতে হবে? আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মও যে ছিলো, এটা কারোর জানা নেই। এখন তোমরা পুনরায় সেই ধর্ম স্থাপন করছ। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। এখন বাচ্চাদেরকে একেরই স্মরণে থাকতে হবে। স্মরণের শক্তির দ্বারাই তোমরা সমগ্র সৃষ্টিকে পবিত্র বানাচ্ছ, কারন তোমাদের জন্যই তো পবিত্র সৃষ্টি চাই। এখানে তো আগুন লাগলে, তবেই পবিত্র হবে। খারাপ জিনিসকে আগুনে পুড়েই পবিত্র বানানো হয়। এই যোগাঙ্গিতে সমস্ত অপবিত্র বস্তু পুড়ে পুনরায় নতুন তৈরি হবে। তোমরা জানো যে এটা হলো একদম ছিঃ ছিঃ নোংরা তমোপ্রধান দুনিয়া। এটাই পুনরায় সতোপ্রধান হবে। এটাই হলো জ্ঞান যন্ত, তাই না! তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। এটাও তোমরা জানো যে শাস্ত্রে অনেক কথা লিখে দিয়েছে, যন্তে দক্ষ প্রজাপিতাকে দেখানো হয়েছে। আবার রুদ্র জ্ঞান যন্তের কথাও উল্লেখ আছে। এর জন্যও কত কত গল্প কাহিনি বসে লিখে দিয়েছে। যন্তের বর্ণনাও কায়দা অনুসারে নেই। বাবা-ই এসে সবকিছু বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এখন বাচ্চারা তোমরাই শ্রীমত অনুসারে জ্ঞান যন্তের রচনা করছ। এটাই হলো জ্ঞান যন্ত, আবার বিদ্যালয়ও বলা যায়। জ্ঞান আর যন্ত দুটো শব্দ হলো আলাদা আলাদা। যন্তের মধ্যে আহুতি প্রদান করতে হয়। জ্ঞান সাগর বাবা-ই এসে যন্ত রচনা করেন। এটা হলো সবথেকে বড় যন্ত, যেখানে সমগ্র পুরানো দুনিয়া স্বাধা হয়ে যায়।

তাই বাচ্চাদেরকে এখন সেবার প্ল্যান বানাতে হবে। যদিও গ্রামে গ্রামে গিয়েও সেবা করতে হবে। তোমাদেরকে অনেকেই বলে যে - গরীবদেরকে এই জ্ঞান দিতে হবে। তারা কেবল রায় শোনায়, নিজেরা কিছু কাজ করে না। সেবা করে না, কেবল রায় দেয় যে, এই রকম ভাবে করো, এইরকম করলে খুব ভালো হবে। কিন্তু আমার সময় নেই। জ্ঞান খুবই ভালো। সবাই যেন এই জ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারে। নিজেকে বড় মানুষ আর তোমাদেরকে ছোট মানুষ মনে করে। তোমাদেরকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। লৌকিক পড়ার সাথে সাথে এই পড়াও তোমরা পড়ছো। পড়াশোনার দ্বারাই কথা বলার কলা-কৌশল রপ্ত হয়। তোমাদের চাল-চলনও খুব ভালো হয়ে যায়। অশিক্ষিতরা তো একদম বুদ্ধি হয়। কিভাবে কথা বলতে হয়, তাও তারা জানে না। বড় বড় ব্যক্তিদের সাথে সর্বদা 'আপনি-আপ্তে' করে কথা বলতে হয়। এখানে তো কেউ কেউ এমনও আছে, যারা পতিকেও 'তুমি-তুমি' করে বলে দেয়। আপনি আপ্তে - এই শব্দগুলি হল রাজকীয়। বড় বড় ব্যক্তিদের সাথে আপনি

আপ্তে করে কথা বলতে হয়। তাই বাবা প্রথমে প্রথমে এই রায় শোনাচ্ছেন যে - দিল্লি, যেটা পরিস্থান ছিল, পুনরায় একে পরিস্থান বানাতে হবে। তাই দিল্লিতে সবাইকে এই সন্দেশ দিতে হবে, বিজ্ঞাপনও খুব সুন্দর করতে হবে। টপিক্সও বলতে হবে, সেইজন্য টপিক্সের লিস্ট বানাও, তারপর লিখতে থাকো। বিশ্বের মধ্যে শান্তি কিভাবে হবে, তা এখানে এসে জানুন, ২১ জন্মের জন্য নিরোগী কি করে হওয়া যায়, এখানে এসে বুঝুন। এরকম খুশির কথা সেখানে লিখতে হবে। ২১ জন্মের জন্য নিরোগী, সত্যযুগী ডবল মুকুটধারী হওয়ার জন্য এখানে আসুন। সত্যযুগী - শব্দটি সকল টপিক্সের মধ্যেই রাখো। সুন্দর সুন্দর শব্দ হলে তো মানুষ দেখেই খুশি হয়ে যাবে। প্রত্যেকের ঘরে ঘরেও এইরকম বোর্ড, চিত্র আদি লাগাতে হবে। নিজের লৌকিক ব্যবসা যদিও করো, কিন্তু তার সাথে সাথে এই সেবাও করতে থাকো। লৌকিক ব্যবসাতে তো সারাদিন থাকতে হয় না। উপর থেকে কেবল দেখাশোনা করতে হয়। বাকি কাজ তো অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার-ই করে। কোনও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যদি উদারচিত্ত হয়, তবে অ্যাসিস্ট্যান্টকেও ভালো বকশিস দিয়ে গদিতে বসিয়ে দেয়। এখানে তো হলো অসীম জগতের সেবা। আর বাকি সবকিছুই হল লৌকিক জগতের সেবা। এই অসীম জগতে সেবা করার জন্য কতো বিশাল বুদ্ধি হওয়া চাই! আমরা বিশ্বের ওপর জিৎ প্রাপ্ত করছি। কালের উপরেও আমরা জয় প্রাপ্ত করে অমর হচ্ছি। এরকম-এরকম লেখা দেখে সবাই আসবে আর বোঝার জন্যও চেষ্টা করবে। অমরলোকের মালিক তোমরা কিভাবে হতে পারবে, সেটা এখানে এসে বুঝুন। অনেক টপিক্স-ই লেখা যেতে পারে। তোমরা যে কাউকেই বিশ্বের মালিক বানাতে পারো। সেখানে কোনো দুঃখের নাম-গন্ধও থাকবে না। বাচ্চাদের তো এই বিষয়ে অনেক খুশি হওয়া চাই। বাবা আমাদেরকে পুনরায় কি থেকে কি বানাতে এসেছেন! বাচ্চারা জানে যে, পুরানো সৃষ্টি থেকেই নতুন তৈরি হবে, মৃত্যুও সামনে অপেক্ষা করছে। তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছো যে, বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ লাগার জন্য প্রস্তুত। বড় কোনো যুদ্ধ লেগে গেলে তো সমস্ত খেলা-ই সমাপ্ত হয়ে যাবে। তোমরা তো এসব খুব ভালোভাবে জানো, তাই না! বাবা খুব ভালোবাসার সাথে বলেন যে - মিষ্টি বাচ্চারা! বিশ্বের বাদশাহী তো তোমাদের জন্যই। তোমরাই বিশ্বের মালিক ছিলে, ভারতেই তোমরা অনেক সুখ গ্রহণ করেছ। সেখানে রাবণ রাজ্য হয়ই না। এসব চিন্তা করে অনেক খুশিতে থাকতে হবে। বাচ্চাদের নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে প্ল্যান তৈরি করতে হবে। সংবাদ পত্রও দিতে হবে। দিল্লিতে এরোপ্লেনের মাধ্যমে আকাশ থেকে বাবার পর্চা ছড়িয়ে দিতে হবে। নিমন্ত্রণ দিতে হবে, এর জন্য বিশেষ কিছু খরচাদি হয় না। বড় কোনও অফিসার বুঝে গেলে তো ফ্রিতেই সবকিছু করে দিতে পারে। বাবা রায় দিচ্ছেন যে - যেরকম কলকাতায়, চৌরঙ্গীতে ফার্স্ট ক্লাস একটা বড় রাজকীয় দোকান খোলা হোক, তাহলে সেখানে গ্রাহকও অনেক আসবে। মাদ্রাজ, বোম্বে - এই রকম বড় বড় শহরগুলিতেও বড় বড় দোকান খোলা হবে। বাবা তো হলেন ব্যবসাদার, তাইনা! তোমাদের থেকে নষ্ট হয়ে যাওয়া এক পয়সা নিয়ে পরিবর্তে কি দিচ্ছেন! এইজন্যই তাঁকে দয়ার সাগর বলা হয়। কড়ি থেকে একদম হীরার মত তৈরী করেন, মানুষকে দেবতা বানিয়ে দেন। সবকিছুর কারণ এক বাবা-ই। বাবা যদি না আসতেন, তাহলে কি তোমাদের মহিমা হত ?

বাচ্চারা, তোমাদের এই খুশিতে থাকতে হবে যে, স্বয়ং ভগবান আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যই হল নর থেকে নারায়ণ হওয়া, সেটাও সামনে উপস্থিত। প্রথম-প্রথম যারা অব্যভিচারী ভক্তি শুরু করেছিল, তারাই এসে উঁচুপদ প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করবে। বাবা কত সুন্দর সুন্দর পয়েন্টস বোঝাচ্ছেন, বাচ্চারা তো ভুলে যায়, তাই বাবা বলেন যে, পয়েন্টস লেখো। টপিক্স লিখতে থাকো। ডাক্তারেরা অনেক বই পড়েন। তোমরা হলে মাস্টার আত্মিক ডাক্তার। তোমাদেরকে শেখানো হয় যে, কিভাবে আত্মাদের মধ্যে ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করতে হয়। এটা হল জ্ঞানের ইঞ্জেকশন। এতে সুচ আদি কিছুই থাকে না। বাবা হলেন অবিনাশী ডাক্তার, আত্মাদেরকে এসে পড়াচ্ছেন। কারন তারাই এখন অপবিত্র হয়ে গেছে। এটা তো খুবই সহজ। বাবা আমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন, আমরা কি তাঁকে স্মরণ করতে পারি না! মায়ার বৈপরীত্যও অনেক আছে, এইজন্য বাবা বলেন যে - চার্ট রাখো আর সেবার চিন্তা করো তাহলেই অনেক খুশিতে থাকবে। হয়ত কেউ খুব ভালো মুরলী শোনায় কিন্তু যোগ করে না। বাবার কাছে সত্য থাকাও অনেক কঠিন কাজ। যদি কেউ মনে করে যে আমি খুব ভালো পুরুষার্থ করছি, তাহলে বাবাকে স্মরণ করে সেই চার্ট বাবাকে লিখে পাঠাও, তাহলে বাবা বুঝবেন যে তুমি সত্য কথা বলছো নাকি মিথ্যা? আচ্ছা, বাচ্চাদেরকে বোঝানো হলো যে - সেলসম্যান হতে হবে, অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মত্ত থাকতে হবে, মাস্টার আত্মিক সার্জেন্ট হয়ে সবাইকে জ্ঞানের ইঞ্জেকশান

প্রয়োগ করতে হবে। সেবার সাথে সাথে স্মরণেরও চাট রাখতে হবে, তবেই খুশিতে থাকবে।

২) কথা বলার সময় চাল-চলন, আচার-আচরণ খুব সুন্দর রাখতে হবে। আপনি-আপ্তে করে কথা বলতে হবে। প্রতিটি কাজ উদারচিত্তে হয়ে করতে হবে।

বরদান:- স্ব-কল্যাণের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা বিশ্ব কল্যাণের সেবায় সর্বদা সফলতামূর্তি ভব*

ব্যখ্যা :- যেরকম আজকাল শারীরিক রোগ, যেমন হার্ট ফেল অনেক বেড়ে গেছে, সেই রকম আধ্যাত্মিক উন্নতিতে নিরুৎসাহিত হওয়ার রোগও অনেক বেড়ে গেছে। এইরকম নিরুৎসাহী আত্মাদের মধ্যে প্র্যাকটিক্যাল পরিবর্তন দেখার দ্বারাই হিম্মত বা শক্তি আসতে পারে। শুনেছে অনেক, এবার দেখতে চায়। প্রমাণ দ্বারা পরিবর্তন চায়। তাই বিশ্ব-কল্যাণের জন্য স্ব-কল্যাণের প্রথম স্যাম্পেল রূপ দেখাও। বিশ্ব-কল্যাণের সেবাতে সফলতা মূর্তি হওয়ার সাধনই হল প্রত্যক্ষ প্রমাণ, এর দ্বারাই বাবা প্রত্যক্ষ হবেন। যা কিছু বলছো, সেগুলিকে নিজের স্বরূপ থেকে প্রাক্টিক্যাল রূপে যেন দেখা যায়, তবেই সবাই মানবে।

স্লোগান:- অন্যের চিন্তা-ভাবনাকে নিজের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে মেলানো - এটাই হলো সম্মান দেওয়া।*

"মিষ্টি বাচ্চারা — ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য তোমাদের এখানেই পঠন-পাঠন করতে হবে, দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে এবং অন্যদের করাতে হবে"

প্রশ্ন: - — কোন্ বাচ্চাদের বুদ্ধির তালা নম্বরানুসারে খুলতে থাকে ?

উত্তর: - — যারা শ্রীমতে চলে। পতিত-পাবন বাবার স্মরণে থাকে। জ্ঞান প্রদান করেন যিনি তাঁর সাথে যার যোগ থাকে তারই বুদ্ধির তালা খুলতে থাকে। বাবা বলেন — বাচ্চারা, অভ্যাস কর আমরা আত্মারা সবাই ভাই-ভাই, বাবার কাছে শুনছি। দেহী-অভিমাত্রী হয়ে শোন আর শোনাও তবেই বুদ্ধির তালা খুলতে থাকবে।

ওম্ শান্তি। বাবা বাচ্চাদের বোঝান - যখন এখানে এসে বসো, এমন নয় যে শুধু শিববাবার স্মরণে থাকতে হবে। সেটা হবে শুধুমাত্র শান্তির জন্য তার সাথে সুখও প্রয়োজন। তোমাদের শান্তিতে থাকতে হবে আর স্বদর্শন চক্রের রাজস্বকেও স্মরণ করতে হবে। তোমরা পুরুষার্থ করছই নর থেকে নারায়ণ হয়ে ওঠার অথবা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য। এখানে কারো মধ্যে যতই দৈবীগুণ থাকুক না কেন তাকে দেবতা বলা যাবে না। দেবতা হয় স্বর্গে। দুনিয়াতে মানুষ স্বর্গ সম্পর্কে কিছুই জানে না। তোমরা বাচ্চারা জান নতুন দুনিয়াকে স্বর্গ আর পুরানো দুনিয়াকে নরক বলা হয়। ভারতবাসীরা এটা জানে যে দেবতারা সত্যযুগে রাজস্ব করত, তাদের চিত্র-ও ভারতেই রয়েছে। এ হলো আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের। এদের চিত্রকে বিদেশে নিয়ে যাওয়া হয় পূজা করার জন্য। বাইরে যেখানেই যাক না কেন সেখানেই মন্দির নির্মাণ করে থাকে। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী যেখানেই যাক না নিজেদের চিত্রকেই পূজা করে থাকে। যে সব গ্রামাঞ্চলে বিজয় প্রাপ্ত করে থাকে (নিজ ধর্মের ফলোয়ার তৈরি করে, ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়) সেখানেই চার্চ ইত্যাদি নির্মাণ করে থাকে। প্রত্যেক ধর্মের চিত্র আছে নিজ-নিজ আরাধনার জন্য। প্রথমে তোমরাও জানতে না যে আমরাই দেবী-দেবতা ছিলাম। নিজেদের তাদের থেকে আলাদা মনে করে পূজা করতে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা যখন পূজা করে তারা জানে যে ইনি আমাদের ধর্ম স্থাপক ক্রাইস্ট, আর আমরা ক্রিস্টান অথবা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। হিন্দুরা নিজেদের ধর্মকে না জানার কারণে নিজেদের হিন্দু বলে থাকে আর দেবতাদের পূজা করে। এটাও জানে না আমরা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের, আমাদের পূর্ব পুরুষদের পূজা করি। ক্রিস্টানরা ক্রাইস্টকে পূজা করে। ভারতবাসীদের জানা নেই আমাদের প্রকৃত ধর্ম কি? সেই ধর্ম কে স্থাপন করেছিল? বাবা বলেন এই ভারতের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম যখন প্রায় লুপ্ত হয়ে যায় তখন আমি আসি পুনরায় স্থাপন করতে। এই জ্ঞান এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। প্রথমে কিছুই জানতে না, না জেনেই ভক্তি মার্গের চিত্রদের পূজা করতে। এখন তোমরা জান আমরা ভক্তি মার্গে নেই। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ আর শূদ্র কুল বর্ণের মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য, এটাও তোমরা বুঝেছ। সত্য যুগে মনে থাকবে না। এই সময়েই তোমরা বুঝে বিচক্ষণ হয়ে ওঠো। বাবা আমাদের জ্ঞান প্রদান করে বিচক্ষণ করে তোলেন। পুরানো দুনিয়া আর নতুন দুনিয়া সম্পর্কে তোমরা ব্রাহ্মণরাই জান। পুরানো দুনিয়াতে অসংখ্য মানুষ। এখানে মানুষ কত লড়াই-ঝগড়া করে। এ হলো কাঁটার জঙ্গল। তোমরা জান আমরাও কাঁটা ছিলাম। এখন বাবা আমাদের ফুল তৈরি করছেন। কাঁটা এই সুগন্ধ যুক্ত ফুলকে প্রণাম করে। এই রহস্য তোমরা এখন জেনেছ। আমরা দেবতা ছিলাম এখন আবার সুগন্ধ যুক্ত ফুল (ব্রাহ্মণ) হচ্ছি। বাবা বুঝিয়েছেন এটাই ড্রামা। আগে ড্রামা, বায়োস্কোপ ইত্যাদি ছিল না। এসবই এখন হয়েছে। কেন তৈরি হয়েছে এমন? কেননা বাবার দৃষ্টান্ত দিতে সুবিধে হবে। বাচ্চারাও বুঝতে পারে। সায়েন্সও তোমরা বাচ্চাদের শিখতে হবে তাইনা। বুদ্ধিতে সায়েন্সের সংস্কার ধারণ করলে সত্য যুগে কাজে আসবে। দুনিয়া কখনোই সম্পূর্ণ রূপে শেষ হয়ে যাবে না। সংস্কার নিয়ে আবার পুনর্জন্ম হবে। বিমান ইত্যাদিও তৈরি করবে। যে-যে জিনিস কাজের উপযোগী সবই সত্য যুগে তৈরি হবে। স্টীমার নির্মাণ কারীও থাকবে কিন্তু ওখানে স্টীমার কোনও কাজে আসবে না। জ্ঞান নিক বা না নিক তার সংস্কার ওখানে কাজে আসবে না। ওখানে স্টীমার ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। ড্রামাতে নেই। তবে হ্যাঁ, বিমান, বিদ্যুৎ ইত্যাদির প্রয়োজন পড়বে। ঐ সব আবিষ্কার বের করতেই থাকবে। বাচ্চারা সব শিখে আসে। এইসব বিষয় তোমরা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে।

তোমরা জানো, আমরা পড়াশোনা করছি নতুন দুনিয়ার জন্য। বাবা আমাদের ২১ জন্মের জন্য শিক্ষা প্রদান করছেন। আমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য পবিত্র হচ্ছি। প্রথমে নরকবাসী ছিলাম। মানুষ বলেও থাকে অমুক স্বর্গবাসী হয়েছে। কিন্তু আমরা নরকে আছি সেটা জানা নেই। বুদ্ধির তালা খোলেনা। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধির তালা এখন ধীরে-ধীরে খুলছে,

নশ্বরানুসারে। তালা তারই খুলবে যে শ্রীমত অনুসারে চলার জন্য একনিষ্ঠ হবে আর পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করবে। বাবা জ্ঞান প্রদান করেন এবং স্মরণ করতেও শেখান। তিনি তো শিক্ষক তাইনা, সুতরাং টিচার যখন অবশ্যই পড়াবেন। যত টিচার এবং পঠন-পাঠনের প্রতি যুক্ত থাকবে ততই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। লৌকিক পড়াশোনাতেও যুক্ত থাকতেই হয়। জানে যে ব্যারিস্টার পড়াচ্ছেন। এখানে বাবা এসে পড়াচ্ছেন। ভুলেও যাও ঈশ্বর পড়াচ্ছেন নতুন বিষয় না! দেহকে স্মরণ করা অতিব সহজ। প্রতি মুহূর্তে দেহ স্মরণে আসে। আমরা আত্মা এটাই ভুলে যাও। আমরা আত্মাদের পিতা বোঝাচ্ছেন। আমরা আত্মারা ভাই-ভাই। বাবা তো জানেন আমি পরমাত্মা, আত্মাদের শেখান যে নিজেকে আত্মা মনে করে অন্য আত্মাদেরও বসে শেখাও। আত্মা কান দ্বারা শোনে, শোনান পরমপিতা পরমাত্মা। তাঁকে সুপ্রিম আত্মা বলা হয়। তোমরা যখন কাউকে বোঝাও বুদ্ধিতে থাকা উচিত আমার আত্মার মধ্যে জ্ঞান আছে, আত্মাকে এ বিষয়ে শোনাচ্ছি। আমি বাবার কাছে যা শুনছি সেটাই আত্মাদের শোনাচ্ছি। এই বিষয়টি সম্পূর্ণ নতুন। তোমরা অন্য আত্মাদের যখন পড়াও দেহী-অভিমানী হয়ে পড়াও না, ভুলে যাও। তোমাদের লক্ষ্য তো একটাই, বুদ্ধিতে এটাই স্মরণ থাকা উচিত — আমি আত্মা অবিনাশী। আমি আত্মা এই কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা ভূমিকা পালন করছি। তোমরা শুদ্ধ কুলে ছিলে, এখন ব্রাহ্মণ কুলের হয়েছ। এরপর দেবতা কুলে যাবে। ওখানে শরীরও পবিত্র পাবে। আমরা আত্মারা ভাই-ভাই। বাবা আমাদের পড়ান। বাচ্চারা বলবে আমরা ভাই-ভাই, ভাইকে পড়াই, আত্মাকেই বোঝাই। আত্মা শরীর দ্বারা শোনে। অর্ধকল্প ধরে তোমরা দেহ-অভিমনে ছিলে। এইসময় তোমাদের দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে হবে। নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করতে হবে। আত্মা নিশ্চিত করে বসে, আত্মা নিশ্চিত করে শোন। পরমপিতা পরমাত্মাই শোনান তবেই তো বলে থাকেন — আত্মা পরমাত্মা বহুকাল আলাদা ছিল ওখানে গিয়ে তিনি পড়ান না। এখানে এসেই পড়ান। সব আত্মাদের নিজ-নিজ শরীর আছে। বাবা হলেন সুপ্রিম সোল, ঔনার শরীর নেই। ঔনার আত্মার নাম শিব। তোমরা জান এই শরীর আমার নয়। আমি সুপ্রিম আত্মা, আমার মহিমা ভিন্ন। প্রত্যেকের নিজ-নিজ মহিমা আছে। গায়নও আছে — পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা করেন। তিনি জ্ঞানের সাগর, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। তিনিই সত্য, চৈতন্য, আনন্দময়, সুখ-শান্তির সাগর। এসবই হলো বাবার মহিমা। বাচ্চাদের বাবার প্রপাটি সম্পর্কে জানা থাকে — আমার বাবার এই কারখানা আছে, মিল আছে (লৌকিক) নেশা (সম্পত্তির) থাকে না! বাচ্চাই সেই প্রপাটির মালিক হয়। প্রপাটি তো একবারই প্রাপ্ত হয়। বাবার কাছে কি কি প্রপাটি আছে, বল।

তোমরা আত্মারা অমর, কখনো মৃত্যু হয় না। প্রেমের সাগর হয়ে ওঠে। লক্ষ্মী-নারায়ণ প্রেমের সাগর, তাদের মধ্যে কখনও লড়াই-ঝগড়া হয় না। এখানে তো কত লড়াই-ঝগড়া করে থাকে। প্রেমেও কত লড়াই। বাবা এসে বিকার বন্ধ করান যখন কত অত্যাচার সহ্যে হয়। বাবা বলেন বাচ্চারা পবিত্র হলে তবেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। কাম হলো মহাশত্রু সেইজন্যই বাবার কাছে যখন আসে বলা হয় যা বিকর্ম হয়েছে, সেইসব বাবাকে বলে হালকা হয়ে যাও। প্রধান বিষয়ই হলো বিকারের। বাবা বাচ্চাদের কল্যাণার্থেই জিজ্ঞাসা করেন। বাবাকেই আহ্বান করে বলে থাকে হে - পতিত-পাবন এসো কেননা বিকারগ্রস্তদেরই পতিত বলা হয়। এই দুনিয়া পতিত, মানুষ পতিত, ৫ তন্ত্র-ও পতিত। সত্য যুগে তোমাদের জন্য পবিত্র তন্ত্র প্রয়োজন। এই আসুরিক পৃথিবীতে দেবতাদের ছায়া পড়তে পারে না। লক্ষ্মীকে আহ্বান করে থাকে কিন্তু এখানে কিভাবে আসবে। এই ৫ তন্ত্রই পরিবর্তনের প্রয়োজন। সত্য যুগ হলো নতুন দুনিয়া আর এটা হলো পুরানো দুনিয়া। এর বিনাশের সময় হয়েছে। মানুষ মনে করে এখনও ৪০ হাজার বছর বাকি আছে। কল্পই যেখানে ৫ হাজার বছরের সেখানে কলিযুগ ৪০ হাজার বছরের কিভাবে হতে পারে! কত অজ্ঞান অন্ধকার মানুষ। জ্ঞান-ই নেই। ভক্তি হলো ব্রাহ্মণদের রাত, জ্ঞান হলো ব্রহ্মা আর ব্রাহ্মণদের দিন। যা এখন প্র্যাকটিকালি হচ্ছে। সিঁড়িতে পরিষ্কার করে দেখানো হয়েছে। নতুন দুনিয়া আর পুরানো দুনিয়া অর্ধকল্প ধরে। এমন নয় যে নতুন দুনিয়া বেশি সময়ের জন্য আর পুরানো দুনিয়া অল্প সময়ের জন্য। তা নয়, সম্পূর্ণ অর্ধেক-অর্ধেক। অর্ধেক না হলে নির্দিষ্টভাবে ভাগ-ও করা যাবে না।

স্বস্তিকাতেও ৪ ভাগ দেখানো হয়েছে, ওরা বিশ্বাস করে (ভক্তি মার্গে) এর মধ্যে গণেশ আছে। তোমরা বাচ্চারা এখান বুঝেছ এই পুরানো দুনিয়া বিনাশ হবে, আমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পড়াশোনা করছি। আমরা নতুন দুনিয়ার জন্য নর থেকে নারায়ণ হয়ে উঠছি। কৃষ্ণ-ও নতুন দুনিয়ার। কৃষ্ণের জন্য গায়ন আছে, তাকে মহাত্মা(মহান আত্মা) বলা হয়। কেননা ছোট বাচ্চা। ছোট বাচ্চা সবারই প্রিয় হয়। বড়দের এতো কেউ ভালোবাসেনা যতটা ছোটদের ভালোবাসে কেননা তখন সতাপ্রধান অবস্থা থাকে বাচ্চাদের, বিকারের কোনও গন্ধ থাকে না। বড় হওয়ার পরেই বিকারী গন্ধ তৈরি হয়। বাচ্চাদের কখনোই ক্রিমিনাল দৃষ্টি হতে পারে না। এই দৃষ্টি-ই প্রতারণা করে এবং এই কারণেই উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যে নিজের চোখ উপড়ে ফেলেছে। এমন কোনো কিছু ঘটেনি, কেউ এভাবে নিজের চোখ উপড়ে ফেলে না। বাবা দৃষ্টান্ত স্বরূপ জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে থাকেন। তোমরা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করেছ। আত্মা আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করেছে।

আত্মার মধ্যেই জ্ঞান সঞ্চিত থাকে। বাবা বলেন আমার মধ্যে জ্ঞান আছে। আত্মাকে নির্লেপ বলা যায় না। আত্মাই এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে। আত্মা অবিনাশী, কত ছোট বিন্দু, তার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট সঞ্চিত আছে। ওরা নির্লেপ বলে দেয়, সেইজন্যই বাবা বলেন, প্রথমে আত্মাকে রিয়েলাইজ কর। কেউ-কেউ জিজ্ঞাসা করে জানোয়াররা কোথায় যাবে? জানোয়ারের কথা ছাড়া, প্রথমে আত্মাকে রিয়েলাইজ কর। আমি আত্মা কেমন? আমি কি? বাবা বলেন যখন নিজেকেই আত্মা বলে জানানো, আমাকে কি করে জানবে। এসবই সূক্ষ্ম বিষয় তোমরা বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে। আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট সঞ্চিত আছে যা বাজতেই থাকে। কেউ-কেউ বলে ড্রামায় নির্ধারিত আছে যখন পুরুষার্থ কেন করব! বাবা বলেন পুরুষার্থ ছাড়া তো জল-ও পাওয়া যাবে না। এমন নয় যে, ড্রামা অনুসারে সবকিছু সহজেই পেয়ে যাবে, কর্ম তো অবশ্যই করতে হবে। কর্ম ভালো, মন্দ দুটোই হয়। এটা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে। বাবা বলেন এটা রাবণ রাজ্য, এখানে তোমাদের কর্ম বিকর্ম হয়ে যায়। ওখানে রাবণ রাজ্যই নেই যে বিকর্ম হবে। আমিই তোমাদের কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের গতি বুঝিয়ে থাকি। ওখানে তোমাদের কর্ম অকর্ম হয়ে যায়। গীতা পাঠ করে যারা তারাও এর অর্থ জানে না। ওরা তো শুধু পড়ে শুনিয়ে থাকে, সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়ে তারপর হিন্দিতে অর্থ বলে দেয়। বাবা বলেন, কিছু-কিছু শব্দ ঠিকই আছে। ভগবানুবাচ আছে, কিন্তু ভগবান কাকে বলে, এটা কারও জানা নেই। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অসীম জগতের পিতার প্রপার্টির আমি আত্মা মালিক, বাবা যেমন শান্তি, পবিত্রতা, আনন্দের সাগর, আমি আত্মাও তেমনি মাস্টার সাগর এমনই ঐশ্বরীয় নেশায় থাকা উচিত।

২) ড্রামা বলে পুরুষার্থ ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কর্ম অবশ্যই করতে হবে। কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতিকে বুঝে সবসময় শ্রেষ্ঠ কর্ম করতে হবে।

বরদান:- — সदा বাবার অবিনাশী আর নিঃস্বার্থ প্রেমে একাত্ম থেকে মায়াপ্রফু ভব*
যে বাচ্চারা সবসময় বাবার প্রেমে একাত্ম থাকে মায়া তাদের আকর্ষণ করতে পারে না। যেমন ওয়াটার প্রফু কাপড় হয় জলের একফোঁটাও কাপড়ে টিকতে পারে না, তেমনি যে বাবার প্রেমে একাত্ম থাকে সে মায়াপ্রফু হয়ে যায়। মায়ার কোনও তীর তাকে বিদ্ধ করতে পারে না, কেননা বাবার ভালোবাসা অবিনাশী আর নিঃস্বার্থ, এর অনুভাবী যে হবে সে অল্প কালের প্রেমের জালে জড়াবে না। এক বাবা আর আমি এর মধ্যে তৃতীয় কেউ আসতেই পারবে না।

শ্লোগান:- — আসক্তিহীন অথচ প্রিয় হয়ে কর্ম করতে সমর্থরাই ফুলস্টপ বসাতে পারে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- যিনি জীবনমুক্তি দাতা, সর্বজনের সদগতি করেন, তিনি-ই হলেন তোমাদের পিতা, তোমরা হলে তাঁরই সন্তান, তো কত নেশা থাকা উচিত"

প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে বাবার স্মরণ নিরন্তর স্থির থাকে না?

উত্তরঃ - যাদের সম্পূর্ণ নিশ্চয় নেই, তাদের বুদ্ধিতে স্মরণ স্থির থাকে না। আমাদের কে শেখাচ্ছেন, এই কথা না জানলে স্মরণ কাকে করবে। যারা যথার্থ রূপে বাবাকে স্মরণ করে, শুধুমাত্র তাদেরই বিকর্ম বিনষ্ট হয়। শিববাবা স্বয়ং এসে নিজের এবং নিজ ধামের যথার্থ পরিচয় দেন।

ওম্ শান্তি। এখন ওম্ শান্তির অর্থ তো সর্বদা বাচ্চাদের স্মরণে থাকবে। আমরা আত্মা, আমাদের নিবাস হল নির্বাণ ধাম বা মূলবতন। যদিও ভক্তিমার্গে মানুষ যা পুরুষার্থ করে তবু তাদের জ্ঞান থাকে না কোথায় যেতে হবে। কিসে সুখ আছে, দুঃখ কিসে আছে, কিছুই জানা নেই। যজ্ঞ, তপ, দান, পূণ্য, তীর্থ ইত্যাদি করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসে। এখন তোমরা জ্ঞান পেয়েছো তো ভক্তি বন্ধ হয়ে যায়। কাঁসর, ঘন্টা ওই সব পরিবেশ বন্ধ। নতুন দুনিয়া ও পুরানো দুনিয়ায় তফাৎ তো আছে তাইনা। নতুন দুনিয়া হল পবিত্র দুনিয়া। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে সুখ ধাম। সুখধামকে স্বর্গ, দুঃখধামকে নরক বলা হয়। মানুষ শান্তি চায়, কিন্তু সেখানে কেউ যেতে পারে না। বাবা বলেন আমি যতক্ষণ না ভারতে আসছি ততক্ষণ আমি ছাড়া তোমরা বাচ্চারা যেতে পারো না। ভারতে ই শিবজয়ন্তী গান করা হয়। নিরাকার নিশ্চয়ই সাকারে আসবেন তাইনা। শরীর ব্যতীত আত্মা কিছু করতে পারে কি? শরীর ব্যতীত আত্মা তো বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। অন্য শরীরে প্রবেশ করে। কেউ ভালো, কেউ চঞ্চল হয়, একেবারে পাগল করে দেয়। আত্মার অবশ্যই শরীর চাই। ঠিক তেমনই পরমপিতা পরমাত্মারও শরীর না থাকলে তিনি ভারতে এসে কি করবেন! ভারতই হল অবিনাশী ভূখন্ড। সত্যযুগে একটি মাত্র ভারত খন্ড থাকে। অন্য সব খন্ড গুলি বিনাশ হয়ে যায়। গায়ন আছে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। এরা যদিও আদি সনাতন হিন্দু ধর্ম বলে দিয়েছে। বাস্তবে প্রথমে কেউ হিন্দু নয়, দেবী-দেবতার ছিলেন। ইউরোপবাসী নিজেদের খ্রিস্টান বলে। ইউরোপিয়ান ধর্ম তো বলা হয় না। কিন্তু এখানে হিন্দুস্তান-বাসীদের হিন্দু বলা হয়েছে। যে দৈবী ধর্ম শ্রেষ্ঠ ছিল, সেই ধর্ম টি ৮৪ জন্মে এসে ধর্ম ভ্রষ্ট হয়েছে। যারা দেবতা ধর্মের হবে তারা-ই এখানে আসবে। যদি দৃঢ় নিশ্চয় না থাকে তবে বুঝতে হবে এই ধর্মের নয়। যদিও এইখানে বসে থাকবে তবুও জ্ঞান তাদের বোধগম্য হবে না। সেখানে প্রজায় কোনো কম পদ মর্যাদা পাবে তারা। সবাই চায় সুখ-শান্তি, সে তো প্রাপ্ত হয় সত্যযুগে। সবাই তো সুখধামে যাবে না। সব ধর্ম নিজের-নিজের সময়ে আসে। অনেক ধর্ম আছে, বৃষ্কের বৃদ্ধি হতেই থাকে। মূল শেকড় হল দেবী-দেবতা ধর্ম। তারপরে হয় তিনটি টিউব। স্বর্গে তো এইসব হতে পারে না। দ্বাপর যুগ থেকে নতুন ধর্ম আসে, যাকে ভ্যারাইটি হিউম্যান ড্রি বলা হয়। বিরাট রূপ আলাদা, এইটি হল ভ্যারাইটি ধর্মের বৃষ্টি। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের মানুষ আছে। তোমরা জানো কয়টি ধর্ম আছে। সত্যযুগ আদি কালে একটি ধর্ম ছিল, নতুন দুনিয়া ছিল। বাইরের মানুষও জানে, ভারত -ই প্রাচীন স্বর্গ ছিল। খুবই বিতর্কালী ছিল তাই ভারতের সম্মান অনেক। কোনও বিতর্কান, দরিদ্র হলে তাকে দয়া করা হয়। দীনহীন ভারত এখন কি রূপে পরিণত হয়েছে! এইসবেরও ড্রামায় পার্ট আছে। বলাও হয় সবচেয়ে দয়ালু হলেন ঈশ্বর এবং তিনি আসেনও কেবল ভারতে। গরিবদের দয়া ধনীরা-ই করবে, তাইনা। বাবা হলেন অসীম জগতের বিতর্কান, উঁচু থেকে উঁচু স্থান প্রদান করেন তিনি। তোমরা কাঁর সন্তান হয়েছে সেই পরিচয়ের নেশা থাকা উচিত। পরম পিতা পরমাত্মা শিবের আমরা সন্তান, একেই জীবনমুক্তি দাতা, সদগতিদাতা বলা হয়। জীবনমুক্তি সর্বপ্রথমে সত্যযুগে হয়। এখানে তো হল জীবনবন্ধ। ভক্তি মার্গে প্রার্থনা করে বাবা বন্ধনমুক্ত করো। এখন তোমরা আর এই প্রার্থনা করতে পারো না।

তোমরা জানো, বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফির সার তত্ত্ব বোঝাচ্ছেন। তিনি হলেন নলেজফুল। ব্রহ্মাবাবা নিজেই বলেন আমি ভগবান নই। তোমাদের তো দেহ থেকে পৃথক দেহী-অভিমানী হতে হবে। সম্পূর্ণ দুনিয়াকে, নিজের শরীরকেও ভুলে যেতে হবে। ইনি ভগবান নন। ব্রহ্মাবাবাকে বলা হয় বাপদাদা। শিববাবা হলেন উঁচু থেকে উঁচুতে। এই হল (ব্রহ্মাবাবার শরীর) পুরানো শরীর। মহিমা কেবল এক শিববাবার। তাঁর সঙ্গেই যোগযুক্ত হতে হবে তবেই পবিত্র হবে। তা নাহলে কখনোই পবিত্র হতে পারবে না এবং শেষ সময়ে হিসেব নিকেশ-মিটিয়ে সাজা ভোগ করে চলে যাবে। ভক্তি মার্গে আমরা সে-ই, সে-ই আমরা-- এই মন্ত্রটি শুনেছো। আমরা আত্মারা পরম পিতা পরমাত্মা, সে-ই আমরা আত্মা -- এই ভুল মন্ত্রটি পরমাত্মার বিপরীত দিকে নিয়ে যায়। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, যে পরমাত্মা সেই আত্মাই আমরা বলাটা

একেবারেই ভুল। বাচ্চারা এখন তোমাদের বর্ণের রহস্যও বোঝানো হয়েছে। আমরা সেই ব্রাহ্মণ পরে আমরা ই দেবতায় পরিণত হওয়ার পুরুষার্থ করি। তারপরে আমরা সেই দেবতা হয়ে ক্ষত্রিয় বর্ণে আসবো। অন্যরা কেউ কি জানে - আমরা কীভাবে ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি ? কোন্ কুলে জন্ম হয়? তোমরা এখন বুঝেছো আমরা ব্রাহ্মণ, বাবা তো ব্রাহ্মণ নন। তোমরা-ই এই বর্ণে আসো। এখন ব্রাহ্মণ ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে। শিববাবা দ্বারা প্রজাপিতা ব্রাহ্মার সন্তান হয়েছে। এই কথাও জানো নিরাকারী আত্মারা হল প্রকৃত রূপে ঈশ্বরীয় কুলের। নিরাকারী জগতের নিবাসী। পরে সাকারী দুনিয়ায় পার্ট করতে আসে। পার্ট প্লে করতে আসতে হয়। সেখান থেকে এসে আমরা দেবতা কুলে ৮ জন্ম নিয়ে ক্ষত্রিয় কুলে, বৈশ্য কুলে আসি। বাবা বোঝান, তোমরা এত গুলি জন্ম দৈবী কুলে নিয়েছো তারপরে এতগুলি জন্ম ক্ষত্রিয় কুলে নিয়েছো। এই হল ৮৪ জন্মের চক্র। তোমরা ছাড়া এই জ্ঞান আর কেউ প্রাপ্ত করে না। যারা এই ধর্মের হবে তারা-ই এইখানে আসবে। রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। কেউ রাজা-রানী কেউ প্রজা হবে। সূর্যবংশী লক্ষ্মী-নারায়ণ - দি ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড -- ৮ টি বংশ চলে তারপরে ক্ষত্রিয় ধর্মেও ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড এমনভাবে চলে। এইসব কথা বাবা বোঝান। যখন জ্ঞানের সাগর আসেন তখন ভক্তি শেষ হয়। রাত শেষ হয়ে দিন হয়। সেখানে কোনোরকমের ধাক্কাধাক্কি থাকে না। থাকে শুধু আরাম, কোনো ঝামেলা নেই। এও ড্রামায় নির্দিষ্ট আছে। ভক্তির সময় কালেই বাবা আসেন। সবাইকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে তারপরে নামবে নম্বর অনুসারে। ক্রাইস্টের আগমন হলে খ্রিস্টান ধর্মের মানুষ আসবে। এখন দেখো খ্রিস্টান অনেক আছে। ক্রাইস্ট হলেন খ্রিস্টান ধর্মের বীজ। এই দেবী-দেবতা ধর্মের বীজ হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব। তোমাদের ধর্ম স্থাপন করেন পরমপিতা পরমাত্মা। তোমাদের ব্রাহ্মণ ধর্মে কে এনেছে ? বাবা দত্তক নিয়েছেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ধর্ম হল তাঁর চেয়ে ছোট। ব্রাহ্মণদের শিখা বলা হয়। এই হল চিহ্ন শিখা তার নীচে এলে শরীর বৃদ্ধি পায়। এই সব কথা বাবা বসে বোঝান। পিতা যিনি হলেন কল্যাণ কারী তিনিই এসে ভারতের কল্যাণ করেন। সবচেয়ে বেশি কল্যাণ তো তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের করেন। তোমরা কি থেকে কিরূপে পরিণত হও! তোমরা অমরলোকের মালিক হও। এখনই তোমরা কাম বিকারকে জয় করো। সেখানে অকালে মৃত্যু হয় না। মরণের কথা নেই। যদিও শরীর রূপী পোশাক তো বদল করতেই হবে তাইনা। যেমন সর্প নিজের খোলস বদলায়। এখানেও তোমরা এই পুরানো দেহ ত্যাগ করে নতুন দুনিয়ায় নতুন দেহ ধারণ করবে। সত্য যুগ কে বলা হয় ফুলের বাগান (গার্ডেন অফ ক্লাওয়ার্স)। কখনও কোনো কু বচন সেখানে বলা হয় না। এখানে তো হল কু-সঙ্গ। মায়ার সঙ্গ এইখানে তাই এর নাম ঘোর নরক। জায়গা পুরানো হয় তো মিউনিসিপালিটি থেকে লোক এসে খালি করায়। বাবাও বলেন যখন দুনিয়া পুরানো হয় তখন আমি আসি।

জ্ঞানের দ্বারা সদগতি হয়ে যায়। রাজযোগ শেখানো হয়। ভক্তিতে কিছুই নেই। হ্যাঁ, যদিও দান-পুণ্য করলে অল্প কালের জন্য সুখ প্রাপ্ত হয়। সন্ন্যাসীরা রাজাদের বৈরাগ্য প্রদান করেন, এই জগতে কাগ বিষ্ঠা সম সুখ আছে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের অসীম জগতের বৈরাগ্য শেখানো হয়। এই হল পুরানো দুনিয়া, এখন সুখধামকে স্মরণ করো, তারপরে শান্তিধাম হয়ে এখানে আসতে হবে। দিলওয়ারা মন্দিরে হুবহু তোমাদের এই সময়ের স্মরণীকা তৈরি আছে। নীচে তপস্যায় বসে, উপরে স্বর্গ। নাহলে স্বর্গ কোথায় দেখাবে। মানুষ মরলে বলা হয় স্বর্গে গেছে। স্বর্গ উপরে আছে কিন্তু উপরে তো কিছুই নেই। ভারত-ই স্বর্গ, ভারত-ই নরক হয়। এই মন্দির টি হল সম্পূর্ণ স্মরণীকা। এই মন্দির ইত্যাদি সব পরে তৈরি হয়। স্বর্গে ভক্তি থাকে না। সেখানে তো থাকে শুধু সুখ আর সুখ। বাবা এসে সব রহস্য বুঝিয়ে দেন। অন্য সব আত্মাদের নাম পরিবর্তন হয়, শিবের নাম পরিবর্তন হয় না। তাঁর নিজস্ব শরীর-ই নেই। শরীর ছাড়া পড়াবেন কীভাবে ! প্রেরণা দ্বারা পড়ানোর কোনও ব্যাপারই নেই। প্রেরণা অর্থাৎ চিন্তন। এমন নয়, উপর থেকে প্রেরণা দেবেন আর জ্ঞান পৌঁছে যাবে। এতে প্রেরণার কোনও কথা নেই। যে বাচ্চাদের বাবার সম্পূর্ণ পরিচয় জানা নেই, সম্পূর্ণ নিশ্চয় নেই তাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান স্থির থাকবে না। আমাদের কে শেখাচ্ছেন, সে কথা না জানলে স্মরণ করবে কাকে ? বাবার স্মরণ দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনষ্ট হবে। জন্ম জন্মান্তর ধরে যে লিঙ্গ রূপ স্মরণ করেছে, বুঝেছো ইনি হলেন পরমাত্মা, এই হল তাঁরই স্বরূপ, উনি হলেন নিরাকার, সাকার নন। বাবা বলেন আমাকেও প্রকৃতির আধার নিতে হয়। নাহলে তোমাদেরকে সৃষ্টি চক্রের রহস্য কীভাবে বোঝাবো। এই হল রুহানী নলেজ অর্থাৎ আত্মিক জ্ঞান। আত্মাদেরই এই নলেজ প্রাপ্ত হয়। এই নলেজ একমাত্র বাবা-ই প্রদান করেন। পুনর্জন্ম তো নিতেই হয়। সব আত্মা রূপী অভিনেতাদের নিজস্ব পার্ট আছে। নির্বাণ ধামে কেউ যেতে পারে না। কারো মোক্ষ লাভ হয় না। যে এক নম্বরে বিশ্বের মালিক হন তাকেই ৮৪ জন্মে আসতে হয়। অবশ্যই চক্র পূর্ণ করতে হবে। মানুষ ভাবে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, কতরকম মত-মতান্তর আছে। বুদ্ধি হতেই থাকে। কেউ ফিরে যায় না। বাবা স্বয়ং ৮৪ জন্মের কাহিনী বলেন। বাচ্চারা তোমাদের পড়া করে পড়াতে হবে। এই রুহানী নলেজ তোমরা ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। না শূদ্র, না দেবতা, কেউ দিতে পারে না। সত্যযুগে দুর্গতি হয় না যে নলেজ প্রাপ্ত হবে। এই নলেজ হলোই সদগতির জন্য। সদগতি দাতা লিবারেটর হলেন একজন ই। স্মরণের যাত্রা না করে কেউ পবিত্র হবে না। সাজা ভোগ করতেই হবে। পদ মর্যাদাও কম হয়ে যাবে। সবার হিসেব-নিকেশ তো ক্লিয়ার হবে, তাইনা। তোমাদেরকে তোমাদের কথাই বোঝানো হয়

অন্য ধর্মে যাওয়ার কি প্রয়োজন আছে। ভারতবাসীদের এই নলেজ প্রদান করা হয়। বাবা ভারতে এসে ৩-টি ধর্ম স্থাপন করেন। এখন তোমাদেরকে শূদ্র ধর্ম থেকে বের করে উঁচু কুলে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই হল নীচ পতিত কুল, এখন পবিত্র করার জন্য তোমরা ব্রাহ্মণরা নিমিত্ত হও। একেই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ বলা হয়। রুদ্র শিববাবা যজ্ঞ রচনা করেছেন, এই অসীমের যজ্ঞে সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়া উৎসর্গ করা হয়। তারপর নতুন দুনিয়া স্থাপন হয়ে যাবে। পুরানো দুনিয়া শেষ হবে। তোমরা এই নলেজ প্রাপ্ত করো নতুন দুনিয়ার জন্য। দেবতাদের ছায়া পুরানো দুনিয়ায় পড়ে না। তোমরা বাচ্চারা জানো যে কল্প পূর্বে যারা এসেছিল তারা-ই এসে এই নলেজ অর্জন করবে। নশ্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে পড়াশোনা করবে। মানুষ এখানেই শান্তি চায়। এবারে আত্মা হলোই শান্তিধামের নিবাসী। তবে এখানে শান্তি হবে কীভাবে। এই সময় তো ঘরে-ঘরে অশান্তি। রাবণের রাজত্ব কিনা। সত্যযুগে সম্পূর্ণ শান্তির রাজত্ব থাকে। এক ধর্ম, এক ভাষা থাকে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি অসীম জগতের বৈরাগী হয়ে নিজের দেহকে ভুলে শান্তিধাম ও সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে।

২) আমরা সে-ই, সে-ই আমরা -- এই মন্ত্রের যথার্থ ভাব বুঝে এখন যে ব্রাহ্মণ সেই দেবতা হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। সবাইকে এর যথার্থ অর্থ বোঝাতে হবে।

বরদান:- তিন প্রকারের সেবার ব্যালাপ্স দ্বারা সর্ব গুণের অনুভূতি প্রাপ্তকারী গুণমূর্তি ভব*
ব্যাখ্যা: যে বাচ্চারা সঙ্কল্প, বোল এবং প্রতিটি কর্ম দ্বারা সেবায় তৎপর থাকে, তারাই সফলতামূর্তি হয়। তিনটিতেই মাত্র সমান, সারাদিন তিন প্রকারের সেবায় ব্যালাপ্স থাকলে, পাস উইথ অনার বা গুণমূর্তি হয়ে যাবে। তাদের দ্বারা সর্ব দিব্য গুণের শৃঙ্গার স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। একে অপরকে বাবার গুণের বা নিজের ধারণা যুক্ত গুণের সহযোগ দেওয়াই হল গুণ মূর্ত হওয়া কারণ গুণদান হল সবচেয়ে বড় দান।

স্লোগান:- নিশ্চয় রূপী ফাউন্ডেশন পাকা থাকলে শ্রেষ্ঠ জীবনের অনুভব স্বতঃতই হয় ।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রেষ্ঠ হতে চাইলে রোজ নিজের চার্ট দেখো। কোনো কর্মেন্দ্রিয় যেন ধোঁকা না দেয়, চোখ খুব ধোঁকাবাজ, এর হাত থেকে নিজেকে সামলে রেখো”

প্রশ্নঃ - কোন্ অভ্যাস সবথেকে খারাপ এবং এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি ?

উত্তরঃ - সবথেকে খারাপ অভ্যাস হলো - জিভের স্বাদ, কোনো ভালো খাবার দেখলে লুকিয়ে থেয়ে নেওয়া। লুকানো অর্থ চুরি করা। এই চুরি রূপী মায়াও অনেককে নাক-কান পাকড়ে ধরে নেয়। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হল - যখনই অন্য কোনওদিকে বুদ্ধি যাবে তখন নিজেই নিজেকে শাস্তি দাও। খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করার জন্য নিজেই নিজেকে আছাড় মারো।

ওম্ শান্তি । আত্ম-অভিমानी হয়ে বসেছ ? সব বিষয়ে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করতে হয়। আমি কি আত্ম-অভিমानी হয়ে বাবাকে স্মরণ করছি ? শিবশক্তি পান্ডবসেনার গায়ন রয়েছে। এখানে তো শিববাবার সেনারা বসে আছে, তাই না ? দুনিয়ার সেনাবাহিনীতে কেবল যুবকরাই থাকে, বাচ্চা কিংবা বৃদ্ধ থাকে না। এই সেনাবাহিনীতে তো বৃদ্ধ-বাচ্চা-যুবক সবাই বসে আছে। মায়াকে পরাজিত করার জন্য এই সেনাবাহিনী গঠন করা হয়েছে। প্রত্যেককে মায়ার উপর জয়ী হয়ে বাবার কাছ থেকে অসীম উত্তরাধিকার নিতে হবে। বাচ্চারা জানে যে মায়া খুবই শক্তিশালী। কর্মেন্দ্রিয়গুলোই সবথেকে বেশি ধোঁকা দেয়। চার্ট লেখার সময়ে এটাও লিখবে যে, আজ কোন্ কর্মেন্দ্রিয় ধোঁকা দিয়েছে ? আজ অমুক ব্যক্তিকে দেখে স্পর্শ করতে ইচ্ছে হয়েছে। চোখ খুবই ক্ষতিকারক। প্রত্যেক কর্মেন্দ্রিয়কেই দেখতে হবে যে, কে বেশি ক্ষতিকারক। এক্ষেত্রে সুরদাসের উদাহরণ দেওয়া হয়। নিজেকে চেক করতে হবে। চোখ খুব ধোঁকা দেয়। কেউ হয়তো অনেক সার্ভিস করে, কিন্তু চোখ খুব ধোঁকা দিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকতে হবে। কারণ এটা তো শত্রু, তাই না ? আমাদের পদ ভ্রষ্ট করে দেয়। *যেসব বাচ্চা বিচক্ষণ হবে, তারা অবশ্যই নোট করবে। ডায়েরি যেন পকেটেই থাকে।* যেভাবে ভক্তিমার্গে বুদ্ধি অন্যদিকে চলে গেলে নিজেই নিজেকে চিমটি কাটে, সেইরকম তোমাদেরও নিজেকে সাজা দেওয়া উচিত। *খুব সতর্ক থাকতে হবে। কর্মেন্দ্রিয়গুলো ধোঁকা দিচ্ছে না তো ? এইসব বিষয় থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে হবে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে চলবে না।* স্ত্রী পুরুষের মধ্যেই যত ঝামেলা। দেখলেই কাম-বিকারগ্রস্ত দৃষ্টি চলে যায়। সেইজন্যই সন্ন্যাসীরা চোখ বন্ধ করে বসে থাকে। কোনো কোনো সন্ন্যাসী তো স্ত্রীলোকের দিকে পিছন ফিরে বসে থাকে। পরিবর্তে ওইসব সন্ন্যাসীরা কি ফল পায় ? খুব বেশি হলে দশ-কুড়ি লাখ কিংবা কয়েক কোটি সঞ্চয় করবে। মরে গেলে সব শেষ। আবার পরের জন্মে সঞ্চয় করতে হবে। তোমরা বাচ্চারা যা কিছু পাছ সব অবিনাশী উত্তরাধিকার হয়ে যাচ্ছে। ওখানে সম্পত্তির প্রতি কোনো লোভ থাকবে না। কোনো অপ্রাপ্তি থাকবে না যার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। কলিযুগের অন্তিম এবং সত্যযুগের আদি কালের মধ্যে দিন-রাতের পার্থক্য। ওখানে অসীম সুখ থাকবে। এখানে তো কিছুই নেই। বাবা সবসময় বলেন - 'সঙ্গম' শব্দটার সঙ্গে 'পুরুষোত্তম' শব্দটা অবশ্যই লেখ। স্পষ্ট কথায় বলতে হবে। মানুষের বৃত্তিতে সুবিধা হবে। মানুষ থেকে দেবতা বানানোর গায়ন আছে। সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই সঙ্গমযুগেই দেবতা বানানোর কিংবা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী বানানোর জন্য আসবেন। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে আছে। স্বর্গ কি জিনিস জানেইনা। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা তো স্বর্গ দেখতেই পাবে না। তাই বাবা বলেন, তোমাদের ধর্ম খুবই সুখদায়ী। ওই দুনিয়াটাকেই হেভেন বলা হয়। কিন্তু ওরা কি মনে করে যে আমাদের পক্ষেও স্বর্গে যাওয়া সম্ভব ? কেউই কিছু জানে না। ভারতবাসীরা সব ভুলে গেছে। বলে যে অনেক লক্ষ বছর আগে হেভেন ছিল। খ্রীস্টানরা তো বলে, তিন হাজার বছর আগে হেভেন ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন ভগবান এবং ভগবতী। নিশ্চয়ই ভগবান এসেই ভগবান এবং ভগবতীকে বানাবেন। তাই পরিশ্রম করতে হয়। প্রতিদিন নিজের চার্ট দেখতে হবে। কোনো কর্মেন্দ্রিয় ধোঁকা দেয়নি তো ? জিহ্বাও কম কিছু নয়। কোনো ভালো জিনিস দেখলেই লুকিয়ে থেয়ে নেয়। জানেই না যে এটা একটা পাপ। এটা তো চুরি করা হলো, তাই না ? তার ওপর আবার শিববাবার যন্তু থেকে চুরি করা খুবই খারাপ জিনিস। বলা হয় - এক পয়সার চোর আর এক লাখ টাকার চোর একই জিনিস। অনেক জনকেই মায়া নাক-কান পাকড়ে ধরে নেয়। যত খারাপ অভ্যাস সব বেরিয়ে আসে। নিজেকে আছাড় মারতে হবে। যতক্ষণ কোনো খারাপ অভ্যাস আছে, ততক্ষণ ভালো পদ পাওয়া যাবে না। স্বর্গে যাওয়া কোনো বড় ব্যাপার নয়, কিন্তু কোথায় রাজা-রানী আর কোথায় প্রজা! তাই বাবা বলছেন, কর্মেন্দ্রিয়গুলোর ওপর সতর্ক থাকতে হবে, দেখতে হবে যে কোন্ কর্মেন্দ্রিয় ধোঁকা দেয় ? চার্ট লিখতে হবে। এটা তো ব্যবসা, তাই না ? বাবা বোঝাচ্ছেন, আমার সঙ্গে সওদা করো, ভালো পদ পেতে চাইলে শ্রীমৎ অনুসারে চলো। বাবা তো নির্দেশ দিচ্ছেন, কিন্তু পালন করার ক্ষেত্রেই মায়া বিঘ্ন নিয়ে আসে,

করতেই দেয় না। বাবা বলছেন, এই কথাগুলো ভুলে যেওনা। গাফিলতি করলে খুব আফসোস করতে হবে। কখনোই ভালো পদ পাবে না। বলার সময়ে তো খুব আনন্দ সহকারে বলো যে আমরা নর থেকে নারায়ণ হব। কিন্তু নিজেকেই জিজ্ঞেস করতে থাকো যে কখনো কোনো কর্মেন্দ্রিয় ধোঁকা দেয় না তো ? নিজের উন্নতি করতে চাইলে বাবার নির্দেশগুলো বাস্তবায়িত করো। সারাদিনের চাট রাখো। অনেক ভুল হতে থাকে। *চোখ খুব ধোঁকা দিয়ে দেয়। ইচ্ছে হয় যে একে এটা খাওয়াই, এটা উপহার দিই। নিজের অনেক সময় নষ্ট করে।* মালার দানা হওয়ার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। মুখ্য হলো অষ্টরত্ন। নবরত্ন বলা হয়। একজন তো বাবা, বাকি রইল আটজন। মধ্যখানে তো বাবার প্রতীক থাকতে হবে। কারোর ওপরে কোনো গ্রহের দশা থাকলে নবরত্নের আংটি পরানো হয়। এতজন পুরুষার্থ করছে তার মধ্যে মাত্র আট জন সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়। অষ্টরত্নের অনেক মহিমা আছে। দেহ অভিমানের বশীভূত হওয়ার জন্য কর্মেন্দ্রিয়গুলো খুব ধোঁকা দেয়। ভক্তিমার্গেও এইরকম চিন্তা করে যে মাথায় অনেক পাপের বোঝা আছে, তাই দান-পুণ্য করলে সেই পাপ মুছে যাবে। *সত্যযুগে এইরকম কোনো চিন্তা থাকবে না কারণ সেখানে রাবণের রাজত্ব নেই। ওখানেও যদি এইরকম ব্যাপার থাকে তবে নরক আর স্বর্গের মধ্যে তো কোনো পার্থক্যই থাকবে না।* তোমাদেরকে এত উঁচু পদ দেওয়ার জন্য স্বয়ং ভগবান বসে থেকে পড়াচ্ছেন। বাবা যদি স্মরণে নাও আসেন তবে শিক্ষাদাতা টিচার তো স্মরণে আসবেন। আচ্ছা, এটা তো স্মরণ করো যে, আমাদের বাবা এবং সঙ্গুরু একজনই। মানুষ তো আসুরিক মত অনুসারে চলে বাবার কতো তিরস্কার করেছে। বাবা এখন সকলের উপকার করছেন। তাই বাচ্চারা, তোমাদেরকেও উপকার করতে হবে। কারোর অপকার করো না, খারাপ দৃষ্টিও যেন না যায়। এতে নিজেরই ক্ষতি করে। অন্যের ওপরেও এর প্রভাব পড়ে। বাবা বলছেন, লক্ষ্য খুব বড়। তাই প্রতিদিন নিজের চাট চেক করো - কোনো বিকর্ম করিনি তো ? এই দুনিয়াটাই হল বিকর্মের দুনিয়া। বিকর্মজিৎ দেবতাদের সম্বন্ধে কেউই কিছু জানে না। বাবা বোঝাচ্ছেন, ৫ হাজার বছর আগে বিকর্মজিৎ অন্ড ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বিকর্ম অন্ড শুরু হয়েছে। রাজারাও বিকর্ম করছে। তাই বাবা এখন বলছেন, আমি তোমাদেরকে কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্মের গতি সম্বন্ধে বোঝাচ্ছি। রাবণের রাজত্বে তোমাদের কর্মগুলো বিকর্ম হয়ে যায়। কিন্তু সত্যযুগে তোমাদের কর্মগুলো অকর্ম হবে, বিকর্ম হবে না। ওখানে বিকারের কোনো চিহ্নও থাকবে না। এই সময়ে তোমরা জ্ঞান রূপী ত্রিনয়ন লাভ করো। তোমরা এখন বাবার দ্বারা ত্রিনয়নী-ত্রিকালদর্শী হয়েছ। কোনো মানুষ এরকম বানাতে পারবে না। বাবা-ই তোমাদেরকে এইরকম বানিয়েছেন। আস্তিক হলেই ত্রিনয়নী-ত্রিকালদর্শী হতে পারবে। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, ৮৪ চক্র - সব তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। পরবর্তীকালে অন্যান্য ধর্মগুলো আসবে। বুদ্ধি হতে থাকবে। ওইসব ধর্মস্থাপকদেরকে গুরু বলা যাবে না। সঙ্গুরু কেবল একজন, যিনি সকলের সঙ্গতি করেন। ওরা কাউকে সদগতি দেওয়ার জন্য আসে না। ওরা হলো ধর্মস্থাপক। যীশুখ্রীষ্টকে স্মরণ করলে কারোর সঙ্গতি হয়না, বিকর্মের বিনাশ হয়না। কোনো লাভ হয়না। ওরা সবাই ভক্তির লাইনেই রয়েছে। জ্ঞানের লাইনে কেবল তোমরাই রয়েছে। তোমরা হলে পান্ডা। সবাইকে শান্তিধাম এবং সুখধামের রাস্তা বলে দাও। বাবা যেমন মুক্তিদাতা, সেইরকম তিনি আবার পথপ্রদর্শক। সেই বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। *এখন তোমরা বাচ্চারা নিজের বিকর্ম বিনাশ করার পুরুষার্থ করছ। তাই খেয়াল রাখতে হবে যাতে আর কোনো বিকর্ম না হয়ে যায়। পুরুষার্থ করার সঙ্গে সঙ্গে যদি বিকর্মও করো তবে সেটা একশো গুন হয়ে যাবে। যতটা সম্ভব বিকর্ম না করার চেষ্টা করো। নয়তো সেগুলো নথিভুক্ত হয়ে যাবে। নামও বদনাম করবে। যখন জেনেই গেছ যে ভগবান পড়াচ্ছেন, তখন আর কোনো বিকর্ম করা উচিত নয়। ছোটখাটো চুরি হোক কিংবা বড় চুরি, পাপ তো অবশ্যই হয়, তাই না ? এই চোখ খুব ধোঁকা দেয়। বাবা বাচ্চাদের আচার-আচরণ দেখেই বুঝতে পারেন। *কখনো যেন এইরকম চিন্তা না আসে যে, ইনি আমার স্ত্রী। আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, শিববাবার নাতি-নাতনি। আমরা তো শিববাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে রাখি বেঁধেছি। তারপরেও কেন চোখ ধোঁকা দেয় ? স্মরণের শক্তির দ্বারা যেকোনো কর্মেন্দ্রিয়ের ধোঁকা দেওয়া থেকে মুক্তি পেতে পারো। অনেক পরিশ্রম করতে হবে। বাবার নির্দেশ অনুসারে চাট লেখ। স্ত্রী-পুরুষরা নিজেদের মধ্যে এইরকম কথা বলো যে - আমরা তো বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেব, টিচারের কাছে পুরো পাঠ পড়ব। এইরকম টিচার তো আর কখনোই পাব না যিনি অসীম জগতের জ্ঞান দেবেন।* লক্ষ্মী-নারায়ণই তো এইসব জানবে না, তাই তাদের পরে যারা আসবে তারা কিভাবে জানবে? বাবা বলছেন, কেবল তোমরাই সঙ্গমযুগে এই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তিমের জ্ঞান জানতে পারো। বাবা অনেক কিছু বোঝান - এটা করো, এইভাবে করো। কিন্তু এখান থেকে উঠে গেলেই ভুলে যায়। এটা বুঝতে পারে না যে স্বয়ং শিববাবা আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন। সবসময় মনে করো যে শিববাবা বোঝাচ্ছেন, এনার ছবিও রেখো না। এটা তো লোন নেওয়া রথ। ইনিও পুরুষার্থ করছেন, ইনিও বলছেন যে আমি বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছি। তোমাদের মতো ইনিও স্টুডেন্ট লাইফে আছেন। ভবিষ্যতে তোমাদের অনেক মহিমা করা হবে। এখন তো তোমরা পূজনীয় দেবতা হওয়ার জন্য পড়ছো। এরপর সত্যযুগে তোমরা দেবতা হবে। এইসব কথা কেবল বাবা ছাড়া আর কেউই বোঝাতে পারবে না। যদি কোনো ব্যক্তির ভাগ্যই না থাকে তবে সে সংশয় প্রকাশ করে - শিববাবা কিভাবে পড়াবেন ! আমি মানিনা। না মানলে শিববাবাকে স্মরণ করবে কিভাবে ? বিকর্মও বিনাশ হবে না।

এভাবে ক্রমানুসারে পুরো রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। দাস-দাসীদেরও তো প্রয়োজন আছে। রাজারা উপহার হিসেবে দাস-দাসী পেত। এখানেই যদি এতো দাস-দাসী থাকে তবে সত্যযুগে আরো কতো থাকবে। কখনোই এমন টিলেঢালা পুরুষার্থ করা উচিত নয় যে ওখানে গিয়ে দাস-দাসী হতে হবে। বাবাকে জিজ্ঞেস করতে পারো - বাবা, যদি এখনই মৃত্যু হয় তাহলে কেমন পদ পাব ? বাবা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবেন। নিজেই নিজের চার্ট দেখ। অন্তিমে তো ক্রমানুসারে কর্মাতীত অবস্থা হয়েই যাবে। এটাই হলো সত্যিকারের উপার্জন। ওই উপার্জনের জন্য দিন-রাত কত ব্যস্ত থাকে। যারা শেয়ার কেনা-বেচার দালালের কাজ করে তারা এক হাতে খাবার খায় আর অন্য হাতে ফোন করে ব্যবসা সামলায়। তাহলে বলো, এইরকম ব্যক্তির কি জ্ঞানমার্গে চলতে পারবে ? বলে দেয় যে আমার তো সময় নেই। আরে, আসল উপার্জন তো এখানেই হয়। কেবল বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। অষ্টদেবতা ইত্যাদি কতজনকে তো মানুষ স্মরণ করে। কিন্তু ওদেরকে স্মরণ করলে কিছুই পাওয়া যাবে না। বাবা বারে বারে প্রত্যেকটা বিষয় বোঝাতে থাকেন। যাতে কেউ বলতে না পারে যে এই বিষয়টা তো বাবা বোঝাননি। বাচ্চারা, তোমাদেরকে তো সবার কাছে বার্তা পৌঁছাতে হবে। এরোপ্লেন থেকেও হ্যান্ডবিল ছড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। ওতে লেখ যে শিববাবা এইরকম বলেন। ব্রহ্মাবাবাও হলেন শিববাবার সন্তান। যেহেতু তিনি প্রজাপিতা, তাই তিনিও পিতা, আবার ইনিও পিতা। মুখে শিববাবা বললেই অনেক বাচ্চার চোখে প্রেমের অশ্রু চলে আসে। কখনো বাবাকে দেখেওনি। পত্র লেখে - বাবা, কবে আমি তোমার সাথে গিয়ে সাফাং করব ? আমাকে বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে দাও। অনেকেই বাবার অথবা প্রিন্সের সাফাংকার করে। ভবিষ্যতেও অনেকের সাফাংকার হবে। কিন্তু পুরুষার্থ তো করতেই হবে। মৃত্যুর সময়েও মানুষকে বলা হয় - ভগবানকে স্মরণ করো। দেখবে, তোমরাও অন্তিমে অনেক পুরুষার্থ করবে, স্মরণ করতে লেগে যাবে। বাবা নির্দেশ দিচ্ছেন - বাচ্চারা, যেটুকু সময় পেয়েছ, সেই সময়ে পুরুষার্থ করে মেকআপ করে নাও। বাবার স্মরণে থেকে বিকর্ম বিনাশ করলে, পরে এসেও আগে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। যেমন ট্রেন লেট করলে মেকআপ করে নেয়। তোমরাও এখন সময় পেয়েছ, তাই মেকআপ করে নাও। এখানে এসে উপার্জন করতে লেগে যাও। বাবা মত দিচ্ছেন - এইরকম ভাবে চলে নিজের কল্যাণ করো। বাবার শ্রীমং অনুসারে চলো। এরোপ্লেন থেকে হ্যান্ডবিল ছড়াও যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে এরা তো একদম সঠিক বার্তা দিচ্ছে। ভারত কতো বড় দেশ, সবাইকে জানাতে হবে যাতে পরে কেউ না বলতে পারে যে বাবা, আমি তো জানতে পারিনি। আচ্ছা ! মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বিচক্ষণ হয়ে নিজের চেকিং করতে হবে যে চোখ কখনো ধোঁকা দেয় না তো। কোনো কর্মেন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে উল্টোপাল্টা কাজ করা উচিত নয়। স্মরণের শক্তির দ্বারা কর্মেন্দ্রিয়ের ধোঁকা থেকে মুক্ত হতে হবে।

২) এইরকম সত্যিকারের উপার্জনের জন্য সময় বের করতে হবে। পরে এসেও পুরুষার্থ করে মেকআপ করে নিতে হবে। এটা বিকর্ম বিনাশ করার সময়, তাই আর কোনো বিকর্ম যেন না হয়।

বরদানঃ:- সকল কন্ডিশনে (পরিস্থিতিতে) সেফ (সুরক্ষিত) থেকে এয়ার-কন্ডিশনের টিকিটের অধিকারী ভব*
সেইসব বাচ্চাই এয়ার-কন্ডিশনের টিকিট পায়, যারা এখানে সকল পরিস্থিতিতে সুরক্ষিত থাকে। যেকোনো পরিস্থিতি কিংবা সমস্যা আসুক না কেন, সকল সমস্যাকে এক সেকেন্ডে অতিক্রম করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। যেভাবে ওই টিকিটের জন্য টাকা দাও, সেইরকম এক্ষেত্রেও 'সর্বদা বিজয়ী' হওয়ার অর্থ প্রয়োজন - যার দ্বারা টিকিট পাওয়া যাবে। এই অর্থ জোগাড় করার জন্য পরিশ্রম করার দরকার নেই। কেবল সর্বদা বাবার সঙ্গে থাকলেই অসীম উপার্জন জমা হতে থাকবে।

স্লোগানঃ:- যেকোনো পরিস্থিতি আসুক না কেন, পরিস্থিতি পালিয়ে যাবে, কিন্তু খুশি কখনোই যাবে না।*

''উড়তি কলার দ্বারা সকলের মঙ্গল''

আজ বাপদাদা ডবল বিদেশি বাচ্চাদের ডবল অভিনন্দন জানাতে এসেছেন। এক, দূরদেশে ভিন্ন ধর্মে গিয়েও ভারতের নিকটবর্তী আত্মাদের থেকে তোমরা অনেক তাড়াতাড়ি বাবাকে চিনেছ। চির পরিচিতকে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থাৎ নিজের ভাগ্যকে প্রাপ্ত করার অভিনন্দন, দ্বিতীয়তঃ, যেমন বাবাকে অবিলম্বে চিনেছ, ঠিক তেমনই তীব্রগতিতে নিজেকে সেবায় নিয়োজিত করেছে। সুতরাং, সেবায় তীব্রগতিতে এগিয়ে যাওয়ার অভিনন্দন। সেবায় বৃদ্ধির গতি তীব্র হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও ডবল বিদেশি বাচ্চাদের বিশেষ কার্যে নিমিত্ত হতে হবে। ভারতের আদি নিমিত্ত রত্ন বিশেষ আত্মারা স্থাপনের কার্যে অনেক মজবুত ফাউন্ডেশন হয়ে স্থাপনের কার্য করেছে, আর ডবল বিদেশি বাচ্চারা তীব্রগতিতে চারিদিকে আওয়াজ ছড়িয়ে দেওয়ার সেবা করেছে আর করতেও থাকবে। বাচ্চারা, সবাই তোমরা আসার সাথে সাথেই জন্ম নিয়ে ক্ষিপ্ততার সঙ্গে সেবায় এগিয়ে যাওয়ার কারণে বাপদাদা বাচ্চারা, তোমাদের সবাইকে বিশেষ অভিনন্দন জানাচ্ছেন। স্বল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন দেশে সেবার বিস্তার করেছে, সেইজন্য আওয়াজ ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ সহজেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর সদা ডবল লাইট হয়ে দ্বিমুকুটধারী হওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত করার তীব্র পুরুষার্থ অবশ্য করবে। আজ বাপদাদা বিশেষ মিলনের জন্য এসেছেন। বাপদাদা দেখছেন, সবার হৃদয়ে খুশির বাজনা বাজছে। বাচ্চাদের খুশির সুর, খুশির গীত বাপদাদা শুনতে পাচ্ছেন। স্মরণ আর সেবায় তোমরা একাগ্রচিত্তে এগিয়ে যাচ্ছ। স্মরণও আছে, সেবাও আছে কিন্তু এখন অ্যাডিশন কি হওয়া উচিত? দুইই আছে, কিন্তু সদা দুইয়ের মধ্যে ব্যালেন্স থাকতে দাও। এই ব্যালেন্স নিজেকে আর সেবায় বাবার ব্লেসিংসের অনুভাবী বানায়। সেবায় উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে। তাছাড়া, এখন সেবাতে স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্স রাখায় অতি তীব্রতার সঙ্গে বিশ্বে আওয়াজ ধ্বনিত হবে। তোমরা ভালোভাবে বিস্তার করেছে। বিস্তারের পরে কি করা হয়? বিস্তারের পরে অধিকতর সেবার সারের জন্য বিশেষ আত্মাদের নিমিত্ত বানাতে হবে, যাতে এই বিশেষ আত্মারা ভারতের বিশেষ আত্মাদের জাগিয়ে তুলতে পারে। এখন ভারতেও সেবার রূপরেখা সময় অনুযায়ী উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নেতারা, ধর্মনেতারা এবং সেইসঙ্গে অভিনেতারাও সম্পর্কে আসছে। বাকী কে রইলো? তারা সম্পর্কে তো আসছে, নেতারাও আসছে কিন্তু বিশেষভাবে রাজনৈতিক নেতাদের নিকট সম্পর্কে আনতে সঙ্কল্প উৎপন্ন হতেই হবে।

ডবল বিদেশি সব বাচ্চা উড়তি কলায় যাচ্ছ, তাই না! তোমরা উত্তরণ কলায় নও, তাই তো! উড়তি কলা আছে? উড়তি কলা হওয়া অর্থাৎ সবার ভালো হওয়া। যখন সব বাচ্চাদের একরস উড়তি কলা হবে তখন সবার ভালো হবে অর্থাৎ পরিবর্তনের কার্য সম্পন্ন হয়ে যাবে। এখন উড়তি কলা, কিন্তু উড়তি কলার সাথে সাথে বিভিন্ন মাত্রার স্টেজ আছে। কখনো খুব ভালো স্টেজ আবার কখনো স্টেজ তৈরি হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করার স্টেজ। যখন মেজরিটি সদা উড়তি কলা হয়, এর অর্থ সমাপ্তি হওয়া। এখন সব বাচ্চারা জানে যে উড়তি কলাই শ্রেষ্ঠ স্থিতি। উড়তি কলাই কর্মাতীত স্থিতিকে প্রাপ্ত করার স্থিতি। উড়তি কলাই দেহের মধ্যে থেকে দেহ থেকে পৃথক হয়েও বাবার এবং সেবায় প্রিয় হওয়ার স্থিতি। উড়তি কলাই বিধাতা আর বরদাতা স্টেজের স্থিতি। উড়তি কলাই চলতে-ফিরতে ফরিস্তা অথবা দেবতা উভয় রূপের সাক্ষাৎকার করানোর স্থিতি।

উড়তি কলা সকল আত্মাদের ভিত্তিহীন থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী বানায়। সকল আত্মা অনুভব করবে, তাদের ইষ্ট দেব বা ইষ্ট দেবীগণ অথবা নিমিত্ত হওয়া যে আরও অনেক দেবতাগণ আছেন, সবাই এই ধরিত্রীতে অবতরিত হয়েছেন। সত্যযুগে তো সবাই সদগতিতে থাকবে কিন্তু এই সময় যে আত্মারা আছে তোমরা তাদের জন্য হলে সদগতি দাতা। যেমন, যে কোনও ড্রামা যখন সমাপ্ত হয়, তখন শেষে সব অ্যাক্টর স্টেজে আসে। এখন কল্লের ড্রামা সমাপ্ত হওয়ার সময় হয়ে আসছে। সারা বিশ্বের আত্মাদের হয় স্বপ্নে, নয়তো এক সেকেন্ডের বলকে, অথবা চারিদিকে প্রত্যক্ষতার আওয়াজ দ্বারা এটা অবশ্যই সাক্ষাৎকার হবে যে এই ড্রামার হিরো পার্টধারী স্টেজে প্রত্যক্ষ হয়েছে। ধরিত্রীর নক্ষত্র ধরিত্রীতে প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে। সবাই নিজ নিজ ইষ্ট দেবকে প্রাপ্ত করে খুশি হবে। তারা আশ্রয় লাভ করবে। ডবল বিদেশিও ইষ্ট দেব আর ইষ্ট দেবীর মধ্যে আছ, তাই না! নাকি গোল্ডেন জুবিলির? তোমরাও তার মধ্যে আছ নাকি দর্শক তোমরা? যেমন এখন গোল্ডেন জুবিলির দৃশ্য দেখেছ। এটা তো একটা আমোদজনক পার্ট প্লে করেছে। কিন্তু ফাইনাল দৃশ্যে তো তোমরা সাক্ষাৎকার করাবে, নাকি শুধুই দর্শক হবে? কি হবে তোমরা? তোমরা হিরো অ্যাক্টর, তাই না! এখন ইমার্জ করো সেই দৃশ্য কেমন হবে! এই অন্তিম দৃশ্যের জন্য এখন ত্রিকালদর্শী হয়ে দেখ, কতো সুন্দর দৃশ্য হবে

আর কতো সুন্দর হবে তোমরা। দিব্য সাজে সুসজ্জিত হয়ে গুণমূর্তি ফরিস্তা তথা দেবতা হবে, সেইজন্য এখন থেকে নিজেকে সদা ফরিস্তা স্বরূপের স্থিতিতে দেখতে অভ্যাস কর, আর নিরন্তর এগিয়ে চলো। যে চারটে বিষয় আছে - জ্ঞানমূর্তি, নিরন্তর স্মৃতিমূর্তি, সর্ব দিব্য গুণমূর্তি হওয়া, এই দিব্য গুণের একটাও কম হলে তবে ১৬ কলা সম্পন্ন বলা যাবে না। ১৬ কলা সম্পূর্ণ, সর্ব গুণসম্পন্ন ও সর্ব শক্তিসম্পন্ন - এই তিনেরই মহিমা আছে। সর্বগুণসম্পন্ন বলা, সম্পূর্ণ নির্বিকার বলা আর ১৬ কলা সম্পন্ন বলা - এই তিন বিশেষত্ব প্রয়োজন। ১৬ কলা অর্থাৎ তোমাদের সম্পূর্ণ ও সম্পন্ন হতে হবে এবং সর্বগুণ থাকতে হবে। সুতরাং এটা চেক কর। তোমাদের বলা হয়েছিল যে এই বছর বহুকালের হিসেবে জমা হওয়ার আছে, এরপরে বহুকালের হিসেব সমাপ্ত হয়ে যাবে, তারপরে বলা হবে অল্পকাল, বহুকাল নয়। বহুকালের পুরুষার্থের লাইনে এসো। তখনই বহুকালের রাজ্যভাগ্য প্রাপ্ত করার অধিকারী হবে। দু'চার জন্মও যদি কম হয় তাহলে বহুকালের হিসেবে গুণতি হবে না। প্রথম জন্ম হতে হবে এবং প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সুখ হবে। ওয়ান-ওয়ান-ওয়ান হবে। সবকিছুতে ওয়ান হবে। সেইজন্য কি করতে হবে? সেবাও নম্বর ওয়ান, স্থিতিও নম্বর ওয়ান, তবেই তো ওয়ান ওয়ানে আসবে, তাই না! সুতরাং সত্যযুগের আদিতে নম্বর ওয়ান আত্মার সঙ্গে এবং নম্বর ওয়ান জন্মে তোমরা তোমাদের পাট তথা ভূমিকা পালন করবে। তাহলে সম্ভবতও তোমরা আরম্ভ করবে! শুধুমাত্র যারা প্রথম জন্ম নেবে তারাই প্রথম তারিখ, প্রথম মাস, প্রথম সম্ভবত শুরু করবে। অতএব, ডবল বিদেশি নম্বর ওয়ানে আসবে, তাই না! আচ্ছা - ফরিস্তা ড্রেস কীভাবে পরতে হয় জানো তোমরা! এই ড্রেস মিলমিল করে। এই স্মৃতি ও স্বরূপ হওয়া অর্থাৎ ফরিস্তা ড্রেস পরিধান করা। ঝলমলে জিনিস দূর থেকেই আকর্ষণ করে। সুতরাং এই ফরিস্তা ড্রেস অর্থাৎ ফরিস্তা স্বরূপ অনেক দূর পর্যন্ত আত্মাদের আকৃষ্ট করবে। আচ্ছা!

আজ ইউ. কে.র টার্ন। ইউ. কে. থেকে আগতদের বিশেষত্ব কি? সত্যযুগে লন্ডনকে তোমাদের রাজধানী বানাতে, নাকি পর্যটন-স্থান বানাতে? এটা তো ইউনাইটেড কিংডম, তাই না! ওখানেও কিংডম বানাতে, নাকি কিংস গিয়ে শুধু ঘুরে বেড়াতে? যতই হোক, এখনও তো কিংডম বলে, তাই না! সুতরাং এই সময় সেবারই তো কিংডম। সমগ্র বিদেশের সেবার নিমিত্ত রাজধানী তো বটেই! কিংডম নাম তো ঠিকই আছে, নয় কি! এই কিংডম সবাইকে ইউনাইট করবে। সব আত্মাকে বাবার সাথে মিলন করানোর রাজধানী। ইউ. কে. থেকে যারা, তাদের বাবা বলেন, তোমরা ও.কে. থাকো। তোমাদের মধ্যে যে কোন কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমরা বলবে ও.কে., এইরকমই তো, তাই না? দীর্ঘশ্বাস ফেলে এইরকম তো বলবে না, হ্যাঁ ঠিকই তো আছি, আর তোমরা যখন ঠিক থাক তখন উৎসাহের সাথে বলা, হ্যাঁ ও.কে., ও.কে.। ও.কে. বলার মধ্যে ফারাক তো হয়ই। সুতরাং সঙ্গমযুগের রাজধানী, সেবার রাজধানী, যাতে রাজ্য সম্রা অর্থাৎ রয়্যাল ফ্যামিলির জন্য প্রস্তুত হওয়ার প্রেরণা চারিদিকে যেন ছড়িয়ে পড়ে। তাহলে রাজধানীতে রাজ্য অধিকারী বানানোর রাজ্য-স্থান তৈরি হয়েছে, নয় কি! সেইজন্য বাপদাদা প্রত্যেক দেশের বিশেষত্বকে বিশেষ রূপে স্মরণ করেন এবং সেই বিশেষত্ব দ্বারা ক্রমাগত অগ্রচালিত করেন। বাপদাদা দুর্বলতা দেখেন না, শুধু ইশারা দেন। খুব ভালো খুব ভালো বলতে বলতে খুব ভালো হয়ে যায়। তুমি শক্তিহীন তুমি শক্তিহীন যদি বলা হয় তাহলে শক্তিহীন হয়ে যায়। এক তো প্রথমে শক্তিহীন হয়, দুই, কেউ যদি সেটা বলে দেয় তো মূর্খা যায়। যতই কেউ মূর্খিত হোক না কেন, তার শ্রেষ্ঠ স্মৃতির, বিশেষত্বের স্মৃতির সঙ্গীবনী বুটি খাওয়ালেই মূর্খিত সজীব হয়ে যাবে। সঙ্গীবনী বুটি তোমাদের সবার কাছেই তো আছে, তাই না! সুতরাং বিশেষত্বের স্বরূপের দর্পণ তার সামনে রাখা, কারণ সব ব্রাহ্মণ আত্মাই বিশেষ। কোটি কোটির মধ্যে কেউ, তাই না! তাহলে বিশেষই তো হলো, না! শুধু সেই সময় নিজের বিশেষত্ব ভুলে যায়। সেই স্মৃতি জাগিয়ে তুললে বিশেষ আত্মা হয়েই যাবে। আর যত বিশেষত্বের বর্ণন করবে, তখন তার নিজেরই নিজের ক্ষীণশক্তি আরও বেশি স্পষ্ট অনুভব হবে। তোমাদের সেইসব তাদেরকে মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। যদি তোমরা কাউকে তার ক্ষীণশক্তির ব্যাপারে বলা তবে সে লুকাবে। এড়িয়ে যাবে, বলবে - 'আমি এইরকম নই।' তোমরা বিশেষত্ব শোনাও। যতক্ষণ পর্যন্ত দুর্বলতা নিজেই না অনুভব করে, ততক্ষণ পরিবর্তন করতে পারবে না। এমনকি পঞ্চাশ বছর ধরে তাদের জন্য পরিশ্রম করলেও না। সেইজন্য এই সঙ্গীবনী বুটি দ্বারা মূর্খিতকেও সজীব করার উদ্দেশ্যে চলো আর উড়িয়ে চলো। এটাই ইউ.কে.করে, তাই না? আচ্ছা -

লন্ডন থেকে অন্যান্য স্থানে কতো গেছে? ভারত থেকে তো গেছে, লন্ডন থেকে কতো গেছে? অস্ট্রেলিয়া থেকে কতো গেছে? অস্ট্রেলিয়াও বৃদ্ধি পেয়েছে আর কোথায় কোথায় গেছে? জ্ঞান গঙ্গা যত দূর-দূরান্তে বয়ে যায়, ততই ভালো। ইউ. কে., অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ইউরোপে কতো সেন্টার আছে? (সবাই নিজের নিজের সংখ্যা বলেছে)

এর মানে তো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। কোনও বিশেষ স্থান কি থেকে গেছে? (অনেক আছে) আচ্ছা সেইগুলোর প্ল্যানও বানাচ্ছ তো? বিদেশের এই লিষ্ট আছে, খুব সহজে সেন্টার খুলতে পারে। লৌকিক সেবাও করতে পারে আর অলৌকিক সেবার

নিমিত্তও হতে পারে। ভারতে যদিও আমন্ত্রণপূর্বক সেন্টার স্থাপনের বিষয় আছে কিন্তু বিদেশে নিজেই নিজেকে নিমন্ত্রণ করে। বিদেশি তোমরা নিমন্ত্রণও করো নিজেকে আর পৌঁছেও যাও নিজে নিজেই, তাইতো সেবাতে সহজ বৃদ্ধির জন্য তোমরা এই লিফ্টও পেয়েছ। যেখানেই যাও দু'তিনজন একসাথে সেখানে স্থাপনার নিমিত্ত হতে পার আর হতেও থাকবে এই ড্রামা অনুসারে। এটা গিস্ট বলো, লিফ্ট বলো তোমরা পেয়েছ। কারণ অল্প সময়ের মধ্যে সেবা সমাপ্ত করতে হবে। সুতরাং যদি তীব্রগতি হয় তবেই তো সময়ে সমাপ্ত হতে পারে। ভারতের বিধি আর বিদেশের বিধিতে পার্থক্য আছে, সেইজন্য বিদেশে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি হচ্ছে আর হতেও থাকবে। একই দিনে অনেক সেন্টারই খুলতে পারে। বিদেশবাসী নিমিত্তদের চতুর্দিকে সেবার চান্স সহজ। ভারতে দেখ ভিসা পেতেও তাদের কতো মুশকিল হয়। সুতরাং বিদেশে যারা আছে তারা ওখানেই সেবার নিমিত্ত হয়, সেইজন্য সেবার চান্স থাকে। যেমন লাস্ট তথা ফাস্ট যাওয়ার চান্স আছে, সেইরকম সেবার চান্সও ফাস্ট প্রাপ্ত হয়েছে। সেইজন্য অনুযোগ থাকবে না যে তুমি পরে এসেছ। যারা পরে আসে তাদের ফাস্ট যাওয়ার বিশেষ চান্স থাকে, সেইজন্যই তোমরা প্রত্যেকে সেবাধারী। তোমরা কি সবাই সেবাধারী, নাকি সেন্টারে থাকা সেবাধারী? তোমরা যেখানেই থাক, সেবা ব্যতীত আরাম হতে পারে না। সেবাই আরাম-নিদ্রা। বলা হয়, আরামে শোওয়াই জীবন। সেবাকে আরাম-নিদ্রা বলো, শোওয়া বলো, সেবা না থাকলে আরাম-নিদ্রাও নেই। তোমাদের বলা হয়েছিল না যে সেবা শুধু বাণীর নয়, প্রতিটা সেকেন্ড সেবা। প্রতিটা সঙ্কল্পে সেবা। কেউ এমন বলতে পারে না - ভারতবাসী বা বিদেশি কোনও ব্রাহ্মণ এটা বলতে পারে না যে তাদের সেবার চান্স নেই। যদি তোমরা অসুস্থও হও তখনও মন্সা সেবা দ্বারা বায়ুমন্ডল বানানোর সেবা, ভাইরেশন ছড়ানোর সেবা তো করতেই পার। যেকোনো ধরনের সেবা কর, কিন্তু সেবাতেই বিজি থাকতে হবে। সেবা তোমাদের জীবন। ব্রাহ্মণ হওয়া অর্থাৎ সেবাধারী হওয়া। আচ্ছা!

যারা সদা উড়তি কলা তথা সবার ভালো থাকার স্থিতিতে স্থিত থাকে, সদা নিজেকে ফুরিস্তা অনুভব করে, সদা বিশ্বের সামনে ইষ্ট দেবরূপে প্রত্যক্ষ হয়, দেব আত্মারা যারা সদা নিজেকে বিশেষ আত্মা মনে করে অন্যদেরও বিশেষত্বের অনুভব করায়, এমন বিশেষ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

পাটিদের সাথে :- সদা নিজেকে কর্মযোগী অনুভব কর? কর্মযোগী জীবন অর্থাৎ সব কাজ করার মধ্যেই সদা স্মরণের যাত্রায় থাকা। এই শ্রেষ্ঠ কার্য শ্রেষ্ঠ বাবার বাচ্চারাই করে আর সদা সফল হয়। তোমরা সবাই কর্মযোগী আত্মা, তাই না! কর্মে থেকে পৃথক হয়েও প্রিয় হওয়া - সদা এই অভ্যাসে নিজেকে অগ্রচালিত করা। নিজের সাথে সাথে বিশ্বের প্রতিও তোমাদের সকলের দায়িত্ব আছে। কিন্তু সেইসব স্থূল সাধন। কর্মযোগী জীবনের সাথে সদা এগিয়ে চলো আর অন্যদেরও অগ্রচালিত কর। এই জীবন অতি প্রিয় জীবন। সেবাও হয় খুশিও হয়। একই সময়ে এই দুইই তোমাদের সাথে সাথে থাকে, তাই না? গোল্ডেন জুবিলি তো সবার। গোল্ডেন অর্থাৎ সতঃপ্রধান স্থিতিতে স্থিত থাকা। সুতরাং সদা নিজেকে এই শ্রেষ্ঠ স্থিতি দ্বারা সামনে অগ্রচালিত কর। সবাই খুব ভালোভাবে সেবা করেছে, তাই না! সেবার চান্সও এখনই প্রাপ্ত হয়, তারপরে এই চান্স সমাপ্ত হয়ে যায়। সুতরাং সদা সেবায় এগিয়ে চলো। আচ্ছা!

বরদান:- বাবার ছত্রছায়ার অনুভব দ্বারা বিঘ্ন-বিনাশকের ডিগ্রি নিয়ে অনুভাবী-মূর্ত ভব*
যেখানে বাবা সাথে আছেন সেখানে কেউ কিছুই করতে পারে না। এই সাথে অনুভবই ছত্রছায়া হয়ে যায়। বাপদাদা বাচ্চাদের সদা রক্ষা করেনই। পেপার আসে তোমাদের অনুভাবী বানানোর জন্য, সেইজন্য সদাই বোঝা উচিত যে এই পেপার ক্লাসকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আসছে। এতেই সদাসর্বদার জন্য বিঘ্ন বিনাশকের ডিগ্রি আর অনুভাবী-মূর্ত হওয়ার বরদান তোমরা লাভ করবে। যদি এখন কেউ সামান্য হেঁচকি করে বা বিঘ্নও উৎপন্ন করে তাহলে ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে যাবে।

স্লোগান:- যারা প্রয়োজনের সময় সহযোগী হয় তাদের একের পদমণ্ডল ফল লাভ হয়।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সদা এই খুশীতে থাকো যে, আমাদের কে পড়াচ্ছেন, এও মন্মানাভব। তোমাদের এমন খুশী তো রয়েছে যে, কাল পর্যন্ত আমরা প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলাম, আজ পারশবুদ্ধিসম্পন্ন হয়েছি"

প্রশ্ন:- ভাগ্য অনুকূলে থাকার আধার কি?

উত্তর:- নিশ্চয়। যদি ভাগ্য অনুকূলে আসতে দেৱী হয় তবে তারা খুঁড়িয়ে চলবে(কম পড়বে)। নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্নরা ভালভাবে পড়ে দ্রুত এগিয়ে (গ্যালপ) যাবে। কোনো বিষয়ে যদি সংশয় থাকে, তবে পিছনে পড়ে যাবে। যে নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে নিজের বুদ্ধিকে বাবার দিকে চালিত করে, সে সত্যপ্রধান হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি । সব স্টুডেন্ট যখন স্কুলে পড়ে, তখন তাদের জানা থাকে যে, আমরা পড়াশোনা করে কি হবো। মিষ্টি-মিষ্টি আধ্যাত্মিক বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আসা উচিত যে, আমরা সত্যযুগে পারশপুরীর মালিক হই। এই দেহের সম্বন্ধ ইত্যাদিকে পরিত্যাগ করতে হবে। এখন আমাদের পারশপুরীর মালিক পারশনাথ হতে হবে। সারাদিন এই খুশী থাকা উচিত। তোমরা জানো -- পারশপুরী কাকে বলে ? ওখানে ঘর-বাড়ী ইত্যাদি সব স্বর্ণ-রৌপ্যচিত হয়। এখানে হয় ইট-পাথরের ঘর-বাড়ী। এখন পুনরায় তোমরা প্রস্তুতবুদ্ধি থেকে পারশবুদ্ধিসম্পন্ন হও। প্রস্তুতবুদ্ধি থেকে পারশবুদ্ধি তখন হয়, যখন পারশনাথে পরিনত করেন যিনি, সেই বাবা এসে তা তৈরী করেন, তাই না ! তোমরা এখানে বসে রয়েছে, তোমরা জানো যে, আমাদের স্কুল সর্বোচ্চ। এরচেয়ে বড় স্কুল আর হয় না। এই স্কুল থেকে তোমরা পদ্ম-কোটি ভাগ্যশালী বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। বাচ্চারা, তাহলে তোমাদেরও কত খুশী থাকা উচিত। এই প্রস্তুতপুরী থেকে পারশপুরীতে যাওয়ার এ হলো সঙ্গমযুগ। কাল প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলে, আজ পারশবুদ্ধিসম্পন্ন হচ্ছে। একথা সদা বুদ্ধিতে থাকলে এও মন্মানাভবই। স্কুলে টিচার আসে পড়বার জন্য। স্টুডেন্টের মনে থাকে যে, এখনই টিচার এলো কি এলো। বাচ্চারা, তোমরাও বোঝ যে -- আমাদের টিচার স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি আমাদের স্বর্গের মালিক করে দেন তাহলে সঙ্গমেই আসবেন! এখন তোমরা জানো যে, মানুষ আবাহন করতেই থাকে আর তিনি এখানে এসে গেছেন। কল্প-পূর্বেও এমনই হয়েছিল, তবেই তো লেখা হয়েছে যে, বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি কারণ তারা হলো প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন। তোমাদের হলো বিনাশকালে প্রীত-বুদ্ধি। তোমরা পারশবুদ্ধিসম্পন্ন হচ্ছে। তাই এমন কোনো উপায় বের করা উচিত, যাতে মানুষ শীঘ্রই বোঝে। এখানেও অনেককে নিয়ে আসে, তথাপি বলে শিববাবা ব্রহ্মার শরীর দ্বারা কিভাবে পড়ান ? কিভাবে আসেন ? কিছুই বোঝে না। এত-এত সব সেন্টারে আসে। নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন তো, তাই না! সকলেই বলে শিব-ভগবানুবাচ, শিবই সকলের পিতা। কৃষ্ণকে সকলের পিতা বলবে কি, না বলবে না। এতে বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো কথাই নেই। কিন্তু ভাগ্য যদি দেৱীতে খোলে তখন খোঁড়াতে থাকে। যারা কম পড়ে তাদের বলা হয় --- এরা খুঁড়িয়ে চলে। যারা সংশয়বুদ্ধিসম্পন্ন তারা পিছনে পড়ে থাকবে। নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্নরা, সঠিকভাবে যারা পড়বে তারা দ্রুত এগিয়ে যাবে। কত সিম্পলভাবে বোঝান হয়। বাচ্চারা যেমনভাবে দৌড়ে গিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে পুনরায় ফিরে আসে। বাবাও বলেন, বুদ্ধি শীঘ্রই শিববাবার দিকে ধাবিত করে তবেই সত্যপ্রধান হয়ে যাবে। এখানে বোঝেও ভালভাবে। তীরবিদ্ধ হয়, পুনরায় যখন বাইরে যায় তখন সবশেষ হয়ে যায়। বাবা যখন জ্ঞান-ইঞ্জেকশন লাগান তখন নেশায় বঁদ হয়ে যাওয়া উচিত, তাই না! কিন্তু নেশা চড়েই না। এখানে যখন পেয়ালা-পূর্ণ জ্ঞানামৃত পান করছি তখন এর প্রভাব তো পড়েই। বাইরে গেলেই ভুলে যায়। বাচ্চারা জানে যে -- জ্ঞানসাগর, পতিত-পাবন, সঙ্গতিদাতা, মুক্তিদাতা হলেন একমাত্র বাবা-ই। তিনিই প্রত্যেক বিষয়ের উত্তরাধিকার দেন। তিনি বলেন, তোমরাও সম্পূর্ণরূপে সাগর হও। আমার মধ্যে যত জ্ঞান রয়েছে, ততটা তোমরাও ধারণ করো।

শিববাবার দেহের নেশা নেই। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমি সদা শান্ত থাকি। তোমাদেরও যখন দেহ ছিল না, তখন (দেহের) নেশাও ছিল না। শিববাবা কি বলেন!যে -- এ আমার জিনিস, না বলেন না। এই শরীরকে ধার হিসাবে নিয়েছি, ধার করা জিনিস কি নিজের হয়, না হয় না। আমি এরমধ্যে প্রবেশ করেছি, সার্ভিসের উদ্দেশ্যে কিছুসময়ের জন্য। বাচ্চারা এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, দৌড় লাগাতে হবে ভগবানের সঙ্গে মিলনের জন্য। এত যন্ত-তপ ইত্যাদি করে থাকে কিন্তু বোঝে কি, যে তাঁকে কিভাবে পাওয়া যাবে ? না বোঝে না। মনে করে, কোন-না-কোনরূপে ভগবান আসবেন। বাবা অতি সহজভাবে বোঝান, প্রদর্শনীতেও তোমরা বোঝাও। সত্যযুগ-এতার আয়ুও লেখা রয়েছে। সেখানে ২৫০০ বছর পর্যন্ত সবকিছু একদম অ্যাকিউরেট। সূর্যবংশীয়দের পরে চন্দ্রবংশীয়রা পুনরায় দেখাও রাবণ-রাজ্য শুরু হয় আর ভারত অপবিত্র হতে থাকে। দ্বাপর-কলিযুগে রাবণ-রাজ্য শুরু হয়, তিথি-তারিখও রয়েছে। মধ্যে রাখো সঙ্গমযুগকে।

সারথীও তো অবশ্যই চাই, তাই না! এই রথে প্রবেশ করে বাবা রাজযোগ শেখান, যারফলে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়। কাউকে বোঝানো অতি সহজ। লক্ষ্মী-নারায়ণের ডিনায়েস্টি(রাজত্ব) কতটা সময় পর্যন্ত চলে। আর সব ঘরানা হলো পার্থিব জগতের, এ হলো অসীম জগতের। এই অসীম জগতের হিস্টি-জিওগ্রাফীকে জানা উচিত, তাই না! এখন হলো সঙ্গমযুগ, পুনরায় দৈবী-রাজ্য স্থাপিত হচ্ছে। এই প্রস্তুতপুরী, পুরানো দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে। বিনাশ না হলে নতুন দুনিয়া হবে কিভাবে ! এখন বলে নিউ দিল্লী। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, নিউ দিল্লী কবে হবে। নতুন দুনিয়ায় নিউ দিল্লী হয়। গায়নও রয়েছে, যমুনার উপকণ্ঠে মহল হবে। যখন এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য হবে তখন বলবে নিউ দিল্লী, পারশপুরী। নতুন রাজ্য তো সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণেরই থাকে। মানুষ তো এও ভুলে গেছে যে, ড্রামা কিভাবে শুরু হয়। কারা-কারা মুখ্য অভিনেতা, সেও তো জানা উচিত, তাই না! অভিনেতা তো অনেক কিন্তু তোমরা মুখ্য অ্যাক্টরদের জানো। তোমরাও মুখ্য অ্যাক্টর হচ্ছে। সর্বাপেক্ষা প্রধান ভূমিকা তোমরা পালন করছো। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক সোস্যাল ওয়ার্কার, আর বাকি সব হলো লৌকিক সোস্যাল ওয়ার্কার। তোমরা আত্মাদের বোঝাও, পড়ে আত্মা। মানুষ মনে করে শরীর পড়ে। 'একথা কেউ-ই জানে না যে, আত্মা এই ইন্দ্রিয় দ্বারা পড়ে। আমরা অর্থাৎ আত্মারা ব্যারিস্টার ইত্যাদি হই। বাবা আমাদের পড়ান। সংস্কারও আত্মায় থাকে। সংস্কার নিয়ে যাবে পুনরায় এসে নতুন দুনিয়ায় রাজত্ব করবে। যেমন সত্যযুগে রাজধানী চলতো তেমনভাবেই শুরু হয়ে যাবে। এতে কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজনই নেই। মুখ্যকথা হলো -- কখনো দেহ-অভিমনে এসো না। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। কোনও বিকর্ম করো না। স্মরণে থাকো, তা নাহলে এক বিকর্মের বোঝা শতগুণ হয়ে যাবে। হাড়-গোড় একদম ভেঙে যাবে। এরমধ্যেও মুখ্য বিকার হলো কাম-বাসনা। অনেকে বলে -- বাচ্চারা বিরক্ত করে তখন মারতে হয়। এখন এটা কোনো জিজ্ঞাসা করার মতন ব্যাপার নয়। একে তো ছোট পাই-পয়সার পাপ বলা হবে। তোমাদের মাথায় তো জন্ম-জন্মান্তরের পাপ রয়েছে, প্রথমে একে তো ভস্মীভূত করো। বাবা পবিত্র হওয়ার অনেক সহজ উপায় বলেন। একমাত্র বাবার স্মরণেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। ভগবানুবাচ -- বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে, তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের সঙ্গে বার্তালাপ করি। আর কোনো মানুষ এভাবে বুদ্ধিতে পারবে না। তারা নিজেদের শরীর মনে করে। বাবা বলেন, আমি আত্মাদের বোঝাই। গায়নও করা হয়, আত্মা আর পরমাত্মার মেলা হয়, এখানে কোনও আওয়াজ ইত্যাদি করতে হবে না। এ তো পঠন-পাঠন। দূর-দূরান্ত থেকে আসে বাবার কাছে। যারা নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন হবে ভবিষ্যতে তারা অধিক আকৃষ্ট হবে। এখন এতটা আকর্ষণ কারোর হয় না, কারণ স্মরণ করে না। ভ্রমণ করে যখন ফেরে, ঘরের নিকটে চলে আসে তখন ঘর স্মরণে আসে, সন্তান স্মরণে আসে, তখন ঘরে পৌঁছেই খুশী-খুশী এসে মিলিত হবে। খুশী বৃদ্ধি পেতে থাকে। সর্বপ্রথমে স্ত্রী স্মরণে আসবে, পরে সন্তানাদি স্মরণে আসবে। তোমাদেরও স্মরণে আসবে যে, আমরাও ঘরে যাবো সেখানে বাবা আর বাচ্চারাই থাকে। খুশী দ্বিগুণ হয়। শান্তিধাম, ঘরে যাব পুনরায় আসবো রাজধানীতে। ব্যস, শুধু স্মরণই করতে হবে, বাবা বলেন -- 'মন্মানাভব'। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের সুন্দর ফুলে(গুল-গুল) পরিণত করে, নয়নে বসিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। কোনও কষ্ট নেই। যেমনভাবে মশাদের দল যায়, তাই না! তোমরা আত্মারাও এভাবেই যাবে বাবার সঙ্গে। পবিত্র হওয়ার জন্য তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, ঘরকে নয়।

বাবার দৃষ্টি সর্বপ্রথমে গরীব বাচ্চাদের দিকে যায়। বাবা তো দীনদয়াল, তাই না! তোমরাও গ্রামে সেবা করতে যাও। বাবা বলেন, আমিও এসে তোমাদের গ্রামকে পারশপুরীতে পরিণত করি। এখন এ হলো নরক, পুরানো দুনিয়া। একে অবশ্যই ভাঙতে হবে। নতুন দুনিয়ায় নিউ দিল্লী, তা সত্যযুগেই হবে। সেখানে রাজ্যও তোমাদের হবে। তোমাদের নেশা চড়ে যে, আমরা পুনরায় নিজেদের রাজধানী স্থাপন করবো। যেভাবে কল্প-পূর্বেও করেছিল। 'একথা কি বলবে যে, আমরা এমন-এমনভাবে ঘর-বাড়ী তৈরী করবো, না তা বলবে না। না, তোমরা যখন যাবে ওখানে তখন অটোমেটিক তোমরা 'এসব তৈরী করতে থাকবে কারণ আত্মায় সেই পার্ট ভরা রয়েছে। এখানে ভূমিকা(পার্ট) হলো শুধু পড়ার। ওখানে তোমাদের বুদ্ধিতে আপনা থেকেই আসবে যে, এমন-এমনভাবে আমরা মহল তৈরী করবো। যেমন কল্প-পূর্বেও তৈরী করেছিলে তেমনই তৈরী করতে থাকবে। আত্মায় পূর্ব থেকেই তা নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। তোমরা সেই মহলই তৈরী করবে, যে মহলে তোমরা প্রতি কল্পে থাকো। এই বিষয়গুলিকে নতুনরা বুঝতে পারে না। তোমরা বোঝো যে, আমরা এখানে আসি আর নতুন-নতুন পয়েন্টস্ শুনে রিফ্রেশ হয়ে যায়। নতুন-নতুন পয়েন্টস্ বেরিয়ে আসতে থাকে, সেও ড্রামায় নির্ধারিত।

বাবা বলেন বৎস -- আমি সদা এই ষাঁড়ের উপর (রথে) আরোহন করবো, এতে আমি সুখী হই না। বাচ্চারা, আমি তোমাদের পড়াতে আসি। এমনও নয় যে, ষাঁড়ের উপর আরোহন করে বসেই থাকি। রাত-দিন ষাঁড়ের উপর আরোহন করা যায় কি ? ওঁনার (বাবা) তো সেকেন্ডে আসা-যাওয়া। সদা বসে থাকার নিয়মই নেই। বাবা কতদূর থেকে আসেন পড়াবার জন্য, ওঁনার ঘর তো ওখানে, তাই না! সারাদিনই কি শরীরে বসে থাকবে, না তা থাকবে না, এতে ওঁনার আরাম

লাগবে না। যেমন খাঁচায় তোতাপাখি আটকে পড়ে। আমি এ'শরীর ধার হিসাবে নিই তোমাদের বোঝানোর জন্য। তোমরা বলবে, জ্ঞানের-সাগর বাবা এসেছেন আমাদের পড়ানোর জন্য। খুশীতে রোমাঞ্চিত হয়ে যাওয়া উচিত। সেই খুশী কি কখনো কম হয়ে যাওয়া উচিত, না তা হওয়া উচিত নয়। এই ধনী তো স্থায়ী-রূপে বসে রয়েছে। একটি ষাঁড়ের উপর দু'জন বসে থাকা সর্বদা হতে পারে কি ? শিববাবা থাকেন আপন ধামে। এখানে আসেন, আসতে কি দেরী লাগে, না লাগে না। রকেট দেখো কত দ্রুতগামী। শব্দাপেক্ষাও দ্রুত। আত্মাও অত্যন্ত ছোট রকেট। আত্মা যায় কিভাবে, এখান থেকে অতি শীঘ্র যেতে পারে লন্ডনে। গায়নও রয়েছে, এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। বাবা স্বয়ংও রকেট। বাবা বলেন, আমি তোমাদের পড়াতে আসি। পুনরায় যাই নিজের ঘর। এইসময় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকি। আমি দিব্য-দৃষ্টিদাতা, তাই ভক্তদেরকেও রাজি করাতে হয়। তোমাদেরকে পড়াই। ভক্তদেরও মনে হয় যেন সাক্ষাৎকার হয় বা কিছু না কিছু চাই(ভিক্ষা)। সর্বাপেক্ষা অধিক ভিক্ষা করে জগদম্ভার কাছে। তোমরা হলে জগদম্ভা, তাই না! বিশ্বের রাজত্বের ভিক্ষা দাও। ভিক্ষা আর কিছুই নয়, শুধু বলেন, বাবাকে স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। শান্তিধামে চলে যাবে। আমি গ্যারান্টি করছি যে, আমাকে স্মরণ করো তবেই তোমাদের আয়ু দীর্ঘ হয়ে যাবে। সত্যযুগে মৃত্যুর নামই থাকে না। ওটা হলো অমরলোক, ওখানে মৃত্যুর নামও থাকে না। শুধু এক আবরণ(খোলস) পরিত্যাগ করে অন্য নেয়। একে মৃত্যু বলবে কি! এ হলো অমরপুরী। সাক্ষাৎকার হয় যে, আমাকে বাচ্চা হতে হবে। খুশীর বিষয়। বাবার(ব্রহ্মা) মনে হয়, এখন গিয়ে বাচ্চা হবো। তিনি জানেন, গোল্ডেন স্প্রিং ইন মাউথ(সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মানো) হবেন। অদ্বিতীয় পিতার হারানিধি সন্তান। বাবা অ্যাডপ্ট(দত্তক) করেছেন। আমি হারিয়ে যাওয়া(হারানিধি) সন্তান তাহলে কত ভালবাসেন। একদম প্রবেশ করে যায়। এও তো খেলা, তাই না! খেলায় সর্বদা আনন্দ হয়। এও জানে যে, অবশ্যই অতি ভাগ্যশালী রথ। যারজন্য গায়নও রয়েছে, জ্ঞানসাগর ঐ'নার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের জ্ঞান দান করেন। বাচ্চারা, তোমাদের জন্য এই খুশীটিই অনেক যে -- ভগবান এসে পড়ান। ভগবান স্বর্গের রাজত্ব স্থাপন করেন। আমরা ঐ'নার সন্তান, তবে আমরা কেন নরকে ? এ কারোর বুদ্ধিতে আসে না। তোমরা হলে ভাগ্যশালী, তোমরা বিশ্বের মালিক হওয়ার জন্য পড়ো। এমন পড়ার উপর কত অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐ'নার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই দ্বৈত-খুশীতে থাকতে হবে যে এখন ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয়েছে, প্রথমে আমরা নিজেদের ঘর শান্তিধামে যাবো, পুনরায় নিজেদের রাজধানীতে আসবো।

২) মাথায় জন্ম-জন্মান্তরের যে পাপের বোঝা রয়েছে তা ভস্মীভূত করতে হবে, দেহ-অভিমাণে এসে কোনো বিকর্ম করা উচিত নয়।

বরদান:- মনের স্বাধীনতার দ্বারা সকল আত্মাদের শান্তির দান প্রদানকারী মন্সা মহাদানী ভব*

ব্যখা :- বন্ধনে আবদ্ধ গৃহিনীরা (বান্ধেলী) যদিও শরীরে পরাধীন কিন্তু মনে যদি স্বাধীন হয়, তবে নিজেদের বৃত্তি দ্বারা, শুদ্ধ সঙ্কল্প দ্বারা বিশ্বের বায়ুমন্ডলকে পরিবর্তন করতে পারে। আজকাল বিশ্বে প্রয়োজন রয়েছে, মনের শান্তির। তাই মন থেকে স্বতন্ত্র আত্মা মন্সা দ্বারা শান্তির ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দিতে পারে। শান্তির সাগর বাবার স্মরণে মগ্ন থাকলে অটোমেটিক শান্তির কিরণ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এমনভাবে শান্তির দান প্রদানকারীই মনসা মহাদানী।

স্নোগান:- স্নেহ-স্বরূপের অনুভব তো শোনাতে থাকো এখন শক্তি-স্বরূপের অনুভব শোনাও।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - পুরুষার্থ করে তোমাদের দৈবী গুণ খুব ভালোভাবে ধারণ করতে হবে। কাউকেই দুঃখ দেবে না, তোমাদের আচার - আচরণ কখনোই আসুরী হওয়া উচিত নয়"

প্রশ্ন:- কোন আসুরী গুণ তোমাদের শৃঙ্গারকে খারাপ করে দেয়?

উত্তর:- নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করা, রেগে যাওয়া, সেন্টারে গন্ডগোল করা, কাউকে দুঃখ দেওয়া - এ হলো আসুরী গুণ, যা তোমাদের শৃঙ্গারকে খারাপ করে দেয়। যে বাচ্চারা বাবার হয়েও এই আসুরী গুণকে ত্যাগ করে না, বিপরীত কর্ম করে, তাদের অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। এ হলো হিসাব আর হিসাব। বাবার সঙ্গে ধর্মরাজও আছে।

গীত:- ভোলানাথের চেয়ে অনুপম কেউ নেই.....

ওম্ শান্তি। আত্মিক সন্তানরা একথা তো জেনেছেই যে, উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান। মানুষ গায়ন করে আর তোমরা দেখো দিব্যদৃষ্টিতে। তোমরা বুদ্ধির দ্বারাও জানতে পারো যে, আমাদের তিনি পড়াচ্ছেন। আত্মাই শরীরের দ্বারা পড়ে। সবকিছুই আত্মা এই শরীরের দ্বারা করে। শরীর হলো বিনাশী, যা ধারণ করে আত্মা এই অভিনয় করে। আত্মার মধ্যেই সমস্ত পার্ট লিপিবদ্ধ আছে। আত্মার মধ্যেই এই ৮৪ জন্মের পার্ট লিপিবদ্ধ আছে। প্রথম - প্রথম তো নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান। বাচ্চারা, তোমরা তাঁর থেকেই শক্তি পাও। যোগ থেকেই তোমরা বেশী শক্তি পাও, যাতে তোমরা পবিত্র হও। বাবা তোমাদের এই বিশ্বের রাজত্ব করার জন্য শক্তি প্রদান করেন। বাবা এতো মহান শক্তি দান করেন তোমাদের, আর ওই সায়ম্পের অহংকারীরা এতো সবকিছু বানায় বিনাশের জন্য। ওদের বুদ্ধি হলো বিনাশের জন্য আর তোমাদের বুদ্ধি হলো অবিনাশী পদ পাওয়ার জন্য। তোমরা অনেক শক্তি পাও, যাতে তোমরা এই বিশ্বের রাজত্ব অর্জন করো। ওখানে প্রজার উপর প্রজার রাজত্ব হয় না। ওখানে হলো রাজা - রানীর রাজত্ব। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান। তোমরা তাঁকেই স্মরণ করো। মানুষ কেবল লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দির বানিয়ে পূজা করে। তবুও উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবানের গায়ন আছে। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, এই লক্ষ্মী - নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিলেন। অসীম জগতের বাবার থেকে উঁচুর থেকেও উঁচু বিশ্বের বাদশাহী পাওয়া যায়। তোমরা কতো উঁচু পদ পাও। বাচ্চাদের তাই কতো খুশী হওয়া উচিত। যার থেকে কিছু পাওয়া যায়, তাঁকে তো স্মরণ করা হয়, তাই না। কন্যার তার পতির প্রতি কতো প্রেম থাকে, কতো মেয়ে পতির জন্য প্রাণ দিয়ে দেয়। পতি মারা গেলে কতো দুঃখের সঙ্গে কাঁদতে থাকে। আর ইনি হলেন পতিরও পতি, ইনি তোমাদের কতো সাজাচ্ছেন --- এই উঁচুর থেকেও উঁচু পদ প্রাপ্ত করার জন্য। তাই বাচ্চারা, তোমাদের কতো নেশা থাকা উচিত। দৈবীগুণও তোমাদের এখানেই ধারণ করতে হবে। অনেকের মধ্যেই এখনো পর্যন্ত আসুরী অপগুণ আছে, লড়াই - ঝগড়া করা, রেগে যাওয়া, সেন্টারে গন্ডগোল করা --- বাবা জানেন, বাবার কাছে অনেক রিপোর্টও আসে। কাম মহাশত্রু, ক্রোধও কিন্তু কম শত্রু নয়। অমুককে বেশী ভালোবাসে, আমাকে কেন ভালোবাসে না! অমুক কথা একে জিজ্ঞেস করলো, আমাকে কেন জিজ্ঞেস করলো না! এমন - এমন কথা বলা সংশয় বুদ্ধির অনেকেই আছে। রাজধানী তো স্থাপন হচ্ছে, তাই না। এমন যারা, তারা কি পদ পাবে? এই পদে তো অনেক তফাৎ থাকে। মেথরদেরও দেখো কতো ভালো ভালো বাড়ীতে থাকে সেখানে, কেউ আবার অন্য কোথাও থাকে। প্রত্যেকেরই নিজেকে খুব ভালো পুরুষার্থ করে দৈবীগুণ ভালোভাবে ধারণ করতে হবে। দেহ অভিমানে আসার কারণে আসুরী আচরণ হয়ে যায়। যখন দেহী অভিমানী হয়ে খুব ভালোভাবে ধারণ করতে থাকে, তখন উঁচু পদ পাও। দৈবী গুণ ধারণ করার জন্য এমন পুরুষার্থ করতে হবে। কাউকেই দুঃখ দেবে না। বাবা, তোমরা দুঃখ হর্তা এবং সুখকর্তা বাবার সন্তান। তোমাদের কাউকেই দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। যে সেন্টার সামলায়, তার উপর অনেক দায়িত্ব। বাবা যেমন বলেন -- বাচ্চারা, যদি কেউ ভুল করে তাহলে শতগুণ দণ্ড ভোগ করতে হয়। দেহ অভিমান আসার কারণে অনেক ক্ষতি হয়ে যায়, কেননা তোমরা ব্রাহ্মণরা ওদের শুধরে দেওয়ার জন্য নিমিত্ত হয়েছো। নিজেরাই যদি শুধরিয়ে যেতে না পারো, তাহলে তাহলে অন্যদের কিভাবে শুধরাবে? তখন অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। এ তো পাণ্ডব গভর্নমেন্ট, তাই না। উঁচুর থেকে উঁচু বাবাও যেমন আছেন, তাঁর সঙ্গে ধর্মরাজও আছেন। ধর্মরাজের কাছে অনেক বড় সাজা ভোগ করে। এমন কিছু কর্ম করে যে নিজের অনেক ক্ষতি করে ফেলে। হিসেব তো হিসেবই, বাবার কাছে সম্পূর্ণ হিসেব থাকে। ভুক্তিমার্গেও হিসেব হিসেবই। এমন বলেও থাকে যে - ভগবান তোমার হিসেব নেবে। এখানে বাবা নিজেই বলেন যে, ধর্মরাজ অনেক বড় হিসেব নেবে। তখন সেই সময় কি করতে পারবে! সাক্ষাৎকার হবে যে - আমরা এই এই করেছিলাম। ওখানে তো

অল্প সাজা ভোগ করো আর এখানে তো অনেক সাজা ভোগ করতে হবে । বাচ্চারা, তোমাদের সত্যযুগে গর্ভজেলে আসতে হবে না । ওখানে তো গর্ভ মহল । ওখানে কেউ পাপ ইত্যাদি করে না । তাই এমন রাজ্য - ভাগ্য পাওয়ার জন্য বাচ্চাদের অনেক সাবধান থাকতে হবে । কোনো কোনো বাচ্চা ব্রহ্মাণীর (টিচার) থেকেও তীক্ষ্ণ হয়ে যায় । তাদের ভাগ্য ব্রহ্মাণীর (টিচার) থেকেও উঁচু হয়ে যায় । বাবা এও বুঝিয়েছেন যে - ভালো সেবা না করলে তাহলে তো জন্ম - জন্মান্তর দাস - দাসী হবে ।

বাবা সম্মুখে এসেই বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন ---বাচ্চারা, দেহী - অভিমানী হয়ে বসেছো তো ? বাবার বাচ্চাদের প্রতি মহাবাক্য হলো - আত্ম - অভিমানী হওয়ার জন্য অনেক পুরুষার্থ করতে হবে । ঘুরতে - ফিরতেও তোমাদের বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । অনেক বাচ্চারা আছে, যারা মনে করে যে, আমরা খুব তাড়াতাড়ি নরকের এই ছি - ছি দুনিয়া থেকে সুখধামে যাবো । বাবা বলেন যে, খুব ভালো ভালো মহারথীরাও যোগে ফেল করে যায় । তাদেরও আবার পুরুষার্থ করানো হয় । যোগ না হলে একদম নেমে যাবে । জ্ঞান তো খুবই সহজ । এই হিস্তি - জিওগ্রাফি সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধিতে এসে যায় । খুব ভালো ভালো বাচ্চা আছে যারা প্রদর্শনীতে খুব তীক্ষ্ণভাবে বোঝাতে পারে, কিন্তু তাদের যোগ নেই, ফলে দৈবী গুণও নেই । মাঝে মাঝে মনে হয়, বাচ্চাদের কি অবস্থা । দুনিয়াতে কতো দুঃখ । শীঘ্রই এই দুঃখ যেন সমাপ্ত হয়ে যায় । বাবা (ব্রহ্মা)অপেক্ষায় বসে থাকে যে শীঘ্রই সুখধামে যাবে । বাচ্চারা ছটফট করতে থাকে, যেমন বাবার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তারা ছটফট করে, কেননা বাবা আমাদের স্বর্গের পথ বলে দেন । এমন বাবাকে দেখার জন্য ছটফট করে । তারা মনে করে এমন বাবার সামনে গিয়ে রোজ মুরলী শুনি । এখন তো তোমরা বুঝতে পারো যে, এখানে কোনো ঋক্কাটের কথা থাকে না । বাইরে থাকলেই সমস্ত সম্বন্ধ - সম্পর্কের বন্ধন মুক্ত হয়ে কর্তব্য পালন করতে হয় । না হলে তো সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে, তাই বাবা ধৈর্য ধরতে বলেন । এতে অনেক গুপ্ত পরিশ্রম । কেউ কেউ এই স্মরণের পরিশ্রম করতে পারে না । গুপ্ত স্মরণে থাকলে বাবার নির্দেশ মতোই চলবে । দেহ অভিমান থাকলে বাবার এই নির্দেশে চলেই না । আমি বলি যে চার্ট বানাও, তাহলে অনেক উন্নতি হবে । একথা কে বলেছেন ? শিববাবা বলেছেন । টিচার যদি কোনো কাজ দেয়, তাহলে তো করে আসে, তাই না । এখানে ভালো ভালো বাচ্চাদেরও মায়া করতে দেয় না । এই ভালো ভালো বাচ্চাদের চার্ট যদি বাবার কাছে আসে, তাহলে বাবা বলতে পারেন যে - দেখো, কিভাবে তোমরা স্মরণে থাকো । তারা মনে করে আমরা আত্মারা এক প্রিয়তমের (মাশুক) আশিক প্রিয়তমা (আশিক)। ওই দেহের প্রিয়তম - প্রিয়তম (আশিক - মাশুক) তো অনেক প্রকারের হয় । তোমরা অনেক পুরানো আশিক । তোমাদের এখন দেহী - অভিমানী হতে হবে । তোমাদের কিছু না কিছু সহ্য করতেই হবে । তোমরা অতি চালাকি করো না । বাবা এমন বলেনই না যে, তোমরা তোমাদের অস্থি পর্যন্ত বিসর্জন দাও । বাবা তো এমন কথাই বলেন যে, তোমরা সুস্থ থাকো, তাহলে সেবাও ভালোভাবে করতে পারবে । অসুস্থ হলে তো পড়ে থাকবে । কেউ কেউ হাসপাতালেও সেবা করে, তখন ডাক্তাররা বলে যে, এরা তো ফরিস্তা । চিত্র সাথে করে নিয়ে যায় । যারা এমন সার্ভিস করবে, তাদের দয়ালু বলা হবে । সেবার কারণে অনেকেই বেড়িয়ে পড়ে । তোমরা যতো স্মরণের শক্তিতে থাকবে, ততই অন্য মানুষদের আকর্ষণ করতে পারবে, এতে তো শক্তি আছে । পবিত্রতা হলো প্রথম শক্তি । এমন বলাও হয় যে, প্রথমে হলো পবিত্রতা, তারপর শান্তি এবং সম্পদ । এই স্মরণের বলেই তোমরা পবিত্র হও । এরপর হলো জ্ঞান বল । তোমরা স্মরণে দুর্বল হয়ে না । এই স্মরণেই বিঘ্ন আসে । এই স্মরণে থাকলেই তোমরা পবিত্র হতে পারবে এবং তোমাদের মধ্যে দৈবী গুণ এসে যাবে । বাবার মহিমা তো তোমরা জানো, তাই না । বাবা তোমাদের কতো সুখ দেন । ২১ জন্মের জন্য তোমাদের সুখের যোগ্য করে তোলেন । তোমাদের কখনোই কাউকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয় ।

কোনো কোনো বাচ্চা ডিসসার্ভিস করে নিজেরাই নিজেদের অভিশপ্ত করে দেয়, অন্যদেরও খুব বিরক্ত করে । কুপুত্র বাচ্চা হলে নিজেরাই নিজেদের অভিশপ্ত করে দেয় । ডিসসার্ভিস করলে একদম পড়ে যায় । অনেক বাচ্চা আছে, যারা বিকারে পড়ে যায় অথবা ক্রোধে এসে পড়া ছেড়ে দেয় । এখানে অনেক প্রকারের বাচ্চা বসে আছে । এখান থেকে তারা রিফ্রেশ হয়ে যায়, তারপর ভুলের জন্য অনুতাপ করে । তবুও এই অনুতাপে তো কোনো মাপ হতে পারে না । বাবা বলেন, তোমরা নিজেরাই নিজেকে ক্ষমা করো । তোমরা স্মরণে থাকো । বাবা কাউকেই ক্ষমা করেন না । এ তো হলো পড়া । বাবা পড়ান, বাচ্চাদের নিজেদের উপর কৃপা করে সেই পড়া পড়তে হয় । ব্যবহারও খুব সুন্দর রাখতে হয় । বাবা ব্রহ্মাণীদের বলে যে, রেজিস্টার নিয়ে এসো । এক একজনের খবর নিয়ে তাদের বুঝিয়ে বলা হয় । তাই তারা তখন মনে করে যে, ব্রহ্মাণী তো রিপোর্ট দিয়েই দিয়েছে, তাই আরো ডিসসার্ভিস করতে লেগে যায় । এ অনেক পরিশ্রমের । মায়া অনেক বড় শত্রু । বাঁদর থেকে মন্দির হতে দেয় না । তখন উঁচু পদ পাওয়ার পরিবর্তে সম্পূর্ণ নীচে নেমে যায় । তখন আর উঠতে পারে না, ফলে মৃত হয়ে যায় । বাবা বাচ্চাদের বারবার বুঝিয়ে বলেন, এ অনেক উঁচু লক্ষ্য, তোমাদের এই বিশ্বের মালিক হতে হবে । বড়

মানুষদের বাচ্চারা অনেক বড় রাজকীয়তার সঙ্গে চলাফেরা করে। কোথাও যেন বাবার সম্মান না নষ্ট হয়। লোকে তখন বলবে - তোমাদের বাবা কতো ভালো আর তোমরা কেমন কুপুত্র। তোমরা তোমাদের বাবার সম্মান নষ্ট করছো। এখানে তো প্রত্যেকেই তার সম্মান নষ্ট করে। ফলে অনেক সাজা ভোগ করতে হয়। বাবা সাবধান করেন, তোমরা খুব সাবধানে চলো। জেলের কয়েদি হয়ো না। জেলের কয়েদি তো এখানেই হয়, সত্যযুগে তো আর কোনো জেল থাকে না। তবুও তোমাদের এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়ে উঁচু পদ প্রাপ্ত করা চাই। তোমরা কোনো গাফিলতি করো না। কাউকেই দুঃখ দিও না। স্মরণের যাত্রায় থাকো। এই স্মরণই তোমাদের কাজে আসবে। প্রদর্শনীতেও তোমরা এই মুখ্য কথাই বলো। বাবার স্মরণই তোমরা পবিত্র হতে পারবে। সবাই তো পবিত্র হতে চায়। এ হলোই পতিত দুনিয়া। সকলের সদগতি করতে তো এক বাবাই আসেন। ক্রাইস্ট, বুদ্ধ ইত্যাদি তো কারোরই সদগতি করতে পারে না। এরপর ব্রহ্মার নামও নেওয়া হয়। ব্রহ্মাকেও সদগতিদাতা বলা যাবে না। তিনি হলেন দেবী - দেবতা ধর্মের নিমিত্ত। যদিও দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপন তো শিববাবাই করেন, তবুও নাম তো আছে না, যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর। ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে দেয়। বাবা বলেন যে, ইনিও গুরু নন। গুরু তো একজনই, তাঁর দ্বারা তোমরা আত্মিক গুরু হও। বাকি ওরা হলো ধর্ম স্থাপক। ধর্ম স্থাপকদের কিভাবে সদগতিদাতা বলা যাবে, এ বোঝার জন্য খুব গভীর কথা। অন্য ধর্ম স্থাপকরা তো কেবল ধর্ম স্থাপন করেন, যাদের পিছনে সবাই এসে যায়, তারা কখনো কাউকেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। তাদের তো পুনর্জন্মে আসতেই হবে, সবার জন্যই এ কথা বোঝানো হয়েছে। একজন গুরুও নেই সদগতি দান করার জন্য। বাবা বোঝান যে, গুরু পতিত পাবন একজনই, তিনিই সকলের সদগতি দাতা, উদ্ধারকর্তা, এ কথা বলা উচিত যে, আমাদের গুরু একজনই, যিনি আমাদের সদগতি দান করেন, শান্তিধাম আর সুখধামে নিয়ে যান। সত্যযুগে অনেক অল্প লোক থাকে। সেখানে কার রাজ্য ছিলো, সে তো চিত্রতে দেখাবে, তাই না। ভারতবাসীরাই এ কথা মানবে, দেবতাদের পূজারী চট করে মানবে যে, বরাবর এঁরাই তো স্বর্গের মালিক ছিলেন। স্বর্গে এনাদের রাজত্ব ছিলো। বাকি সব আত্মারা কোথায় ছিলো? তোমরা অবশ্যই বলবে যে, নিরাকারী দুনিয়াতেই ছিলো। এও তোমরা এখনই বুঝতে পারো। পূর্বে কিছুই জানতে না। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এই চক্র ঘুরতে থাকে। বরাবর পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারতে এনাদের রাজ্য ছিলো, জ্ঞানের প্রলব্ধ যখন সম্পূর্ণ হয় তখন ভক্তি মার্গ শুরু হয়, তারপর পুরানো দুনিয়ার জন্য বৈরাগ্য চাই। ব্যস, এখন আমরা নতুন দুনিয়াতে যাবো। পুরানো দুনিয়ার থেকে আমাদের মন উঠে যায়। ওখানে পতি, বাচ্চা সব এমনই পাওয়া যাবে। অসীম জগতের পিতা তো আমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান। যে বাচ্চারা এই বিশ্বের মালিক হবে, তাদের চিন্তাভাবনা অনেক উঁচু আর চাল চলন রাজকীয় হবে। তাদের ভোজনও খুব কম, লোভ থাকা উচিত নয়। যারা স্মরণে থাকে, তাদের ভোজনও খুব সূক্ষ্ম হবে। অনেকেরই খাওয়ার দিকে বুদ্ধি চলে যায়। বাচ্চারা, তোমরা এই বিশ্বের মালিক হওয়ার নেশায় খুশীতে থাকো। এমন বলা হয় যে, খুশীর মতো খাবার নেই। এমন খুশীতে যদি সদা থাকো তাহলে খাওয়াদাওয়ার ইচ্ছাও কম হয়ে যাবে। অনেক খাবার খেলে ভারী হয়ে যায় তখন বিমুনি আসতে থাকে। তখন বলে যে, বাবা ঘুম এসে যায়। ভোজন সর্বদা একরস হওয়া চাই, এমন নয় যে ভালো খাবার হলে অনেক বেশী খেতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) আমরা দুঃখহতা সুখকর্তা বাবার সন্তান, আমাদের কাউকেই দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। ডিসসার্ভিস করে নিজেকে কখনোই অভিশপ্ত করা উচিত নয়।

২) নিজের চিন্তাভাবনা অনেক উচ্চ এবং রাজকীয় রাখতে হবে। দয়ালু হয়ে এই সেবাতে তৎপর থাকতে হবে। খাওয়াদাওয়ার লোভ ত্যাগ করতে হবে।

বরদানঃ ড্রামার জ্ঞানে অচল স্থিতি বানিয়ে প্রকৃতি বা মায়াজিৎ ভব*

প্রকৃতি আর মায়ার দ্বারা যে পেপারই আসুক না কেন, কিন্তু সামান্যতম দোলাচল যেন না আসে। এটা কি বা এটা কেন --- এই প্রশ্ন যদি আসে, সামান্য কোনো সমস্যাও যদি আঘাত করার মতো হয়, তাহলে ফেল করে যাবে, তাই যা কিছুই হোক না কেন, অন্তর থেকে এই আওয়াজ যেন বের হয় যে --- বাঃ মিষ্টি ড্রামা বাঃ ! হায় কি হলো -- এমন সঙ্কল্পও যেন না আসে। এমন স্থিতি যেন হয় যে, কোনো সঙ্কল্পেও যেন দোলাচল না থাকে। সদা অচল, অটল স্থিতি যেন থাকে, তখনই প্রকৃতিজিৎ এবং মায়াজিৎ বরদান প্রাপ্ত

হবে ।

স্লোগান:-

খুশীর খবর শুনিযে খুশী দান করা -- এটাই হলো সবথেকে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য ।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই পড়াশোনার আধার হল পবিত্রতা, পবিত্রতা থাকলে তবেই যোগ শক্তিশালী হবে, যোগ শক্তিশালী হলে বাণীর মধ্যেও শক্তি আসবে”

প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমাদের এখন কোন্ পুরুষার্থ সম্পূর্ণরূপে করতে হবে?

উত্তরঃ - মাথার উপর যে বিকর্মের বোঝা আছে, সেগুলিকে সমাপ্ত করার জন্য সম্পূর্ণরূপে পুরুষার্থ করতে হবে। বাবার হয়েও কোনও বিকর্ম করলে তো একদম এক ঝটকায় নিচে এসে পড়বে। বি.কে-দের যদি কোনওভাবে নিন্দা করাও বা কোনওভাবে কষ্ট বা দুঃখ দাও, তাহলে অনেক পাপ হয়ে যাবে। তারপর কাউকে জ্ঞান শোনালে বা নিজে শুনলেও কোনও লাভ হবে না।

ওম্ শান্তি। আত্মিক বাবা তাঁর আত্মিক বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে, তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক কিভাবে হবে ! পবিত্র দুনিয়াকে স্বর্গ বা বিষ্ণুপুরী, লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যও বলা যায়। বিষ্ণু অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণের কণ্ঠাইন্ড চিত্র এইরকম বানিয়েছে - এই জন্য তোমাদের বোঝানো হচ্ছে। বিষ্ণুকে যখন পূজা করা হয় তখন তারা বোঝে না যে, ইনি কে ? মহালক্ষ্মীর পূজাও করে, কিন্তু তারা জানে না যে, ইনি কে? বাচ্চারা বাবা এখন তোমাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে বোঝাচ্ছেন। ভালোভাবে ধারণ করো। কারো কারো বুদ্ধিতে থাকে যে, পরমাত্মা তো সবকিছু জানতে পারেন। আমরা যা কিছু ভাল বা খারাপ কাজ করি, তিনি সে-সবই জানতে পারেন। এখন এটাকেই অন্ধশ্রদ্ধার ভাবনা বলা হয়ে থাকে। ভগবান এই সব কথা জানেন না। বাচ্চারা তোমরাই জানো যে, ভগবান তো পতিতদেরকে পবিত্র বানাতে এসেছেন। পবিত্র বানিয়ে স্বর্গের মালিক তৈরী করেন, আর যে ভালোভাবে পড়বে, সে-ই উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। এরকম নয় যে, বাবা সকলের মনের কথা জানতে পারেন। যারা এটা মনে করে তাদেরকে অবোধ বলা হয়। মানুষ যে ধরনের কর্ম করে, তার ভালো বা খারাপ কর্মের ফল ড্রামা অনুসারে তাকে পেতেই হবে। এর সাথে বাবার কোনও কানেকশন নেই। এই সমস্ত চিন্তা কখনও করো না যে, বাবা তো সবকিছুই জানতে পারেন। অনেকেই আছে, যারা বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়, পাপ কাজ করতে থাকে, তারপরেও আবার এখানে অথবা সেন্টারে আসে। মনে করে যে, বাবা তো সবই জানেন। কিন্তু বাবা বলেন যে, আমি এই সমস্ত ধাক্কা করি না। ‘জানি-জাননহার’ (যিনি মনের কথা জানতে পারেন) এই শব্দটিও সঠিক নয়। তোমরা বাবাকে ডেকেছিলে যে, বাবা এসে আমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাও, স্বর্গের মালিক বানাও, কেননা জন্ম-জন্মান্তরের পাপ মাথার ওপর অনেক আছে। এই জন্মেরও আছে। এই জন্মে কৃত পাপ কর্মের কথাও তোমরা আমাকে বলতে থাকো। অনেকেই আছে যারা এতটাই পাপকর্ম করে যে, পবিত্র বানানো খুব মুশকিল হয়ে যায়। মুখ্য কথাই হল পবিত্র হওয়া। পড়াশোনা তো খুবই সহজ, কিন্তু বিকর্মের বোঝা কিভাবে মাথা থেকে নামাতে হবে, তার জন্য অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। এরকম অনেকেই আছে যারা অনেক পাপ করতে থাকে, অনেক অপকার করতে থাকে। বি.কে আশ্রমকে সমস্যায় ফেলার চেষ্টা করে। এর মাধ্যমে অনেক পাপ বৃদ্ধি পায়। সেই পাপ ইত্যাদি কাউকে জ্ঞান শোনানোর মাধ্যমে নাশ হয় না। *পাপ নাশ হয় কেবল যোগের দ্বারা*। প্রথমে তো যোগের জন্য সম্পূর্ণরূপে পুরুষার্থ করতে হবে, তবেই কাউকে জ্ঞান শোনালে সে বুঝতে পারবে। প্রথমে পবিত্র হও, যোগ করো, তবেই বাণী শক্তিশালী হবে। না হলে তো কাউকে যতই বোঝাও না কেন, কারোরই বুদ্ধিতে সেই জ্ঞানের ধারণা হবে না। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ জমে আছে, তাই না! এখনও যে পাপ হয়ে যাচ্ছে, সেটা তো জন্ম-জন্মান্তরের থেকেও অনেক বেশী হয়ে যায়, এইজন্য বলা হয় যে - সদ্ধুর নিন্দক কোনও পদ পায় না... ইনি হলেন সত্য বাবা, সৎ টিচার এবং সদ্ধুর। বাবা বলেন বি.কে-দের নিন্দা করলে অনেক পাপ বৃদ্ধি হয়ে যায়। প্রথমে তো নিজে পবিত্র হও। কাউকে বোঝানোর জন্য তো খুব শখ আছে। যোগ তো এক পয়সারও নেই। এর দ্বারা কি লাভ হবে? বাবা বলেন যে মুখ্য কথাই হল স্মরণের দ্বারা পবিত্র হওয়া। তোমরা আমাকে ডেকেছিলে পবিত্র হওয়ার জন্য। ভক্তিমার্গে একটি অভ্যাস হয়ে যায়, ধাক্কা খাওয়ার, ফালতু ফালতু চিৎকার করার। প্রার্থনা করে, কিন্তু ভগবানের কান কোথায় আছে, কান ছাড়া, মুখ ছাড়া কিভাবে তিনি শুনবেন বা কথা বলবেন? তিনি তো হলেন অব্যক্ত। এই সবকিছুই হল অন্ধশ্রদ্ধা।

তোমরা বাবাকে যত যত স্মরণ করবে, ততই তোমাদের পাপ নাশ হবে। এরকমও নয় যে, বাবা জানেন - এই আত্মা অনেক স্মরণ করে, আর এ কম স্মরণ করে। এরজন্য তো নিজের চার্ট নিজেকেই দেখতে হবে। বাবা বলছেন যে, স্মরণের দ্বারাই তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে। বাবাও তোমাদেরকেই জিজ্ঞাসা করেন যে, কতক্ষণ স্মরণ করেছে?

আচার-আচরণ দেখে বোঝা যায়। স্মরণ ছাড়া পাপ নাশ হবে না। এইরকম নয় যে, কাউকে জ্ঞান শোনালে তো তোমাদের বা তার পাপ বিনাশ হয়ে যায়। না, যখন নিজে স্মরণ করবে, তখনই পাপ নাশ হবে। মূল কথাই হল পবিত্র হওয়া। বাবা বলেন যে আমার হয়ে গেছে, তাই কোনও পাপ কাজ করো না। না হলে তো এক ঝটকায় একদম নিচে পড়ে যাবে। এরকম আশাও রেখো না যে - আমি খুব ভাল পদ পাব। প্রদর্শনীতে অনেককে বুঝিয়ে খুশি হয়ে যায়, মনে করে - আমি অনেক সেবা করেছি। কিন্তু বাবা বলেন যে প্রথমে তুমি নিজে তো পবিত্র হও। বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণেতেই অনেকে ফেল করে যায়। জ্ঞান তো হল খুব সহজ, কেবল ৮৪ জন্মের চক্রকে জানতে হবে, ওই লৌকিক পড়াশোনাতে তো অনেক হিসাব-নিকাশ করতে হয়, পরিশ্রমও করতে হয়। কি উপার্জন করবে? পড়তে পড়তে যদি শরীর ছেড়ে দেয়, তাহলে পড়াশোনা শেষ হয়ে যায়। বাচ্চারা তোমরা তো, যত যত স্মরণে থাকবে, ততই তোমাদের ধারণা হবে। পবিত্র না হলে, পাপ মুক্ত না হলে তো অনেক শাস্তি খেতে হবে। এরকম নয় যে, আমার স্মরণ তো বাবার কাছে পৌঁছেই যায়। বাবা কি করবেন! তোমরা স্মরণ করলে তো তোমরাই পবিত্র হতে পারবে। বাবা তাতে কি করবেন, বাবা কি তোমাদেরকে সাবাস দেবেন! অনেক বাচ্চাই আছে যারা বলে যে, আমি তো সর্বদা বাবাকে স্মরণ করতেই থাকি, তিনি ছাড়া আর আছেই বা কে আমার? এটাও মিথ্যা কথা বলে দেয়। স্মরণের যাত্রাতেই তো অনেক পরিশ্রম করতে হয়। আমি স্মরণ করছি কি করছি না, এটাও নিজেরা বুঝতে পারে না। অজ্ঞান বশতঃ বলে দেয় যে আমি তো স্মরণেই আছি। পরিশ্রম ছাড়া কি কেউ বিশ্বের মালিক হতে পারবে? উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। স্মরণের দ্বারা যখন শক্তিশালী হবে তখন সেবাও করতে পারবে। তারপর দেখা যাবে যে, সেবা করে কতো প্রজা বানিয়েছ! হিসাব চাই, তাই না! আমি কতজনকে নিজের সমান বানিয়েছি। প্রজা বানাতে হবে, তাইনা! তবেই তো রাজার পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। রাজার পদ প্রাপ্ত করা তো এমন কিছু কঠিন নয়। প্রথমে যোগযুক্ত হয়ে শক্তিশালী হও, তবেই কাউকে জ্ঞান শোনালে সে বুঝতে পারবে। শাস্ত্রেও আছে যে, অস্তিম সময়ে ভীষ্ম পিতামহ, দ্রোণাচার্য আদিকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। যখন তোমাদের এই পতিত মনোভাব সমাপ্ত হয়ে সতোপ্রধান হতে থাকে, তখন আত্মার মধ্যে শক্তিও আসতে থাকে আর তখন কাউকে জ্ঞান শোনালে, এক ঝটকায় তাদের মধ্যে জ্ঞানের তীর লেগে যাবে। এই সমস্ত চিন্তা কখনও করো না যে, বাবা তো সবকিছু জানতে পারেন। বাবার সবকিছু জানার কি দরকার? যে করবে, সে-ই পাবে। বাবা তো কেবল সাক্ষী হয়ে সবকিছু দেখতে থাকেন। বাবাকে চিঠি লেখে যে, আমি অমুক জায়গায় গিয়ে সেবা করেছি, বাবা জিজ্ঞাসা করেন যে, প্রথমে তুমি স্মরণের যাত্রায় তৎপর হয়েছে? *প্রথম কথাই হলো এটা যে - অন্যান্য সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করে এক বাবার সঙ্গ জোড়া*। দেহী-অভিমानी হতে হবে। ঘরে থেকেও বুঝতে হবে যে, এটা হল পুরানো দুনিয়া, পুরানো দেহ। এইসব সমাপ্ত হয়ে যাবে। আমাদের কাজ-ই হল বাবার থেকে আর বাবার উত্তরাধিকার থেকে। বাবা এইরকম বলেন না যে, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে না, কারো সাথে কথা বলো না। অনেকেই বাবাকে জিজ্ঞাসা করে যে, বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে যাওয়া যাবে? বাবা বলেন যে, যদিও যাও কিন্তু সেখানে গিয়ে সেবা করো। বুদ্ধির যোগ যেন শিব বাবার সাথেই জুড়ে থাকে। জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্ম স্মরণের শক্তির দ্বারাই ভঞ্জীভূত হবে। এখানেও যদি তোমরা বিকর্ম করতে থাকো তাহলে অনেক শাস্তি ভোগ করতে হবে। পবিত্র হতে হতে বিকারে পড়ে গেলে তো মরে যাবে। একদম চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। শ্রীমতে না চলে নিজের অনেক ক্ষতি করতে থাকে। প্রত্যেক কদমে শ্রীমৎ চাই। এমন এমন পাপ কর্ম করতে থাকে যে একদম যোগ লাগতে চায় না। বাবাকে স্মরণ করতে পারেনা। এমন অবস্থায় কাউকে গিয়ে যদি বলে যে - ভগবান এসেছেন, তাঁর থেকে অবিদ্যার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো, তাহলে তারা মানবে না। বুদ্ধিতে জ্ঞানের তীর লাগবে না। বাবা বলছেন যে ভক্তদেরকে জ্ঞান শোনাও, ব্যর্থ কিছু শনিও না, না হলে তো আরোই নিন্দা করা হবে।

কোনও কোনও বাচ্চা বাবাকে জিজ্ঞাসা করে - বাবা আমার দান করার অভ্যাস আছে, এখন তো জ্ঞানে এসে গেছি, তাহলে এখন কি করব? বাবা রায় দেন যে - বাচ্চা, গরিবকে দান করার জন্য তো অনেকেই আছে, কোনো গরিব না খেতে পেয়ে মরে না। ফকিরদের কাছেও অনেক পয়সা পড়ে থাকে, এইজন্য এই সমস্ত কথাগুলি থেকে তোমাদের বুদ্ধি সরিয়ে নাও। দান আদি করার ক্ষেত্রেও অনেক সতর্ক থাকতে হবে। অনেকেই এমন-এমন কাজ করে যে, সে কথা জিজ্ঞাসা করো না। বাচ্চারা বুঝতে পারে না যে, আমার মাথার উপর বোঝা অনেক ভারী হয়ে গেছে। জ্ঞানমার্গ কোনও হাসি মজার মার্গ নয়। বাবার সাথে তো আবার ধর্মরাজও থাকেন। ধর্মরাজের কাছে বড় বড় লাঠির আঘাত পেতে হবে। বলা হয় যে, অস্তিম সময়ে যখন ধর্মরাজ পরীক্ষা নেবে তখন বোঝা যাবে। জন্ম-জন্মান্তরের শাস্তি খেতে বেশি সময় লাগে না। বাবা তো কাশী-কলবট এর উদাহরণও বুঝিয়েছেন। সে তো হলো ভক্তিমার্গ, এটা হলো জ্ঞানমার্গ। মানুষেরই বলিদান করা হয়, এটাও ড্রামাতে পূর্বনির্দিষ্ট আছে। এই সমস্ত কথাগুলিকে বুঝতে হবে, এরকম নয় যে, এই ড্রামা বানানো হয়েছেই কেন? জন্ম-মৃত্যুর চক্রতে আসতে হয়েছে কেন? জন্ম-মৃত্যুর চক্রতে তো সকলকে আসতেই হয়। এটাই তো হলো অনাদি ড্রামা, তাই না! চক্রতে না আসলে তো এই দুনিয়াই থাকবে না। মোক্ষ তো কারোরই হয় না। যিনি প্রধান গুরু তাঁরও এই মোক্ষ

প্রাপ্তি হয় না। ৫ হাজার বছরের পর পুনরায় এইভাবে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসতেই হয়। এটা তো ড্রামা, তাই না! কেবলমাত্র কাউকে বোঝালে বা জ্ঞান শোনালেই পদ প্রাপ্ত হবে না, প্রথমে তো পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। এরকম নয় যে, বাবা সব কিছুই জানতে পারেন। বাবা জেনে কি করবেন, প্রথমে তো তোমরা আত্মারাই জানতে পারো যে, শ্রীমতে আমরা কি করছি, কতক্ষণ আমরা বাবাকে স্মরণ করছি? বাবা এসব জেনে কি করবেন? এতে লাভ-ই বা কি? তোমরা যা কিছু করবে সেটাই তোমরা পাবে। বাবা তোমাদের অভিনয় আর সেবার দ্বারা জানতে পারেন যে, এই বাচ্চা ভালো সেবা করছে। অমুক আত্মা বাবার হয়েও অনেক বিকর্ম করছে, তাই তার শোনানো জ্ঞানের মধ্যে কোনও শক্তি থাকে না। এই জ্ঞান হলো তলোয়ার, তাতে যোগশক্তির বিষ লাগাতে হবে। যোগবলের দ্বারাই তোমরা বিশ্বের উপর বিজয় প্রাপ্ত করছো, আর জ্ঞানের দ্বারা নতুন দুনিয়াতে উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। প্রথমে তো পবিত্র হতে হবে। পবিত্র না হলে উচ্চপদ প্রাপ্ত হবে না। এখানে এসেইছো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য। কোনও পতিত আত্মা কি নর থেকে নারায়ণ হতে পারবে? পবিত্র হওয়ার জন্য যুক্তি চাই। যে অনন্য বাচ্চারা সেন্টারকে দেখাশোনা করে, তাদেরকেও অনেক পরিশ্রম করতে হয়, এতটা পরিশ্রম না করলে তো সেই শক্তিও আসবে না আর জ্ঞানের তীরও লাগবে না, স্মরণের যাত্রা কোথায়! কেবলমাত্র প্রদর্শনীতে অনেককে বোঝালেই হবে না, প্রথমে স্মরণের দ্বারা পবিত্র হতে হবে, তারপর জ্ঞান। পবিত্র হলে তবেই জ্ঞানের ধারণা হবে। কোনও পতিত আত্মা ধারণা করতে পারে না। মুখ্য সাবজেক্ট হলো স্মরণ। লৌকিক পড়াশোনাতেও তো সাবজেক্ট থাকে, তাইনা! তোমাদের কাছে হয়তো অনেকেই বি.কে হয় কিন্তু ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী, ভাই-বোন হওয়া কোনও সহজ ব্যাপার নয়। কেবলমাত্র পরিচয় দিলেই ব্রহ্মাকুমারী হওয়া যায় না। দেবতা হওয়ার জন্য প্রথমে পবিত্র অবশ্যই হতে হয়। তারপর হল এই পড়াশোনা। যদি কেউ শুধু পড়াশোনাই করে আর পবিত্র না হয়, তাহলে তো উচ্চপদ প্রাপ্ত হবে না। আত্মার মধ্যে পবিত্রতা চাই। পবিত্র হলে তবেই পবিত্র দুনিয়ায় উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে। পবিত্রতার উপরেই বাবা বিশেষ জোর দেন। পবিত্রতা ছাড়া কাউকে জ্ঞান দেওয়া যাবে না। বাবা তো তোমাদের মনের কথা কিছুই জানতে পারেন না। এইসময় তিনি নিজেই এখানে বসে আছেন, তাই না! তোমাদেরকে সব কিছুই বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ভক্তি মার্গে ভক্তদের ভাবনার ফল স্বরূপ কিছু প্রাপ্তি হয়ে যায়। সেটাও ড্রামাতে পূর্বনির্দিষ্ট আছে, শরীর ছাড়া বাবা কথা কি করে বলবেন? শুনবেন কিভাবে? আত্মার এখন শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, তাই সে শুনতে বা কথা বলতে পারে। বাবা বলেন যে - আমার তো কোনও অর্গ্যান্সই নেই, তাই আমি কিভাবে শুনবো, কিভাবে জানতে পারব? তারা মনে করে যে, বাবা তো সব জানতে পারেন যে, কেন আমি বিকারে চলে গেছি। আর যদি না জানতে পারি, তাহলে তারা ভগবানকেই মানবে না। এইরকমও অনেকে আছে। বাবা বলছেন যে আমি এসেছি তোমাদেরকে পবিত্র হওয়ার রাস্তা বলতে। সাক্ষী হয়ে সবকিছু দেখছি। বাচ্চাদের আচার-আচরণের মাধ্যমে বোঝা যায় যে - এই বাচ্চা সুপুত্র না কুপুত্র? সেবা করে তার সমাচারও দিতে হবে, তাই না! এটাও জানে যে - যে করে, সে-ই পায়। শ্রীমতে চললে শ্রেষ্ঠ হতে পারবে। আর না চলতে পারলে তো নিজেই নোংরা হয়ে নিচে পরে যাবে। যদি মনে কোনও প্রশ্ন থেকে থাকে, তাহলে আমাকে পরিষ্কারভাবে জিজ্ঞাসা করতে পারো। এখানে অন্ধশ্রদ্ধার কোনও কথাই নেই। বাবা কেবল বলেন যে, স্মরণের শক্তি নাহলে তো পবিত্র কিভাবে হবে? এই জন্মেও এত পাপ করে যে, সেসব কথা আর জিজ্ঞাসা ক'রো না। এটা হলোই পাপাত্মাদের দুনিয়া, সত্যযুগ হলো পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া। এটা হল সঙ্গম। কেউ কেউ তো এমন বুদ্ধ থাকে যে, কিছুই ধারণা করতে পারে না। বাবাকে স্মরণ করতেই পারেনা। তারপর তারা টু লেট হয়ে যাবে। যখন সমগ্র সৃষ্টিতে আগুন লেগে যাবে তখন যোগেও থাকতে পারবে না। সেই সময় তো চারিদিকে সবাই হাহাকার করবে। চারিদিকে তখন দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে। সব সময় এই চিন্তাই যেন চলতে থাকে যে, আমি কিভাবে বাবার থেকে রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করব। দেহ অভিমান ছেড়ে সেবাতে লেগে যেতে হবে। কল্যাণকারী হতে হবে। ধন সম্পদ ব্যর্থ ভাবে নষ্ট করো না। যে যোগ্যই নয়, এইরকম পতিত আত্মাদেরকে কখনো দান করো না, না হলে যে দান করছে তার ওপরেও পাপের বোঝা চেপে যাবে। এমনও নয় যে ঢাক বাজিয়ে বলতে হবে যে, ভগবান এসে গেছেন। এইরকম নিজেদেরকে ভগবান বলে পরিচয় দেওয়ার জন্য অনেক আত্মাই ভারতে আছে। তাই কেউ মানবে না। এটা কেবল তোমরাই জানো, কারণ তোমরাই বাবার কিরণ প্রাপ্ত করেছ। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) পড়াশোনার সাথে সাথে পবিত্রও অবশ্যই হতে হবে। এইরকম যোগ্য বা সুপুত্র হয়ে বাবাকে সেবার সমাচার দিতে হবে। শ্রীমতে চলে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বানাতে হবে।

২) শুল ধনও যেন ব্যর্থ ভাবে নষ্ট না হয়। পতিতদেরকে দান ক'রো না। জ্ঞান ধনও পাত্র বুঝে দান করতে হবে।

বরদান:- সর্বদা মোল্ড হওয়ার এই বিশেষ গুণের দ্বারা সম্পর্ক আর সেবাতে সফল হয়ে সফলতামূর্তি ভব*
ব্যখ্যা :- যে বাচ্চাদের মধ্যে নিজেকে মোল্ড করার বিশেষ গুণ আছে, তারা সহজেই গোল্ডেন এজ-এর স্টেজ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে। যেরকম সময়, যেরকম পরিস্থিতি, সেই অনুসারে নিজের ধারণা গুলিকে প্রত্যক্ষ করার জন্য মোল্ড হতে হয়। যারা এইরকম মোল্ড হতে পারে, তারাই রিয়েল গোল্ড হয়। যেরকম সাকার বাবার বিশেষত্ব তোমরা দেখেছো - যেমন সময়, যেমন ব্যক্তি, সেইরকম রূপ - এইরকম ফলো ফাদার করো, তাহলে সেবা আর সম্পর্ক সবেতেই, সহজেই সফলতামূর্তি হয়ে যাবে।

স্লোগান:- যেখানে সর্বশক্তি আছে, সেখানে নির্বিল্ল সফলতাও সাথে আছে।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - যখনই সময় পাবে, একান্তে বসে বিচার সাগর মন্থন করো, যেসব পয়েন্টস শুনছ সেগুলো রিভাইজ করো”

প্রশ্নঃ - তোমাদের এই স্মরণের যাত্রা কখন সমাপ্ত হবে ?

উত্তরঃ - যখন তোমাদের কোনো কর্মেন্দ্রিয় আর ধোঁকা দেবে না, কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন স্মরণের যাত্রা সমাপ্ত হবে। এখন তোমাদেরকে পুরোদমে পুরুষার্থ করতে হবে। নিরাশ হলে চলবে না। সেবাতেও সর্বদা হাজির থাকতে হবে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা কি আত্ম-অভিমानी হয়ে বসেছ ? বাচ্চারা বুঝেছে যে, অর্ধেক কল্প ধরে আমরা দেহ-অভিমानी ছিলাম। তাই এখন দেহী-অভিমानी হয়ে থাকার জন্য পরিশ্রম করতে হচ্ছে। বাবা এসে বোঝাচ্ছেন, নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে বসলেই বাবা স্মরণে থাকবেন, নাহলে ভুলে যাবে। স্মরণ না করলে যাত্রা করবে কিভাবে ? পাপ নাশ হবে কিভাবে ? অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করতে থাকো। এটাই আসল কথা। এছাড়াও বাবা অনেক ধরনের যুক্তি বলে দিচ্ছেন। কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল সেটাও বোঝাচ্ছেন। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি ভক্তিমার্গের ব্যাপারেও জানেন। বাচ্চাদেরকে ভক্তিমার্গে কত কিছুই না করতে হয়। তিনি বোঝাচ্ছেন - এইসব যজ্ঞ, তপস্যা ইত্যাদি সব ভক্তিমার্গের বিষয়। হয়তো বাবার গুনগান করে কিন্তু সব ভুলভাল। বাস্তবে ওরা কৃষ্ণের মহিমা সম্বন্ধেও সবকিছু জানে না। প্রত্যেকটা বিষয় ভালোভাবে বুঝতে হবে। যেমন কৃষ্ণকে বৈকুণ্ঠনাথ বলা হয়। আচ্ছা ঠিক আছে। কিন্তু বাবা জিজ্ঞেস করছেন, কৃষ্ণকে কি ত্রিলোকের নাথ বলা যায় ? ত্রিলোকীনাথের কতো গায়ন রয়েছে। ত্রিলোকের নাথ অর্থাৎ তিন লোকের নাথ। তিন লোক মানে মূলবতন, সূক্ষ্মবতন আর স্থূলবতন। বাচ্চারা, তোমাদেরকে বুঝিয়েছি যে তোমরা হলে ব্রহ্মান্ডের মালিক। কৃষ্ণ কি নিজেকে এইরকম ব্রহ্মান্ডের মালিক মনে করবে ? না, সে তো বৈকুণ্ঠে থাকবে। স্বর্গ অথবা নতুন দুনিয়াকে বৈকুণ্ঠ বলা হয়। সুতরাং কেউই ত্রিলোকের নাথ নয়। বাবা এখন সঠিক কথা বোঝাচ্ছেন। তিন লোক তো অবশ্যই আছে। শিববাবা যেমন ব্রহ্মান্ডের মালিক, সেইরকম তোমরাও ব্রহ্মান্ডের মালিক। সূক্ষ্মবতনের তো কোনো ব্যাপার-ই নেই। তিনি স্থূলবতনেরও মালিক নন - স্বর্গেরও মালিক নন, আর নরকেরও মালিক নন। কৃষ্ণ হলো স্বর্গের মালিক। নরকের মালিক হলো রাবণ। এটাকে রাবণের রাজ্য বা অসুরের রাজ্য বলা হয়। মানুষ হয়তো মুখে এইরকম বলে, কিন্তু এর অর্থ বোঝে না। তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে এখন বাবা নিজে বসে থেকে বোঝাচ্ছেন। রাবণের ১০টা মাথা দেখানো হয়েছে - ত্রীলোকের ৫ বিকার এবং পুরুষের ৫ বিকার। এই ৫টা বিকার তো সকলের মধ্যেই রয়েছে। সকলেই রাবণের রাজত্ব রয়েছে। তোমরা এখন শ্রেষ্ঠাচারী হচ্ছে। বাবা নিজে এসে এইরকম শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া তৈরি করেন। একান্তে বসে থাকলে এইরকম বিচার সাগর মন্থন চলতে থাকবে। দুনিয়ার পড়াশোনার জন্যেও স্টুডেন্ট একান্তে বই নিয়ে পড়তে থাকে। তোমাদের তো কোনো বই পড়ার দরকার নেই। তবে হ্যাঁ, তোমরা পয়েন্টস নোট করো। পরে এগুলো রিভাইজ করতে হবে। এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, ভালোভাবে বুঝতে হবে। বাবা বলছেন - আজকে আমি তোমাদেরকে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং নতুন নতুন কথা বোঝাচ্ছি। লক্ষ্মী-নারায়ণই হলো পরশপুরীর মালিক। বিষ্ণুকেও বলা যাবে না। মানুষ তো বোঝেই না যে বিষ্ণু আসলে লক্ষ্মী-নারায়ণ। তোমরা সংক্ষেপে তোমাদের লক্ষ্যের বিষয়ে বোঝাও। ব্রহ্মা এবং সরস্বতীর মধ্যে কোনো পতি-পত্নীর (মেল-ফিমেল) সম্পর্ক নেই। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা যায়। কিন্তু শিববাবা-কে কেবল বাবা বলা যাবে। বাকি সবাই ভাই। *এতজন সবাই ব্রহ্মার সন্তান। সবাই জানে যে আমরা হলাম ভগবানের সন্তান অর্থাৎ ভাই-ভাই। কিন্তু সেটা তো নিরাকারী দুনিয়ার সম্পর্ক। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ।* সত্যযুগকে বলা হয় নতুন দুনিয়া। এই যুগের নাম হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। সত্যযুগে সকলেই পুরুষোত্তম হবে। এগুলো কতোই না সুন্দর কথা। তোমরা এখন সেই নতুন দুনিয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে। এই সঙ্গমযুগেই তোমরা পুরুষোত্তম হও। তোমরা বলো যে আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণ হব। এরা সবথেকে উত্তম পুরুষ। ওদেরকেই দেবতা বলা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো সর্বোত্তম, সর্বপ্রথম। তারপরে ক্রমানুসারে তোমরা বাচ্চারা রয়েছে। সূর্যবংশকেই উত্তম বলা যাবে। ক্রম তো অবশ্যই থাকবে। ধীরে ধীরে কলা কমতে থাকে। তোমরা বাচ্চারা এখন নতুন দুনিয়ার উদ্ঘাটন করছ। যেমন নতুন ঘর বানানো হলে বাচ্চারা কতো খুশি হয়। দারোদ্ঘাটন করা হয়। লেখা আছে, সেখানে স্বর্ণপুষ্পের বৃষ্টি হয়। বাচ্চারা, তোমাদের কতোই না খুশি হওয়া উচিত। তোমরা সুখ-শান্তি দুটোই পেয়ে যাও। অন্য কেউই এতো সুখ-শান্তি পায় না। অন্য ধর্মগুলো আসতে আরম্ভ করলে দ্বৈত মত হয়ে যায়। তোমরা বাচ্চারা তো অসীম খুশিতে আছ - আমরা পুরুষার্থ

করে অনেক ভালো পদ পাব। কখনোই এইরকম ভাবা উচিত নয় যে - ভাগ্যে যা আছে সেটাই তো পাবো, যদি পাস হওয়ার থাকে তাহলে হব। না, প্রত্যেক বিষয়ে অবশ্যই পুরুষার্থ করতে হবে। পুরুষার্থ করতে না পারলে বলে দেয় - যা ভাগ্যে আছে সেটাই হবে। তারপর পুরুষার্থ করা বন্ধ করে দেয়। বাবা বলছেন, আমি তোমাদের মতো মাতাদেরকে কতো শ্রেষ্ঠ বানিয়ে দিই। সব জায়গাতেই মহিলাদেরকে সম্মান করা হয়। বিদেশেও সম্মান দেয়। আর এখানে কন্যা সন্তানের জন্ম হলে তো খাট শুদ্ধ উল্টে দেয়। দুনিয়াটা খুবই খারাপ। তোমরা এখন জেনেছ যে ভারত আগে কি ছিল আর এখন কি হয়ে গেছে। মানুষ সবকিছু ভুলে গিয়ে কেবল শান্তি চাইছে। সবাই চায় বিশ্বে শান্তি আসুক। *তোমরা ওদেরকে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের ছবি দেখাও। বলা - যখন এনাদের রাজ্য ছিল, তখন পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সবকিছুই ছিল। তোমরা তো এইরকম রাজ্যই চাও, তাই না ? মূলবতনে শান্তি থাকলেও সেটাকে তো বিশ্বের শান্তি বলা যাবে না। এনাদের রাজত্বের সময়েই বিশ্বে শান্তি হবে। সমগ্র বিশ্বে দেবতাদের রাজত্ব ছিল।* মূলবতন তো আত্মাদের দুনিয়া। মানুষ জানেই না যে আত্মাদের কোনো আলাদা দুনিয়া আছে। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে কতো শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম বানিয়ে দিই। এগুলো সবই বোঝানোর বিষয়। কেবল ভগবান এসে গেছেন বলে চিৎকার করলে কেউ বিশ্বাস করবে না। আরো বেশি গালাগালি থাকে আর গালাগালি দেবে। ওরা বলবে - বি.কে.রা তো নিজেদের বাবাকেই ভগবান বলে। এভাবে কখনো সেবা হয় না। *বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন। রুমের মধ্যে দেওয়ালে ৮-১০টা ছবি টাঙ্গিয়ে দাও আর বাইরে লিখে দাও - যদি অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে সীমাহীন উত্তরাধিকার পেতে চান অথবা মানুষ থেকে দেবতা হতে চান, তবে আসুন, আমরা আপনাকে বুঝিয়ে বলব।* এভাবে লিখে দিলে অনেকেই আসবে, আপনা-আপনিই আসবে। বিশ্বে একটা সময়ে তো শান্তি ছিল। এখন কত ধর্ম হয়ে গেছে। এই তমোপ্রধান দুনিয়াতে কিভাবে শান্তি স্থাপন সম্ভব ? কেবল ভগবান-ই বিশ্বে শান্তি স্থাপন করতে পারবেন। শিববাবা নিশ্চয়ই সঙ্গে করে কোনো উপহার নিয়ে আসেন। এতো বড় বাবা তিনি, তার ওপর আবার ৫ হাজার বছর পরে আসেন। যেমন যাত্রা করে ফিরলে বাবা বাচ্চাদের জন্য উপহার নিয়ে আসেন। একজন ব্যক্তি যেমন তার স্ত্রীর স্বামী, সেইরকম তার সন্তানদের পিতা। সেইরকম ঠাকুরদাদা, তারপর ঠাকুরদাদার বাবাও হন। এনাকে তোমরা একদিকে যেমন বাবা বলা, সেইরকম ইনি তোমাদের ঠাকুরদাদাও হবেন। আবার গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারও বলা যাবে। বহু প্রজন্ম রয়েছে। আদম কিংবা আদিদেব নাম তো প্রচলিত আছে। কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে না। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এখন বাবা নিজে বসে থেকে বোঝাচ্ছেন। বাবার কাছ থেকে সৃষ্টিচক্রের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি জেনে গিয়ে তোমরা চক্রবর্তী রাজা হচ্ছ। বাবা কতো ভালোবেসে আর যত্ন নিয়ে পড়াচ্ছেন। তাই অবশ্যই পড়তে হবে। *সকালে তো সবাই ফ্রি থাকে। সকালে আধঘন্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিট ক্লাসে এসে মুরলী শুনে যাও। স্মরণ তো যেকোনো জায়গাতেই করা যায়। রবিবার ছুটি থাকে। সকালে ২-৩ ঘন্টার জন্য বসো। সারাদিনের উপার্জন মেকআপ করে নাও। ঝোলা ভর্তি করে নাও। সময় তো অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু মায়াবী বিঘ্ন আসার জন্য স্মরণ করতে পারে না। বাবা একেবারে সহজ ভাবে বোঝাচ্ছেন। ভক্তিমার্গে কতো মানুষ সংসঙ্গে যায়। কৃষ্ণের মন্দিরে, নয়তো শ্রীনাথের মন্দিরে, নয়তো অন্য কারোর মন্দিরে যায়। যাত্রা করার সময়েও খুব ব্যভিচারী হয়ে যায়। এত কষ্টস্ব করে (উচ্চারণ করে), কিন্তু কোনো লাভ হয় না। এইসব ড্রামাতেই রয়েছে। পুনরায় হবে। তোমাদের মধ্যে অর্থাৎ আত্মাদের মধ্যে ভূমিকা ভরা আছে। আগের কল্পের সত্য এবং ত্রেতাযুগে যেমন ভূমিকা পালন করেছিল, সেটাই আবার করবে। যাদের বুদ্ধি কম, তারা এটাও বুঝতে পারবে না। যাদের বুদ্ধি খুব সূক্ষ্ম, তারাই এগুলো বুঝতে পারবে এবং অন্যকেও বোঝাবে। ওরা অন্তর থেকে বুঝতে পারে যে এই অবিনাশী নাটক তৈরি হয়েই আছে। দুনিয়ায় কেউই জানে না যে এটা আসলে একটা সীমাহীন নাটক। এটাকে বোঝার জন্যেও সময় লাগে। প্রত্যেক বিষয় বিস্তারিত ভাবে বোঝানোর পরে বলা হয় - মুখ্য ব্যাপার হলো স্মরণের যাত্রা। এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তির গায়ন রয়েছে। জ্ঞানের সাগরের কথাও প্রচলিত আছে। সমগ্র সাগরের জলকে কালি বানালে, সমগ্র জঙ্গলকে কলম বানিয়ে এবং গোটা পৃথিবীকে কাগজ বানালেও তাঁর মহিমা লিখে শেষ করা যাবে না। শুরু থেকে তো তোমরা কত কিছু লিখছ। সব মিলিয়ে রাশি রাশি কাগজ হয়ে যাবে। তোমাদের এখন আর ধাক্কা খেতে হবে না। মুখ্য ব্যাপার হলো অঙ্ক অথবা বাবা। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এখানে তোমরা শিববাবার কাছে আসো। শিববাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করে কতো ভালোবেসে তোমাদেরকে পড়ান। কোনো অহংকার নেই। বাবা বলছেন - আমি তো পুরাতন শরীরেই আসি। কতো সাধারণ ভাবে শিববাবা এসে শিক্ষা দেন। একটুও অহংকার নেই। বাবা বলছেন, তোমরাই তো বলা - বাবা, তুমি পতিত শরীরে, পতিত দুনিয়ায় এসে আমাদেরকে শিক্ষা দাও। সত্যযুগে কখনোই বলবে না - এসো, এসে হীরে মানিকের মহলে বসো, খাবার খাও। শিববাবা তো খাবার খান না। আগে তোমরা ভোজন খাওয়ার জন্য ডাকতে। ৩৬ রকমের ভোজন খাওয়াতে। এইসব আবার হবে। এগুলোই হলো চরিত্র। কৃষ্ণের চরিত্র কেমন? সে তো সত্যযুগের রাজকুমার। তাকে পতিত-পাবন বলা যাবে না। কৃষ্ণ কিভাবে সত্যযুগের মালিক হয়েছিল, সেটা তোমরাই এখন জেনেছ। মানুষ তো একেবারে ঘন অন্ধকারে রয়েছে। তোমরা এখন উজ্জ্বল আলোকে রয়েছে। বাবা এসেই রাতকে দিন বানিয়ে দেন। তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে রাজত্ব করবে, তাই কত খুশি হওয়া উচিত। যখন তোমাদের কোনো কর্মেন্দ্রিয় আর ধোঁকা দেবে

না, তখন তোমাদের স্মরণের যাত্রা সমাপ্ত হবে। কর্মাতীত অবস্থায় পৌঁছে গেলে তোমাদের স্মরণের যাত্রা সমাপ্ত হয়ে যাবে। এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। এখন তোমাদেরকে পুরোদমে পুরুষার্থ করতে হবে। হতাশ হয়ে গেলে চলবে না। সেবা আর সেবা। বাবাও তো এসেছেন এবং এই বৃদ্ধ শরীরের দ্বারা সেবা করছেন। বাবা হলেন করণ-করাবনহার। বাচ্চাদের জন্য তিনি কত ভাবনা-চিন্তা করেন - এটা বানাতে হবে, বাড়ি বানাতে হবে। যেমন লৌকিক বাবার সীমিত ভাবনা-চিন্তা থাকে, সেইরকম পারলৌকিক বাবার সুবিশাল ভাবনা-চিন্তা থাকে। তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকেই তো সেবা করতে হবে। দিনে দিনে আরো সহজ হয়ে যাচ্ছে। বিনাশ যত এগিয়ে আসবে, তত তোমাদের মধ্যে শক্তি আসবে। গায়ন আছে, ভীষ্ম পিতামহরা অন্তিম পর্যায়ে তীর বিদ্ধ হয়েছিল। এখন যদি ওদের তীর লেগে যায় তাহলে অনেক হইচই শুরু হয়ে যাবে। এতো ভিড় হয়ে যাবে যে ভাবতেও পারবে না। মাথা চুলকানোর সময়টাও পাবে না। কিন্তু এখন এইরকম হবে না। যখন ভিড় হয়ে যাবে, তখন এইরকম অবস্থা হবে। যখন এরা তিরবিদ্ধ হবে, তখন তোমাদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। সকল বাচ্চাই তো অবশ্যই বাবার পরিচয় পাবে।

তোমরা ৩ বর্গফুট জায়গা পেলেও এই অবিনাশী হাসপাতাল এবং গডলি ইউনিভার্সিটি থুলে দাও। পয়সা না থাকলেও সমস্যা নেই। ছবি তোমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। সেবার জন্য মান-অপমান, দুঃখ-সুখ, ঠান্ডা-গরম সবকিছুই সহ্য করতে হবে। কাউকে হীরেতুল্য বানানো কি কম ব্যাপার? তোমরা ক্লান্ত হয়ে যাও কেন? আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) ভোরবেলা আধঘন্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট খুব ভালোবাসা এবং যত্ন সহকারে পড়াশুনা করতে হবে। বাবার স্মরণে থাকতে হবে। এত বেশি স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে হবে যাতে সব কর্মেন্দ্রিয় নিজের বশে এসে যায়।

২) সেবার জন্যে মান-অপমান, দুঃখ-সুখ, ঠান্ডা-গরম সবকিছুই সহ্য করতে হবে। সেবার ক্ষেত্রে কখনো ক্লান্ত হয়ে যেও না। ৩ বর্গফুট জায়গা পেলেও এই অবিনাশী হাসপাতাল এবং গডলি ইউনিভার্সিটি থোলার সেবা করতে হবে।

বরদান:- সর্বশক্তির লাইট দ্বারা আত্মাদেরকে রাস্তা দেখিয়ে চৈতন্য লাইট হাউস ভব*
যদি সর্বদাই এইরকম স্মৃতি থাকে যে, আমি আত্মা বিশ্বকল্যাণের সেবা করার জন্যে পরমধাম থেকে অবতরণ করেছি, তাহলে সকল সঞ্চল এবং সকল বাণীতে বিশ্বের কল্যাণ মিশে থাকবে। এইরকম স্মৃতিই বিশ্ব কল্যাণের কাজ করবে। যেমন লাইট হাউস থেকে একটা রঙের আলো বেরিয়ে আসে, সেইরকম তোমাদের মতো চৈতন্য লাইট হাউসদের থেকে সকল শক্তির কিরণ বেরিয়ে এসে আত্মাদেরকে প্রত্যেক পদক্ষেপে রাস্তা দেখানোর কাজ করতে থাকবে।

স্লোগান:- স্নেহ এবং সহযোগের সাথে শক্তিরূপ ধারণ করলে রাজধানীতে অগ্রাধিকার পাবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা এই পড়াশোনার দ্বারা শান্তিধাম হয়ে নিজের সুখধামে যাও, এই হল তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, এই কথাটি কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয়"

প্রশ্ন:- তোমরা বাচ্চারা সাক্ষী হয়ে এই সময় ড্রামার কোন সীনটিকে দেখছো?

উত্তর:- এই সময় ড্রামায় পুরোপুরি দুঃখের সীন চলছে। যদি কারো একটু সুখ আছেও তাও হল অল্পকালের জন্য কাক বিষ্ঠা সম। বাকি সম্পূর্ণটা হল দুঃখ। তোমরা বাচ্চারা আলোতে এসেছো। তোমরা জানো যে, সেকেন্ড বাই সেকেন্ড অসীম সৃষ্টির কালচক্র ঘুরছে, একটি দিনেরও অন্যটির সাথে মিল নেই। সম্পূর্ণ দুনিয়ার অ্যাক্ট পরিবর্তন হতেই থাকে। নতুন সীন চলতে থাকে।

ডবল ওম শান্তি এক, বাবা স্ব ধর্মে স্থির রয়েছেন, দ্বিতীয়, বাচ্চাদেরকেও বলেন - নিজ স্ব ধর্মে স্থির হও এবং বাবাকে স্মরণ করো। এমন কথা অন্য কেউ বলতে পারেনা যে, স্ব ধর্মে স্থির হও। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে দুটো নিশ্চয় আছে। নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ন্তী। তাদেরই বিজয়লাভ হবে। কিসে বিজয় লাভ হবে? বাবা প্রদত্ত স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্তিতে। স্বর্গে গমন - এই হল বাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্তির বিজয় লাভ করা। বাকিটা হল পদমর্যাদা প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ করা। স্বর্গে অবশ্যই যেতে হবে। বাচ্চারা জানে এই হল ছিঃ ছিঃ দুনিয়া। অপারিসীম দুঃখ এখনও আসবে। ড্রামার পরিক্রমণের কথাও তোমরা জানো। অনেকবার বাবা এসেছেন পবিত্র করে সব আত্মাদের মশার মতন উড়িয়ে নিয়ে যেতে, তারপরে তিনি নিজেও নির্বাণধামে বাস করবেন। বাচ্চারাও সঙ্গে যাবে! বাচ্চারা তোমাদের তো এই খুশীর অনুভূতি হওয়া উচিত - এই পড়াশোনা দ্বারা আমরা শান্তিধাম হয়ে নিজের সুখধাম যাবো। এই হল তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। রোজ শুনছো, বুঝতে পারছো বাবা আমাদের পড়ান পত্ৰিত থেকে পবিত্র করার জন্য। স্মরণ দ্বারা পবিত্র হওয়ার সহজ পথ বলে দেন। এও নতুন কথা নয়। লেখা আছে ভগবান রাজযোগের শিক্ষা দিয়েছেন। শুধুমাত্র এই ভুল হয়েছে যে কৃষ্ণের নাম লেখা আছে। এমনও তো নয় বাচ্চারা যে জ্ঞান প্রাপ্ত করছে, সেসব গীতা ছাড়া অন্য কোনও শাস্ত্রে আছে। বাচ্চারা জানে কোনও মানুষের এমন মহিমা করা হয়না, যেমন বাবার করা হয়। বাবা না এলে সৃষ্টি চক্র ঘুরবেই না। দুঃখধাম থেকে সুখধাম হবে কিভাবে? সৃষ্টির চক্র তো ঘুরবে নিশ্চয়ই। বাবাকেও অবশ্যই আসতে হবে। বাবা আসেন সবাইকে নিয়ে যেতে তারপরে চক্র ঘোরে। বাবা না এলে কলিযুগ থেকে সত্যযুগ হবে কিভাবে? যদিও এইসব কথা শাস্ত্রে লেখা নেই। রাজযোগের কথা আছেই কেবল গীতায়। যদি বুঝতে পারে ভগবান আবুতে এসেছেন, তাহলে তো ছুটে ছুটে আসবে সাক্ষাৎ করতে। সন্ন্যাসীরাও তো চায় তাইনা, ভগবানের দেখা পাই। পত্ৰিত-পাবনকে স্মরণ করে ফিরে যাওয়ার জন্য। এখন তোমরা বাচ্চারা পদ্ম গুণ ভাগ্যের অধিকারী হচ্ছে। সেখানে অপার সুখ থাকে। নতুন দুনিয়ায় যে দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, সেটি এখন নেই। বাবা দৈবী রাজ্যের স্থাপনা করেন ব্রহ্মা দ্বারা। এই কথাটি একেবারে স্পষ্ট। তোমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল এই। এতে সংশয়ের কোনও কথাই নেই। ভবিষ্যতে তোমরা বুঝতে পারবে, রাজধানী অবশ্যই স্থাপন হয়। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম আছে। যখন তোমরা স্বর্গে থাকো তখন এই স্থানটির নাম ছিল ভারত তারপরে যখন তোমরা নরকে আসো তখন হিন্দুস্তান নাম রাখা হয়। এখানে কত দুঃখ আছে। পরে এই সৃষ্টি পরিবর্তিত হয় তখন স্বর্গে তো আছেই সুখধাম। এই নলেজ বাচ্চারা তোমাদের জন্য। দুনিয়ায় মানুষ কিছু জানে না। বাবা নিজেই বলেন এখন হল অন্ধকার রাত্রি। রাতের অন্ধকারে মানুষ ধাক্কা খায়। তোমরা বাচ্চারা এখন আলোর পথে আছো। এও সাক্ষী হয়ে বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। সেকেন্ড বাই সেকেন্ড অসীম সৃষ্টির চক্র পরিক্রমণ করে। একটি দিনের অন্যের সঙ্গে মিল থাকে না। সম্পূর্ণ দুনিয়ার অ্যাক্ট পরিবর্তিত হতে থাকে। নতুন সীন চলতে থাকে। এই সময় পুরোটাই হল দুঃখের সীন। যদি সুখ আছেও তা হল কাক বিষ্ঠা সম অর্থাৎ অল্পকালের জন্য। বাকিটা পুরো-ই দুঃখ। এই জন্মে যদিও সুখ থাকে পর জন্মে আবার দুঃখ আছে। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথা আছে যে - আমরা এখন যাচ্ছি নিজের ঘরে। এতেই পরিশ্রম করতে হবে পবিত্র হওয়ার। শ্রী-শ্রী শ্রীমৎ প্রদান করেছেন শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার। ব্যারিস্টার মতামত দেবেন - ব্যারিস্টার ভব। এখন বাবাও বলেন শ্রীমৎ দ্বারা এইরূপ হও।

নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত - আমার কোনও অবগুণ নেই তো? এই সময় গানও করে আমি নির্গুণ, আমার কোনও গুণ নাই, আপনি করুণা করুন। করুণা অর্থাৎ দয়া। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তো কাউকে দয়া করি না। দয়া তো সবাইকে নিজের উপরে নিজেই করতে হবে। এইরূপ ড্রামা নির্দিষ্ট আছে। নির্ভুর রাবণ তোমাদের দুঃখে নিয়ে যায়। এও

ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। এতে রাবণেরও কোনও দোষ নেই। বাবা এসে শুধু পরামর্শ দেন। এইটুকুই তাঁর দয়া। এই রাবণ রাজ্য তবুও চলবে। ড্রামা হল অনাদি। না রাবণের দোষ আছে, না মানুষের দোষ আছে। চক্র তো ঘুরবেই। রাবণের হাত থেকে রক্ষা করতে বাবা যুক্তি বলে দেন। রাবণের মত অনুসারে চলে তোমরা কিরূপ পাপ আত্মায় পরিণত হয়েছে। এখন হল পুরানো দুনিয়া। তারপরে নিশ্চয়ই নতুন দুনিয়া আসবে। চক্র তো ঘুরবে তাইনা। সত্যযুগকে আবার নিশ্চয়ই আসতে হবে। এখন হল সঙ্গম যুগ। মহাভারতের যুদ্ধও হল এই সময়ের। বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি বিনশন্তি। এইসব হবে। আমরা বিজয়ন্তী স্বর্গের মালিক হবো। বাকিরা কেউ থাকবে না। এই কথাও বুঝেছে যে পবিত্র না হলে দেবতা হওয়া মুশকিল। এখন বাবা দ্বারা শ্রীমৎ প্রাপ্ত হচ্ছে শ্রেষ্ঠ দেবতা হওয়ার। এমন মত কখনও প্রাপ্ত হবে না। শ্রীমৎ প্রদান করার তাঁর এই পার্ট কেবল সঙ্গমেই থাকে। আর কারো কাছে এই জ্ঞান নেই। ভক্তি অর্থাৎ ভক্তি। তাকে জ্ঞান বলা যাবে না। রূহানী জ্ঞান (আত্মিক জ্ঞান), জ্ঞান-সাগর রূহ বা আত্মা-ই প্রদান করেন। তাঁর ই মহিমা হল জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। বাবা পুরুষার্থ করার যুক্তিও অবশ্যই বলে দেন। এই টুকু খেয়াল রাখতে হবে যে এখন ফেল করলে কল্প-কল্পান্তর ফেল হবে, খুব আঘাত লাগবে। শ্রীমৎ অনুযায়ী না চললে আঘাত লাগে যায়। ব্রাহ্মণদের এই বৃষ্টি অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। এতটাই বৃদ্ধি হবে যতখানি দেবতাদের বৃষ্টি। তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে এবং করতে হবে। স্যাপলিং বা চারা রোপণ হতেই থাকবে। বৃষ্টি টি বৃদ্ধি হবেই। তোমরা জানো আমাদের কল্যাণ হচ্ছে। পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়ায় গেলেই কল্যাণ হয়। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধির তালা এখন খুলেছে। বাবা হলেন বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি তাইনা। এখন তোমরা বুঝেছে যে ভবিষ্যতে দেখবে কার কার বুদ্ধির তালা খুলবে। এইসব ড্রামা চলতে থাকে। আবার সত্যযুগ থেকে রিপিট হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ যখন সিংহাসনে বসবেন তখন সংবত শুরু হয়। তোমরা লিখেও থাকো ১ থেকে ১২৫০ বছর পর্যন্ত স্বর্গ, কতখানি স্পষ্ট। সত্যনারায়ণের কাহিনী আছে। অমর নাথের কাহিনী আছে। তোমরা এখন প্রকৃত সত্য অমর নাথের কাহিনী শুনছো পরে এরই গায়ন প্রচলিত হয়। উৎসব ইত্যাদি সবই হল বর্তমান সময় নিয়ে। এক নম্বর পর্ব হল শিববাবার জয়ন্তী। কলিযুগের পরে অবশ্যই বাবাকে আসতে হয় দুনিয়াকে পরিবর্তন করার জন্য। চিত্র ইত্যাদি গুলি কেউ ভালো রীতি দেখলে দেখবে পুরোপুরি হিসেব করে বানানো আছে। তোমাদের জন্য এই আয়োজন, কল্প পূর্বে যতখানি পুরুষার্থ করেছে ততখানি নিশ্চয়ই করবে। সাক্ষী হয়ে অন্যদেরও দেখবে। নিজের পুরুষার্থকেও জানে। তোমরাও জানো। স্টুডেন্ট কি নিজের পড়ার বিষয়ে জানে না? মনে চিন্তা আসবে আমরা এই সাবজেক্টে দুর্বল। তারপরে ফেল করবে। পরীক্ষার সময় কোনো বিষয়ে যারা দুর্বল থাকে তাদের হৃদয়ের গতি বেড়ে যাবে। তোমরা বাচ্চারাও সাক্ষাৎকার করবে। কিন্তু ফেল হয়ে গেলে আর কি করবে! স্কুলে ফেল করলে আত্মীয় স্বজন, টিচার ইত্যাদি সবাই অসন্তুষ্ট হয়। তারা বলবে আমাদের স্কুল থেকে কম ছাত্র পাস করলে সবাই বলবে টিচার ভালো পড়ায় না তাই কম পাস করেছে। বাবাও জানেন সেন্টারে কারা ভালো টিচার আছে, কেমন পড়ায়। কারা কারা ভালো রীতি পড়িয়ে নিয়ে আসে। সবই নলেজে থাকে। বাবা বলেন - মেঘেদের আনবে। ছোট বাচ্চাদের নিয়ে এলে তাদের অনেক মোহ থাকবে। একাই বেরিয়ে আসা উচিত, তবে বুদ্ধি ভালো ভাবে লেগে থাকবে। বাচ্চাদের সেখানেও দেখতে থাকেন।

বাবা বলেন, এই পুরানো দুনিয়া তো কবরখানা হয়ে যাবে। নতুন বাড়ি তৈরি করলে বুদ্ধিতে থাকে যে আমাদের নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, তাইনা। ব্যবসা ইত্যাদি করাকালীন বুদ্ধি কিন্তু নতুন বাড়ির দিকেই থাকে। চুপ করে তো কেউ বসে থাকে না। ওইসব হল জাগতিক দুনিয়ার কথা, এ হল অসীম জগতের কথা। প্রতিটি কর্ম করতে যেন স্মৃতিতে থাকে যে এখন আমরা ঘরে ফিরে আবার নিজের রাজধানীতে যাবো তাহলে অপার খুশী থাকবে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, নিজের সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণও করতে হবে। কিন্তু বুদ্ধি ওই দিকে যেন যুক্ত থাকে। স্মরণ না করলে কিন্তু পবিত্রও হতে পারবে না। স্মরণ দ্বারা পবিত্র, জ্ঞানের দ্বারা উপার্জন। এখানে তো সবাই পতিত। এই দুটি তীর আছে। বাবাকে মাঝি বা কান্ডারী বলা হয় কিন্তু অর্থ বোঝে না। তোমরা জানো বাবা ওই পারে নিয়ে যান। আত্মা জানে আমরা এখন বাবাকে স্মরণ করে খুব কাছে চলে যাচ্ছি। মাঝি নামে সন্তোষধন করা হয় অর্থ সহ, তাইনা। এরা সবাই মহিমা করে গেছে - আমার নৌকো পার করো। সত্যযুগে এমন বলা হবে কি? কলিযুগেই এমন প্রার্থনা করা হয়। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছে এখানে বুদ্ধিহীনদের আসার কথা নয়। বাবার শক্ত নিষেধ আছে। দূর নিশ্চয় না থাকলে কখনোই আনা উচিত নয়। কিছুই বুঝবে না। প্রথমে তো ৭ দিনের কোর্স করাও। কারো তো দুই দিনের জ্ঞানের তীর বুদ্ধিতে লেগে যায়। যদি ভালোরকম লেগে যায় তাহলে তো ছাড়বে না। তারা বলবে আমরা ৭ দিন আরও শিখবো। তোমরা সহজে বুঝে যাবে এই আত্মাটি এই কুলের। যাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হবে তারা কোনও কথার চিন্তা করবে না। একটি চাকরি গেলে আরেকটি পেয়ে যাবো, শিশু হৃদয় যাদের থাকে তাদের চাকরি ইত্যাদি খোঁয়া যায় না। নিজেরাই আশ্চর্য হয়। কন্যারা বলে আমাদের স্বামীদের বুদ্ধি এইদিকে ঘুরিয়ে দাও। বাবা বলেন, আমাকে বোলো না। তোমরা যোগবলে স্থিত হয়ে বসে জ্ঞান বোঝাও। বাবা বুদ্ধি ঘোরাবেন না। তাহলে এইসব কাজই করতে হবে। যা নিয়ম তৈরি হয়ে যায় সেটাকেই আঁকড়ে ধরে। কোনও গুরুর কাছে কারো লাভ হলে, শোনা

মাত্রই তার কাছে গিয়ে জমা হবে। নতুন আত্মার আগমন হলে একটু সুনাম তো হবেই তাইনা। তখন অনেক ফলোয়ার হয়ে যায় তাই এইসব কিছু দেখবে না। তোমাদের শুধু দেখতে হবে- আমরা কত ক্ষণ পড়া করছি? এইসব তো বাবা ডিটেল বলে দিচ্ছেন। যদিও শুধু বাবাকে স্মরণ করো এই কথা বললে তো ঘরে বসেও স্মরণ করতে পারো। কিন্তু জ্ঞানের সাগর তিনি অবশ্যই জ্ঞান প্রদান করবেন, তাইনা। মুখ্য কথা হল - "মন্বনাভব"। তার সাথে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বলে দেন। চিত্র ইত্যাদিও এইসময় ভালো ভালো তৈরি হয়েছে। সেসবের অর্থও বাবা বুঝিয়ে দেন। বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মাকে দেখানো হয়েছে। ত্রিমূর্তিও আছে তাহলে বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা এর অর্থ কি ? বাবা বসে বোঝান - এই কথাটি ঠিক না ভুল ? সুন্দর সুন্দর চিত্র সব অনেক তৈরি করা হয়েছে, তাইনা। কোনও কোনও শাস্ত্রে চক্রও দেখানো হয়েছে। কিন্তু আয়ু কত, সেই বিষয়ে কেউ কিছু লিখেছে, কেউ কিছু। অনেক মতামত আছে, তাইনা। শাস্ত্রে দৈহিক জগতের কথা লিখে দিয়েছে, বাবা অসীম জগতের কথা বোঝান। সম্পূর্ণ দুনিয়া হল রাবণ রাজ্য। তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে - আমরা কীভাবে পতিত হই, তারপরে কীভাবে পবিত্র হই। পরে অন্য ধর্ম আসে। অনেক ভ্যারাইটি আছে। একের সঙ্গে অন্যের মিল নেই। এক রকম ফিচার্স দুই জনের হতে পারেনা। এই হল পূর্ব নির্দিষ্ট খেলা যা রিপিট হতে থাকে। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। সময় কমতে থাকে। নিজেকে পরীক্ষা করো- আমরা কতখানি খুশীতে থাকি? আমাদের কোনও বিকর্ম করার নেই। ঝড় তো আসবেই। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, অন্তর্মুখী হয়ে নিজেকে চার্ট রাখো তাহলে যা ভুল হচ্ছে সেসবের অনুতাপ করতে পারবে। এই হল এমন যেন যোগবলের দ্বারা নিজেকে ক্ষমা দান করা। বাবা কখনও ক্ষমা করেন না। ড্রামাতে ক্ষমা শব্দ নেই। তোমাদেরকে নিজের জন্য পরিশ্রম করতে হবে। পাপের দন্ড মানুষ নিজেই ভোগ করে। ক্ষমা প্রার্থনা করার কোনও কথা নেই। বাবা বলেন, প্রতিটি কথায় পরিশ্রম করো। বাবা বসে যুক্তি বলে দেন আত্মাদের। বাবাকে আহ্বান করো পুরানো রাবণের দেশ এসো, আমরা পতিত আমাদের পবিত্র করো। কিন্তু মানুষ বোঝে না। তারা হল আসুরিক সম্প্রদায়। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, দৈবী সম্প্রদায় হচ্ছে। পুরুষার্থও বাচ্চারা নম্বর অনুসারে করে। পরে বলে দেয় এদের ভাগ্যে এতটুকুই আছে। নিজের সময় নষ্ট করে। জন্ম-জন্মান্তর, কল্প-কল্পান্তর উঁচু পদের অধিকারী হতে পারেনা। নিজের ক্ষতি করা উচিত নয় কারণ বর্তমানে ই জমা হয় তারপরে তো লোকসানের দিকে যাও। রাবণের রাজ্যে কতখানি ক্ষতি হয়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অন্তর্মুখী হয়ে নিজেকে পরীক্ষণ করতে হবে, যে সব ভুল ভ্রান্তি হয়, তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে যোগবলের দ্বারা ক্ষমা করতে হবে। নিজের পরিশ্রম করতে হবে।

২) বাবার পরামর্শ যা প্রাপ্ত হয় সেই অনুযায়ী পুরোপুরি চলে নিজের উপরে নিজেই দয়া করতে হবে। সাক্ষী হয়ে নিজের অথবা অন্যের পুরুষার্থকে দেখতে হবে। কখনও নিজের ক্ষতি করবে না।

বরদান:- নিরন্তর স্মরণ দ্বারা অবিনাশী উপার্জন জমা করে সর্ব খাজানার অধিকারী ভব*

ব্যাখা: নিরন্তর স্মরণ দ্বারা প্রতিটি পদক্ষেপে অবিনাশী উপার্জন জমা করতে থাকো, তাহলে সুখ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম ... এই সব সম্পদের অধিকারী অনুভব করবে। কোনও কষ্ট, কষ্ট অনুভব হবে না। সঙ্গম যুগে ব্রাহ্মণদের কোনও কষ্ট হতে পারেনা। যদি কোনও কষ্ট আসেও তা বাবাকে স্মরণ করানোর নিমিত্তে, যেমন গোলাপ ফুলের সঙ্গে কাঁটা তার সুরক্ষার সাধন রূপে থাকে। তেমনই এই কষ্ট ইত্যাদি বাবাকে আরও বেশি করে স্মরণ করানোর নিমিত্ত রূপে আসে।

স্নোগান:- পরমাত্ম শ্রীমতের আধারে কর্মরূপী বীজ শুভ সংকল্পের জল প্রাপ্ত করলে শক্তিশালী হয়ে যাবে ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা একটা চিন্তাতেই থাকো যে, আমাদের ভালো ভাবে অধ্যয়ন করে নিজেকে রাজতিলক দিতে হবে, অধ্যয়ন দ্বারাই রাজত্ব প্রাপ্ত হয়"

প্রশ্ন:- বাচ্চাদের কোন্ আনন্দে থাকতে হবে? দুঃখী কেন হতে নেই?

উত্তর:- সর্বদা এই উৎফুল্লতার সাথে থাকো যে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো হতে হবে, এর পুরুষার্থ করতে হবে, কখনো দুঃখী হতে নেই, কারণ এই অধ্যয়ন খুবই সহজ, বাড়ীতে থেকেও অধ্যয়ন করতে পারো, এর কোনো ফিস (বেতন) নেই, কিন্তু অবশ্যই সাহস দরকার।

*গীত:- তুমিই হলে মাতা, পিতাও হলে তুমি (তুমিই হো মাতা পিতা তুমিই হো...)

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা তাদের পিতার মহিমা শুনেছে। মহিমা একেরই হয় আর কারোর মহিমা গাওয়া যায় না। যখন কি না ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্করেরও মহিমা হয় না। ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা করায়, শংকর দ্বারা স্থাপনা করায়, বিশ্ব দ্বারা পালনা করায়। লক্ষ্মী-নারায়ণকে এরকম যোগ্যও শিববাবাই তৈরী করেন, ওঁনারই মহিমা করা হয়, উনি ব্যতীত আর কারোর মহিমার সুখ্যাতি করার থাকে! এনাকে(ব্রহ্মা) এরকম করে তুলতে সক্ষম টিচার না থাকলে ইনিও এরকম হতেন না। আবার মহিমা সুখ্যাতি হলো সূর্যবংশী ঘরানার, যারা রাজ্য করে। বাবা সঙ্গমে না এলে তো এঁনার রাজত্বও প্রাপ্ত হতে পারতো না। আর তো কারোর মহিমা করা হয় না। ফরেনার্স ইত্যাদি কারোরই মহিমা করার দরকার নেই। মহিমা হলোই শুধুমাত্র একের, দ্বিতীয় কেউ নেই। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ হলেনই শিববাবা। ওনার থেকেই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হয়, তাই ওনাকেই ভালো ভাবে স্মরণ করা উচিত। নিজেকে রাজা করার জন্য নিজেকেই পড়তে হয়। যেমন- ব্যারিস্টারি পড়লে নিজেকে পড়াশুনার দ্বারা ব্যারিস্টার তৈরী করে তো না! বাচ্চারা, তোমরা জানো যে শিববাবা আমাদের পড়ান। যারা ভালো ভাবে অধ্যয়ন করবে, তারাই উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। অধ্যয়ন না করে পদ প্রাপ্ত করতে পারে না। অধ্যয়ন করার জন্য শ্রীমত প্রাপ্ত হয়। মুখ্য ব্যাপার হলো পবিত্র হয়ে ওঠার, যার জন্যই এই অধ্যয়ন। তোমরা জানো যে এই সময় সব হলো তমোপ্রধান- পতিত। ভালো বা খারাপ মানুষ তো হয়ই। পবিত্র যারা থাকে, তাদের ভালো বলা হয়। ভালো পড়াশুনা করে মানুষ হলে তখন মহিমা হয়, কিন্তু হলো তো সব পতিত। পতিত যারা তারাই পতিতের মহিমা করে। সত্যযুগে হলো পবিত্র। সেখানে কেউ কারোর মহিমা করে না। এখানে পবিত্র সন্ন্যাসীও আছে, অপবিত্র গৃহস্থীও আছে, তবে পবিত্রদের মহিমারই সুখ্যাতি করা হয়। সেখানে তো যেমন রাজা-রানী তেমন প্রজা হয়। আর কোনো ধর্ম নেই যার জন্য পবিত্র, অপবিত্র বলে। এখানে তো কোনো গৃহস্থরও মহিমা গাইতে থাকে। তার জন্য যেন সেই হলো খোদা, আল্লাহ। কিন্তু আল্লাহকে তো পতিত- পাবন, লিবারেটর, গাইড বলা হয়ে থাকে। সেটা আবার কীভাবে সব হতে পারে! দুনিয়াতে কতো ঘন অন্ধকার। এখন তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা বুঝতে পারো যে বাচ্চাদের এই সচেতনতা থাকা দরকার যে- আমাদের পড়াশুনা করে নিজেকে রাজা তৈরী করতে হবে। যারা ভালো ভাবে অধ্যয়ন করবে তারাই রাজতিলক প্রাপ্ত করবে। বাচ্চাদের অত্যাশঙ্কিত থাকা উচিত- আমিও এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো হবো। এতে স্রিয়মান হওয়ার কিছু নেই। পুরুষার্থ করা উচিত। দুঃখী হতে নেই। এই পড়াশুনা হলো এমন যে খাটাতে শুয়েও পড়তে পারবে। বিলেতে থেকেও পড়তে পারবে। বাড়ীতে থেকেও পড়তে পারবে। এতো সহজ পড়াশুনা। পরিশ্রম করে নিজের পাপ খন্ডন করতে হবে আর অপরকেও বোঝাতে হবে। অন্য ধর্মের লোকদেরও তোমরা বোঝাতে পারো। কাউকে এটা বলতে হবে- তুমি হলে আত্মা। আত্মার স্বধর্ম হলো একটাই, এর কোনো পার্থক্য হতে পারে না। শরীর দ্বারাই অনেক ধর্ম হয়। আত্মা তো হলো একই। সকলে একই পিতার সন্তান। আত্মাদের বাবা অ্যাডপ্ট করেছেন, সেইজন্য ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী বলা হয়ে থাকে। যে কোনো কাউকেই বোঝাতে পারো- আত্মার পিতা কে? তোমরা যে ফর্ম ভরো ওর অর্থ বেশ বড়। বাবা তো অবশ্যই আছেন, যাঁকে স্মরণও করা হয়। আজকাল তো ভারতে যে কোনো কাউকেই ফাদার বলে দেয়। মেয়রকেও ফাদার বলে। কিন্তু আত্মার পিতা কে, তাঁকে জানে না। গায়ও যে তুমি মাতা-পিতা...কিন্তু তিনি কে, কেমন, কিছুই জানা নেই। ভারতেই তোমরা মাতা-পিতা বলে ডাকো। একমাত্র বাবা এখানে এসে মুখ বংশাবলী রচনা করেন। ভারতকেই মাদার কান্ট্রি (দেশমাতৃকা) বলা হয়, কারণ এখানেই শিববাবা মাতা-পিতার রূপে ভূমিকা পালন করেন। এখানেই ভগবানকে মাতা পিতার রূপে স্মরণ করে। বিদেশে শুধু গড ফাদার বলে ডাকে, কিন্তু মাতাও তো দরকার যে না! যার দ্বারা বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট করবে। পুরুষও স্ত্রীকে অ্যাডপ্ট করে, আবার ওর থেকে বাচ্চা জন্ম নেয়। রচনা রচয়িত হতে থাকে। এখানেও এনার মধ্যে (ব্রহ্মা বাবার) পরমপিতা পরমাত্মা বাবা প্রবেশ করে অ্যাডপ্ট করে। বাচ্চার জন্ম হতে থাকে সেইজন্য এঁনাকে মাতা-পিতা বলা হয়ে থাকে। তিনি হলেন আত্মাদের পিতা

আবার এখানে এসে উত্পত্তি করে। এখানে তোমরা বাচ্চা হয়ে থাকো তাই ফাদার আর মাদার বলা হয়। সেটা তো হলো সুইট হোম, যেখানে সব আত্মারা থাকে। সেখানেও বাবা ব্যতীত আর কেউ নিয়ে যেতে পারে না। কাউকে পেলে তাকে বলো তুমি কি সুইট হোম যেতে চাও? তবে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। তোমরা এখন হলে পতিত, এটা হলোই আয়রণ এজড- তমোপ্রধান দুনিয়া। এখন তোমাদের গৃহে ফিরে যেতে হবে। আয়রণ এজড আত্মারা তো গৃহে ফিরে যেতে পারে না। আত্মারা সুইটহোমে পবিত্রই থাকে, তাই বাবা এখন বোঝান, বাবার স্মরণেই বিকর্ম বিনাশ হবে। কোনো দেহধারীকেই স্মরণ করো না। বাবাকে যতো স্মরণ করবে ততই পবিত্র হবে আর তারপরে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে নম্বর অনুযায়ী। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের উপর কাউকে বোঝানো সহজ হয়। ভারতে এদের রাজত্ব ছিলো। এরা যখন রাজত্ব করতো তখন বিশ্বে শান্তি ছিলো। বিশ্বের শান্তি একমাত্র বাবা আনতে পারেন আর কারোর সে শক্তি নেই। বাবা এখন আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন, নূতন দুনিয়ার জন্য কীভাবে রাজার রাজা হওয়া যায় সেটা বলে দেন। বাবা হলেনই নলেজফুল। কিন্তু ওনার মধ্যে কোন নলেজ আছে, সেটা কেউ জানে না। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি অসীম জগতের পিতাই শোনান। মানুষ তো কখনো বলে সর্বব্যাপী আছেন, নইলে বলে তিনি সকলের ভিতর জানতে সক্ষম। আবার নিজেকে তো বলতে পারে না। এই সব কথা বাবা বসে বোঝান। ভালো ভাবে ধারণা করে আরো উৎফুল্ল হওয়া উচিত। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র সর্বদা উৎফুল্ল মুখশ্রী সম্পন্নই তৈরী করা হয়। স্কুলে উঁচু শ্রেণীতে পড়ে যারা কতো উৎফুল্ল হয়। অন্যান্যরাও বোঝে ইনি তো অনেক বড় পরীক্ষায় পাশ করেছে। এটা তো অনেক উচ্চ মানের অধ্যয়ণ। ফী (বেতন) ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই শুধু সাহসের ব্যাপার। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে, এতেই মায়া বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বাবা বলেন পবিত্র হও। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে আমার মুখ কালো করে দেয়, মায়া খুবই জোরালো, ফেল করে গেলে আবার তার নামের সুখ্যাতি করা যায় না। অমুকে-অমুকে শুরু থেকে অনেক ভালো চলছে। মহিমার সুখ্যাতি করা হয়। বাবা বলেন নিজেই নিজের জন্য পুরুষার্থ করে রাজধানী প্রাপ্ত করতে হবে। অধ্যয়ণের দ্বারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে হবে। এটা হলোই রাজযোগ। প্রজাযোগ নয়। কিন্তু প্রজাও তো হবে যে না! মুখমণ্ডল আর অধ্যয়ণ দেখে বুঝতে পারা যায় যে এই ব্যক্তি কি হওয়ার যোগ্য। বাড়ীতে স্টুডেন্টের চাল-চলন দ্বারা বুঝতে পারা যায়, এ ফার্স্ট নম্বরে, এ থার্ড নম্বরে আসবে। এখানেও সেইরকম। অন্তিম কালে যখন পরীক্ষা সম্পূর্ণ হবে তোমাদের তখন সব সাক্ষাৎকার হবে। সাক্ষাৎকার হতে দেরী হয় না, তবুও লজ্জা হবে, আমি পাশ করতে পারলাম না। পাশ করতে না পারা লোকেদের কে ভালোবাসে? মানুষ বায়োস্কোপ দেখে খুশীর অনুভব করে, এক নম্বরের ঘণ্য করে তোলে এই বায়োস্কোপ। ওখানে যারা যায় অনেকেই ফেল করে নীচে নেমে গেছে। কোনো-কোনো ফিমেল (স্ত্রীলোক) এমনও আছে যে বায়োস্কোপে না গেলে ঘুম আসে না। যারা বায়োস্কোপ দেখে তারা অবশ্যই অপবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ করে। এখানে যা কিছু হচ্ছে, যাকে মানুষ খুশী মনে করবে সে সব হলো দুঃখের জন্য। এটা হলো অবিনাশী খুশী। অবিনাশী খুশী, অবিনাশী পিতার থেকেই প্রাপ্ত হয়। তোমরা বুঝতে পারো যে বাবা আমাদের এই লক্ষ্মী- নারায়ণের মতো করে তৈরী করেন। এরকম তো পূর্বে ২১ জন্মের জন্য লেখা হত। বাবা এখন লেখেন ৫০-৬০ জন্ম, কারণ দ্বাপরেও তো প্রথমে খুবই ধনবান সুখী থাকো যে না। যদি পতিত হয়েও থাকো তবুও ধন অনেক থাকে। এতো যখন একদম তমোপ্রধান হয়ে যাও তখন দুঃখ শুরু হয়। প্রথমে তো সুখী থাকো। যখন অনেক দুঃখী হও তখন বাবা আসেন। অজামিলের মতো মহাপাপীরও উদ্ধার করে। বাবা বলেন আমি সকলকে নিয়ে যাবো মুক্তিধামে। আবার সত্যযুগের রাজত্বও তোমাদের দিই। সকলেরই তো কল্যাণ হয় যে না! সবাইকে নিজের ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া হয়- শান্তিতে বা সুখে। সত্যযুগে সবার সুখ থাকে। শান্তিধামেও সুখী থাকে। বলে বিশ্বে শান্তি হোক। বলো যে যখন এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো, তখন বিশ্বে শান্তি ছিলো। দুঃখের কিছু হওয়ার মতো ছিলোই না। না দুঃখ, না অশান্তি। এখানে তো বাড়ী-বাড়ী অশান্তি আছে। দেশে-দেশে অশান্তি আছে। সমগ্র বিশ্বেই অশান্তি আছে। কতো টুকরো-টুকরো হয়ে পড়ে আছে। কতো ক্র্যাশন আছে। ১০০ মাইলের বেশী হলেই ভাষা আলাদা হয়। এখন বলে ভারতের প্রাচীন ভাষা হলো সংস্কৃত। এখন কারোর আদি-সনাতন ধর্মের ব্যাপারেই জানা নেই তো আর কীভাবে বলবে এইটা হলো প্রাচীন ভাষা। তোমরা বলতে পারো আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম কবে ছিলো? তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী থাকে। কেউ তো ডালহেডও (মোট বুদ্ধির) হয়। দেখতেও লাগে এ যেন পাথর বুদ্ধি সম্পন্ন। অজ্ঞানকালেও বলে যে না- হে ভগবান- এর তালা খোলো। বাবা তোমাদের সব বাচ্চাদের জ্ঞানের আলোক প্রদান করেন, এতে তালা খোলে। তবুও কারোর কারোর বুদ্ধি খুলেই না। বলে যে বাবা, আপনি হলেন বুদ্ধিমানের বুদ্ধি। আমাদের স্বামীর বুদ্ধির তালা খোলো। বাবা বলেন এই জন্য কি আর আমি এসেছি, যে বসে বসে একেক জনের বুদ্ধির তালা খুলবো! তবে তো সবার বুদ্ধি খুলে যাবে, সবাই মহারাজা - মহারানী হয়ে যাবে। আমি কি করে সকলের বুদ্ধির তালা খুলতে পারি। ওদের সত্যযুগে আসতেই হবে না তো কি করে বুদ্ধির তালা খুলবো! ড্রামা অনুসারে সময় অনুসারেই ওদের বুদ্ধির তালা খুলবে। আমি কী করে খুলবো। ড্রামার উপরেও তো আছে যে না! সবাই কি আর সম্পূর্ণ পাশ করবে! স্কুলেও নম্বর অনুযায়ী হয়। এটাও হলো অধ্যয়ণ। প্রজাও তৈরী হয়। সকলের তালা খুলে গেলে তবে প্রজা কোথা থেকে আসবে! এটা তো রীতি নয়। বাচ্চারা, তোমাদের পুরুষার্থ

করতে হবে। প্রত্যেকের পুরুষার্থ থেকে জানতে পারা যায়, যারা ভালো ভাবে অধ্যয়ন করবে তাদের এখানে-ওখানে ডাকা হয়। বাবা জানেন যে কারা ভালো ভাবে সার্ভিস করে। বাচ্চাদের ভালো ভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। ভালো ভাবে অধ্যয়ন করলে বাড়ী নিয়ে যাবো আবার স্বর্গে পাঠিয়ে দেবো। না হলে খুব কড়া শাস্তি। পদ ব্রষ্টও হয়ে যাবে। স্টুডেন্টের কাছে টিচারের শো বের করা উচিত। গোল্ডেন এজ্ এ পারশ বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলে, এখন হলো আয়রণ এজ্ , তাই এখানে গোল্ডেন এজ্ বুদ্ধি কি করে হতে পারে। বিশ্বে শান্তি ছিলো যখন এক রাজ্য, এক ধর্ম ছিলো। তোমরা সংবাদ পত্রেও দিতে পারো যে ভারতে যখন এদের রাজ্য ছিলো তো বিশ্বে শান্তি ছিলো। শেষ পর্যন্ত বুঝবে অবশ্যই। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের নাম উচ্ছল হওয়া উচিত। ঐ অধ্যয়ণে কতো বই ইত্যাদি পড়তে হয়। এখানে তো কিছুই নেই। অধ্যয়ণ একদম সোজা। এছাড়া স্মরণে ভালো-ভালো মহারথীও ফেল করে। স্মরণের ধার না থাকলে জ্ঞানের তলোয়ার চলে না। অনেক স্মরণ করলে তবে ধারালো হবে। যদি বন্ধনেও থাকে, আর স্মরণ করতে থাকে ওতেও অনেক লাভ আছে। কখনো বাবাকে দেখেওনি, আর তাঁর স্মরণে যদি প্রাণ ত্যাগ করে সে ক্ষেত্রেও খুব ভালো পদ পেতে পারে, কারণ অনেক স্মরণ করে। বাবার স্মরণে প্রেমের অশ্রু হয়ে যায়, সেই অশ্রু মুক্তোর দানা হয়ে যায়। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের জন্যে নিজেই পুরুষার্থ করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে হবে। অধ্যয়ণের দ্বারা নিজেকে রাজতিলক দিতে হবে। জ্ঞানকে ভালো ভাবে ধারণ করে সর্বদা উৎফুল্ল থাকতে হবে।

২) জ্ঞানের তলোয়ারে স্মরণের ধার ভরতে হবে। স্মরণের দ্বারাই বন্ধন খন্ডন করতে হবে। কখনোই ঘৃণ্য বায়োস্কোপ দেখে নিজের সংকল্পকে অপবিত্র করতে নেই।

বরদান:- সদা একান্ত আর স্মৃতিকে জাগৃত করতে ব্যস্ত থাকতে সক্ষম অসীম জগতের বাণপ্রস্বী ভব*
বর্তমান সময় অনুযায়ী তোমরা সকলে হলে বাণপ্রস্ব অবস্থার নিকটবর্তী। বাণপ্রস্বী কখনো পুতুল খেলা করতে থাকে না। তারা সর্বদা একান্তে আর স্মরণের যাত্রায় থাকে। তোমরা সকলে যারা অসীম জগতের বাণপ্রস্বী তারা সদা একের অন্তে অর্থাৎ নিরন্তর একান্তে থাকো, সাথে একের স্মৃতিতে থাকতে থাকতে স্মৃতি স্বরূপ হয়ে ওঠে। সকল বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার এটাই হলো শুভ আশা যে এখন বাবা আর বাচ্চারা সমান হয়ে যাবে। সর্বদা স্মরণে অন্তর্লীন থাকবে। সমান হয়ে উঠলেই অন্তর্লীন থাকবে-এটাই বাণপ্রস্ব স্থিতির চিহ্ন।

শ্লোগান:- তোমরা সাহস করে এক পা এগোলে বাবা সাহায্যের জন্যে হাজার পা এগোবেন।*

আধ্যাত্মিক সেবা - নিঃস্বার্থ সেবা

আজ সব আত্মাদের বিশ্ব কল্যাণকারী বাবা সেবায় তাঁর সাথী, সেবাধারী বাচ্চাদের দেখছেন। আদি থেকে বাপদাদার সাথে সেবাধারী বাচ্চারাও সাথী হয়েছে এবং অন্তিম পর্যন্ত বাপদাদা গুপ্তরূপে এবং প্রত্যক্ষ রূপে বাচ্চাদের বিশ্বসেবার নিমিত্ত বানিয়েছেন। আদিতে ব্রহ্মাবাবা আর ব্রাহ্মণ বাচ্চারা গুপ্তরূপে সেবার নিমিত্ত হয়েছে। এখন সেবাধারী বাচ্চারা, শক্তি সেনা আর পাণ্ডব সেনা সকলে বিশ্বের সামনে প্রত্যক্ষ রূপে কার্য করছে। সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনা মেজরিটি বাচ্চাদের মধ্যে ভালোভাবে প্রতীয়মান হয়। আদি থেকে সেবার জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা রয়েছে এবং অন্তিম পর্যন্ত থাকবে। ব্রাহ্মণ জীবনই সেবার জীবন। ব্রাহ্মণ আত্মারা সেবা ব্যতীত বাঁচতে পারে না। মায়ার থেকে নিজেদের রক্ষা করার শ্রেষ্ঠ সাধনই সেবা। সেবা যোগযুক্ত বানায়। কিন্তু কোন সেবা? এক, শুধু মুখের সেবা, যা শুনেছ তা' শোনানোর সেবা। দুই, মন থেকে মুখের সেবা। তোমরা যে মধুর বোল শুনেছ তার প্রতিমূর্ত্ত হয়ে, প্রতিমূর্ত্তি দ্বারা সেবা, নিঃস্বার্থ সেবা। ত্যাগ, তপস্যা স্বরূপ দ্বারা সেবা। সীমিত পরিসরের কামনারও উর্ধ্ব নিষ্কাম সেবা। একেই বলে, ঈশ্বরীয় সেবা, আধ্যাত্মিক সেবা। যা শুধু মুখের সেবা, তাকে বলে নিজেকে খুশি করার সেবা। সবাইকে খুশি করার সেবা মন আর মুখের সাথে সাথে হয়। মনের সাথে অর্থাৎ মন্মানাভব স্থিতিতে মুখের সেবা।

বাপদাদা আজ নিজের রাইট হ্যান্ডস্ সেবাধারী এবং লেফ্ট হ্যান্ডস্ সেবাধারী উভয়কে দেখছিলেন উভয়েই সেবাধারী, কিন্তু রাইট আর লেফ্টে প্রভেদ তো আছেই, তাই না! রাইট হ্যান্ড সদা নিষ্কাম সেবাধারী। লেফ্ট হ্যান্ড সীমিত পরিসরের এই জন্মের জন্য কোন না কোন ফল খাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় সেবার নিমিত্ত হয়। তারা গুপ্ত সেবাধারী আর এর নামধারী সেবাধারী। এই মুহূর্ত্তে সেবা করে পরমুহূর্ত্তে নাম হলো - খুব ভালো, খুব ভালো। কিন্তু এখনই করেছে, এখনই খেয়েছে, তোমার হিসেবের খাতায় কিছুই জমা হলো না। গুপ্ত সেবাধারী অর্থাৎ নিষ্কাম সেবাধারী। সুতরাং এক নিষ্কাম সেবাধারী, আরেক হলো নামধারী সেবাধারী। গুপ্ত সেবাধারীর নাম বর্তমান সময়ে গুপ্ত থাকলেও কিন্তু গুপ্ত সেবাধারী সফলতার খুশিতে সদা পরিপূর্ণ থাকে। কিছু বাচ্চার সঙ্কল্প উৎপন্ন হয় যে 'আমি করলেও আমার নাম হয় না। আর যারা নামধারী হয়ে বাইরে থেকে শো করে সেবা করার, তাদেরই বেশি নাম হয়।' কিন্তু এটা এমন নয়। যে নিষ্কাম অবিনাশী নাম অর্জন করে তার হৃদয়ের আওয়াজ হৃদয়ে পৌঁছায়, তা' লুকিয়ে থাকতে পারে না। তার মুখে, অবশ্যই প্রকৃত সেবাধারীর ঝলক অবশ্যই দেখা দেয়। যদি কোন নামধারী এখানে খ্যাতি তথা সুনাম অর্জন করে তবে তা' ছিল ভবিষ্যতের জন্য, ফল খেয়েছে আর শেষ করে ফেলেছে, তার ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠ বা অবিনাশী করে তোলেনি, সেইজন্য বাপদাদার কাছে সেবাধারীদের সম্পূর্ণ রেকর্ড আছে। সেবা করে যাও, নাম হবে এমন সঙ্কল্প ক'রনা। সঞ্চয় হবে, সেই সম্পর্কে ভাবো। অবিনাশী ফলের অধিকারী হও। অবিনাশী উত্তরাধিকারের জন্য এসেছ। সেবার ফল বিনাশী সময়ের জন্য যদি খেয়ে ফেল তবে তো অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকার কম হয়ে যাবে, সেইজন্য সদা বিনাশী কামনার সাথে মুক্ত নিষ্কাম সেবাধারী, রাইট হ্যান্ড হয়ে সেবাতে এগিয়ে চলো। গুপ্ত দানের মহত্ব, গুপ্ত সেবার মহত্ব বেশি হয়। সেই আত্মা সদা নিজের মধ্যে ভরপুর থাকবে। সে নিশ্চিত বাদশাহ হবে এবং নাম-যশের পরোয়া করবে না। এতেই বেপরোয়া বাদশাহ হবে অর্থাৎ সদা স্বমানের তথতাসীন হবে। সীমিত মানের তথতাসীন নয়, স্বমানের তথতাসীন, অবিনাশী তথতাসীন। অটল অখন্ড প্রাপ্তির তথতাসীন। একে বলে, বিশ্ব কল্যাণকারী সেবাধারী। কখনো সাধারণ সংকল্পের কারণে বিশ্ব সেবার কার্যে সফলতা প্রাপ্ত করায়, পিছনে সরে যায় না। ত্যাগ আর তপস্যা দ্বারা সদা সফলতা প্রাপ্ত করে সামনে এগিয়ে যেতে থাক। বুঝেছ!

সেবাধারী কাকে বলে? তোমরা সবাই এমনই সেবাধারী? যে সেবা স্থিতিকে বিচলিত করে তা' সেবা নয়। কেউ কেউ ভাবে সেবাতে চঞ্চলতাও অনেক হয়। সেবাতে বিঘ্নও উৎপন্ন হয় আবার সেবাই নির্বিঘ্ন বানায়। যতই হোক, যে সেবা বিঘ্নরূপ সেটা সেবা নয়। সেটাকে প্রকৃত সেবা বলা যাবে না। নামধারী সেবা বলা হবে। প্রকৃত সেবাই প্রকৃত হীরা। যেমন, প্রকৃত হীরা তার আপন দ্যুতি থেকে লুকাতে পারে না। এইরকম প্রকৃত সেবাধারী প্রকৃত হীরা। নকল হীরার দ্যুতি যতই চমকপ্রদ হোক, কিন্তু মূল্যবান কে? মূল্য তো আসলেই হয়, তাই না! নকলের তো হয় না। অমূল্য রত্ন প্রকৃত সেবাধারী। অনেক জন্মের মূল্য প্রকৃত সেবাধারীর থাকে। নামধারী সেবা হলো অল্পকালের চমকপ্রদ শো। সেইজন্য সদা সেবাধারী হয়ে সেবা দ্বারা বিশ্ব কল্যাণ করে যাও। বুঝেছ - সেবার মহত্ব কি! কেউ কারও থেকে কম নয়। প্রত্যেক

সেবাধারী নিজ নিজ বিশেষত্বে বিশেষ সেবাধারী। নিজেকে কম ক'রনা। আর তারপরে কিছু করে নাম পাওয়ার ইচ্ছাও রেখ না। বিশ্ব কল্যাণে তোমাদের সেবাকে সদাসর্বদা অর্পণ করে চলতে থাক। সাধারণতঃ, ভক্তিতে যারা গুপ্ত দানী পুণ্য আত্মা, তারা এই সঙ্কল্পই করে সকলের জন্য সবকিছু ভালো হোক। তারা এটা ভাবে না যে তাদের জন্য কিছু হোক, তাদের যেন কিছু ফল প্রাপ্তি হয় ! না ! তাদের ভাবনা সবার যেন ফলপ্রাপ্তি হয়। সকলের সেবায় অর্পিত হবে। তারা কখনো তাদের নিজেদের জন্য ইচ্ছা রাখবে না। এইভাবেই সকলের জন্য সেবা কর। সকলের কল্যাণের ব্যাঙ্কে নিরন্তর জমা করতে থাক। তখন সবাই কি হয়ে যাবে ? নিষ্কাম সেবাধারী। এখন যদি কেউ তোমার সম্পর্কে জানতে আগ্রহ না দেখায়, তবে ২৫০০ বছর তারা তোমার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে। কেউ তোমার ব্যাপারে এক জন্ম আগ্রহ দেখাবে, নাকি ২৫০০ বছর কেউ আগ্রহ প্রকাশ করবে, তাহলে বেশি কোনটা হলো ? ওটাই তো বেশি, তাই না ! সীমিত পরিসরের সঙ্কল্পের উর্ধ্বে গিয়ে অসীম জগতের সেবাধারী হয়ে বাবার হৃদয় সিংহাসনাসীন বেরোয়া বাদশাহ হয়ে, সঙ্গমযুগের খুশি, অনাবিল আনন্দ উদযাপন করতে থাক। কখনো কোনও সেবা যদি উদাস করে, তখন বুঝবে সেটা সেবা নয়। যদি কোনকিছু অস্থির করে তোলে, চঞ্চলতায় নিয়ে আসে, তবে সেটা সেবা নয়। সেবা এমন একটা ব্যাপার যা তোমাকে উড়াবে। সেবা বেগমপুরের (দুঃখহীন দুনিয়া) বাদশাহ বানায়। তোমরা এইরকম সেবাধারী, তাই না ? বেরোয়া বাদশাহ, বেগমপুরের বাদশাহ। সফলতা নিজে থেকেই যার পিছু পিছু আসে। সফলতার পিছনে সে ধাবিত হয় না। সফলতা তাকে অনুসরণ করে। আত্মা - তোমরা অসীম জগতের সেবার প্ল্যান বানাও, তাই না ? অসীম জগতের স্থিতি দ্বারা অসীম জগতের সেবার প্ল্যান সহজে সফল হয়। (ডবল বিদেশি ভাইবোনেরা এক প্ল্যান বানিয়েছে, যে প্লানে তারা সব আত্মাকে কয়েক মিনিট শান্তির দানের জন্য বলতে চায়।)

বিশ্বকে মহাদানী বানানোর প্ল্যান ভালো বানিয়েছে, তাই না ! অল্প সময়ের জন্য হলেও তো হয় বাধ্য হয়ে নয়তো সন্নেহে শান্তির সংস্কারকে ইমার্জ করবে, তাই নয় কি ! এমনকি, তারা প্রোগ্রাম অনুসরণ করেও যদি অন্ততঃ শান্তির সংস্কার ইমার্জ হয়। কারণ শান্তিই তো স্বধর্ম, তাই না ? যেমনই হোক, শান্তির সাগরেরই তো বাচ্চা, নিবাসীও শান্তিধামের। প্রোগ্রাম অনুসরণেও তারা ইমার্জ হলে শান্তির এই শক্তি তাদের আকর্ষণ করতে থাকবে। যেমন বলা হয়ে থাকে - যে একবার মিষ্টির স্বাদ পেয়েছে, সে মিষ্টি পেলেও বা না পেলেও, সেই আত্মাদিত রস তার মনকে বারবার টানবে। অতএব, এটাও শান্তির মধু চাখা। তাইতো এই শান্তির সংস্কার নিজে থেকেই তাদের মনে সবসময় স্মৃতির উদ্ভেক ঘটাবে। অতএব, ধীরে ধীরে আত্মাদের মধ্যে শান্তির জাগরণ হতে দাও, এটাও তোমাদের সকলের তরফে সেই আত্মাদের শান্তির দান দিয়ে তাদের দানী বানানো হলো। তোমাদের শুভ সঙ্কল্প থাকে যে যে প্রকারে সম্ভব আত্মাদের যেন শান্তির অনুভূতি হয়। বিশ্ব শান্তিও তো আত্মিক শান্তির আধারে হবে, তাই না ! প্রকৃতিও পুরুষের (আত্মার) আধারে চলে। এই প্রকৃতিও শান্ত হবে যখন আত্মাদের মধ্যে শান্তির স্মৃতি আসবে। যে বিধিতেই তারা সেটা করুক না কেন, অশান্তির উর্ধ্বে তো উঠে যায়, তাই না ! আর এক মিনিটের শান্তিও তাদেরকে অনেকক্ষণের শান্তি লাভের জন্য আকর্ষণ করতে থাকবে। ভালো প্ল্যান বানিয়েছ তোমরা। এটা ঠিক যেন কাউকে একটু অক্সিজেন দিয়ে শান্তির শ্বাস চালু করার সাধন। শান্তির শ্বাস ব্যতীত বাস্তবে তারা বেহঁশ হয়ে পড়ে আছে। তাইতো এই সাধন তথা প্ল্যান অক্সিজেনের মতো। এতে কিছুজন সামান্য শ্বাস নিতে শুরু করবে। কতিপয়ের শ্বাস অক্সিজেন দ্বারা চলতে চলতে পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠে। সুতরাং, তোমাদের সবাইকে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সবার আগে শান্তি হাউস হয়ে শান্তির কিরণ দিতে হবে। তখন তোমাদের শান্তির কিরণের সাহায্যে, তোমাদের শান্তির সঙ্কল্প দ্বারা তাদেরও সঙ্কল্প উঠবে যে কোনও বিধিতে তারা সেটা করবে, কিন্তু তোমাদের শান্তির ভাইব্রেশন তাদেরকে প্রকৃত বিধির দিকে টেনে আনবে। এটাও হতাশ কাউকে আশার ঝলক দেখানোর সাধন। হতাশার মধ্যে আশার সঞ্চার ঘটানোর পন্থা। যতটা সম্ভব ততটা পর্যন্ত যে-ই সম্পর্কে আসবে, যারই সম্পর্কে আসবে তখন তাকে অল্প কথায় আত্মিক শান্তি, মনের শান্তির পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা তোমাদের অবশ্যই করতে হবে, কারণ প্রত্যেকে নিজের নিজের নাম অ্যাড তো করাবেই। এমনকি যদি পত্র বিনিময় দ্বারাও এটা করে, তারা তোমাদের কানেকশনে তো আসবে, তাই না ! লিষ্টে তো আসবে, নয় কি ! সুতরাং যতটা সম্ভব শান্তির অর্থ কি, অল্প কথায় তাও স্পষ্ট করার চেষ্টা কর। এক মিনিটের মধ্যেও আত্মায় জাগৃতি আসতে পারে। বুঝেছ ! প্ল্যান তোমাদেরও সবার পছন্দ, তাই না ! অন্যেরা তো শুধু নামেমাত্র কাজ করে, প্রকৃত কাজ তোমরা কর। যখন তোমরা শান্তির দূত তো চারিদিকে সকল শান্তি দূতের এই আওয়াজ ধ্বনিত হবে এবং শান্তির ফরিস্তারা প্রত্যক্ষ হতে থাকবে। শুধু নিজেদের মধ্যে এই আলোচনা করে নিতে হবে যে পীস শব্দের সাথে এমন কোন বিশেষ শব্দ হবে যা জাগতিক দুনিয়া থেকে একটু অন্যরকম লাগে। দুনিয়ার লোকেও পীস মার্চ অথবা পীস শব্দ ইউজ করে। সুতরাং পীস শব্দের সাথে এমন কোন শব্দ হবে যা ইউনিভার্সালও হবে আর শুনলেই মনে হবে এটা একদম আলাদা। সুতরাং ইনভেনশন কর। বাকী বিষয় সবই তো ভালো ! অন্ততপক্ষে যতক্ষণ এই প্রোগ্রাম চলবে, যা কিছুই হয়ে যাক ততক্ষণ তোমরা না নিজেরা অশান্ত হবে, না অশান্ত করবে। কোন অবস্থাতেই শান্তি ছাড়বে না। সবচাইতে আগে ব্রাহ্মণ

তো অঙ্গীকারের এই সুতো বাঁধবে, তাই না ! যখন তাদেরও অঙ্গীকারাবদ্ধ সুতো বেঁধে দাও, তখন তো ব্রাহ্মণ আগে নিজেকে সেই সুতো বাঁধবে, তবেই তো অন্যকে বাঁধতে পারবে । যেমন, গোল্ডেন জুবিলিতে সবাই কি সঞ্চল্ল করেছিল ? তোমরা সঞ্চল্ল করেছিলে যে তোমরা সমস্যাস্বরূপ হবে না, এই সঞ্চল্লই তো করেছিলে, তাই না ? এটাকে বারবার আন্ডারলাইন করতে থাক । এমন হতে দিও না, তোমরা সমস্যা হবে আর বলবে যে সমস্যাস্বরূপ হবে না । তাহলে, অঙ্গীকারাবদ্ধ এই সুতো বাঁধা তোমাদের পছন্দ, তাই তো ! প্রথমে স্ব, পরে বিশ্ব । স্ব-এর প্রভাব বিশ্বের উপরে পড়ে । আচ্ছা !

আজ ইউরোপের টার্ন । ইউরোপও অনেক বড়, নয় কি ! যতবড় ইউরোপ তত বড়ই হৃদয় তোমাদের, তাই না ! ইউরোপের বিস্তারের মতোই যতটা বিস্তার ততটাই সেবাতে সার । বিনাশের স্ফুলিঙ্গ কোথা থেকে বেরোয় ? ইউরোপ থেকে বের হয়, তাই না ! সুতরাং বিনাশের সাধন যেমন ইউরোপ থেকে বের হয় তাহলে স্থাপনের কার্যে ইউরোপ থেকে বিশেষ আত্মাদের প্রত্যক্ষ হতেই হবে । বস্তু যেমন প্রথমে আন্ডারগ্রাউন্ড তৈরি হয়, পরে কার্যে প্রয়োগ হয়, ঠিক তেমনই এমন আত্মারাও এখন তৈরি হচ্ছে গুপ্তভাবে । আন্ডারগ্রাউন্ড রয়েছে, কিন্তু প্রত্যক্ষতাও হচ্ছে আর হতেও থাকবে । যেমন প্রতিটা দেশের নিজস্ব বিশেষত্ব থাকে, তেমন এখানেও প্রতিটা স্থানের বিশেষত্ব আছে । প্রসিদ্ধির জন্য ইউরোপের যন্ত্র কাজে আসবে । যেমন সায়েন্সের যন্ত্র কার্যে এসেছে, সেইরকম আওয়াজ তীব্র করার জন্য ইউরোপের যন্ত্র নিমিত্ত হবে । নতুন বিশ্ব তৈরি করার জন্য ইউরোপই তোমাদের সহায়তা করবে । ইউরোপের জিনিস সবসময় মজবুত হয় । জার্মানির জিনিসকে সবাই গুরুত্ব দেয় । সুতরাং এইভাবেই সেবার নিমিত্ত মহিমান্বিত আত্মারা প্রত্যক্ষ হতে থাকবে । বুঝেছ । ইউরোপও কম নয় । এখন প্রত্যক্ষতার পর্দা খুলতে শুরু করেছে । যথা সময়ে তোমরা বেরিয়ে আসবে । ভালো যে অল্প সময়ের মধ্যে চারিদিকে তোমরা বিস্তারের কাজ ভালো করেছে এবং ভালো রচনা রচছে । এখন এই সমুদয় রচনাকে লালন-পালনের জল দিয়ে শক্তিদ্রব বানাচ্ছ । যেমন, ইউরোপের স্থূল জিনিস মজবুত হয় তেমন আত্মারাও বিশেষ অনড়, অচল শক্তিশালী হবে । ভালোবাসার সাথে পরিশ্রম করছ । সেইজন্য পরিশ্রম পরিশ্রম নয়, বরং সেবার প্রতি তোমাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকে । যেখানে শুভ আকাঙ্ক্ষা থাকে, সেখানে বিঘ্ন যদি আসেও সাথে সাথেই সমাপ্ত হয়ে যায়, আর সফলতা লাভ হতেই থাকে । যে কোনো ক্ষেত্রে, যদি টোটাল ইউরোপের কোয়ালিটির দিকে দেখ, সেটা খুব ভালো । ব্রাহ্মণরা হল ভি. আই. পি. (ভেরী ইমপোর্টেন্ট পার্সন) । এমনিতেই তারা আই. পি. (ইমপোর্টেন্ট পার্সন) । সেইজন্য ইউরোপের নিমিত্ত সেবাধারীদের অধিক স্নেহপূর্ণ শ্রেষ্ঠ পালনা দ্বারা শক্তিশালী বানিয়ে বিশেষ সেবার ময়দানে আনতে থাক । যে কোনো ক্ষেত্রেই ধরনী ফল দেবে । আচ্ছা এতো তোমাদের বিশেষত্ব, যা বাবার হওয়ার সাথে সাথেই অন্যকে তৈরি করতে শুরু করে দাও । তোমাদের মনোবল খুব ভালো, এই মনোবলের কারণেই গিস্ট, যার দরুণ সেবাকেন্দ্রের বৃদ্ধি হতে থাকে । কোয়ালিটিও বাড়ার সাথে সাথে কোয়ালিটিও বাড়ার । দুইয়ের ব্যালেন্স হতে দাও । কোয়ালিটির শোভা কোয়ালিটির শোভা থেকে আলাদা । উভয়ই প্রয়োজন । যদি শুধু কোয়ালিটি থাকে, আর কোয়ালিটি না থাকে, তাহলেও যারা সেবা করছে তারা ক্লান্ত হয়ে যায়, সেইজন্য নিজ নিজ বিশেষত্ব সহ উভয়েরই প্রয়োজন । দুই রকম সেবাই জরুরী, কারণ ন'লাথ তো তৈরি করতে হবে, তাই না ! ন'লাথের মধ্যে বিদেশ থেকে কতো হয়েছে ? (৫ হাজার) আচ্ছা - একটা কল্লের চক্র তো সম্পূর্ণ করেছে । বিদেশের লাস্ট সো ফাস্ট হওয়ার বরদান আছে, সুতরাং ভারতের থেকে ফাস্ট যেতে হবে, কারণ ভারতের যারা আছে তাদের ভূমি প্রস্তুত করতে পরিশ্রম করতে হয় । বিদেশে নিষ্ফলা (barren) জমি নেই । এখানে প্রথমে মন্দকে ভালো করতে হয় । ওখানে তো খারাপ কোনকিছুই তারা শোনেনি, না খারাপ কথা না বিরূপ মন্তব্য কিছুই শোনেনি । সেইজন্য তারা সুগঠিত তথ্য পরিষ্কার । ভারতে তাদেরকে প্রথমে স্লেট পরিষ্কার করতে হবে তারপরে লিখতে হবে । সময় অনুসারে বিদেশের বরদান আছে, লাস্ট সো ফাস্টের । সুতরাং, ইউরোপ কত লাখ তৈরি করবে ? ঠিক যেমন এই মিলিয়ন মিনিটের প্রোগ্রাম বানিয়েছ, সেইরকম প্রজার বানাও । প্রজা তো তৈরি হতে পারে, পারে না ! মিলিয়ন মিনিট সঞ্চয় করতে পার, মিলিয়ন প্রজা বানাতে পার না ? বাবা বলছেন, আরও এক লাখ কম ! বাবা ন'লাথের জন্যই বলেন ! বুঝেছ - ইউরোপ থেকে যারা আগত, তাদের কি করতে হবে ! *স্মরণে বেগে তৎপরতার সাথে* প্রস্তুত কর । আচ্ছা - ডবল বিদেশিদের ডবল লাক, সাধারণত: সবার মাত্র একটা মুরলী শোনার চান্স থাকে, বিদেশিদের ডবল তথ্য দু'টো মুরলী লাভ হয়েছে । তোমরা কনফারেন্স দেখেছ আর গোল্ডেন জুবিলিও দেখেছ । বড়-বড়ো দাদীদের দেখেছ । গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, ব্রহ্মপুত্র সব দেখেছ । তোমরা সব বড়ো দাদীদের দেখেছ, তাই না ? প্রত্যেক দাদীর একেকটা বিশেষত্ব উপহার হিসেবে নিয়ে যাও, বিশেষত্ব সবার কাজে প্রয়োজন হবে । বিশেষত্বের উপহারে ঝুলি পরিপূর্ণ করে যাও । এর জন্য কাস্টমসের লোক তোমাদের আটকাবে না । আচ্ছা !

সদা বিশ্ব কল্যাণকারী হয়ে বিশ্ব সেবার নিমিত্ত প্রকৃত সেবাধারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সদা সফলতার জন্ম সিদ্ধ অধিকার

প্রাপ্তকারী বিশেষ আত্মাদের, সদা স্ব স্বরূপ দ্বারা সবাইকে স্বরূপের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয় এমন নিকট আত্মাদের, সদা অসীম জগতের নিষ্কাম সেবানারী হয়ে উড়তি কলায় উড়ন্ত ডবল লাইট বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:- নিজের ফরিস্তা রূপ দ্বারা গতি-সদগতির প্রসাদ বিতরণ করে মাস্টার গতি-সদগতি দাতা ভব*
বর্তমান সময়ে বিশ্বের অনেক আত্মা বিপরীত পরিস্থিতির কারণে চিৎকার করছে, কেউ উচ্চমূল্যের কারণে, কেউ শারীরিক রোগের কারণে, কেউ মনের অশান্তি থেকে.... সবাই নজর টাওয়ার অফ পীসের দিকে যাচ্ছে। সবাই চেয়ে আছে হাহাকারের পরে কখন জয়জয়কার হয় ! সুতরাং, এখন নিজের সাকার ফরিস্তা রূপ দ্বারা বিশ্বের দুঃখ দূর কর, মাস্টার গতি-সদগতি দাতা হয়ে ভক্তদের গতি-সদগতির প্রসাদ বিতরণ কর।

স্লোগান:- বাপদাদার প্রতিটি আদেশ যারা প্র্যাকটিক্যালি করে, তারাই আদর্শমূর্তি হয়।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সকলকে এই আনন্দ-সংবাদ শোনাও যে, পুনরায় এখন বিশ্বে শান্তি স্থাপিত হচ্ছে, বাবা এসেছেন অদ্বৈত আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের বার-বার কেন স্মরণে থাকার ইঙ্গিত দেওয়া হয়?

উত্তর:- কারণ এভার হেল্দি এবং সদা পবিত্র হওয়ার জন্যই এই স্মরণ, তাই যখনই সময় পাবে (বাবার) স্মরণে থাকবে। সকাল-সকাল স্নানাদি সেরে একান্তে ঘোরাফেরা করো অথবা বসে পড়ো। এখানে তো রোজগারই রোজগার। স্মরণের দ্বারাই বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে, এ'সময় সমগ্র বিশ্বই শান্তি চায়। এই আওয়াজ শোনা যায় যে, বিশ্বে শান্তি কিভাবে আসবে ? কিন্তু বিশ্বে শান্তি কখন ছিল যে এখন পুনরায় চায় -- তা কেউ জানে না। বাচ্চারা, তোমরাই কেবল জানো যে, বিশ্বে শান্তি তখন ছিল, যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। এখনও পর্যন্ত লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির স্থাপন করতেই থাকে। তোমরা যেকোনো কাউকে বলতে পারো যে, ৫ হাজার বছর পূর্বে বিশ্বে শান্তি ছিল, এখন পুনরায় স্থাপিত হচ্ছে। কে স্থাপন করেন ? তা মানুষ জানে না। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে বুঝিয়েছেন, তোমরাও কাউকে বোঝাতে পারো। তোমরা লিখতেও পারো। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কারোর সাহস নেই, যে কাউকে লেখে। সংবাদপত্রের আওয়াজ তো শোনে -- সকলেই বলে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। লড়াই ইত্যাদি হলে তখন মানুষ বিশ্বে শান্তি স্থাপনের জন্য যন্ত রচনা করে। কোন্ যন্ত ? রুদ্র-যন্ত রচনা করবে। বাচ্চারা এখন জানে যে, এ'সময় বাবা যাঁকে রুদ্র শিবও বলা হয়ে থাকে তিনি জ্ঞান-যন্ত রচনা করেছেন। বিশ্বে শান্তি এখন স্থাপিত হচ্ছে। সত্যযুগ নতুন দুনিয়ায় যেখানে শান্তি ছিল, অবশ্যই সেখানে রাজত্বকারী-রাও ছিল। নিরাকারী দুনিয়ার জন্য তো এমন বলা হবে না যে, বিশ্বে শান্তি আসুক। ওখানে (পরমধাম) তো শান্তিই শান্তি। বিশ্ব তো মানুষেরই। নিরাকারী দুনিয়াকে বিশ্ব বলা যাবে না। ওটা হলো শান্তিধাম। বাবা বার-বার বোঝাতে থাকেন তথাপি কেউ ভুলে যায়, কারো-কারোর বুদ্ধিতে থাকে তারা বোঝাতেও পারে। বিশ্বে শান্তি কেমন ছিল, এখন পুনরায় শান্তি কিভাবে স্থাপিত হচ্ছে -- একথা কাউকে বোঝানো অতি সহজ। ভারতে যখন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের রাজ্য ছিল তখন একটিই ধর্ম ছিল। বিশ্বে শান্তি ছিল, এ অতি সহজ করে বোঝানো এবং লেখার মতন কথা। বড়-বড় মন্দির যারা তৈরী করে তাদেরকেও তোমরা লিখতে পারো --- বিশ্বে শান্তি ৫ হাজার বছর পূর্বে ছিল, যখন এনাদের রাজ্য ছিল, যাদের মন্দির তোমরা তৈরী করো। ভারতেই এঁদের রাজ্য ছিল, আর কোনো ধর্ম ছিল না। এ তো সহজ আর বুদ্ধির কথা। ডামানুসারে ভবিষ্যতে সবকিছু বুঝে যাবে। তোমরা এই খুশীর খবর সকলকে শোনাতে পারো, সুন্দর-সুন্দর কার্ডে ছাপাতেও পারো। বিশ্বে শান্তি আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে ছিল যখন নতুন দুনিয়া নতুন ভারতে ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। পুনরায় এখন বিশ্বে শান্তি স্থাপিত হচ্ছে। এ'কথা স্মরণ করলেও, বাচ্চারা তোমাদের অত্যন্ত খুশী হওয়া উচিত। তোমরা জানো, বাবাকে স্মরণ করলেই আমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবো। বাচ্চারা, পুরুষার্থ-ই সম্পূর্ণ প্রাপ্তির আধার। বাবা বুঝিয়েছেন যে, যখনই সময় পাবে বাবাকে স্মরণ করবে। সকালে স্নান সেরে তারপর একান্তে পরিক্রমা করো অথবা বসে পড়ো। এখানে যতটা সম্ভব উপার্জন করে নিতে হবে। এভার-হেল্দি এবং সদা পবিত্র হওয়ার জন্যই স্মরণ। যদিও এখানে সল্ল্যাসীরা পবিত্র হয় তথাপি রোগগ্রস্ত তো অবশ্যই হয়। এ হলোই রোগী (রোগগ্রস্ত) দুনিয়া। ওটা হলো নিরোগী দুনিয়া। এও তোমরা জানো। দুনিয়ায় কেউ কি জানে যে, স্বর্গে সকলে নিরোগী হয়। স্বর্গ কাকে বলে তা কারোরই জানা নেই। তোমরাও এখনই জেনেছো। বাবা বলেন --- কারোর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তোমরাও বোঝাতে পারো। মনে করো, কেউ নিজেকে রাজা বা রানী বলে। কিন্তু এখন রাজা-রানী তো কেউ হয় না। এও বুদ্ধি থেকে নিষ্কাশিত করে দিতে হবে। মহারাজা-মহারানী শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানী এখন স্থাপিত হচ্ছে। তাহলে অবশ্যই এখানে কোনো রাজা-রানী থাকা উচিত নয়। আমরা রাজা-রানী, একথাও ভুলে যাও। সাধারণ মানুষের মতো থাকো। এদের কাছেও টাকা-পয়সা, সোনা ইত্যাদি থাকে তো, তাই না! এখন আইন-পাস করা হচ্ছে, এ'সব নিয়ে নেবে। তখন সাধারণ মানুষের মতন হয়ে যাবে। এমন যুক্তিও রচিত হচ্ছে। গায়নও রয়েছে, তাই না! 'কারোর চাপা পড়ে রবে ধূলায়, কারোর খাবে রাজ্য...!' এখন রাজা কারোরটা খায় না। রাজারা তো নেই। প্রজাই প্রজারটা আছে। আজকালকার রাজ্য তো অতি বিস্ময়কর। যখন রাজাদের নাম সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়ে যায় তখনই পুনরায় রাজধানী স্থাপিত হয়। এখন তোমরা জানো যে, আমরা এখন ওখানে যাচ্ছি, বিশ্বে যেখানে শান্তি থাকে। সে হলোই সুখধাম, সত্যপ্রধান দুনিয়া। আমরা ওখানে যাওয়ার জন্যই পুরুষার্থ করছি। কন্যারা, আড়ম্বরের সঙ্গে বসে বোঝাও, শুধু বাইরের কৃত্রিম আড়ম্বর চাই না। আজকাল

আর্টিফিসিয়ালও অনেককিছু বেরিয়েছে, তাই না! এখানে পাঞ্চা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী চাই।

তোমরা ব্রাহ্মণরা বাবার সঙ্গে বিশ্বে শান্তি স্থাপনের কার্য করছো। এমন শান্তি স্থাপন করা বাচ্চাদের, অত্যন্ত শান্তিচিত্ত এবং মিষ্টি হওয়া উচিত কারণ তারা জানে -- আমরা বিশ্বের শান্তি স্থাপনের জন্য নিমিত্ত হয়েছি। তাহলে প্রথমে আমাদের অত্যন্ত শান্ত হওয়া উচিত। কথাবার্তাও অত্যন্ত ধীরে-ধীরে, অত্যন্ত রয়্যালিটি-পূর্বক বলতে হবে। তোমরা হলে গুপ্ত। তোমাদের বুদ্ধি অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের ভান্ডারে পরিপূর্ণ। তোমরা হলে বাবার উত্তরাধিকারী, তাই না! বাবার নিকটে যত রত্ন-ভান্ডার(খাজানা) রয়েছে, তোমাদের সে'সব ভরে নেওয়া উচিত। সমগ্র ধন-সম্পদ তোমাদের, কিন্তু সে'সাহস নেই তাই নিতে পারো না। যারা নিতে পারবে তারাই উচ্চপদের অধিকারী হবে। কাউকে বোঝানোর অত্যন্ত শখ থাকা উচিত। আমাদেরকেই পুনরায় ভারতকে স্বর্গে পরিনত করতে হবে। কাজ-কর্মাদি করার সাথে-সাথে এ'সেবাও করতে হবে, তাই বাবা অধিক তাড়াতাড়ি করার কথা বলেন। তথাপি হয় সবই ড্রামানুসারেই। প্রত্যেকেই নিজ সময়ানুসারে চলছে, (বাবা) বাচ্চাদেরকেও পুরুষার্থ করাচ্ছেন। বাচ্চাদের নিশ্চয়তা রয়েছে যে এখন অতি অল্প সময় বাকি রয়েছে। এ হলো আমাদের অন্তিম জন্ম, পুনরায় আমরা স্বর্গে যাবো। এ হলো দুঃখধাম, পুনরায় সুখধামে পরিনত হয়ে যাবে। হতে সময় লাগে, তাই না! এ কি সামান্য কোনো বিনাশ, না তা নয়। যেমন নতুন ঘর তৈরী হয় তখন নতুন ঘরের কথাই স্মরণে আসে। ওটা হলো পার্থিব জগতের কথা, তাতে কোনো সম্বন্ধাদি পরিবর্তিত হয়ে যায় কি, না যায় না। এই পুরানো দুনিয়াই তো পরিবর্তিত হয়ে যাবে তাই যে ভালভাবে পড়বে সে রাজবংশে আসবে(জন্ম নেবে)। তা নাহলে প্রজায় চলে যাবে। বাচ্চাদের কত খুশী হওয়া উচিত। বাবা বুঝিয়েছেন যে, ৫০-৬০ জন্ম তোমরা সুখভোগ করো। দ্বাপরেও তোমাদের কাছে অনেক ধন-সম্পত্তি থাকে। দুঃখ তো পরে হয়। যখন রাজারা পরস্পর লড়াই করে, দলাদলি হয় তখন থেকে দুঃখ শুরু হয়। পূর্বে আনাজপাতিও অত্যন্ত সম্ভা ছিল। পরে খরা ইত্যাদি হতে থাকে। তোমাদের কাছে অনেক ধন-সম্পদ থাকে। সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান ধীরে-ধীরে আসে। বাচ্চারা, তোমাদের অন্তরে অত্যন্ত খুশী থাকা উচিত। স্বয়ং যদি খুশীতে না থাকে, শান্তিতে না থাকে তবে সে বিশ্বে শান্তিস্থাপন কিভাবে করবে? অনেকের বুদ্ধিতে অশান্তি থাকে। বাবা আসেনই শান্তির বরদান দিতে। তিনি বলেন, আমাকে স্মরণ করো তাহলে তমোপ্রধান হওয়ার কারণে যে আত্মা অশান্ত হয়ে পড়েছে সে স্মরণের দ্বারাই সতোপ্রধান শান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু বাচ্চাদের থেকে স্মরণের পরিশ্রম(খবর) পৌঁছোয় না। স্মরণে না থাকার কারণেই মায়ার তুফান আসে। স্মরণে থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র না হলে সাজাভোগ করতে হবে। পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তখন এমন মনে কোরো না যে, স্বর্গে তো যাবো, তাই না! সাজাভোগ করে সামান্য(পাই-পয়সার) সুখভোগ করা, তা খুব ভাল কি? মানুষ উচ্চপদলাভের জন্য কত পুরুষার্থ করে। এমন নয় যে, যা পেয়েছো সেই-ই অনেক ভাল। এমন কেউই নেই, যে পুরুষার্থ করবে না। ভিক্ষা করে যে ভিক্ষুক, সেও নিজের পাই-পয়সা জমা করে। অর্থের ক্ষিদে সকলেরই আছে। অর্থের দ্বারা সর্ব বিষয়েই সুখ পাওয়া যায়। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা বাবার থেকে অগাধ ধন-সম্পদ লাভ করি। অল্প পুরুষার্থ করলে ধন-সম্পদের প্রাপ্তিও অল্প হবে। বাবা ধন-সম্পদ দেন, তাই না! বলাও হয় যে -- ধন-সম্পদ থাকলে আমেরিকা ইত্যাদি দেশ ঘুরে এসো। তোমরা যত বাবাকে স্মরণ করবে আর সার্ভিস করবে ততই সুখ পাবে। বাবা প্রতিটি বিষয়ে পুরুষার্থ করিয়ে উচ্চ অর্থাৎ মহান করে দেন। (লৌকিকে) মনে করে -- বাচ্চারা আমাদের কুলের নাম গৌরবান্বিত করবে। বাচ্চারা, তোমরাও ঈশ্বরীয় কুলের, বাবার নামের মহিমা প্রচার করবে। ইনিই হলেন সত্য-পিতা, সত্য-শিক্ষক, সঙ্গুরু। সর্বোচ্চ পিতা হলেন সর্বোচ্চ সত্যিকারের সঙ্গুরুও। এও বোঝানো হয় যে, গুরু একজনই হয়, দ্বিতীয় কেউ হয় না। সকলের সঙ্গতিদাতা একজনই। সেও তোমরাই জানো। এখন তোমরা পারশবুদ্ধিসম্পন্ন হচ্ছে। পারশপুত্রীতে রাজা-রানীও পারশনাথ হয়। কত সহজ কথা। ভারতে স্বর্ণযুগ ছিল, বিশ্বে শান্তি কিভাবে হয়েছিল তা তোমরা এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রের দ্বারা বোঝাতে পারো। স্বর্গে (হেভেনে) শান্তি ছিল, এখন এ হলো নরক(হেল)। এখানে অশান্তি আছে। হেভেনে লক্ষ্মী-নারায়ণ থাকে, তাই না! কৃষ্ণকে 'লর্ড কৃষ্ণ'-ও বলা হয়ে থাকে। কৃষ্ণ ভগবানও বলে। এখন লর্ড তো অনেকেই, যাদের কাছে প্রচুর জমি-জায়গা অর্থাৎ ল্যান্ড আছে তাদেরকেও বলা হয় -- 'ল্যান্ড-লর্ড'। কৃষ্ণ সেই বিশ্বের প্রিন্স ছিল, যে বিশ্বে শান্তি ছিল। এও কেউ জানে না যে, রাধা-কৃষ্ণই লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যায়।

তোমাদের উদ্দেশ্যে লোকেরা কত কথা বানিয়ে বলে, ঝামেলা করে, তারা বলে যে এরা তো ভাই-বোন বানিয়েবাজিয়ে দেয়। তাদের বোঝানো হয় প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ-বংশজাত ব্রাহ্মণ, যাদের উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়, 'ব্রাহ্মণ দেবী-দেবতায় নমঃ'। ব্রাহ্মণরাও তাদের নমন করে। কারণ তারা হলো সত্যিকারের ভাই-বোন। পবিত্র থাকে। তবে কেন পবিত্রদের সম্মান করবে না। কন্যা পবিত্র হলে তাও পায়ে পড়ে। বাইরে থেকে ভিজিটররা এলে, তারাও কন্যাদের নমন করে। এ'সময় কন্যাদের এত সম্মান কেন? কারণ তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, তাই না! মেজরিটি হলো তোমাদের কন্যাদের। শিবশক্তি পান্ডব-সেনার গায়নও রয়েছে। এরমধ্যে পুরুষও আছে, কিন্তু মেজোরিটি মাতাদের রয়েছে, তাই গায়ন করা

হয়। তাই যারা ভালভাবে পড়ে, তারা উচ্চ(পদমর্যাদার) হয়ে যায়। এখন তোমরা সমগ্র ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী জেনে গেছো। চক্রের মাধ্যমেও বোঝানো অতি সহজ। ভারত পারশপুরী ছিল, এখন প্রস্তরপুরী। তাহলে সকলেই প্রস্তরনাথ হয়ে গেলো, তাই না! বাচ্চারা, তোমরা এই ৮৪ চক্রেও জানো। এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে, যারফলে পাপ কেটে যায়। কিন্তু বাচ্চাদের থেকে স্মরণের পরিশ্রম পৌঁছোয় না কারণ অলসতা। সকালে ওঠে না। আর যদি ওঠেও তাতে আনন্দ উপভোগ করে না। নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, পরে শুয়ে পড়ে। আশাহত হয়ে যায়। বাবা বলেন -- বৎস, এ তো যুদ্ধক্ষেত্র, তাই না! এতে আশাহত হওয়া উচিত নয়। স্মরণের শক্তির মাধ্যমেই মায়ার উপর বিজয়লাভ করতে হবে। এখানে পরিশ্রম করা উচিত। অনেক ভাল-ভাল বাচ্চা আছে যারা যথার্থ রীতিতে স্মরণ করে না। চার্ট রাখলে লাভ-ক্ষতি জানা যায়। বলা হয়, চার্ট আমার স্থিতির উপর আশ্চর্যজনক কাজ করেছে। এমন কোনো বিরল ব্যক্তিই চার্ট রাখে। এও অতি পরিশ্রমের। বহু সেন্টারে মিথ্যাবাদীরা অর্থাৎ ছল-চাতুরে লোকেরাও গিয়ে বসে পড়ে, বিকর্ম করতে থাকে। বাবার ডায়রেকশন-কে গুরুত্ব না দিয়ে অনেক লোকসান করে দেয়। বাচ্চারা কি জানে যে -- নিরাকার বলে না সাকার? না জানে না। বাচ্চাদের বার-বার বোঝানো হয় যে -- সর্বদা মনে করবে যে, শিববাবা ডায়রেকশন দেন। তাহলে তোমাদের বুদ্ধি ওখানেই ব্যস্ত থাকবে।

আজকাল যখন বাগদান হয় তখন চিত্র দেখানো হয়, সংবাদপত্রেও দেয় যে এর জন্য এমন-এমন ভাল ঘর চাই। দুনিয়ার কি হাল হয়ে গেছে, আর কি হওয়ার কথা। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এখন অনেক মত-মতান্তর রয়েছে। তোমাদের ব্রাহ্মণদের হলো এক মত। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার মত। তোমরা গ্রীষ্মের মাধ্যমে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করো, তাই বাচ্চাদেরকেও শান্তিতে থাকতে হবে। যে করবে সে-ই পাবে, তা নাহলে ক্ষতি হয়ে যাবে। জন্ম-জন্মান্তরের ক্ষতি। বাচ্চাদের বলেন, নিজেদের লাভ-ক্ষতি দেখো। চার্ট দেখো, আমরা কাউকে দুঃখ দিইনি তো? বাবা বলেন, এখন তোমাদের এক-একটি সেকেন্ড অতি মূল্যবান। শাস্তিভোগ করে সামান্যকিছু পাওয়া, এ কোনো বড় বিষয় নয়। তোমরা তো অতি ধনশালী হতে চাও, তাই না! প্রথম-প্রথম যারা পূজ্য ছিল তারাই পূজারী হবে। এত ধন-সম্পদ হবে, সোমনাথ মন্দির তৈরী করবে তবে তো পূজা করবে! সেই হিসেবও রয়েছে। পুনরায় বাচ্চাদের বোঝান, চার্ট রাখলে অনেক লাভ হবে। নোট করা উচিত। সকলকে সমাচার দিতে থাকো, চুপ করে বসে থেকো না। ট্রেনেও তোমরা বুঝিয়ে লিটারেচর দিয়ে দাও। বলা, এ হলো কোটি টাকার সম্পত্তি (মিলকিয়ত)। যখন ভারতে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল তখন বিশ্বে শান্তি ছিল। এখন বাবা পুনরায় এসেছেন রাজধানী স্থাপন করতে। তোমরা বাবাকে স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে এবং বিশ্বে শান্তি আসবে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) আমরা বিশ্বে শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, আমাদের অতি শান্তচিত্ত হয়ে থাকতে হবে, অত্যন্ত ধীরে বা রয়্যালিটি-পূর্বক বার্তালাপ করতে হবে।

২) অলসতা পরিত্যাগ করে স্মরণের পরিশ্রম করতে হবে। কখনও আশাহত হবে না।

বরদানঃ বিকার-রূপী সর্পকেও শয্যায় পরিণত করা বিষ্ণু-সম সদা বিজয়ী নিশ্চিন্ত ভব*

ব্যখ্যা :- বিষ্ণুর যে শেষ-শয্যা অর্থাৎ শেষনাগের উপর শয়ন দেখানো হয়, তা হলো তোমাদের, বিজয়ী বাচ্চাদের সহজযোগী জীবনের স্মরণচিহ্ন। সহজযোগের মাধ্যমে বিকার-রূপী সর্পও অধীন হয়ে যায়। যে বাচ্চা বিকার-রূপী সর্পের উপর বিজয়প্রাপ্ত করে তাকে আরাম-শয্যায় পরিণত করে, সে বিষ্ণু-সম প্রফুল্লিত এবং নিশ্চিন্ত থাকে। তাই এই চিত্রকে সদা নিজের সম্মুখে দেখো যে, আমি বিকারকে অধীনস্থ করা অধিকারী (আত্মা)। আত্মা সদা আরামের স্থিতিতে নিশ্চিন্ত।

স্লোগানঃ বালক এবং মালিকের ব্যালেন্স দ্বারা পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করো।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই শরীরের মূল্য তখনই, যখন এর মধ্যে আত্মা প্রবেশ করে, কিন্তু সাজসজ্জা করে শরীরের, আত্মার করে না"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা তোমাদের দায়িত্ব কি? তোমাদের কোন্ সেবা করতে হবে?

*উত্তর:- তোমাদের দায়িত্ব হলো - আমাদের আত্মা ভাইদের নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী বানানোর যুক্তি বলে দেওয়া। তোমাদের এখন ভারতের প্রকৃত আত্মিক সেবা করতে হবে। তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছো, তাই তোমাদের বুদ্ধি এবং আচার আচরণ খুব শুদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন। কারোর প্রতি সামান্যতম মোহ যেন না থাকে।

গীত:- নয়ন হীন কে পথ দেখাও

ওম্ শান্তি। ডবল শান্তি। বাচ্চারা, তোমাদেরও উত্তর দেওয়া উচিত - ওম্ শান্তি। আমাদের স্বধর্ম হলো শান্তি। তোমরা এখন শান্তির জন্য কোথাও যাবেই না। মানুষ তো মনের শান্তির জন্য সাধু - সন্তদের কাছেও যায়, তাই না। এখন মন - বুদ্ধি তো হলো আত্মার অঙ্গ। শরীরের যেমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, তেমনই মন - বুদ্ধি এবং চক্ষু। এখন এই যে চক্ষু আছে, ও তা নয়। বলা হয় - হে প্রভু, নয়নহীনকে পথ দেখাও। এখন প্রভু বা ঈশ্বর বলাতে বাবার প্রেমের কথা মনে আসে না। বাবার থেকে তো বাচ্চারা অবিনাশী উত্তরাধিকার পায়। এখানে তো তোমরা বাবার সামনে বসে আছো। তোমরা এই পড়াও পড়ো। তোমাদের কে পড়ায়? তোমরা এমন বলবে না যে, পরমাত্মা বা প্রভু আমাদের পড়ায়। তোমরা বলবে আমাদের শিববাবা পড়ান। বাবা অক্ষর তো খুবই সাধারণ। ইনি হলেনই বাপদাদা। আত্মাকে আত্মাই বলা হয়, তেমনই তিনি হলেন পরমাত্মা। তিনি বলেন, আমি পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা, তোমাদের বাবা। এরপর এই নাটকের নিয়ম অনুসারে আমি পরম আত্মার নাম রাখা হয়েছে শিব। ড্রামাতে তো সকলেরই নাম চাই, তাই না। শিবের মন্দিরও তো আছে। ভক্তি মার্গের লোকেরা তো একের পর এক অনেক নাম রেখে দিয়েছে। এরপর অনেক - অনেক মন্দির বানাতে থাকে। জিনিস তো একই। সোমনাথের মন্দির কতো বড়, কতো সাজায়। মহল ইত্যাদিও কতো সাজিয়ে রাখে। আত্মার তো কোনো সজ্জা নেই, তেমন পরম আত্মারও কোনো সজ্জা নেই। তিনি তো হলেন বিন্দু। বাকি যে সব সজ্জা, সবই শরীরের। বাবা বলেন যে - না আমার সজ্জা আছে, আর না আত্মার সজ্জা আছে। আত্মা হলোই বিন্দু। এতো ছোটো বিন্দু তো কোনো অভিনয় করতে পারে না। ওই ছোটো আত্মা যখন শরীরে প্রবেশ করে, তখন সেই শরীরের কতো ধরনের সজ্জা হয়। মানুষের কতো নাম। রাজা - রানীদের কতো সাজসজ্জা হয়, আত্মা তো অতি সাধারণ বিন্দু। বাচ্চারা, এখন তোমরা এও বুঝেছো। আত্মাই এই জ্ঞান ধারণ করে। বাবা বলেন যে, আমার মধ্যেও তো জ্ঞান আছে, তাই না। শরীরে তো জ্ঞান থাকেই না। আমি আত্মার মধ্যে জ্ঞান আছে, আমাকে এই শরীর নিতে হয় তোমাদের সেই জ্ঞান শোনানোর জন্য। শরীর ছাড়া তো তোমরা শুনতে পারো না। এখন এই গান বানানো হয়েছে ---- নয়নহীনকে পথ বলে দাও ---- শরীরকে পথ বলতে হবে কি? তা নয়। আত্মাকে বলতে হবে। আত্মাই ডাকতে থাকে। শরীরের তো দুই নেত্র আছে। তিন তো হতে পারে না। তৃতীয় নয়নের জন্য এই ললাটে তিলকও দেওয়া হয়। কেউ বিন্দুর মতো দেয়, কেউ আবার গণ্ডির মতো দেয়। বিন্দু তো হলো আত্মা। বাকি জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পাওয়া যায়। প্রথমে আত্মার এই জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন ছিলো না। কোনো মানুষ মাত্রেরই এই জ্ঞান নেই, তাই জ্ঞান নেত্রহীন বলা হয়। বাকি এই চোখ তো সকলেরই আছে। সম্পূর্ণ দুনিয়ায় কারোরই এই তৃতীয় নেত্র নেই। তোমরা হলে সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুলের। তোমরা জানো যে, ভক্তি মার্গ আর জ্ঞান মার্গের কতো তফাৎ। তোমরা এই রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জেনে চক্রবর্তী রাজা হও। আই.সি.এস রাও তো কতো উঁচু পদ পায়, কিন্তু এখানে কেউই এই পড়াতে এম.পি ইত্যাদি হয় না। এখানে তো ভোট হয়, সেই ভোটে এম.পি আদি হয়। এখন তোমরা আত্মারা বাবার শ্রীমত পাও। আর কেউই এমন বলবে না যে, আমি আত্মাদের মত দিই। ওরা তো সব হলো দেহ - অভিমানী। বাবা এসেই দেহী অভিমানী হতে শেখায়। সকলেই হলো দেহ অভিমানী। বাবা এসেই দেহী অভিমানী হতে শেখান। সকলেই দেহ অভিমানী। মানুষ শরীরের প্রতি কতো অহংকারী হয়। এখানে তো বাবা আত্মাদেরই দেখেন। শরীর তো বিনাশী, এক পয়সারও মূল্য নেই। পশুদের তো তবুও ছাল ইত্যাদি বিক্রি করা হয়। মানুষের শরীর তো কোনো কাজেই আসে না। এখন বাবা এসে একে পাউন্ড তুল্য মূল্যের করেন।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এখন আমরা সেই দেবতা তৈরী হচ্ছে, তাই এই নেশা চড়ে থাকা উচিত, কিন্তু এই নেশাও

পুরুষার্থের নম্বর অনুযায়ী থাকে । ধনেরও তো নেশা থাকে, তাই না । বাচ্চারা, এখন তোমরা অনেক ধনবান হও । এখন তোমাদের অনেক উপার্জন হচ্ছে । তোমাদের মহিমাও অনেক প্রকারের হয় । তোমরা ফুলের বাগান তৈরী করো । সত্যযুগকে বলা হয় ফুলের বাগান । এর চারা কখন লাগে এও কেউ জানে না । বাবা তোমাদের বুঝিয়ে বলেন । মানুষ ডাকেও - হে ভগবান এসো । তাঁকে মালী বলা হবে না । তোমরা বাচ্চারা হলে মালী, যারা সেন্টার সামালাও । মালী অনেক প্রকারের হয় । আর বাগানের মালিক একজনই হয় । মুঘল গার্ডেনের মালী তো অনেক উপার্জন করে, তাই না । সে বাগান এমন সুন্দর বানায় যে, সবাই দেখতে আসে । মুঘলরা খুব শৌখিন ছিল, শাহজাহানের ত্রীর মৃত্যুর পর তার স্মৃতিতে তাজমহল বানানো হয়েছিলো । সেই থেকেই তার নাম চলে আসছে । তারা কতো ভালো ভালো স্মরণীয় জিনিস বানিয়েছে । তাই বাবা বুঝিয়ে বলেন, মানুষের কতো মহিমা হয় । মানুষ তো মানুষই । লড়াইয়ে কতো মানুষ মারা যায়, তারপর কি করে । কেরোসিন, পেট্রোল দিয়ে পুড়িয়ে দেয় । কেউ তো এমনিতেই পড়ে থাকে । সংকার করেই না । কোনো মানই থাকে না তখন । তাই বাচ্চারা, এখন তোমাদের কতো নারায়ণী নেশা চড়া উচিত । এ হলো বিশ্বের মালিক হওয়ার নেশা । সত্য নারায়ণের কথা যখন, তখন অবশ্যই নারায়ণই হবে । আত্মা জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পায় । এই দাতা হলেন বাবা । তিজরীর কথাও আছে । এই সবার অর্থও বাবা বসে বুঝিয়ে বলেন । যারা কথক, তারা তো কিছুই জানে না । বাবা অমরকথাও শোনান । এখন মানুষ কতো দূরে অমরনাথ দর্শনে যায় । বাবা তো এখানেই এসে শোনান । উপরে তো শোনান না । ওখানে তো তিনি বসে পার্বতীকে অমরকথা শোনানই নি । এই কথা ইত্যাদি যা বানানো হয়েছে, এ সবই এই ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে । এ আবারও হবে । বাচ্চারা, বাবা বসে তোমাদের ভক্তি আর জ্ঞানের বৈপরীত্য বুঝিয়ে বলেন । এখন তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র পেয়েছো । এমন তো বলে - হে প্রভু, অন্ধকে পথ বলে দাও । ভক্তিমার্গে মানুষ ডাকতে থাকে । বাবা এসে তৃতীয় নেত্র প্রদান করেন, যা তোমরা ছাড়া আর কেউই জানে না । কারোর চোখ খুব সুন্দর হয়, তাতে পুরস্কারও পায় মিস ইন্ডিয়ার বা মিস অমুক । বাচ্চারা, বাবা তোমাদের এখন কি থেকে কি বানাচ্ছেন । ওখানে তো দেবী দেবতাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য থাকে । কৃষ্ণের এতো মহিমা কেন ? কেননা তিনি সবথেকে সুন্দর তৈরী হন । তিনি এক নম্বরে কর্মভীত অবস্থা পান, তাই এক নম্বরে তাঁর মহিমা আছে । এও বাবা বসেই বুঝিয়ে বলেন । বাবা বারবার বলেন ----বাচ্চারা, মন্বনাভব । হে আত্মারা, নিজের বাবাকে স্মরণ করো । বাচ্চাদের মধ্যেও তো নম্বরের ক্রমানুসার তো আছেই, তাই না । লৌকিক বাবারও যদি পাঁচ বাচ্চা থাকে, তাদের মধ্যেও যে খুব বুদ্ধিমান, তাকে এক নম্বরে রাখবে । মালার দানা তো হলো, তাই না । বলা হবে, এ দ্বিতীয় নম্বর আর এ তৃতীয় নম্বর । একরকম কখনো হয় না । বাবার ভালোবাসাও নম্বর অনুসারেই হয় । ও হলো জাগতিক কথা । আর এ হলো অসীম জগতের কথা ।

যেই বাচ্চারা জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছে, তাদের বুদ্ধি আর চলন আদি খুবই শুদ্ধ হয় । এক হয় ফুলের রাজা, তাই এই ব্রহ্মা আর সরস্বতী ফুলের রাজা - রানী । এঁরা জ্ঞান আর যোগ এই দুইয়েই তীক্ষ্ণ । তোমরা জানো যে, আমরা দেবতা হই । মুখ্য আট রত্ন তৈরী হয় । প্রথম প্রথম হলো ফুল । তারপর যুগল দানা ব্রহ্মা আর সরস্বতী । মালা জপ তো করে, তাই না । বাস্তবে তোমাদের পূজা হয় না, স্মরণ হয় । তোমাদের ফুল দেওয়া হয় না । ফুল তখনই দেওয়া হবে, যখন শরীর পবিত্র হবে । এখানে কারোর শরীরই পবিত্র নেই । সকলেরই জন্ম বিষের দ্বারা হয়, তাই তাদের বিকারী বলা হয় । এই লক্ষ্মী - নারায়ণকেই বলা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী । বাচ্চার তো জন্ম হবে, তাই না । এমন তো নয় যে কোনো টিউব থেকে বাচ্চার জন্ম হয়ে যাবে । এও সব বোঝার মতো কথা । বাচ্চারা, তোমাদের এখানে সাতদিনের ভাঙিতে বসানো হয় । ভাঙিতে কোনো ইট তো সম্পূর্ণ পুড়ে যায়, কোনটা আবার কাঁচা থেকে যায় । ভাঙির উদাহরণ দেওয়া হয় । এখন ইটের এই ভাঙির উদাহরণ শাস্ত্রে তো বর্ণনা হতেই পারে না । এরপরে এখানে আবার বিড়ালের কথা । গোলাপকাবলীর কাহিনীতেও বিড়ালের কথা বলা হয়েছে । ওখানে দীপকে নিভিয়ে দিতো । তোমাদেরও তো তেমনই অবস্থা হয়, তাই না । মায়া বিড়াল বিঘ্ন এনে উপস্থিত করে । তোমাদের অবস্থাই নামিয়ে দেয় । দেহ বোধ হলো এক নম্বর বিকার, তারপর অন্য অনেক বিকার আসে । মোহও অনেক হয় । বাচ্চারা বলবে, আমি ভারতকে স্বর্গ বানানোর এই আত্মিক সেবা করবো, আর মোহের বশে মা - বাবা বলবেন -- আমরা অনুমতি দেবো না । এও কতখানি মোহ । তোমরা মায়ার বিড়াল হয়ে না । তোমাদের এইম অবজেক্ট হলো এই । বাবা এসে আমাদের মানুষ থেকে দেবতা, নর থেকে নারায়ণ বানান । তোমাদেরও দায়িত্ব হলো অন্য আত্মাদের সেবা করা, ভারতের সার্ভিস করা । তোমরা জানো যে, আমরা কি ছিলাম, এখন কি হয়েছে । এখন আবার রাজার রাজা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো । তোমরা জানো যে, আমরা নিজেদের রাজ্য স্থাপন করছি । এ কোনো সমস্যার কথা নয় । বিনাশের জন্যও ড্রামাতে যুক্তি রচনা করা হয়েছে । এর পূর্বেও মুশল বা মিশাইলের দ্বারা লড়াই হয়েছিলো । তোমরা যখন সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে যাবে, সবাই ফুলে পরিণত হয়ে যাবে, তখনই বিনাশ হবে । কেউ হলো ফুলের রাজা, কেউ গোলাপ, কেউ আবার বেলি । প্রত্যেকেই নিজেকে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে যে আমরা আকন্দ ফুল, নাকি অন্য ফুল ? অনেকেই আছে, যাদের জ্ঞানের কিছুই ধারণা হয় না । নম্বরের ক্রমানুসার তো হবে, তাই না । নয়

একদম উপরে, না হয় সম্পূর্ণ নীচে । রাজধানী এখানেই স্থাপন হয় । শাস্ত্রে তো দেখানো হয়েছে যে, পাণ্ডবরা গলে মারা গিয়েছিলো, তারপর কি হয়েছিলো কিছুই জানা নেই । কথা তো অনেকই বানানো হয়েছে, এমন কোনো কথা নেই । বাম্ভারা, এখন তোমরা কতো স্বচ্ছ বুদ্ধির হও । বাবা তোমাদের অনেকপ্রকারে বোঝাতে থাকেন । এ কতো সহজ । কেবল বাবাকে আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে । বাবা বলেন যে, আমিই হলাম পতিত পাবন । তোমাদের আত্মা আর শরীর দুইই পতিত । এখন তোমাদের পবিত্র হতে হবে । আত্মা পবিত্র হলে শরীরও পবিত্র হয় । তোমাদের এখন অনেক পরিশ্রম করতে হবে । বাবা বলেন যে -- বাম্ভারা অনেক দুর্বল । তারা স্মরণ করতে ভুলে যায় । বাবা নিজেই তাঁর অনুভব বলেন । খাবার সময় স্মরণ করি ---- শিববাবা আমাদের খাওয়ান, আবারও ভুলে যাই ।

আবার স্মৃতিতে ফিরে আসে । তোমাদের মধ্যে এও হয় পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে । কেউ তো বন্ধনমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আবার ফেঁসে যায় । ধর্মেরও বাম্ভা বানিয়ে দেয় । এখন বাম্ভারা, তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দানকারী বাবাকে পেয়েছো -- একে নাম দেওয়া হয়েছে তিজরীর কথা অর্থাৎ তৃতীয় নয়ন পাওয়ার কথা । এখন তোমরা নাস্তিক থেকে আস্তিক হও । বাম্ভারা জানে যে, বাবা হলো বিন্দু । তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর । ওরা তো বলে দেয় নাম - রূপ থেকে পৃথক । আরে, জ্ঞানের সাগর তো অবশ্যই জ্ঞান শোনাবেন, তাই না । এর রূপও লিঙ্গ দেখানো হয়েছে, তাহলে নাম - রূপ থেকে পৃথক কিভাবে বলা ! বাবার কোটি কোটি নাম রেখে দিয়েছে । এই জ্ঞান বাম্ভাদের বুদ্ধিতে খুব ভালোভাবে থাকা উচিত । এমন বলাও হয় যে, পরমাত্মা হলেন জ্ঞানের সাগর । সম্পূর্ণ জঙ্গল যদি কলম বানাও তাও এই জ্ঞানের অন্ত হতে পারে না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাম্ভাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঊঁনার আত্মারূপী বাম্ভাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) আমরা এখন বাবার কাছে পাউন্ড তুল্য মূলবান তৈরী হচ্ছে, আমরাই সেই দেবতা তৈরী হবো, এই নারায়ণী নেশায় থাকতে হবে । বন্ধনমুক্ত হয়ে সেবা করতে হবে । বন্ধনে ফেঁসে যেও না ।

২) জ্ঞান এবং যোগে তীক্ষ্ণ হয়ে মাতা - পিতা সম ফুলের রাজা তৈরী হতে হবে আর নিজের আত্মা ভাইদেরও সেবা করতে হবে ।

বরদান:- কেন বা কি - এই প্রশ্নের জাল থেকে সদা মুক্ত থেকে বিশ্ব সেবাধারী চক্রবর্তী ভব*
স্বদর্শন চক্র যখন সঠিক দিকে চলার পরিবর্তে ভুল দিকে চালিত হয়, তখনই মায়াজিৎ হওয়ার পরিবর্তে পরের দর্শনের সমস্যার চক্রে এসে যাও, যাতে 'কেন আর কি' এই প্রশ্নের জাল তৈরী হয়ে যায়, যা স্বয়ংই রচনা করো আর স্বয়ংই আটকে যাও, তাই নলেজফুল হয়ে স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকো, তখনই 'কেন বা কে' এই প্রশ্নের জাল থেকে মুক্ত হয়ে যোগযুক্ত, জীবনমুক্ত, চক্রবর্তী হয়ে বাবার সঙ্গে বিশ্বকল্যাণের সেবায় চক্র লাগাতে থাকবে । তোমরা বিশ্ব সেবাধারী, চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে ।

শ্লোগান:- প্লেন বুদ্ধির দ্বারা প্ল্যানকে প্রত্যক্ষতায় নিয়ে এসো, তাতেই সফলতা নিহিত আছে ।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে সত্যিকারের বৈষ্ণব হতে হবে, সত্যিকারের বৈষ্ণব খাদ্য-সংযমের সাথে সাথে পবিত্রও থাকে”

প্রশ্নঃ - কোন্ অপগুণ, গুণে পরিবর্তন হয়ে গেলে, (জীবনরূপী) নৌকা ওপারে যেতে পারবে ?

উত্তরঃ - সবথেকে বড় অপগুণ হল - মোহ। মোহের কারণে, না চাইতেও সম্বন্ধীদের কথা মনে পড়ে যায়। (বাঁদরের মতো) কারো যদি কোনো সম্বন্ধী শরীর ত্যাগ করে, তাহলে ১২ মাস তার কথা মনে করতেই থাকে। মুখ ঢেকে কাল্লাকাটি করে, তাকে মনে পড়ে যায়। এইরকমই যদি বুদ্ধিতে সবসময় বাবার স্মরণ আসতে থাকে, দিন-রাত তোমরা যদি বাবাকে স্মরণ করো, তবে তোমাদের এই (জীবনরূপী) নৌকা (এই বিষয়-বৈভবের সাগর) পার হয়ে যাবে। যেরকম লৌকিক সম্বন্ধীদেরকে মনে করতে, সেরকম বাবাকে স্মরণ করো তো অহো সৌভাগ্য...

ওম্ শান্তি । বাবা প্রত্যেকদিন বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবার স্মরণে বসে যাও। আজ তারমধ্যে যুক্ত করছেন - কেবলমাত্র বাবা নয়, অন্যান্য সম্পর্কেও স্মরণ করতে হবে। মুখ্য কথা হলো এটাই যে - পরম পিতা পরমাত্মা শিব, তাঁকে গডফাদারও বলা হয়, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। জ্ঞানের সাগর হওয়ার কারণে তিনি হলেন আমাদের টিচার, তিনি রাজযোগ শেখান। এসব কথা অজ্ঞানী আত্মাদের বোঝালে, তারা বুঝতে পারবে যে - সত্যই বাবা এনাদেরকে পড়াচ্ছেন। প্রাক্টিক্যাল কথা এরাই শোনাচ্ছে। তিনি হলেন সকলের বাবা, টিচার আবার সঙ্গতি দাতাও, আবার তাঁকে নলেজ ফুলও বলা যায়। তিনি হলেন বাবা, টিচার, পতিত-পাবন, জ্ঞান সাগর। প্রথম-প্রথম তো বাবারই মহিমা করতে হবে। তিনি আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। ব্রহ্মাও হলেন তাঁর রচনা আর এখন হলোই সঙ্গম যুগ। রাজযোগের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও আছে। শিব বাবা আমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তাই তিনি আমাদের টিচারও হয়ে গেলেন। আর এই পড়াশোনা হলই নতুন দুনিয়ার জন্য। এখানে বসে এটাই স্থির করো যে - আমাকে কি কি বোঝাতে হবে। এটা অন্তরের মধ্যে ধারণা করতে হবে। এটা তো জানো যে, কারো খুব বেশি ধারণা হয়, আবার কারো কম। এখানেও, যে আত্মা খুব ভালো ভাবে জ্ঞান ধারণ করে, তার সুনামও অনেক হয়। পদও উচ্চ প্রাপ্ত হয়। সংযমের বিষয়েও বাবা যুক্তি বলে দেন। তোমরা সম্পূর্ণ বৈষ্ণব হচ্ছে। বৈষ্ণব অর্থাৎ যারা ভেজিটেরিয়ান (শাকাহারী) হয়। মাংস মদ পান করে না। কিন্তু বিকারে তো যায়। তাহলে বৈষ্ণব হয়ে কি হল ! নিজেকে বৈষ্ণব কুলের বলে পরিচয় দেয় অর্থাৎ পেঁয়াজ আদি তমোগুণী জিনিস খায় না। বাচ্চারা তোমরা জানো যে - কোনগুলিকে তমোগুণী জিনিস বলা হয়ে থাকে। কেউ কেউ ভালো মানুষও হয়, যাদেরকে রিলিজিয়াস মাইন্ডেড বা ভক্ত বলা যায়। সন্ন্যাসীদেরকে বলা হয় পবিত্র আত্মা আর যে দান আদি করে, তাকে বলা হয় পুণ্য আত্মা। এর দ্বারাও সিদ্ধ হয় যে - আত্মাই দান-পুণ্য করে, এইজন্য পুণ্যাত্মা, পবিত্র আত্মা বলা যায়। আত্মা কখনো নির্লিপ থাকেনা। এরকম ভালো ভালো শব্দ মনে রাখতে হবে। সাধুদেরও মহান আত্মা বলা হয়। কিন্তু মহান পরমাত্মা কখনও বলা যায়না। তাই সর্বব্যাপী বলাও ভুল। ‘সবাই হল আত্মা, জগতে যা কিছু আছে সকলের মধ্যে আত্মা আছে।’ যারা শিক্ষিত তারা সিদ্ধ করে বলে যে - ‘গাছের মধ্যেও আত্মা আছে।’ তারা বলে যে ‘৮৪ লক্ষ যোনির মধ্যেও আত্মা আছে। আত্মা না থাকলে বৃদ্ধি কি করে হবে! মানুষের আত্মা তো জড়পদার্থে যেতে পারেনা।’ শাস্ত্রে এইরকম-এইরকম কথা অনেক লিখে দিয়েছে। ‘ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে ধাক্কা দিয়েছে তাই পাথর হয়ে গেছে।’ এখন বাবা বসে বোঝাচ্ছেন, বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন যে - *দেহের সম্বন্ধকে ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো। মামেকম স্মরণ করো।* ব্যস, তোমাদের ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। দুঃখ ধাম হল অপবিত্র ধাম। শান্তিধাম আর সুখ ধাম হলো পবিত্র ধাম। এগুলো তো বুঝতে পারো, তাই না! সুখধামে থাকা দেবতাদের সামনে গিয়ে সবাই মাথা নত করে। সিদ্ধ হয় যে, ভারতে নতুন দুনিয়াতে পবিত্র আত্মারাই ছিল। তাঁরা উচ্চপদস্থ ছিলেন। এখন তো সবাই এই গান করে যে - ‘আমার এই নিগুণ শরীরে কোনো গুণ নেই।’ আছেও তো সেরকম। কোনো গুণ নেই। মানুষের মধ্যে মোহ অনেক হয়ে গেছে, যে মারা যায়, তাকেও মনে করতে থাকে। বুদ্ধিতে আছে যে, এটা হল আমার বাচ্চা। পতি অথবা বাচ্চা মরে গেলে তো তাকে স্মরণ করতে থাকে। স্ত্রী বারো মাস পর্যন্ত খুব ভালোভাবে তাকে মনে করে, মুখ ঢেকে কাল্লাকাটি করে। এরকম মুখ ঢেকে যদি তোমরা বাবাকে দিনরাত স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের জীবন রূপী নৌকা এই বিষয় সাগর থেকে পার হয়ে যাবে। বাবা বলেন যে - যেরকম পতিকে তোমরা স্মরণ করছ, এইরকম আমাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। বাবা যুক্তি বলে দেন - এইভাবে-এইভাবে

করো।

লৌকিকের স্থূল ব্যবসায়ীরা প্রতিদিন নিজেদের দৈনন্দিন চাট দেখে, আজ কতটা খরচা হয়েছে, কতটা লাভ হয়েছে, প্রতিদিনের ব্যালেন্স বের করে। কেউ আবার মাসে মাসে বের করে। এখানে তো এটি অত্যন্ত জরুরী, বাবা বার-বার বুঝিয়েছেন। বাবা বলছেন যে, বাচ্চারা তোমরা হলে অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী, হাজার ভাগ্যশালী, কোটি কোটি ভাগ্যশালী, পদম, অরব, খরব ভাগ্যশালী। যে বাচ্চা নিজেকে সৌভাগ্যশালী মনে করে, সে অবশ্যই খুব ভালোভাবে বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। সে-ই গোলাপ ফুল হবে। এটা তো অতি সংক্ষেপে বোঝানো হয়। সুগন্ধি ফুল হতে হবে। মুখ্য হলো স্মরণের কথা। সন্ন্যাসীরা ‘যোগ’ - শব্দটি বলে দিয়েছে। লৌকিক বাবা এরকম বলেন না যে, আমাকে স্মরণ করো বা এরকম কি জিজ্ঞাসা করেন, যে আমাকে সারাদিন স্মরণ করেছে? বাবা বাচ্চাদেরকে, বাচ্চা বাবাকে স্মরণ করতেই থাকে। এটাই তো হলো নিয়ম। এখানে জিজ্ঞাসা করতে হয়, কেননা মায়া ভুলিয়ে দেয়। এখানে আসার সময় মনে থাকে যে, আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি, তাই বাবাকে স্মরণ করতে থাকে, এজন্য বাবা চিত্রও বানিয়ে দেন, তাই সেটাও সাথে থাকে। কাউকে বোঝানোর সময় প্রথমে সর্বদা বাবার মহিমা দিয়ে শুরু করো। “ইনি হলেন আমাদের বাবা, এমনিতে তো সকলেরই বাবা। সকলের সঙ্গতি দাতা, জ্ঞানের সাগর, নলেজ ফুল। বাবা আমাদেরকে সৃষ্টি চক্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান প্রদান করেন, যার দ্বারা আমরা ত্রিকালদর্শী হয়ে যাই। এই সৃষ্টিতে কোনও মানুষই ত্রিকালদর্শী হতে পারে না।” বাবা বলেন যে - এই লক্ষ্মী-নারায়ণও ত্রিকালদর্শী নন। এঁনারা ত্রিকালদর্শী হয়ে কি করবেন! তোমরাই এখন হচ্ছে আর অন্যদেরকেও বানাচ্ছ। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মধ্যে যদি জ্ঞান থাকতো, তাহলে তাদের রাজস্ব পরম্পরা ক্রমে চলতো। মাঝে তো বিনাশ হয়ে যায়, এই জন্য পরম্পরা চলতে পারেনা। তাই বাচ্চাদেরকে এই পড়াকে খুব ভালো রীতিতে মনন-চিন্তন করতে হবে। তোমাদের উঁচুর থেকেও উঁচু এই জ্ঞান, এই সঙ্গম যুগেই প্রাপ্ত হয়। তোমরা স্মরণ করো না, দেহ অভিমানে এসে যাও, তাই মায়াও থাপ্পড় মেরে দেয়। ষোলোকলা সম্পন্ন হলে তবেই বিনাশের জন্য প্রস্তুতি পর্ব শুরু হবে। তারা বিনাশের জন্য আর তোমরা অবিনাশী পদ-প্রাপ্ত করার জন্য তৈরি হচ্ছে। কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে যুদ্ধ হয়নি, কৌরব আর যাদবদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। ড্রামা অনুসারে পাকিস্তানও আলাদা হয়ে গেল। সেটাও শুরু তখন হয়েছিল যখন তোমাদের জন্ম হয়েছিলো। এখন বাবা এসেছেন, তো সবকিছু প্র্যাক্টিকাল হবে, তাইনা! এখানের জন্যই বলা হয়েছে যে - রক্তের নদী প্রবাহিত হবে, তবেই পুনরায় সত্যযুগে ঘি-এর নদী প্রবাহিত হবে। এখনও দেখো লড়াই করতেই থাকছে। ‘অমুক শহর দাও, না হলে লড়াই করব’, ‘এখান দিয়ে পাস করো না, এটা হলো আমাদের রাস্তা’ - এখন তারা কি করবে? স্টিমার কিভাবে যাবে? পুনরায় তারা আলোচনা করে। অন্যদের কাছ থেকেও পরামর্শ গ্রহণ করে। আলোচনার সূত্র যেটাই আসুক না কেন, তারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করেই শেষ হয়ে যাবে।। এখানে তো গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে, সেটাও ড্রামার মধ্যে পূর্ব নির্দিষ্ট আছে।

এখন বাবা বলছেন - মিষ্টি বাচ্চারা, জ্ঞানকে ধারণ করো। এখান থেকে বাইরে গেলে অর্থাৎ ঘরে যাওয়ার সময় আবার ভুলে যেও না। এখানে তোমরা আসো উপার্জন জমা করার জন্য। ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও নিয়ে আসো, তাই তাদের বন্ধনেও থাকতে হয়। এখানে তো জ্ঞান সাগরের কণ্ঠে এসেছ। যতটা উপার্জন করবে, ততটাই ভালো হয়। এই উপার্জনের মধ্যেই লেগে যেতে হবে। তোমরা এখানে আসোই অবিনাশী জ্ঞানের ঝুলি ভরপুর করতে। এই গানও গাওয়া হয়ে থাকে যে - ‘ভোলানাথ ভরে দাও এই ঝুলি...’। ভক্ত তো শঙ্করের সামনে গিয়ে বলে যে - ঝুলি ভরে দাও। তারা তো আবার শিব-শঙ্করকে এক মনে করে। ‘শিব-শঙ্কর মহাদেব’ বলে দেয়। তাই মহাদেব বড় হয়ে যায়। এই রকম ছোট ছোট কথাগুলিও অনেক বোঝার বিষয়।

বাচ্চারা, তোমাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে - এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, তোমাদের এখন জ্ঞানপ্রাপ্ত হচ্ছে। এই পড়ার দ্বারাই মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসে। চল-চলনও ভালো হয়ে যায়। এখন তোমরা পড়াশোনা করছ। যে আত্মা সব থেকে বেশি পড়াশোনা করে আর অন্যদেরকেও পড়ায়, তাদের আচার-আচরণও খুব সুন্দর হয়। তোমরা বলো যে, সব থেকে ভালো হল - মাম্মা বাবার আচার-আচরণ। ইনি (ব্রহ্মা) হয়ে গেলেন বড় মাম্মা, যার মধ্যে প্রবেশ করে বাচ্চাদেরকে রচনা করা হয়। মাতা-পিতা কন্ডাইন্ড। এসব হল গুপ্তকথা। যেরকম তোমরা এখন পড়াশোনা করছো, সেরকম মাম্মাও এখন পড়ছেন। তাঁকেও দত্তক নেওয়া হয়েছে। জ্ঞানের ধারণামূর্তি হওয়ার জন্য ড্রামা অনুসারে তাঁকে ‘সরস্বতী’ নাম দেওয়া হয়। ব্রহ্মপুত্র হল সব থেকে বড় নদী। মেলাও হয় - সাগর আর ব্রহ্মপুত্রের। ইনিই হলেন বড় নদী আবার ইনিই হলেন তোমাদের মা, তাইনা! তোমাদের, মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদেরকে কতো উঁচুতে নিয়ে যান। বাচ্চারা, বাবা শুধু তোমাদেরকেই দেখতে থাকেন। তাঁকে তো আর অন্য কাউকে স্মরণ করতে হয় না। এনার (ব্রহ্মার) আত্মাকেও তো বাবাকে স্মরণ করতে হয়। বাবা বলছেন - আমরা দুজনে বাচ্চাদেরকে দেখছি। আমি আত্মাকে (ব্রহ্মাকে) তো সাক্ষী হয়ে দেখতে হয় না, কিন্তু

বাবার সঙ্গে আমিও এই ভাবেই দেখি। বাবার সাথেই তো থাকি তাই না! তাঁর বাচ্চা হওয়ার কারণে তাঁর সাথে সাথে আমিও দেখি। আমি বিশ্বের মালিক হয়ে ঘুরে বেরাচ্ছি, যেন আমিই এই সব করছি। আমি দৃষ্টিদান করি। দেহ সহ সব কিছু ভুলতে হয়। তখন বাচ্চা আর বাবা যেন এক হয়ে যায়। তাই বাবা বোঝাচ্ছেন যে, খুব পুরুষার্থ করো। বরাবর মাঝা বাবা সবার থেকে বেশি সেবা করে এসেছেন। ঘরেতেও মা-বাবা অনেক সেবা করেন, তাই না! যাঁরা সেবা করে তাঁরা অবশ্যই অনেক উঁচুপদ প্রাপ্ত করবে। তাই ফলো করতে হবে, তাই না! যেরকম বাবা অপকারীদেরও উপকার করতে, এই রকম তোমরাও ‘ফলো ফাদার’ করো। এরও অর্থ বুঝতে হবে। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো আর কারোর কোনও কথা শুনো না। কেউ কিছু বললে শুনও শুনবে না। তোমরা হাসতে থাকবে, তাহলে সে আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে যাবে। বাবা বলেছেন - কেউ যদি ক্রোধ করে তাহলে তোমরা তার ওপর ফুল বর্ষণ করো, বলো - তোমরা অপকার করছো, আমরা উপকার করছি। বাবা নিজে বলছেন যে, সমগ্র দুনিয়ার মানুষ আমার অপকারী, আমাকে সর্বব্যাপী বলে কত গালি দেয়, তবুও আমি তো সকলের উপকারী। বাচ্চারা তোমরাও সকলের উপকার করতে থাকো। তোমরা চিন্তা করো যে - আমরা কি ছিলাম, এখন কি হয়ে গেছি! বিশ্বের মালিক হতে চলেছি। স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবিনি এসব কথা! অনেকের তো ঘরে বসেই সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। কিন্তু সাক্ষাৎকারের দ্বারা কিছুই হয় না। আস্তে আস্তে বৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এখন এই নতুন দৈবী বৃক্ষের স্থাপন হচ্ছে, তাইনা! বাচ্চারা জানে যে, আমাদেরই দৈবী ফুলের বাগিচা তৈরি হচ্ছে। সত্যযুগে দেবতারাই থাকেন। তাঁরাই পুনরায় এখানে আসেন। চক্র ঘুরতেই থাকে। ৮৪ জন্মও তাঁরাই গ্রহণ করেন। অন্য কোনো আত্মা কোথা থেকে আসবে? ড্রামাতে যেসব আত্মাদের পাঁট আছে, তারা কেউই পাঁট থেকে মুক্তি পায় না। এই চক্রের পুনরাবৃত্তি হতেই থাকে। আত্মার সংখ্যাও কখনো কমে যায় না। ছোট-বড়ও হয় না।

বাবা বসে মিষ্টি বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, বলছেন - “বাচ্চারা সুখদায়ী হও।”* মা বলে না - “বাচ্চারা, নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া আদি করো না।” অসীম জগতের বাবাও বাচ্চাদেরকে বলছেন - স্মরণের যাত্রা খুব সহজ। লৌকিক যাত্রা তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে অনেক করে এসেছে, তবুও তো সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকেই নেমে পাপাত্মা হয়ে গেছো। বাবা বলছেন যে - এটা হল আত্মিক যাত্রা। তোমাদেরকে পুনরায় এই মৃত্যুলোকে আর জন্ম নিতে হবে না। ওই লৌকিক যাত্রা করে তো পুনরায় তাদেরকে এখানেই ফিরে আসতে হয়। পুনরায় তারা সেই একই রকম পতিত হয়ে যায়। তোমরা তো এখন জানো যে, আমরা স্বর্গে যাচ্ছি। স্বর্গ ছিল, পুনরায় হবে। এই চক্রের পুনরাবৃত্তি হতেই থাকবে। দুনিয়া একটাই, এছাড়া নক্ষত্র আদিতে কোনও দুনিয়া নেই। বিজ্ঞানীরা উপরে গিয়ে দেখার জন্য মাথার মধ্যে অনেক চাপ নেয়। মাথায় চাপ নিতে নিতে মৃত্যুও সামনে এসে যায়। এসব হলো বিজ্ঞান। উপরে যাবে তারপর কি হবে। মৃত্যু তো সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। এক দিকে উপরে গিয়ে খোঁজ করছে, দ্বিতীয় দিকে মৃত্যুর জন্য বস্বস্ আদি বানাচ্ছে। মানুষের বুদ্ধি দেখো কিরকম হয়ে গেছে! তারা মনে করে যে, এসবের পিছনে প্রেরক কেউ আছে। তারা নিজেরাই বলে যে - বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যই হবে। এটাই হলো সেই মহাভারতের লড়াই। এখন বাচ্চারা, তোমরা যত যত পুরুষার্থ করবে, ততই তোমাদের কল্যাণ হতে থাকবে। ভগবানের সন্তান তো আছোই। ভগবান তোমাদেরকে নিজের বাচ্চা বানিয়েছেন, তাই তোমরা ভগবান-ভগবতী হয়ে যাও। লক্ষ্মী-নারায়ণকে গড-গডেজ বলা হয়, তাইনা! কৃষ্ণকেও ভগবান রূপে মান্য করে, কিন্তু রাধাকে ততটা মানা হয় না। সরস্বতীর নাম আছে, রাধার নাম নেই। গুণানামূর্তের কলস পুনরায় লক্ষ্মীকে দেওয়া হয়েছে। এটাও ভুল করে দিয়েছে। সরস্বতীরও অনেক নাম রেখে দিয়েছে। সেসব তো হলো তোমাদেরই রূপ। দেবীদেরও পূজা হয়, তো আত্মাদেরও পূজা হয়। বাবা বাচ্চাদেরকে প্রত্যেকটি কথাটা বোঝাচ্ছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) যেরকম বাবা অপকারীদেরও উপকার করেন, এইরকম ‘ফলো-ফাদার’ করতে হবে। কেউ কিছু বললে, তা শুনও না শুনে হাসতে থাকবে। এক বাবার থেকেই শুনতে হবে।

২) সুখদায়ী হয়ে সবাইকে সুখ দান করতে হবে, নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করো না। গুণানী হয়ে নিজের বুদ্ধি রূপী ঝুলি অবিনাশী গুণান রত্ন দিয়ে ভরপুর করতে হবে।

বরদানঃ শুদ্ধ সংকল্পের ব্রত দ্বারা বৃত্তির পরিবর্তন করে বাপ-দাদার হৃদয়-সিংহাসনধারী ভব*

ব্যখ্যা :- বাপ-দাদার হৃদয় সিংহাসন এতটাই পবিত্র যে এই সিংহাসনের উপর সর্বদা পবিত্র আত্মারাই

অধিষ্ঠিত হতে পারে। যাদের সংকল্পেও অপবিত্রতা বা অমর্যাদা এসে যায় তাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরিবর্তে আরও অধঃপতন হয়ে যায়। এইজন্য প্রথমে শুদ্ধ সংকল্পের ব্রত দ্বারা নিজের বৃত্তিকে পরিবর্তন করো। বৃত্তি পরিবর্তনের দ্বারা ভবিষ্যতের জীবন রূপী সৃষ্টি পরিবর্তিত হয়ে যাবে। শুদ্ধ সংকল্প আর দৃঢ় সংকল্পের ব্রত পালনের প্রত্যক্ষফলই হল - সদাকালের জন্য বাপদাদার হৃদয়-সিংহাসন।

স্লোগান:-

যেখানে সর্ব শক্তিগুলি সাথে থাকে, সেখানে নির্বিঘ্ন সফলতা আছেই।*

"মিষ্টি বাচ্চারা:— সঙ্গম যুগ হচ্ছে বিকর্ম বিনাশ করার যুগ, এই যুগে কোনও রকম বিকর্ম যেন তোমাদের দ্বারা না হয়, অবশ্যই পবিত্র হতে হবে"

প্রশ্ন: - — অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব কোন্ বাচ্চাদের হতে পারে ?

উত্তর: - — যে বাচ্চারা অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দ্বারা ভরপুর, তারাই অতীন্দ্রিয় সুখ অনুভব করতে পারে, যে যত পরিমাণ জ্ঞান জীবনে ধারণ করে সে ততই বিত্তশালী (সাহকার) হয়ে ওঠে । যদি জ্ঞান রত্ন ধারণ না করে থাকে তবে সে গরীব। বাবা তোমাদের পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচারের জ্ঞান প্রদান করে ত্রিকালদর্শী করে তুলেছেন ।

ওম্ শান্তি । ওম নমঃ শিবায়

পাস্ট অতিক্রম করে এখন প্রেজেন্ট চলছে তারপর এই প্রেজেন্ট, পাস্ট হয়ে যাবে। এই যে গায়ন সবই পাস্টের । তোমরা এখন সঙ্গম যুগে। পুরুষোত্তম শব্দটি অবশ্যই ব্যবহার করা উচিত। তোমরা প্রেজেন্ট দেখছ, যা পাস্টের গায়ন সেটাই প্র্যাকটিক্যালি হচ্ছে। এর মধ্যে কোনও সংশয় থাকা উচিত নয়। বাচ্চারা জানে এখন এখন সঙ্গম যুগ, কলিযুগের অন্তিম সময়। সঙ্গম যুগ ৫ হাজার বছর পূর্বে পাস্ট (অতীত) হয়ে গেছে, এখন আবার প্রেজেন্ট (বর্তমান) হয়ে ফিরে এসেছে। এখন বাবা এসেছেন, ফিউচার (ভবিষ্যৎ) সেটাই হবে যা পাস্ট হয়ে গেছে। বাবা এসে রাজযোগ শেখাচ্ছেন তারপর তোমরা সত্য যুগে গিয়ে রাজত্ব করবে। এখন সঙ্গম যুগ, এই কথা তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ জানেনা। তোমরা প্র্যাকটিক্যালি রাজযোগ শিখছ । অতি সহজ যোগ । বাচ্চারা ছোটই হোক বা বড় , সবাইকে প্রধান বিষয় এটাই বোঝাতে হবে যে বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। যখন বিকর্ম বিনাশের সময় তখন কে এমন আছে যে আবার বিকর্ম করবে । কিন্তু মায়া বিকর্ম করিয়ে দেয়, বোঝে যে মায়া চড় মেরেছে , আমার দ্বারা এই ভুল হয়েছে। যেখানে বাবাকে আহ্বান করে বলে থাক হে পতিত-পাবন এসো । এখন বাবা যখন এসেছেন তখন তো পবিত্র হতেই হবে, তাইনা । ঈশ্বরের হয়ে আবার পতিত হওয়া উচিত নয়। সত্যযুগে সবাই পবিত্র ছিল। এই ভারত-ও পবিত্র ছিল । গাওয়াও হয়ে থাকে পাপযুক্ত ওয়ার্ল্ড আর পাপমুক্ত ওয়ার্ল্ড। সম্পূর্ণ নির্বিকারী ওয়ার্ল্ড। আমরা বিকারী কেননা বিকার দ্বারা আসি । বিকারই হলো পাপ । পতিতরাই আহ্বান করে বলে থাকে এসে পবিত্র করে তোল । ক্রোধীরা আহ্বান করে না । বাবাও বাচ্চাদের আহ্বান শুনে ড্রামার প্ল্যান অনুসারে আসেন । বিন্দুমাত্র পার্থক্য হতে পারে না। যা পাস্ট হয়ে গেছে সেটাই এখন প্রেজেন্ট হয়ে চলেছে । পাস্ট , প্রেজেন্ট, ফিউচারকে জানলেই ত্রিকালদর্শী বলা হয় । এটাই স্মরণে রাখতে হবে। স্মরণে রাখাই পরিশ্রম । প্রতিটি মুহূর্তে ভুলে যাও। তা না হলে বাচ্চারা কতখানি অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব তোমাদের থাকা উচিত। তোমরা এখানে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দ্বারা সাহকার হয়ে উঠছ। যার যেমন ধারণা, সে সেইরকম সাহকার হতে চলেছে, কিন্তু নতুন দুনিয়ার জন্য । তোমরা জানো, আমরা যা কিছু করছি ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার জন্য । বাবা তো আসেনই নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে , পুরানো দুনিয়ার বিনাশ করতে । হুবহু কল্প পূর্বের দৃষ্টান্ত অনুযায়ীই সবকিছু হবে। তোমরা বাচ্চারাও দেখবে । প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবে, ভূমিকম্প হবে আর সব শেষ । ভারতে কত ভূমিকম্প হবে, আমি তো বলি — এতো হতেই হবে। কল্প পূর্বেও হয়েছিল তবেই তো বলা হয় সোনার দ্বারকা নীচে চলে গেছে। বাচ্চাদের যথার্থ রীতিতে বুদ্ধিতে ধারণ হওয়া উচিত যে ৫ হাজার বছর আগেও আমরা এই নলেজ প্রাপ্ত করেছিলাম। এতে বিন্দুমাত্র পার্থক্য হতে পারে না। তোমরা বলে থাক বাবা ৫ হাজার বছর পূর্বেও আমরা তোমার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছিলাম। আমরা অনেকবার তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছি, সেটা গণনা করা সম্ভব নয়। কতবার তোমরা বিশ্বের মালিক হয়েছ, তারপর ফকির হয়ে গেছ । এই সময় ভারত সম্পূর্ণ রূপে ফকির হয়ে গেছে ।তোমরা লিখেও থাক সবই ড্রামার প্ল্যান অনুসারে হচ্ছে। ওরা (লৌকিক) ড্রামা শব্দটি বলে না। ওদের প্ল্যানই অন্যরকম।

তোমরা বলে থাকো, ড্রামার প্ল্যান অনুসারে ৫ হাজার বছর পূর্বের মতোই পুনরায় আমরা স্থাপনা করছি । কল্প পূর্বে যে কর্তব্য করেছিলাম এখনও শ্রীমত দ্বারা সেই কর্তব্য করে চলেছি । শ্রীমত দ্বারাই শক্তি প্রাপ্ত করি । শিব শক্তি নাম আছে না ! সুতরাং তোমরা শিবের শক্তিরূপীনি দেবী , যাদের মন্দিরে পূজা করা হয়। তোমরাই দেবতা যারা আবার বিশ্বরাজ্য অধিগ্রহণ কর । জগদম্বাকে দেখো কত পূজনীয়, তাঁর অনেক নাম রাখা হয়েছে, কিন্তু তিনি তো একজনই । যেমন বাবা

একজনই যাঁর নাম শিব । তোমরাও পূজিত হও যখন বিশ্বকে স্বর্গে পরিণত করে তোল । অনেক দেবী আছে , লক্ষ্মীর কত পূজা হয় । দীপাবলির দিনও মহালক্ষ্মীর পূজা করা হয়। লক্ষ্মীই প্রধান, মহারাজা-মহারানি একত্র করে মহালক্ষ্মী বলে থাকে।

তোমরা বলে থাকো, আমরাও মহালক্ষ্মীর পূজা করতাম, ধন সম্পদ বৃদ্ধি হলেই মনে করা হয় মহালক্ষ্মীর কৃপা বর্ষিত হচ্ছে। প্রতি বছরই পূজা করে থাকে। বলে থাকে আচ্ছা, ওনার কাছে ধন প্রার্থনা করি, দেবীর কাছে আর কি চাইব ? তোমরা সঙ্গম যুগের দেবীরা স্বর্গকে বরদান দিয়ে থাক। মানুষের জানা নেই যে, দেবীদের কাছে স্বর্গের সব কামনা পূর্ণ হয়ে থাকে, তোমরা তো দেবী, তাইনা! মানুষকে জ্ঞান দান করে থাক - যার দ্বারা সব কামনা পূরণ করে দাও । রোগ ব্যাধি ইত্যাদি হলে দেবীদের বলবে ভালো করে দাও, রক্ষা করো । অনেক প্রকার দেবী আছে । তোমরা হলে সঙ্গম যুগের শিবশক্তি দেবী। তোমরাই স্বর্গের বরদান দিয়ে থাক। বাবাও দেন ,বাচ্চারাও দেয় । মহালক্ষ্মীকে দেখানো হয়, নারায়ণকে গুপ্ত করে দেয়। বাবা তোমাদের প্রভাবকে কত বৃদ্ধি করে তোলেন। দেবীরা ২১ জন্মের জন্য সুখের সব কামনা পূর্ণ করে থাকে, লক্ষ্মীর কাছে ধন প্রার্থনা করে থাকে। ধন উপার্জন করার জন্যই মানুষ ব্যবসা ইত্যাদি করে থাকে। বাবা এসে তোমাদের বিশ্বের মালিক করে তোলেন, অথাহ ধন প্রদান করেন । শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিল, এখন কাঙাল হয়ে গেছে। তোমরা বাচ্চারা জান কলা কমে রাজস্ব কিভাবে ধীরে-ধীরে নীচে নেমে আসে, পুণর্জন্ম নিতে নিতে কলা কমে এখন দেখো কি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এটাও নতুন বিষয়। প্রতি ৫ হাজার বছর পর চক্র ঘুরতে থাকে। ভারত এখন কাঙাল, রাবণের রাজ্য। ভারত কত উচ্চ নম্বরে ছিল, এখন শেষ নম্বরে। শেষ নম্বরে না আসলে নম্বর ওয়ানে যাবে কিভাবে। হিসাব আছে না ! ধৈর্যের সাথে বিচার সাগর মন্বন করলে অতি সহজেই পুরো বিষয়টি বুদ্ধিতে ধারণ হবে। কত মধুর বিষয়। এখন তো তোমরা সম্পূর্ণ সৃষ্টি চক্রকে জেনে গেছ। পড়াশোনা শুধু স্কুলে পড়লে হয়না, টীচার লেসন দিয়ে থাকেন ঘরে বসে পড়ার জন্য, যাকে হোম ওয়ার্ক বলা হয়। বাবাও তোমাদের জন্য পড়া দিয়ে দেন ঘরে বসে পড়ার জন্য। দিনের বেলায় কাজকর্ম কর, শরীর নির্বাহও তো করতে হবে। অমৃতবেলায় সবারই সময় থাকে। অমৃতবেলায় দুটো-তিনটে খুব ভালো সময়। ঐ সময় উঠে বাবাকে ভালোবাসার সাথে স্মরণ কর । বিকার-ই তোমাদের আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দিয়ে এসেছে । রাবণকে জ্বালিয়ে থাকে কিন্তু এর অর্থ কিছুই জানে না। শুধু পরম্পরা থেকে রাবণকে জ্বালানোর রীতি চলে আসছে। ড্রামা অনুসারে এটাও নির্ধারিত। রাবণকে জ্বালিয়েই আসছে কিন্তু রাবণ মরছেই না। তোমরা বাচ্চারা জানো এই রাবণ জ্বালানো কবে বন্ধ হবে। তোমরা প্রকৃতপক্ষে এখনই সত্য-নারায়ণের কথা শুনছ । তোমরা জান আমরা এখন বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে চলেছি। বাবাকে না জানার কারণে সবাই অনাথ হয়ে গেছে। বাবা যিনি ভারতকে স্বর্গ করে তোলেন তাঁকেই জানে না। এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তমোপ্রধান হলে তবেই তো বাবা আসবে না ! নিজেকে তমোপ্রধান মনেই করেনা। বাবা বলেন, এই সম্পূর্ণ বৃক্ষ জড়াজীর্ণ অবস্থা হয়ে গেছে। কিছুই সতোপ্রধান নেই। সতোপ্রধান হয় শান্তিধাম আর সুখধামে। এখন সবই তমোপ্রধান। বাবাই এসে তোমাদের অজ্ঞান নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তোলেন । তোমরা তারপর অন্যদের জাগিয়ে তোল । যেমন মানুষ মারা গেলে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে যাতে আল্লা আলো পায় । চারদিকে ঘোর অন্ধকার, আল্লারা নিজের ঘরে ফিরতে পারে না। যদিও অন্তর থেকে তারা তাদের দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে চায়, কিন্তু একজনও মুক্তি পায়না।

যে বাচ্চার পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের স্মৃতি থাকবে, সে জ্ঞান রত্ন দান না করে থাকতে পারবে না। যেমন মানুষ (লৌকিক) পুরুষোত্তম মাসে অনেক দান-পুণ্য করে থাকে, তেমনই এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে তোমাদের জ্ঞান রত্ন দান করতে হবে। এটাও তোমরা বুঝেছ স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মা পড়াচ্ছেন, এখানে কৃষ্ণের কোনও বিষয় নেই। কৃষ্ণ তো সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স , তারপর তো সে পুণর্জন্ম নিতে থাকবে। বাবা পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচারের রহস্য বুঝিয়েছেন। তোমরা ত্রিকালদর্শী হয়ে উঠছ, বাবা ছাড়া আর কেউ ত্রিকালদর্শী করে তুলতে পারে না। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান একমাত্র বাবার কাছেই আছে, তাঁকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান গায়ন আছে, উনিই রচয়িতা, হেভেনলি গড ফাদার শব্দটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ— স্বর্গ স্থাপনকারী । ওরা শিব জয়ন্তী পালন করে কিন্তু তিনি কবে এসেছিলেন, কি করেছেন — এসব কিছুই জানা নেই। জয়ন্তী শব্দের অর্থই জানা নেই, সুতরাং পালন করে কি হবে, এটাও ড্রামার অন্তর্ভুক্ত। এই সময়েই তোমরা বাচ্চারা ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে জেনে থাক আর কখনোই জানতে পারবে না। আবার যখন বাবা আসবেন তখনই জানতে পারবে। এখন তোমাদের স্মৃতিতে এসেছে — এই ৮৪ চক্র কিভাবে ঘুরছে।

ভক্তি মার্গে কি আছে, ও থেকে কিছুই পাওয়া যায় না। কত ভক্ত ভীড়ে ধাক্কা খেতে যায়, বাবা তোমাদের ভক্তি থেকে মুক্ত করেছেন । এখন তোমরা জান আমরা শ্রীমত দ্বারা ভারতকে আবার শ্রেষ্ঠ করে তুলছি। শ্রীমত দ্বারাই শ্রেষ্ঠ হওয়া যায়।

শ্রীমত সঙ্গম যুগেই পাওয়া যায়, তোমরা যথার্থ রীতিতে বুঝতে পেরেছে আমরা কি ছিলাম তারপর কিভাবে এরকম হয়েছি, এখন আবার পুরুষার্থ করছি। পুরুষার্থ করতে-করতে কখনও তোমরা যদি অসফল হও তবে বাবাকে বল, বাবা আবার উঠে দাঁড়াতে পরামর্শ দেবেন। কখনোই অসফল হয়ে বসে পড়া উচিত নয়। আবার উঠে দাঁড়াও, ওষুধ গ্রহণ কর। সার্জন তো বসেই আছে তাইনা। বাবা বুঝিয়েছেন ৫ তলা থেকে পড়ে যাওয়া আর দোতলা থেকে পড়ে যাওয়ার মধ্যে কতটুকু পার্থক্য। কাম বিকার হলো ৫ তলা, সেইজন্যই বাবা বলেছেন কাম হলো মহাশত্রু যা তোমাদের পতিত বানিয়েছে, এখন পবিত্র হও। পতিত-পাবন বাবাই এসে পবিত্র করে তোলেন। অবশ্যই সঙ্গম যুগে পবিত্র করবেন। কলিযুগের শেষ আর সত্য যুগের প্রারম্ভ এই হলো সঙ্গম।

বাম্বারা জানে— বাবা এখন কলম লাগাচ্ছেন তারপর এই ঝাড় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে। ব্রাহ্মণদের ঝাড় বৃদ্ধি পাবে তারপর সূর্য বংশী, চন্দ্র বংশীতে গিয়ে সুখ ভোগ করবে। বাবা কত সহজভাবে বুঝিয়েছেন। আচ্ছা, মুরলী পাচ্ছ না, বাবাকে স্মরণ কর। বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয় কর যে শিববাবা ব্রহ্মা শরীর দ্বারা আমাদের বলছেন আমাকে স্মরণ করলে বিষ্ণু ঘরানায় যেতে পারবে। পুরুষার্থের উপরেই সম্পূর্ণ আধারিত। কল্প-কল্প যেমন পুরুষার্থ করেছে, হুবহু একইরকম হবে। অর্ধকল্প ধরে দেহ-অভিমাত্রী ছিলে, এখন দেহী-অভিমাত্রী হওয়ার সম্পূর্ণ পুরুষার্থ কর। এতেই পরিশ্রম। পড়াশোনা তো সহজ, প্রধান বিষয়ই হলো পবিত্র হওয়া। বাবাকে ভুলে যাওয়া মস্ত বড়ো ভুল। দেহ-অভিমনে এলেই ভুলে যাও। শরীর নির্বাহের জন্য কাজকর্ম ইত্যাদি ৮ ঘন্টা কর, বাকি ৮ ঘন্টা স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে। সেই অবস্থা তাড়াতাড়ি হবে না। অস্ত্রিমে যখন এমন অবস্থা হবে তখনই বিনাশ হবে। কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হলে এই শরীর থাকবে না, চলে যাবে কেননা আত্মা পবিত্র হয়ে গেছে না! যখন নম্বরানুসারে কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে তখনই লড়াই শুরু হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রিহার্সাল চলতে থাকবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাম্বাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাম্বাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দান করতে হবে। অমৃতবেলায় উঠে বিচার সাগর মন্তন করতে হবে। শ্রীমত অনুসারে শরীর নির্বাহ করে বাবা যে হোমওয়ার্ক দিয়েছেন সেটা অবশ্যই পালন করতে হবে।

২) পুরুষার্থে কোনও বিঘ্ন সৃষ্টি হলে বাবাকে জানিয়ে শ্রীমত নিতে হবে। সার্জনকে সব বলতে হবে। বিকর্ম বিনাশ করার সময় কোনও বিকর্ম করা উচিত নয়।

বরদান:- — দেহ, সম্বন্ধ, বৈভবের বন্ধন থেকে স্বতন্ত্র বাবা সম কর্মাতীত ভব*
যে নিমিত্ত হয়ে ডায়রেকশন অনুযায়ী প্রবৃত্তিকে সামলেও আত্মিক স্বরূপে থাকে, মোহের কারণে নয়, তাকে যদি এখনই বলা হয় চলে যাও তবে চলে যাবে (এভার রেডি স্টিতি)। বিউগল (শিঙা নামক বাদ্যযন্ত্র, সমাপ্তির ঘন্টা) যখন বেজে উঠবে তখন সময় যেন ভাবতে-ভাবতেই শেষ হয়ে না যায় — তবেই বলা হবে নষ্টমোহ। সেইজন্যই সবসময় নিজেকে চেক করতে হবে যে, দেহের, সম্বন্ধের, বৈভবের বন্ধন আকর্ষণ করছে না তো! যেখানে বন্ধন সেখানেই আকর্ষণ, কিন্তু যে স্বতন্ত্র সে বাবা সম কর্মাতীত অবস্থার সমীপে।

স্লোগান:- — স্নেহ আর সহযোগের শক্তি রূপ হতে পারলে রাজধানীতেও সামনের দিকের নম্বর প্রাপ্ত হয়ে যাবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সম্পূর্ণ জ্ঞানের সারাংশ আছে, তাই তোমাদের চিত্রের দরকার নেই, তোমরা বাবাকে স্মরণ করো এবং অন্যদেরও করাও"

প্রশ্ন:- শেষ সময়ে বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে কোন জ্ঞানটি থাকবে?

উত্তর:- সেই সময়ে বুদ্ধিতে থাকবে যে, এখন আমরা ফিরে যাই নিজধাম। তারপরে সেখান থেকে নেমে আসবো চক্রে। ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামবো তারপরে বাবা আসবেন উত্তরণ কলায় নিয়ে যেতে। এখন তোমরা জানো আমরা সূর্যবংশী ছিলাম পরে চন্দ্রবংশী হই.... এতে চিত্রের দরকার নেই।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা, আত্ম অভিমানী হয়ে বসে আছো? ৮৪-র চক্র বুদ্ধিতে আছে অর্থাৎ ভ্যারাইটি জন্মের জ্ঞান আছে। বিরাট রূপের চিত্র আছে না। এই জ্ঞানও বাচ্চাদের আছে যে কীভাবে আমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি। মূল বতন থেকে সর্ব প্রথমে দেবী-দেবতা ধর্মে আসি। এই জ্ঞান বুদ্ধিতে আছে, এতে চিত্রের দরকার নেই। আমাদের কোনো চিত্র ইত্যাদি স্মরণ করতে হবে না। শেষ সময়ে শুধু এইটুকু স্মরণে থাকবে আমরা আত্মা, মূল বতনের নিবাসী, এখানে আমাদের পাট আছে। এই কথা ভুলবে না। এইসব মনুষ্য সৃষ্টি চক্রের কথা যা খুবই সিম্পল। এতে চিত্রের একেবারেই প্রয়োজন নেই কারণ এই চিত্র ইত্যাদি সবই হল ভক্তি মার্গের বস্তু। জ্ঞান মার্গে আছে শুধু পড়াশোনা। পড়াশোনাতে চিত্রের দরকার নেই। এই চিত্রগুলিকে শুধু কারেক্ট করা হয়েছে। তারা যেমন বলে যে গীতার ভগবান হলেন কৃষ্ণ, আমরা বলি শিব। এই কথাও বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে। বুদ্ধিতে এই জ্ঞান থাকে যে আমরা ৮৪-র চক্র পরিক্রমা করেছি। এখন আমাদের পবিত্র হতে হবে। পবিত্র হয়ে আবার নতুন করে পরিক্রমা করবো। এই হল সারাংশ, যা বুদ্ধিতে রাখতে হবে। যেমন বাবার বুদ্ধিতে আছে বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বা ৮৪ জন্মের চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়, ঠিক তেমনই তোমাদের বুদ্ধিতে আছে প্রথমে আমরা সূর্যবংশী তারপরে চন্দ্রবংশী হই। চিত্রের দরকার নেই। শুধু মানুষকে বোঝানোর জন্য এই চিত্র গুলি বানানো হয়েছে। জ্ঞান মার্গে বাবা শুধু বলেন - "মন্বনাভব"। যেমন এই হল চতুর্ভুজের চিত্র, রাবণের চিত্র, এই সবই বোঝানোর জন্য দেখানো হয়। তোমাদের বুদ্ধিতে তো যথার্থ জ্ঞান আছে। তোমরা চিত্র ছাড়াও বোঝাতে পারো। তোমাদের বুদ্ধিতে ৮৪-র চক্র আছে। চিত্রের দ্বারা শুধু সহজ করে বোঝানো হয়, এইসবের দরকার নেই। বুদ্ধিতে আছে প্রথমে আমরা সূর্য বংশী কুলের ছিলাম পরে চন্দ্রবংশী কুলের হই। সেখানে অনেক সুখ, যার নাম স্বর্গ, এই সব চিত্র দ্বারা বোঝানো হয়। শেষ সময়ে বুদ্ধিতে এই জ্ঞান থাকবে। এখন আমরা ফিরে যাই, পরে এসে চক্র পরিক্রমা করবো। সিঁড়ি র চিত্রে বোঝানো হয়, যাতে মানুষ সহজে বুঝতে পারে। তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞানও আছে যে কীভাবে আমরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসি। তারপরে বাবা উত্তরণ কলায় নিয়ে যান। বাবা বলেন আমি তোমাদের এইসব চিত্রের সারাংশ বুঝিয়ে বলি। যেমন বিশ্ব গোলকের চিত্রটি দেখিয়ে বোঝাতে পারো - এই হল ৫ হাজার বছরের চক্র। যদি লক্ষ বছর হতো তাহলে অসংখ্য বৃদ্ধি হয়ে যেতো। খ্রিস্টানদের দেখানো হয় ২ হাজার বছর। এতে কত মানুষ থাকে। ৫ হাজার বছরে কত মানুষ থাকে। এই সম্পূর্ণ হিসেব তোমরা বলো। সত্যযুগে পবিত্র হওয়ার দরুন কম মানুষ থাকে। এখন তো অসংখ্য আছে। লক্ষ বছরের আয়ু হলে তো সংখ্যাও হয়ে যাবে অগুনতি। খ্রিস্টানদের মতন মানুষের সংখ্যার হিসেব তো করা হয়। হিন্দুদের সংখ্যা কম দেখানো হয়। অনেকে খ্রিস্টান হয়ে গেছে। যারা খুব বুদ্ধিমান বাচ্চারা আছে, চিত্র ছাড়াও বোঝাতে পারে। বিচার করো যে এখন কত অসংখ্য মানুষ আছে। নতুন দুনিয়ায় মানুষ খুব কম থাকবে। এখন তো পুরানো দুনিয়া, যেখানে এত মানুষ আছে। তারপরে নতুন দুনিয়া কীভাবে স্থাপন হয়। কে স্থাপন করে, এইসব কথা বাবা বোঝান। তিনি ই হলেন জ্ঞানের সাগর। বাচ্চারা, তোমাদের এই ৮৪-র চক্রটি বুদ্ধিতে রাখতে হবে। এখন আমরা নরক থেকে স্বর্গে যাই, তাই খুশীর অনুভব তো হবে তাইনা। সত্যযুগে দুঃখের কোনো ব্যাপারই নেই। এমন কোনো অপ্রাপ্ত বস্তু নেই যা প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। এখানে পুরুষার্থ করতে হয়। এই মেশিন চাই, ওই চাই....সেখানে তো সর্ব সুখ বিদ্যমান। যেমন কোনো মহারাজার কাছে সর্ব সুখ বিদ্যমান থাকে। গরীবের কাছে সর্ব সুখ থাকে না। কিন্তু এই হল কলিযুগ, তাই অসুখ ইত্যাদি সবই আছে। এখন তোমরা পুরুষার্থ করো নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য। স্বর্গ-নরক সবই এখানে আছে।

এই সূক্ষ্ম বতনের যা যাতায়াত চলে, সেসব হল সময় কাটানোর জন্য। যতক্ষণ না কর্মাতীত অবস্থা হবে ততক্ষণ সময় কাটানোর জন্য এই হল খেলাধুলা করার ব্যবস্থা। কর্মাতীত অবস্থা এলেই, ব্যস। তোমাদের এই কথা স্মরণে থাকবে আমরা আত্মা এখন ৮৪ জন্ম পূর্ণ করে, এখন ফিরে যাই আত্মার নিজ ধাম। পরে এসে সতোপ্রধান দুনিয়ায় সতোপ্রধান পাট প্লে

করবো। এই জ্ঞান বুদ্ধিতে আছে, এতে চিত্র ইত্যাদির দরকার নেই। যেমন ব্যারিস্টারি পড়ে ব্যারিস্টার হয়ে গেলে সব পড়াশোনা শেষ হয়ে যায়। রেজাল্ট প্রাপ্ত হলেই প্রালব্ধ প্রাপ্তি হয়। তোমরাও পড়া করে রাজস্ব করবে। সেখানে জ্ঞানের দরকার নেই। এই চিত্র গুলিতেও ভুল ঠিক কি আছে, সবই তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। বাবা বসে বোঝান, লক্ষ্মী-নারায়ণ কে ? বিষ্ণু কি ? বিষ্ণুর চিত্র দেখে মানুষ বিভ্রান্ত হয়। না বুঝে পূজা করলে সেসব বিফল হয়ে যায়, কিছুই বোঝে না। যেমন বিষ্ণুকে বোঝে না, লক্ষ্মী-নারায়ণকেও বোঝে না। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্করকেও বোঝে না। ব্রহ্মা তো হলেন এখানে, ইনি পবিত্র হয়ে শরীর ত্যাগ করে চলে যাবেন। এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য আছে। এখানকার কর্ম বন্ধন দুঃখ প্রদানকারী। এখন বাবা বলেন নিজ ধামে ফিরে চলো। সেখানে দুঃখের নাম-গন্ধ থাকবে না। প্রথমে তোমরা নিজ ধামে ছিলে পরে রাজধানী অর্থাৎ স্বর্গে এসেছো, এখন বাবা আবার এসেছেন পবিত্র করতে। এই সময় মানুষের ভোজন খুবই খারাপ। মানুষ অখাদ্য গুলি খায়। সেখানে দেবতারা এমন অখাদ্য ভোজন গ্রহণ করে না। ভক্তি মার্গে দেখা কেমন মানুষেরও বলি দেওয়া হয়। বাবা বলেন - এইসব হল ড্রামা। পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়া হবে নিশ্চয়ই। এখন তোমরা জানো - আমরা সত্যোপধান হচ্ছি। এই কথা তো বুদ্ধি জানে, এতে চিত্র না থাকলেই ভালো। চিত্র থাকলেই মানুষ অনেক প্রশ্ন করে। বাবা ৮৪ জন্মের চক্র বুঝিয়েছেন। আমরা এইরকম সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী, বৈশ্যবংশী হই, এত গুলি জন্ম গ্রহণ করি। এইসব বুদ্ধিতে রাখতে হয়। তোমরা বাচ্চারা সূক্ষ্ম বতনের রহস্যও বুঝেছো, যোগে সূক্ষ্ম বতনে যাও, কিন্তু এতে যোগও নেই, জ্ঞানও নেই। এই হল শুধু একটি নিয়ম। বোঝানো হয়, কীভাবে আত্মাকে ডাকা হয় তারপরে যখন আসে তখন চোখের জল ফেলে, অনুতাপ হয়, আমরা বাবার কথা অমান্য করেছি। এইসব বোঝানো হয় যাতে বাচ্চারা পুরুষার্থ করে, গাফিলতি না করে। বাচ্চারা, সর্বদা এই অ্যাটেনশন রাখবে যে, আমাদেরকে নিজের সময় সফল করতে হবে, নষ্ট করবে না তাহলে মায়া গাফিলতি করাতে পারবে না। বাবাও বোঝাতে থাকেন - বাচ্চারা সময় নষ্ট করবে না। অনেককে পথ বলে দেওয়ার পুরুষার্থ করো। মহাদানী হও। বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। যে আসবে তাকেই বোঝাও এবং ৮৪-র চক্রের বিষয়ে বলো। বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি কীভাবে রিপোর্ট হয়, নাটসেল বা সারাংশে সম্পূর্ণ চক্র বুদ্ধিতে থাকা উচিত।

বাচ্চারা, তোমাদের খুশী থাকা উচিত যে, এখন আমরা এই অশুদ্ধ দুনিয়া থেকে মুক্ত হই। মানুষ ভাবে স্বর্গ-নরক সবই এইখানে। যাদের ধন আছে তারা ভাবে স্বর্গে আছি। সু-কর্মের ফল হল সুখ প্রাপ্তি। এখন তোমরা শ্রেষ্ঠ করো যার ফল রূপে ২১ জন্মের জন্য সুখ প্রাপ্ত করো। তারা তো কেবল এক জন্মের জন্য ভাবে স্বর্গে আছি। বাবা বলেন - এসব হল অল্প কালের সুখ, তোমাদের হল ২১ জন্মের। যার জন্য বাবা বলেন সবাইকে পথ বলে দাও। বাবার স্মরণ দ্বারা সুস্থ থাকবে এবং স্বর্গের মালিক হবে। স্বর্গে আছে রাজস্ব। স্বর্গকেও স্মরণ করো। রাজস্ব ছিল, এখন নেই। ভারতেরই কথা। বাকি সব হল বাইপ্লট। শেষ সময়ে সবাই ফিরে যাবো তারপরে আমরা আসবো নতুন দুনিয়ায়। এখন এই কথা বোঝাতে চিত্রের দরকার নেই। এই কথা শুধু বোঝানোর জন্য মূল বতন, সূক্ষ্ম বতন দেখানো হয়। বোঝানো হয় যদিও এইসব চিত্র ইত্যাদি ভক্তি মার্গের মানুষ বানিয়েছে। অতএব আমাদেরও কারেক্ট করে বানাতে হয়। তা নাহলে বলবে তোমরা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী তাই কারেক্ট করে বানানো হয়। ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, শঙ্কর দ্বারা বিনাশ...বাস্তবে এইসব হল ড্রামাতে পূর্ব নির্দিষ্ট। কেউ কিছু করে না। বিজ্ঞানী রা নিজের বুদ্ধি দিয়ে এইসব বানিয়েছে। যতই সবাই বলুক বোমা তৈরি করো না কিন্তু যাদের কাছে অটেল আছে তারা সেসব সমুদ্রে ফেলে দিলে অন্যরা কেউ আর বানাবে না। তারা রাখলে অন্যরাও বানাবে নিশ্চয়ই। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো সৃষ্টির বিনাশ তো অবশ্যই হবে। যুদ্ধ তো নিশ্চয়ই হবে। বিনাশ হয়, তারপরে তোমরা নিজের রাজ্য প্রাপ্ত করো। এখন বাবা বলছেন - বাচ্চারা, সকলের কল্যাণকারী হও।

বাচ্চাদের নিজের উঁচু ভাগ্য নির্মাণের উদ্দেশ্যে বাবা শ্রীমৎ প্রদান করেন- মিষ্টি বাচ্চারা, নিজের সব কিছু দীন নাথের নামে সফল করে নাও। কারো ধূলায় মিশে যায়, কারো রাজা খায়...। দীন নাথ (বাবা) নিজে বলেন - বাচ্চারা, এতে খরচ করো, এই রুহানী বা আত্মিক হাসপাতাল, ইউনিভার্সিটি খোলো তাহলে অনেকের কল্যাণ হয়ে যাবে। দীন নাথের নামে তোমরা ধন দান করো সেসব তোমরা আবার ২১ জন্মের জন্য রিটার্ন পেয়ে যাও। এই দুনিয়া শেষ হবে তাই দীন নাথের নাম যতখানি সম্ভব সফল করো। দীন নাথ হলেন শিববাবা তাইনা। ভক্তি মার্গেও দীননাথের নামে সর্বস্ব অর্পণ করা হত। এখন তো হল ডাইরেক্ট। দীন নাথের নামে বিরাট ইউনিভার্সিটি খুলতে থাকো তাহলে অনেকের কল্যাণ হয়ে যাবে। ২১ জন্মের জন্য রাজ্য-ভাগ্য পেয়ে যাবে। তা নাহলে ধন-সম্পদ সবই শেষ হয়ে যাবে। ভক্তি মার্গে শেষ হয় না। এখন তো শেষ হবে। তোমরা খরচ করো, পরে তোমরাই রিটার্ন পাবে। দীন নাথের নামে সকলের কল্যাণ করো তাহলে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। কত ভালো করে বোঝান তবু যাদের ভাগ্যে আছে তারাই খরচ করতে থাকে। নিজের পরিবারের দেখাশোনাও করতে হবে। এনার (ব্রহ্মা বাবার) এমনই পার্ট ছিল। খুব গভীর ভাবে নেশা হয়েছিল। বাবা বাদশাহী দেন তাহলে লৌকিক

সংসার যাত্রা নিয়ে কি করবে! তোমরা সবাই বাদশাহী নেওয়ার জন্য বসে আছো তো ফলো করো, তাইনা। জানো তো ইনি কীভাবে সব ত্যাগ করেছেন। নেশা হয়ে যায়, ওহো! রাজস্ব প্রাপ্ত হয়, অল্ফ পেয়েছে আল্লাহ তো বে (অংশীদার) -কেও রাজস্ব প্রদান করেছে। রাজস্ব কোনো কম নয়। খুব ভালো ফলদায়ী ব্যবসা ছিল। এখন তোমরা এই রাজস্ব প্রাপ্ত করছো, তাহলে অনেকের কল্যাণ করো। প্রথমে ভাঙি তৈরি হয়েছিল তখন কেউ পরিপক্ব হয়ে গেল, কেউ কাঁচা থেকে গেল। গভর্নমেন্ট নোট বানাতে সঠিকভাবে তৈরি না হলে আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হয়। পূর্বে তো রৌপ্য মুদ্রা চলতো। সোনা রূপা অনেক ছিল। এখন কি অবস্থা হয়েছে। কারো ধন রাজা খেয়ে নেয়, কারো ডাকাত নিয়ে যায়, ডাকাতিও অনেক হয়। দুর্ভিক্ষও হবে। এই হল রাবণ রাজ্য। রাম রাজ্য সত্যযুগকে বলা হয়। বাবা বলেন তোমাদের এমন উঁচু স্থান প্রদান করি তবুও এমন কাঙাল হও কীভাবে! এখন তোমরা বাচ্চারা এত নলেজ পেয়েছো ফলে খুশী তো হওয়াই উচিত। দিন-দিন খুশী বৃদ্ধি পাবে। যাত্রায় যত কাছে থাকবে ততই খুশী অনুভব হবে। তোমরা জানো শান্তিধাম- সুখধাম সামনে হাজির আছে। বৈকুণ্ঠের বৃক্ষ দেখা যাচ্ছে। ব্যস, এবারে পৌঁছে যাবো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও গুডমর্নিং। ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় সন্তানদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজের সময় সফল করার প্রতি সজাগ থাকতে হবে। মায়া যাতে গাফিলতি না করাতে পারে- তার জন্য মহাদানী হয়ে অনেককে পথ বলে দেওয়ার সেবায় ব্যস্ত থাকতে হবে।

২) নিজের ভাগ্য উঁচু করার চেষ্টায় দীননাথের নামে সর্বস্ব সফল করতে হবে। আত্মিক বা রুহানী ইউনিভার্সিটি খুলতে হবে।

বরদান:- কঠিন নিয়ম এবং দৃঢ় সঙ্কল্প দ্বারা আলস্য ভাব সমাপ্ত করে ব্রহ্মা বাবার মতন অক্লান্ত ভব*
ব্যাখ্যা: ব্রহ্মা বাবার মতন অক্লান্ত হওয়ার জন্য আলস্য ভাব সমাপ্ত করো। এর জন্য কঠিন নিয়ম বানাও। দৃঢ় সঙ্কল্প করো, অ্যাটেনশন রুপী পাহারাদার সর্বদা অ্যালার্ট থাকলে আলস্য ভাব সমাপ্ত হয়ে যাবে। প্রথমে স্ব-এর উপরে পরিশ্রম করো তারপরে সেবায়, তখন ধরিদ্রী পরিবর্তিত হবে। এখন শুধু "করে নেবো, হয়ে যাবে" এইসব আরামের সংকল্পের ডানলপ (আরামের গদি) ত্যাগ করো। করতেই হবে, এই স্লোগান স্মরণে থাকলে তবেই পরিবর্তন হয়ে যাবে।

স্লোগান:- সমর্থ বাণীর চিহ্ন হল - যে বাণীতে আত্মিক ভাব এবং শুভ ভাবনা থাকে ।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে ডবল অহিংসক আত্মা রূপী সেনা, তোমাদের শ্রীমত অনুযায়ী দৈবী রাজধানী স্থাপন করতে হবে"

প্রশ্নঃ - তোমারা অর্থাৎ আত্মা রূপী সেবান্বিত বাচ্চারা কোন্ ব্যাপারে সকলকে সচেতন করো ?

উত্তরঃ - তোমরা সকলকে সচেতন করো যে, এটা সেই মহাভারতের লড়াই এর সময়, এখন এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে, বাবা নূতন দুনিয়া স্থাপন করছেন। বিনাশের পরে আবার জয়জয়কার হবে। তোমাদের নিজেদের মধ্যে একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, বিনাশের পূর্বে সকলের কীভাবে বাবার পরিচয় প্রাপ্ত হবে

গীতঃ- তুমি রাত কাটালে ঘুমিয়ে আর দিন কাটালে খেয়ে। হীরে তুল্য মানব জীবন কড়ি তুল্য হয়ে যায়...

(তুনে রাত গবাই সো কে----)

ওম্ শান্তি । বাবা বোঝাচ্ছেন যে উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ হলেন ভগবান, আবার ঐনাকে উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ কমান্ডার ইন্ চিফ ইত্যাদিও বলা, কারণ তোমরা তো হলে যে সেনা। তোমাদের সুপ্রীম কমান্ডার কে ? এটাও জানো যে, দুই প্রকারের সেনা আছে - তারা হলো শরীরধারী, তোমরা হলে আত্মা রূপী । তারা হলো এই পার্থিব জগতের, তোমরা হলে অসীম জগতের। তোমাদের মধ্যে কমান্ডারস্ও আছে, জেনারেলও আছে, লেফটেন্যান্টও আছে। বাচ্চারা জানে যে, আমরা শ্রীমতের আধারে রাজধানী স্থাপন করছি। এখানে লড়াই ইত্যাদির কোনো ব্যাপার নেই। আমরা শ্রীমতের আধারে সমগ্র বিশ্বের উপর আবার নিজেদের দৈবী রাজ্য স্থাপন করছি। প্রতি কল্পে আমাদের এই পার্ট বেজে চলেছে। এই সব হলো অসীম জগতের কথা। সেই লড়াইতে এই সব কথা নেই। উচ্চতমের চেয়ে ও উচ্চ হলেন বাবা। ঐনাকে যাদুকর, রত্নাকর, জ্ঞানের সাগরও বলা হয়। বাবার মহিমা হলো অপরম-অপার। তোমাদের শুধুমাত্র বুদ্ধি দ্বারা বাবাকে স্মরণ করতে হবে। মায়া স্মরণ করতে দেয় না। তোমরা হলে ডবল অহিংসক আত্মা রূপী সেনা। তোমাদের এটাই খেয়াল রাখতে হয় যে আমরা নিজেদের রাজ্য কীভাবে স্থাপন করবো। ড্রামা অবশ্যই করাবে। পুরুষার্থ তো করতেই হবে ! যে সব ভালো-ভালো বাচ্চারা আছে তাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে হবে। শেষ পর্যন্ত তো তোমাদের মায়ার সাথে যুদ্ধ চলতে থাকবে। তোমরা এটাও জানো যে, মহাভারতের লড়াই আবশ্যই হবে। তা না হলে পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে কীভাবে। বাবা আমাদের শ্রীমত দিচ্ছেন। আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের আবার নিজেদের রাজ্য ভাগ্য স্থাপন করতে হবে। এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে আবার ভারতে জয়জয়কার হতে হবে, যার নিমিত্ত হবে তোমরা। তাই নিজেদের মধ্যে মিলিত হতে হবে, কি-কি ভাবে আমরা সার্থিস করবো। সকলকে কি বাবার ঈশ্বরীয় বার্তা শোনানো হয়েছে যে - এখন এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হবে। বাবা নূতন দুনিয়ার স্থাপনা করছেন। লৌকিক বাবাও নূতন বাড়ী তৈরী করলে বাচ্চারা খুশী হয়। সেটা হলো পার্থিব জগতের ব্যাপার, এটা হলো সমগ্র বিশ্বের ব্যাপার। নূতন দুনিয়াকে সত্যযুগ আর পুরানো দুনিয়াকে কলিযুগ বলা হয়। এখন হলো পুরানো দুনিয়া তাই জানা দরকার- বাবা কখন আর কবে এসে নূতন দুনিয়া স্থাপন করেন। তোমাদের মধ্যে নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে জানে। সবচেয়ে বড় হলেন বাবা, এছাড়া আবার নম্বর অনুযায়ী আছে মহারথী, ঘোড় সওয়ার, পেয়াদা। কমান্ডার, ক্যাপ্টেন তো শুধু উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়। তাই বাচ্চাদের নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে সবাইকে কীভাবে বাবার পরিচয় দেওয়া যায়, এটা হলো আত্মীয় সেবা। আমরা নিজেদের ভাই-বোনদের কীভাবে সচেতনতা জাগাবো যে, বাবা নূতন দুনিয়া স্থাপন করার জন্য এসেছেন। পুরানো দুনিয়ার বিনাশও সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এটা হলো সেই মহাভারত লড়াই। মানুষ তো এটাও বোঝে না যে মহাভারত লড়াই এর পর আবার কি !

তোমরা এখন ফিল(অনুভব) করো যে, এখন আমরা সঙ্গমযুগে পুরুষোত্তম হয়ে উঠছি। বাবা এখন এসেছেন পুরুষোত্তম করে তুলতে। এতে লড়াই ইত্যাদির কোনো ব্যাপারই নেই। বাবা বোঝান- বাচ্চারা, পতিত দুনিয়াতে এক জনও পবিত্র থাকতে পারে না আর পবিত্র দুনিয়াতে আবার একজনও পতিত থাকতে পারে না। এই ছোট্ট কথাটাও কেউ বোঝে না। বাচ্চারা, তোমাদের সবাইকে চিত্র ইত্যাদির সার বোঝানো হয়। ভক্তি মার্গে মানুষ জপ-তপ, দান-পূণ্য ইত্যাদি যা কিছু করে, ওতে অল্প সময়ের জন্য কাক বিষ্ঠার সমান সুখের প্রাপ্তি হয়। কিন্তু কেউ যদি এখানে এসে বোঝে তখন এই কথা

বুদ্ধিতে বসবে। এটা হলোই ভক্তির রাজ্য। জ্ঞানের লেশ মাত্রও নেই। পতিত দুনিয়াতে যেমন একজনও পবিত্র নেই, সেরকম জ্ঞানও একজন ছাড়া আর কারোর মধ্যে নেই। বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি সব হলো ভক্তি মার্গের। সিঁড়ি দিয়ে নামতেই হবে। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো, এতে নম্বর অনুযায়ী সেনা আছে। মুখ্য-মুখ্য যে কমান্ডার, ক্যাপ্টেন, জেনারেল ইত্যাদি আছে, তাদের নিজেদের মধ্যে একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে-আমরা বাবার সংবাদ কীভাবে দেবো। বাচ্চাদের বোঝানো হয়- মেসেঞ্জার(দূত), ঈশ্বরীয় দূত অথবা গুরু এক-ই হয়। বাকি সব হলো ভক্তি মার্গের। তোমরা হলে শুধু সঙ্গমযুগী। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ এইম্ অবজেক্ট একদম হলো অ্যাকিউরেট (সঠিক)। ভক্তি মার্গে সত্যনারায়ণের কথা, তিজরির কথা, অমর কথা বসে শোনানো হয়। বাবা এখন তোমাদের সত্যিকারের সত্যনারায়ণের কথা শোনাচ্ছেন। ভক্তি মার্গে হলো পাস্টের কথা (পুরানো কথা), যারা এক সময় ছিল, পরবর্তী কালে তাদেরই মন্দির ইত্যাদি তৈরী করা হয়। বাবা যেমন তোমাদের এখন পড়াচ্ছেন আবার তোমাদেরকেই ভক্তিমার্গের স্মরণিক করে তুলবেন। সত্যযুগে শিব বা লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদির কোনো চিত্র হয় না। জ্ঞান আর ভক্তি সম্পূর্ণ আলাদা। এটাও তোমরা জানো, সেইজন্য বাবা বলেছেন *হিয়ার নো ইভিল, টক নো ইভিল...*

বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে এখন কতো খুশী রয়েছে, নূতন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। সুখধামের স্থাপনার জন্য বাবা আমাদের আবার ডায়রেকশন দিচ্ছেন, তাতেও নম্বর অনুযায়ী ডায়রেকশন প্রাপ্ত হয়, পবিত্র হও। সবাই তো হলো পতিত, তাই না ! তাই ভালো-ভালো বাচ্চা যারা, তাদের নিজেদের মধ্যে একত্রিত হয়ে আলোচনা করতে হবে যে, কীভাবে সার্ভিস বৃদ্ধি করা যেতে পারে, গরীবকে কীভাবে মেসেজ দেওয়া হবে, বাবা তো পূর্ব কল্পের মতনই এসেছেন। তিনি বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে অর্থাৎ এই বাবাকে স্মরণ করো। রাজধানী অবশ্যই স্থাপন হবে। অবশ্যই বুকতে পারবে। যারা দেবী-দেবতা ধর্মের নয় তারা বুকতে পারবে না। বিনাশের সময় ঈশ্বরের প্রতি বিপরীত বুদ্ধি হয় যে না। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা জানো যে আমাদের দৌলত আছে সেইজন্য তোমাদের না বিকারে যেতে হয় না লড়াই-ঝগড়া করতে হয়। তোমাদের ব্রাহ্মণ ধর্ম হলো অনেক উচ্চ মানের। ওরা শূদ্র ধর্মের, তোমরা ব্রাহ্মণ ধর্মের। তোমরা উচ্চ শিখর, ওরা পা। উচ্চ শিখরের উর্ধ্বে হলেন উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ভগবান, নিরাকার। *এই চোখ দ্বারা না দেখার কারণে বিরাট রূপে উচ্চ শিখর বা ব্রাহ্মণ আর শিববাবাকে দেখানো হয় না। শুধুমাত্র বলে দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র দেখানো হয়। * যারা দেবতা হয় তারাই আবার পুনর্জন্ম নিয়ে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়ে ওঠে। *বিরাট রূপের অর্থও কেউ জানে না*। এখন তোমরা জানো বলে কারেক্ট(সঠিক) চিত্র তৈরী করতে হবে। শিববাবাকেও দেখানো হয়েছে আর ব্রাহ্মণও দেখানো হয়েছে, তোমাদের এখন সবাইকে এই মেসেজ দিতে হবে যে, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। তোমাদের কাজ হলো মেসেজ(সংবাদ) দেওয়া। বাবার মহিমা যেমন অপরম অপার, সেইরকম ভারতেরও অনেক মহিমা সুখ্যাত। *এটাও কেউ সাতদিন ধরে শুনলে তখন বুদ্ধিতে বসবে*। বলে সময় নেই। আরে অর্ধেক-কল্প ধরে ডেকে এসেছো, এখন তিনি প্র্যাকটিক্যালি এসেছেন। বাবাকে আসতেই হয় শেষে (কলিযুগের অন্তে)। এটাও তোমরা ব্রাহ্মণরা জানো নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। অধ্যয়ণ শুরু করলে আর দূত বিশ্বাস জন্মালো। প্রিয়তম এসেছেন, যাকে আমরা ডেকে এসেছি, অবশ্যই কোনো শরীরে এসে থাকেন। ঔনার তো নিজের শরীর নেই। বাবা বলেন, আমি ঔনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সৃষ্টি চক্রের, রচয়িতা আর রচনার নলেজ দিই। এটা আর কেউ জানে না। এটা হলো অধ্যয়ণ। অনেক সহজ করে বোঝানো হয়। বাবা বলেন, আমি তোমাদের কতো ধনবান করি। কল্প-কল্প তোমাদের মতোন পবিত্র আর সুখী কেউ নেই। বাচ্চারা, তোমরা এই সময় সকলকে জ্ঞান প্রদান করো। বাবা তোমাদের রত্নের দান দেন, তোমরা অপরকে তা দাও। ভারতকে স্বর্গ করে তোলা। তোমরা নিজেদের তন-মন-ধন দিয়ে শ্রীমতের আধারে ভারতকে স্বর্গ করে তুলছো। কতো উচ্চ কার্য। তোমরা হলে গুপ্ত সেনা, কারোরই জানা নেই। তোমরা জানো যে আমরা বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত করছি, শ্রীমত দ্বারা শ্রেষ্ঠ হচ্ছে। বাবা এখন বলেন মামেকম্ (একমাত্র আমাকে) স্মরণ করো। কৃষ্ণ তো বলতে পারে না, তিনি তো ছিলেন প্রিন্স। তোমরা তো প্রিন্স হচ্ছে ! সত্যযুগ-ত্রৈতাতে হলো পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ। অপবিত্র রাজারা পবিত্র রাজা-রাণী লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করে। পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের যারা তাদের রাজ্য চলতে থাকে আবার হয়ে যায় অপবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ। অর্ধেক-অর্ধেক হলো, তাই না। দিন আর রাত। *লক্ষ বছরের ব্যাপার হলে তবে তো অর্ধেক অর্ধেক হতে পারে না। লক্ষ বছর হলে তবে হিন্দু যারা বাস্তবে দেবতা ধর্মের তাদের সংখ্যা অনেক বড় হওয়া উচিত। অগণিত হওয়া উচিত। এখন তো জনগণনা করা হয়, তাই না !* এটা ড্রামাতে নির্ধারিত আছে, আবারও হবে। মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এটা সেই মহাভারত লড়াই। তাই নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়ে সার্ভিসের প্ল্যান তৈরী করতে হবে। সার্ভিস করতেও থাকতে হবে। নূতন-নূতন চিত্র বের করে, প্রদর্শনীও করা হয়। আচ্ছা, তবে কি করা যায় ? খুব সুন্দর করে আধ্যাত্মিক মিউজিয়াম তৈরী করো। কেউ নিজে দেখে গেলে আবার অপরকে পাঠাবে। গরীব বা বিতশালীদের মধ্যে থেকে ধার্মিক তো বের হবেই ! বিতশালীদের হলে বেশী করে সরিয়ে রাখবে, এখানেও সেই রকম। কেউ এক হাজার বের করবে, কেউ কম। কেউ দু

টাকাও পাঠিয়ে দেয়। বলে এক টাকার ইট লাগিয়ে দিও। এক টাকা ২১ জন্মের জন্য জমা হয়ে যায়। এট হলো গুপ্ত। গরীবের এক টাকা, বিতশালীর এক হাজারের সমান হয়ে যায়। গরীবের কাছে থাকেই কম তো কি আর করবে। এরও হিসাব আছে। কোনো ব্যবসায়ী, সে যদি ধার্মিক হয়, তখন কি করা উচিত। বাবাকে সহযোগ দিতে হবে। বাবা আবার রিটার্নে ২১ জন্মের জন্য দেন। বাবা এসে গরিবদের সাহায্য করেন। এখন তো এই দুনিয়াই থাকবে না। সব মাটিতে মিশে যাবে। তোমরা এটাও জানো যে, স্থাপনা অবশ্যই হবে পূর্ব কল্পের অনুরূপ। নিরাকার বাবা বলেন - বাচ্চারা, দেহের সকল ধর্ম ত্যাগ করে এক বাবাকে স্মরণ করো। *এই ব্রহ্মাও তো হলেন (শিব বাবার) রচনা। ব্রহ্মা কার বাচ্চা, কে ক্রিয়েট করেছেন। ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্করকে কীভাবে ক্রিয়েট (সৃষ্টি) করে, এটাও কেউ জানে না। বাবা এসে সত্য কথা বোঝান। ব্রহ্মাও অবশ্যই মনুষ্য সৃষ্টির মধ্যই পড়বে। ব্রহ্মার বংশ তালিকা গাওয়া হয়ে থাকে। ভগবান মানুষ সৃষ্টির রচনা কীভাবে রচয়িত করেন, এটা কেউ জানে না। ব্রহ্মার তো এখানে থাকা চাই। বাবা বলেন - যার মধ্যে আমি প্রবেশ করেছি, ইনিও অনেক জন্মের শেষ জন্ম অতিবাহিত করেছেন। ইনি সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেছেন। ব্রহ্মা কোনো ক্রিয়েটার নন। ক্রিয়েটার তো একই- নিরাকার। আত্মারাও হলো নিরাকার। আত্মারা হল অনাদি। কেউই ক্রিয়েট করেনি। তবে ব্রহ্মা কোথা থেকে এলেন। বাবা বলেন - আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে নাম পরিবর্তন করে দিয়েছি। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরও নাম পরিবর্তন করেছিলাম। তোমরা হলে রাজাশি। যজ্ঞের শুরুতে সন্ধ্যাস করে সাথে থেকেছে বলে তোমাদের নাম পরিবর্তন করে দিয়েছিলাম। দেখলাম মায়া তোমাদেরকে খেয়ে ফেলছে (গ্রাস করেছে), তাই মালা তৈরী করা, নাম রাখা ছেড়ে দিয়েছি।

আজকাল দুনিয়াতে প্রতিটা ব্যাপারে অনেক শঠ লোক আছে। দুধের জন্যও শঠতা। সত্যিকারের জিনিস তো পাওয়া যায় না। বাবার বিষয়েও শঠতা। নিজেকেই ভগবান বলতে থাকে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে - আত্মা কি, পরমাত্মা কি। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে আছে। বাবা জানেন কে কীভাবে পড়ে আর আবার পড়ায় কীভাবে, কি পদ প্রাপ্ত করবে। তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, আমরা বাবার দ্বারা ওয়ার্ল্ডের ক্রাউন প্রিন্স হচ্ছি। তো এরকম পুরুষার্থ করে দেখাতে হবে। আমি রাজমুকুট শোভিত প্রিন্স (ক্রাউন প্রিন্স) হয়েছি। আবার ৮৪ জন্মের চক্রে আবর্তিত হয়ে এখন আবার হচ্ছি। এটা হলো নরক, এতে কিছুই নেই। আবার বাবা এসে ভান্ডার ভরিয়ে দিয়ে মৃত্যু কন্টক দূর করে দেন। তোমরা সবাইকে জিজ্ঞাসা করো এখানে ভান্ডার ভরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে যে না! অমরপুরীতে মৃত্যু আসতে পারে না। বাবা এসেই থাকেন ভান্ডার ভরিয়ে তুলে কাল(মৃত্যু) কন্টক দূর করে দিতে। সেটা হলো অমরলোক, এটা হলো মৃত্যুলোক। এইরকম মিষ্টি-মিষ্টি কথা শুনে নিয়ে শোনাতে হবে। ফালতু নয়। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) বাবা বিশ্বের মালিক হয়ে ওঠার পড়াশুনা পড়াতে এসেছেন, সেইজন্য এরকম ব'লো না যে, লেশ মাত্রও সময় নেই। শ্রীমতের আধারে তন-মন-ধন দ্বারা ভারতকে স্বর্গ করে তোলার সেবা করতে হবে।

২) নিজেদের মধ্যে অনেক মিষ্টি-মিষ্টি জ্ঞানের কথা শুনতে আর শোনাতে হবে। বাবার এই ডায়রেকশন সর্বদা স্মরণে থাকে- হিয়ার নো ইভিল, টক্ নো ইভিল...।

বরদানঃ পুরুষার্থের সূক্ষ্ম আলস্যকেও ত্যাগ করতে সমর্থ অলরাউন্ডার অ্যালাট ভব*
পুরুষার্থে ক্লান্তি আসা হল আলস্যের লক্ষণ। আলস্য যাদের থাকে তারা শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, উৎসাহ-উদ্দীপনা যাদের থাকে তারা অক্লান্ত থাকে। পুরুষার্থ করতে করতে যারা মনমরা হয়ে পড়ে তাদেরই আলস্য আসে, তারা ভাবে কি করবো এতোটাই হতে পারে, বেশী হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সাহস নেই, চলছি তো, করছি তো - এখন এই সূক্ষ্ম আলস্যেরও নামমাত্রও-চিহ্ন যেন না থাকে, এর জন্য সর্বদা অ্যালাট, এভারেডি আর অলরাউন্ডার হয়ে ওঠো।

স্লোগানঃ সময়ের মহত্বকে সামনে রেখে সর্ব প্রাপ্তির খাতা ফুল(সম্পূর্ণ) জমা করো।*

ডবল বিদেশি ভাই-বোনেরদের সমর্পণ সমারোহ উপলক্ষে অব্যক্ত বাপদাদার মহাবাক্য

আজ বাপদাদা এই শ্রেষ্ঠ দিনের জন্য বিশেষ স্নেহপূর্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আজ কোন্ সমারোহ তোমরা উদযাপন করেছ ? যেমনই হোক, বাইরের দৃশ্য তো সুন্দর ছিলই। কিন্তু সকলের উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং দূত সঙ্কল্পের, হৃদয়ের আওয়াজ দিলারাম বাবার কাছে পৌঁছেছে। সুতরাং, আজকের দিনকে বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরা দূত সঙ্কল্প সমারোহ বলা হবে। যখন থেকে বাবার হয়েছ, তখন থেকেই সম্বন্ধ ছিল আর থাকবেও। কিন্তু এই বিশেষ দিন বিশেষ রূপে পালন করেছ, একে বলা হবে দূত সঙ্কল্প করেছ। যাই হয়ে যাক, যদি মায়ার তুফানও আসে, যদি বিভিন্ন পরিস্থিতিরও উদ্ভব হয়, প্রকৃতির কোনও চাঞ্চল্যকর দৃশ্যও যদি নজরে আসে, লৌকিক বা অলৌকিক সম্বন্ধে যদি কোনরকম সার্কমস্ট্যান্সও উৎপত্তি হয়, যদি তোমার মনে জোরালো তুফানের উদ্বেক হয়, তবুও এই সমস্ত ব্যাপারে *এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়। এক বল এক ভরসা* - এই দূত সঙ্কল্প করেছ নাকি শুধু স্টেজে বসে আছ ? ডবল স্টেজে বসেছিলে নাকি সিঙ্গেল স্টেজে ? একটা ছিল এই স্থূল স্টেজ, দ্বিতীয় ছিল দূত সঙ্কল্পের স্টেজ, দূততার স্টেজ। তাহলে ডবল স্টেজে বসেছিলে, তাই তো ? তোমরা পরেছিলে খুব সুন্দর কণ্ঠহার ! শুধুই এই হার পরেছ নাকি সফলতারও হার পরেছ ? সফলতা গলার হার। এই দূততাই সফলতার আধার। এই স্থূল হারের সাথে সফলতার হারও তো পরেছিলে, তাই না ! বাপদাদা ডবল দৃশ্য দেখেন। শুধু সাকার রূপের দৃশ্যই দেখেন না। কিন্তু সাকার দৃশ্যের সাথে সাথে আত্মিক স্টেজ মনের দূত সঙ্কল্প আর সফলতার শ্রেষ্ঠ মালা এই দুটোই দেখছিলেন। বাবা ডবল মালা আর ডবল স্টেজ দেখছিলেন। তোমরা সকলে দূত সঙ্কল্প করেছিলে। খুব ভালো। যা কিছুই হোক না কেন, সম্বন্ধের দায়িত্ব তোমাদের পালন করতে হবে। পরমাত্মা-ভালোবাসার দায়িত্ব সদা পালন করে সফলতা অর্জন করতে হবে। এটা নিশ্চিত যে সফলতা গলার হার। এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় - এটাই দূত সঙ্কল্প। যখন শুধুই এক তখন তোমাদের একরস স্থিতি নিজে থেকেই আরও সহজ হয়। সর্ব সম্বন্ধের অবিনাশী তার জুড়েছ, তাই না ! একটা সম্বন্ধ কম হলেও চঞ্চলতা হবে, সেইজন্য সর্ব সম্বন্ধের তাগা বেঁধেছ। কানেকশন জুড়েছ, সঙ্কল্প করেছ। সর্ব সম্বন্ধ আছে নাকি শুধু মুখ্য তিন সম্বন্ধ আছে ? যদি সর্ব সম্বন্ধ থাকে, তবে সর্বপ্রাপ্তি আছে। সর্ব সম্বন্ধ না থাকলে কোন না কোন প্রাপ্তির অভাব থেকে যায়। এই সমারোহ ছিল সকলের জন্য, তাই না ! এই দূত সঙ্কল্প থাকায়, ভবিষ্যৎ পুরুষার্থেও তোমাদের বিশেষ লিফ্ট লাভ হয়। এই বিধিও বিশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়িয়ে দেয়। বাপদাদাও সব বাচ্চাকে দূত সঙ্কল্প করার সমারোহের অভিনন্দন জানান এবং বরদান দেন - "সদা অবিনাশী ভব। অমর ভব।"

আজ এশিয়ার গ্রুপ বসে আছে। এশিয়ার বিশেষত্ব কি ? বিদেশ সেবার প্রথম গ্রুপ জাপানে গেছে, এটা তো বিশেষত্ব, তাই না ! সাকার বাবার প্রেরণা অনুযায়ী বিদেশ সেবার বিশেষ নিমন্ত্রণ আর সেবার আরম্ভ জাপান থেকে হয়েছে। সুতরাং, স্থাপনায় এশিয়ার নম্বর এগিয়ে আছে, আছে না ? বিদেশ থেকে এটাই ছিল প্রথম নিমন্ত্রণ। আর অন্য ধর্মের লোকের নিমন্ত্রণে সেবার আরম্ভ এশিয়া থেকে শুরু হয়েছে। সুতরাং এশিয়া কতো লাকি ! আর দ্বিতীয় বিশেষত্ব - এশিয়া ভারতের সবচেয়ে কাছে। যারা কাছের তাদের অত্যধিক প্রিয় বলা হয়। হারানিধি বাচ্চারা গোপনে আছে। সব স্থানে কতো ভালো ভালো রত্ন বেরিয়েছে। কোয়ালিটি যদিও কম, কিন্তু কোয়ালিটি আছে। তোমাদের পরিশ্রমের ফল ভালো। এইভাবে ধীরে ধীরে এখন সংখ্যা বাড়ছে। তোমরা সবাই স্নেহী, সবাই লাভলি। প্রত্যেকে একে অন্যের থেকে অধিক স্নেহী। এটাই ব্রাহ্মণ পরিবারের বিশেষত্ব, তোমরা প্রত্যেকে এটাই অনুভব কর যে অন্যের থেকে তোমার স্নেহ বেশি আর বাবার স্নেহও তোমার প্রতি বেশি। তোমাকেই বাপদাদা এগিয়ে রাখেন। সেই কারণে ভক্তিমার্গের লোকে খুব ভালো অর্থপূর্ণ ছবি বানিয়েছে। তারা প্রত্যেক গোপীর সাথে বল্লভকে দেখিয়েছে। শুধু এক রাধার সাথে বা আট পাটরাণীর সাথে নয়, প্রত্যেক গোপীর সাথে গোপীবল্লভ আছেন। যেমন, যখন দিলওয়ারা মন্দিরে যাও তখন তো তোমরা নোট কর, কোনটা তোমার ছবি, কোনটা তোমার কুঠি, তাই না ! তাহলে কি এই রাসমন্ডলেও তোমাদের সবার চিত্র আছে ? এটা বলাই হয় মহারাস। এই মহারাজের অনেক বড় গায়ন আছে। বাপদাদার প্রত্যেকের থেকে প্রত্যেকের প্রতি ভালোবাসা অধিক। বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চার শ্রেষ্ঠ ভাগ্য দেখে উৎফুল্ল হন। কতিপয় হলেও কিন্তু কোটি কোটির মধ্যে কতিপয়। পদমাপদম ভাগ্যবান ! দুনিয়ার তুলনায় যদি দেখ তবে এত কোটির মধ্যে থেকে তোমরা মুষ্টিমেয়, তাই না ! জাপান তো কতবড় কিন্তু বাবার বাচ্চা কতই বা আছে ! তাহলে কোটি কোটির মধ্যে মুষ্টিমেয়ই তো হলে, তাই না ! বাপদাদা প্রত্যেকের বিশেষত্ব এবং ভাগ্য দেখেন। কোটির মধ্যে কতিপয় হারানিধি ! বাবার কাছে সবাই বিশেষ আত্মা। বাবা কাউকে সাধারণ, কাউকে বিশেষ দেখেন না। সবাই বিশেষ। এই দিকে বেশি বৃদ্ধি হতে চলেছে, কারণ এই পুরো সাইডে বিশেষ ডবল সেবা। এক তো তারা

অনেক ভ্যারাইটি ধর্মের, আর এই দিকে অনেক আত্মা সিন্ধু থেকে বেরিয়েছে। তোমরা তাদের সেবাও ভালোভাবে করতে পার। তাদেরকে যদি কাছে নিয়ে আসতে পার তবে তাদের সহযোগে অন্যান্য ধর্মের দিকেও সহজে পৌঁছাতে পারবে। ডবল সেবা দ্বারা ডবল বৃদ্ধি করতে পার। তাদের মধ্যে হয় সুনিশ্চিত ভাবে, নয়তো নাকারাত্মক ভাবে বীজ বোনা হয়ে আছে। তারা পরিচিত হওয়ার কারণে সম্বন্ধে সহজে আসতে পারে। অনেক সেবা করতে পার, কারণ এই পরিবার সকল আত্মার। ব্রাহ্মণ সব ধর্মের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। এমন কোন ধর্ম নেই যেখানে ব্রাহ্মণ পৌঁছায়নি। এখন সব ধর্ম থেকে তারা বেরিয়ে আসছে। আর যারা ব্রাহ্মণ পরিবারের তাদের তো আপন বোধ হবেই, তাই না ! এমন যেন কিছু হিসেব-নিকেশের জন্য সেখানে গেছে, এখন আবার নিজের পরিবারে ফিরে এসেছে। কোথা কোথা থেকে তোমরা এসে নিজের সেবার ভাগ্য নেওয়ার নিমিত্ত হয়ে গেছ। এটা কোন কম ভাগ্য নয়। অতি শ্রেষ্ঠ ভাগ্য। অতি মহান আত্মা হয়ে যাও তোমরা। মহাদানী, মহান সেবাধারীদের লিস্টে এসে পৌঁছাও। সুতরাং নিমিত্ত হওয়াও এক বিশেষ গিফ্ট। আর এই গিফ্ট ডবল বিদেশিরা লাভ করে। সামান্যই অনুভব করেছে আর সেন্টার স্থাপন করার নিমিত্ত হয়ে যাও। সুতরাং এও লাস্ট সো ফাস্ট যাওয়ার একটা বিশেষ গিফ্ট। সেবা করায় তোমাদের মেজরিটির স্মৃতিতে থাকে, তোমরা নিমিত্ত যাই করবে বা যেভাবেই চলবে, তোমাদের দেখে অন্যেরা করবে। সুতরাং এটা ডবল অ্যাটেনশন হয়। ডবল অ্যাটেনশন হওয়ার কারণে ডবল লিস্ট হয়ে যায়। বুঝেছ - ডবল বিদেশিদের ডবল লিস্ট। এখন সবদিকে ভূমি ঠিক হয়ে গেছে। লাঙল চষা হয়ে গেলে জমি ঠিক হয়ে যায়, তাই না ! আবার ফলও ভালো হয় আর সহজে ফল ধরে। আচ্ছা - এশিয়ার বড়ো মাইকের আওয়াজ ভারতে শীঘ্রই পৌঁছাবে, সেইজন্য এইরকম মাইক প্রস্তুত করে। আচ্ছা !

বড়ো দাদীদের সঙ্গে :- তোমাদের মহিমায় কি বলা যাবে ! বাবার জন্য যেমন বলা হয় - *সাগরকে কালি বানিয়ে, ধরণীকে কাগজ বানিয়ে তোমরা সব দাদীর মহিমা এইরকমই। বাবা যদি তোমাদের মহিমা শুরু করেন তাহলে সারা দিন-রাত চলবে, এক সপ্তাহের কোর্সের মতো হয়ে যাবে। তোমরা ভালো, সবার রাস ভালো। সবার রাশি এক, আর তোমরা সবাই ভালো রাস কর। হাতে হাত ধরা অর্থাৎ তোমাদের বিচারের মিল করা, এটাই রাস। তাইতো বাপদাদা দাদীদের এই রাস নিরন্তর দেখতে থাকেন। অষ্ট রত্নরাজির রাস এটাই।

তোমরা দাদীরা পরিবারের বিশেষ অলঙ্করণ। যদি অলঙ্করণ না হয় তাহলে শোভা হয় না। সেইজন্য তো সবাই সেই স্নেহই তোমাদের দেখে।

বৃজেন্দ্রা দাদীর সাথে :- ছেলেবেলা থেকে লৌকিকে, অলৌকিকে শৃঙ্গার করছ, শৃঙ্গার করতে করতে নিজেই শৃঙ্গার হয়ে গেছ। এইরকমই তো, তাই না ! বাপদাদা যে শুধু মহাবীর মহারথী বাচ্চাদের সদা স্মরণ করেন তা নয়, তিনি তাদের তাঁর মধ্যে সমাহিত করেন। যারা সমাহিত হয়ে আছে তাদের স্মরণ করারও প্রয়োজন নেই। বাপদাদা সদাসর্বদা প্রত্যেক বিশেষ রত্নকে বিশ্বের সামনে প্রত্যক্ষ করান। সুতরাং তুমি বিশেষ আত্মা বিশ্বের সামনে প্রত্যক্ষ হতে চলেছ। প্রত্যেকের খুশির নীরব সমর্থন পাওয়া, এক্সট্রা লাভ। তোমার খুশি দেখে সকলে খুশির রসদ পেয়ে যায়, সেইজন্য তোমাদের সবার আয়ু বৃদ্ধি হচ্ছে, কারণ সবসময় সকলের থেকে স্নেহ - আশীর্বাদ তোমার প্রাপ্ত হতে থাকে। এখন তো অনেক কাজ করতে হবে, সেইজন্য তুমি পরিবারের শোভা। সবাই কতো ভালোবাসার সাথে দেখে। যেমন কারও মাথার উপর থেকে যদি আচ্ছাদন সরে যায় তবে মাথা কী করে বাঁচবে! ছাতার আশ্রয়ে যারা থাকে, তাদের থেকে যদি তা সরে যায়, তবে কি রকম লাগবে ! তোমরাও তো পরিবারের ছত্র।

নির্মলশান্তা দাদীর সাথে:- মধুবনে নিজের স্মরণিক সবসময়ই দেখতে থাক। স্মরণিক স্মরণ করার জন্যই তো হয়। যতই হোক, তোমার স্মরণ স্মরণিক বানিয়ে দেয়। চলতে ফিরতে পুরো পরিবার নিমিত্ত হওয়া আধারমূর্তি স্মরণে আসতে থাকে। তাহলে তো তুমি আধারমূর্তি। স্থাপনার কার্যের আধার মূর্তি সুদৃঢ় হওয়ার কারণে এই বৃদ্ধির এবং উন্নতির বিন্দ্বিং কতো মজবুত হচ্ছে। কারণ ? আধার অভেদ্য। আচ্ছা !

ডবল লাইট হও (অব্যক্ত মূরলী থেকে বাচ্চাই করা অমূল্য রত্ন)

ডবল লাইট অর্থাৎ আত্মিক স্বরূপে স্থিত হওয়াতে হালকাভাব নিজে থেকেই হয়ে যায়। এইরকম ডবল লাইটকেই ফরিস্তা বলা যায়। ফরিস্তা কখনো কোনও রকম বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। পুরানো এই দুনিয়ার, পুরানো দেহের আকর্ষণে আসে না, কারণ তারা তো হয়ই ডবল লাইট।

ডবল লাইট অর্থাৎ সদা উড়তি কলার অনুভব করে, কারণ যে হালকা হয় সে সদা উঁচুতে ওড়ে, যাদের বোঝা থাকে তারা নীচে থাকে। সুতরাং ডবল লাইট আত্মা হওয়া অর্থাৎ কোনও বোঝা না থাকা, কারণ কোনও বোঝা হলে তবে উঁচু স্থিতিতে উড়তে দেবে না। ডবল দায়িত্ব হলেও ডবল লাইট থাকলে লৌকিক দায়িত্বে কখনো ক্লান্ত হবে না, কারণ তুমি ট্রাস্টি এবং ট্রাস্টি কখনও ক্লান্ত হতে পারে না। ট্রাস্টির আর কি ক্লান্তি! নিজের ঘর-পরিবার, নিজের সংসার ভাবলে তবেই বোঝা। নিজেরই নয়, সুতরাং বোঝা কোন বিষয়ের! একদম স্বাভাবিক বজায় রেখে প্রিয় হওয়া। বালক তথা মালিক।

সদা নিজেকে বাবার কাছে সমর্পণ করে দাও, তবে সদা হালকা থাকবে। নিজের দায়িত্ব বাবাকে দিয়ে দাও, তাহলে নিজে হালকা হয়ে যাবে। বুদ্ধির দ্বারা স্যারেন্ডার হয়ে যাও। যদি বুদ্ধি দ্বারা স্যারেন্ডার হও তবে এর কোনো বিষয় বুদ্ধিতে আসবে না। ব্যস্ সবকিছু বাবার, সবকিছু বাবাকে, তাহলে তো আর কিছুই থাকল না। ডবল লাইট অর্থাৎ সংস্কার স্বভাবেরও বোঝা না হওয়া, ব্যর্থ সঙ্কল্পেরও বোঝা নয় - একে বলা যায় হালকা। যত হালকা হবে ততই সহজে উড়তি কলার অনুভব করবে। যদি যোগে সামান্যও পরিশ্রম করতে হয় তাহলে অবশ্যই কোনও বোঝা থেকে যাচ্ছে। সুতরাং বাবা, বাবার আধার নিয়ে নিরন্তর উড়তে থাক।

সদা এই লক্ষ্য যেন স্মরণে থাকে যে তোমাকে বাবার সমান হতে হবে, যেমন বাবা লাইট সেরকম ডবল লাইট। যখন অন্যদের দেখ তখন দুর্বল হয়ে পড়, সী ফাদার, ফলো ফাদার কর। উড়তি কলার শ্রেষ্ঠ সাধন শুধু একটা শব্দ - 'সবকিছু তোমার।' 'আমার' শব্দের পরিবর্তন করে 'তোমার' করে দাও। যখন বলো, আমি তোমার, তখন আত্মা লাইট। আর যখন 'সবই তোমার' তখন লাইট অর্থাৎ হালকা অনুভব করবে। যেমন শুরুতে তোমরা অভ্যাস করতে - হেঁটে যাচ্ছ কিন্তু স্থিতি এমন যাতে অন্যেরা ভাবত যে একটা লাইট চলে যাচ্ছে। তাদের শরীর দৃশ্যগোচর হতো না, এই অভ্যাসে সব পেপারে তোমরা পাস হয়ে গেছ। সুতরাং এখন যে সময় আসছে, খুব খারাপ। অতএব, ডবল লাইট থাকার অভ্যাস বাড়ো। সদাই তোমার লাইট রূপ যেন পরিলক্ষিত হয় - এটাই সফটি। তারা সেবাস্থানে আসার সাথে সাথে তাদের লাইটের দুর্গ দেখতে দাও।

যেমন বিদ্যুতের (লাইটের) কানেকশনে বড়-বড়ো মেশিনারি চলে। তোমরা সবাই সব কর্ম করার সময় কানেকশনের আধারে নিজেও ডবল লাইট হয়ে চলতে থাক। যেখানে ডবল লাইটের স্থিতি থাকে, সেখানে পরিশ্রম আর মুশকিল শব্দ সমাপ্ত হয়ে যায়। এই সব হল আমার, এমন ভাব সমাপ্ত করে ট্রাস্টি ভাবের বোধ আর ঈশ্বরীয় সেবার উপলব্ধি হলে তবেই ডবল লাইট হয়ে যাবে। কেউ তোমাদের নিকট সম্পর্কে এলে তারা যেন অনুভব করে ইনি কোনো আধ্যাত্মিক ব্যক্তি, অলৌকিক। শুধুমাত্র তোমাদের ফরিস্তা রূপই যেন তাদের নজরে আসে। ফরিস্তা সদা উঁচুতে থাকে। চিত্ররূপেও যদি ফরিস্তাদের দেখানো হয় তো তারা পাখাসমেত অঙ্কিত হয়। কারণ তারা উড়ন্ত বিহঙ্গ।

নিরন্তর খুশির দোলায় দুলতে ও সকলের বিঘ্নহর্তা অথবা সকলের মুশকিল সমাপ্তকারী তখনই হতে পারবে, যখন তোমরা স্থিরসঙ্কল্প হবে এবং স্থিতি ডবল লাইট হবে। আমার কিছু নয়, সবকিছু বাবার। যখন বোঝা নিজের সাথে রাখ, তখন সবরকম বিঘ্ন উৎপন্ন হয়। 'আমার নয়' তো আমি বিঘ্নরহিত। সদা নিজেকে ডবল লাইট মনে করে নিরন্তর সেবা করে যাও। সেবাতে যত হালকাভাব হবে ততই সহজে উড়বে উড়াবে। ডবল লাইট হয়ে সেবা করা, স্মরণে থেকে সেবা করা - এটাই সফলতার আধার।

দায়িত্ব পালন করাও আবশ্যিক, কিন্তু যতবড় দায়িত্ব তোমাদের ততখানিই ডবল লাইট হতে হবে। দায়িত্ব পালনের মধ্যে থেকেও দায়িত্বের বোঝা থেকে স্বতন্ত্র থাকা, একেই বলে বাবার প্রিয় হওয়া। কি করব, অনেক দায়িত্ব আমার...এইরকম চিন্তা করে ঘাবড়ে যেয়োনা। এটা করব নাকি করব না... এতো করা খুব কঠিন! এই অনুভব হওয়া অর্থাৎ বোঝা হবে! ডবল লাইট অর্থাৎ এই উপলব্ধির উর্ধ্বে। যেকোনো দায়িত্ব-কর্মের বোধে চঞ্চলতার বোঝা হতে দিও না। সদা ডবল লাইট স্থিতিতে থেকে নিশ্চয়বুদ্ধি, নিশ্চিত হবে। উড়তি কলায় থাকবে। উড়তি কলা অর্থাৎ সবচেয়ে উঁচু স্থিতি। এমন আত্মাদের বুদ্ধিরূপী পা ধরণীর উপরে থাকবে না। ধরণী অর্থাৎ দেহভাবের উর্ধ্বে। যারা দেহভাবের ধরণী থেকে উপরে থাকে তারা সদা ফরিস্তা।

এখন ডবল লাইট হয়ে দিব্য বুদ্ধিরূপী বিমান দ্বারা সবচেয়ে উচ্চ শিখরের স্থিতিতে স্থিত হয়ে বিশ্বের সকল আত্মার প্রতি লাইট আর মাইটের শুভ ভাবনা আর শুভ কামনার সহযোগের তরঙ্গ ছড়িয়ে দাও। এই বিমানে উঁচুতে উড়তে বাপদাদার রিফাইন শ্রেষ্ঠ মত অনুসরণ করতে হবে। তার মধ্যে সামান্যতম মন-মত, পরমতের জঞ্জাল পড়তে দিও না।

বরদান:- প্রতিটি সেকেন্ড এবং প্রতিটি সঙ্কল্পের মহত্ব জেনে পুণ্যের পুঁজি জমা করে পদমাপদমপতি ভব*
তোমরা সব পুণ্য আত্মার সঙ্কল্পে বিশেষ শক্তি এত আছে, যে শক্তি দ্বারা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পার।
যেমন, আজকাল যন্ত্রের সাহায্যে মরুভূমিও সবুজে ভরে ওঠে, পাহাড়েও ফুল বিকশিত হয়, এইভাবে
তোমরাও তোমাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের দ্বারা নিরাশকে আশাপ্রদ বানাতে পার। শুধু প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা
সঙ্কল্পের ভ্যালু জেনে সঙ্কল্প আর সেকেন্ড ইউজ করে পুণ্যের পুঁজি জমা কর। তোমাদের সঙ্কল্পের শক্তি এত
শ্রেষ্ঠ যে একটা সঙ্কল্পও তোমাদের পদমাপদমপতি বানাতে পারে।

স্লোগান:- প্রতিটি কর্ম অধিকারী ভাবের নিশ্চয় আর নেশার সাথে যদি কর, তবে পরিশ্রমের অবসান হবে।*

সূচনা:-

আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, সকল রাজযোগী তপস্বী ভাই-বোনেদের সন্ধ্যা ৬ : ৩০ থেকে ৭ : ৩০ পর্যন্ত, বিশেষ যোগ
অভ্যাসের সময় ভক্তদের আহ্বান শুনতে এবং আপন স্বরূপে তথা ইষ্টদেব ও দয়ালু দাতা স্বরূপে স্থিত হয়ে সবার
মনোকামনা পূর্ণ করার সেবা করতে বিশেষভাবে বলা হচ্ছে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বন্ধনমুক্ত হয়ে সেবায় তৎপর হও, কারণ এ'সেবার মাধ্যমে অতি উচ্চ উপার্জন হয়, ২১ জন্মের জন্য বৈকুণ্ঠের মালিক হয়ে যাও"

প্রশ্ন:- কোন এক অভ্যাস প্রত্যেক বাচ্চারই করা উচিত ?

উত্তর:- মুরলীর পয়েন্টের উপর বোঝানো। ব্রাহ্মণী (টিচার) যদি কোথাও চলে যায় তখন পরস্পর মিলিত হয়ে ক্লাস এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। যদি মুরলী পড়ানো না শেখো তবে নিজ সম কিভাবে তৈরী করবে। ব্রাহ্মণী ব্যতীত বিচলিত হয়ে পড়ো না। পড়া তো অতি সিম্পল। ক্লাস করাও, তারজন্যও প্র্যাকটিস করতে হবে।

গীত:- মুখ দেখে নে রে প্রাণী নিজ দর্পণে/ দ্যাখ কত পাপ, কত পুণ্য রয়েছে তোর জীবনে.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা যখন শোনে, তখন নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করে বসে আর এই নিশ্চয় করে যে, পরমাত্মা বাবা আমাদের শোনাচ্ছেন। এই ডায়রেকশন অথবা মত অদ্বিতীয় পিতাই প্রদান করেন। একেই শ্রীমত বলা হয়। শ্রী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম। তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা, যাকে সর্বোচ্চ ভগবান বলা হয়। অনেক মানুষ আছে যারা অতটা প্রেমপূর্বক পরমাত্মা পিতাকে জানেও না। যদিও শিবের ভক্তি করে, অতি প্রেম-পূর্বক স্মরণও করে কিন্তু মানুষ বলে যে, সকলের মধ্যেই পরমাত্মা বিরাজিত, তবে সে প্রেম করবে কার সঙ্গে তাই বাবার থেকে বিপরীত বুদ্ধি হয়ে গেছে। ভক্তিতে যখন কোন দুঃখ বা রোগাদি হয় তখন (ঈশ্বরের প্রতি) প্রেম প্রদর্শন করে। তারা বলে, ভগবান রক্ষা করো। বাচ্চারা জানে যে, গীতা হলো শ্রীমত, ভগবানের মুখ-নিঃসৃত উবাচ। আর কোনো এমন শাস্ত্র নেই যেখানে ভগবান রাজযোগ শিখিয়েছেন বা শ্রীমত দিয়েছেন। ভারতের গীতা একটিই, যার প্রভাবও অনেক বেশী। একমাত্র গীতাই ভগবানের উবাচ, ভগবান বললেই, এক নিরাকারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে যায়। আগুলের ঈশারা উর্ধ্বমুখী করে। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কখনো এমন বলা না কারণ তিনি তো দেহধারী, তাই না! তোমরা এখন ওনার সম্বন্ধকে জেনেছো তাই বলা হয় যে, বাবাকে স্মরণ করো, ওঁনার প্রতি ভালবাসা রাখো। আত্মা নিজের পিতাকে স্মরণ করে। এখন সেই ভগবান বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন। তাই সেই নেশায় মগ্ন হয়ে যাওয়া উচিত। নেশাও স্থায়ী-রূপে বজায় থাকা উচিত। এমন নয় ব্রাহ্মণী সম্মুখে থাকলে তবেই নেশা চড়বে, আর ব্রাহ্মণী না থাকলে নেশা উড়ে যাবে। আমরা ব্রাহ্মণী ব্যতীত ক্লাস করতে পারবো না ব্যস। কোন-কোন সেন্টারের উদ্দেশ্যে বাবা বোঝান যে, কোথাও-কোথাও ৫-৬ মাসের জন্য ব্রাহ্মণী চলে যায়, তখন পরস্পর মিলেমিশে সেন্টার রক্ষণাবেক্ষণ করে, কারণ পড়া তো সহজ। কেউ-কেউ তো আবার ব্রাহ্মণী ব্যতীত অঙ্ক-পসু হয়ে যায়। ব্রাহ্মণী চলে গেলে সেন্টারে যাওয়াই বন্ধ করে দেয়। আরে, অনেকেই বসে রয়েছে, ক্লাস করতে পারো না ! গুরু বাইরে কোথাও গেলে তখন শিষ্য সবকিছু পরিচালনা করে। বাচ্চাদের সার্ভিস করতে হবে। স্টুডেন্টদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারে হয়। বাপদাদা জানেন যে ফার্স্টক্লাস তাকে কোথায় পাঠাতে হবে। বাচ্চারা এত বছর শিখেছে, কিছু ধারণা তো হয়েছে যাতে পরস্পর মিলেমিশে সেন্টার পরিচালনা করতে পারে। মুরলী তো পেয়েই যাও। পয়েন্টসের আধারেই বোঝানো হয়। শোনার অভ্যাস হয়ে গেলেও শোনানোর অভ্যাস তৈরী হয় না। স্মরণে থাকলে তবেই ধারণা হবে। সেন্টারে এমন কেউ তো থাকা উচিত, যে বলবে -- আচ্ছা, ব্রাহ্মণী চলে গেলে আমি সেন্টার সামলে নেবো। বাবা ব্রাহ্মণীকে বলেন, ভালো সেন্টারে পাঠানো হয়েছে সার্ভিসের উদ্দেশ্যে। ব্রাহ্মণী না থাকলে বিচলিত হয়ে যাওয়া উচিত নয়। ব্রাহ্মণীর মতন না হলে অপরকে নিজ-সম করবে কিভাবে ? প্রজা কিভাবে তৈরী করবে ? মুরলী তো সকলেই পায়। বাচ্চাদের খুশী থাকা উচিত যে, আমরা গদিতে বসে বুঝিয়েছি। প্র্যাকটিস করলে সার্ভিসেবল হতে পারে। বাবা জিজ্ঞাসা করেন, সার্ভিসেবল হয়েছে কি ? তখন কেউ-ই বেরোয় না। সার্ভিসের জন্য ছুটি নিয়ে নেওয়া উচিত। যেখানেই সার্ভিসের জন্য ডাক পড়বে সেখানেই ছুটি নিয়ে চলে যাওয়া উচিত। যে বাচ্চা বন্ধনমুক্ত, সে এমন সার্ভিস করতে পারে। ওই গভর্নমেন্টের থেকে তো এই গভর্নমেন্টের উপার্জন অনেক উঁচু। ভগবান পড়ান, যারফলে তোমরা ২১ জন্মের জন্য বৈকুণ্ঠের মালিক হয়ে যাও। কত বড় আমদানি অর্থাৎ উপার্জন, ওই(লৌকিক) উপার্জনে কি আর পাবে ? অল্পকালের সুখ। এখানে তো বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। যাদের পাকাপাকি নিশ্চয় আছে তারা বলে, আমরা এই সেবা-ই করতে থাকবো। কিন্তু নেশা পূর্ণমাত্রায় থাকা উচিত। দেখতে হবে যে, আমরা কাকে-কাকে বোঝাতে পারি। অতি সহজ। কলিযুগের অন্তিমে এত কোটি-কোটি মানুষ, সত্যযুগে অবশ্যই অল্প হবে। এর স্থাপনার জন্য অবশ্যই বাবা সঙ্গমেই আসবেন। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। মহাভারতের লড়াইও বিখ্যাত। আর তা তখনই হয়, যখন ঈশ্বর এসে সত্যযুগের জন্য রাজযোগ শিখিয়ে রাজার-রাজা করে দেন। কর্মজীবিত

অবস্থা প্রাপ্ত করান। তিনি বলেন, দেহ-সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে "মামেকম" (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করে, তবেই পাপ খন্ডিত হবে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো -- এতেই পরিশ্রম। যোগের অর্থ কোনও মানুষই জানে না।

বাবা বোঝান যে, ভক্তিমাগও ড্রামায় নির্ধারিত। ভক্তিমাগও থাকবেই। খেলা এভাবেই তৈরী হয়ে রয়েছে -- জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য। বৈরাগ্যও দুই প্রকারের হয় -- এক হলো সসীম(হদ) জগতের বৈরাগ্য, অপরটি হলো এই অসীম জগতের বৈরাগ্য। বাচ্চারা, এখন তোমরা সমগ্র পুরানো দুনিয়ার ভুলে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো কারণ তোমরা জানো যে, আমরা এখন শিবালয়, পবিত্র দুনিয়ায় যাচ্ছি। তোমরা সকল ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা হলে ভাই-বোন। যাতে বিকারী দৃষ্টি না যেতে পারে। আজকাল তো সকলের দৃষ্টি ক্রিমিনাল হয়ে গেছে। তমোপ্রধান, তাই না! এর নামই হলো নরক কিন্তু নিজেকে নরকবাসী মনে করে কি, না তা করে না। নিজেদের জানা নেই তাই বলে দেয় স্বর্গ-নরক সব এখানেই। যার মনে যাকিছু আসে তাই বলে দেয়। এ কোনো স্বর্গ নয়, স্বর্গে তো রাজত্ব ছিল। ধার্মিক, ন্যায়নিষ্ঠ ছিল। কত শক্তি ছিল। এখন তোমরা পুনরায় পুরুষার্থ করছো। বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। এখানে তোমরা আসোই বিশ্বের মালিক হতে। হেভেনলী গডফাদার যাঁকে শিব পরমাত্মা বলা হয়, তিনি তোমাদের পড়ান। বাচ্চাদের কত নেশা থাকা উচিত। এ সম্পূর্ণ সহজ জ্ঞান। বাচ্চারা, তোমাদের মধ্যে যে পুরানো সংস্কার রয়েছে সেসব পরিত্যাগ করতে হবে। ঈশ্বার সংস্কারও অনেক ক্ষতি করে। তোমাদের সর্বপ্রাপ্তি মুরলীর উপরেই, তোমরা যেকোনো কাউকে মুরলীর উপর বোঝাতে পারো। কিন্তু অন্তরে ঈর্ষা থাকে যে, এ কি কোনো ব্রাহ্মণী ! এ আবার কি জানে! ব্যস, দ্বিতীয় দিন থেকে আর আসবেই না। এমন পুরানো অভ্যাস এখনও রয়ে গেছে, যে কারণে ডিস-সার্ভিস হয়ে যায়। নলজ অতি সহজ। কুমারীদের তো কোনো কাজ-কর্ম (ধান্দা) নেই। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়, ওই(লৌকিক) পড়া ভালো, না এই পড়া ভালো ? তখন তারা বলে, এ খুবই ভালো। বাবা এখন আমরা ওই(লৌকিক) পড়া পড়বো না। মন লাগে না। লৌকিক পিতা যদি জ্ঞানে না থাকে তখন মারধোর করবে। অনেক বাচ্চারা আবার দুর্বলও হয়। তাদের বোঝান উচিত, তাই না ! --- এই পড়ার মাধ্যমে আমরা মহারানী হয়ে যাবো। ওই পড়ার মাধ্যমে কি পাই-পয়সার চাকুরী করবে ? এ'পড়া তো ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক করে দেয়। প্রজাও তো স্বর্গবাসী হয়ে যায়, তাই না! এখন সকলেই হলো নরকবাসী।

বাবা এখন বলেন যে, তোমরা সর্বগুণসম্পন্ন ছিলে। এখন তোমরা কত তমোপ্রধান হয়ে গেছো। সিঁড়িতে (নিম্নে) অবতরণ করেছো। ভারত যাকে 'সোনার পাখী' বলা হতো, এখন তো কানাকড়িও নেই। ভারত ১০০ শতাংশ নির্বিকারী ছিল। এখন ১০০ শতাংশ বিকারী। তোমরা জানো যে, আমরা বিশ্বের মালিক পারশনাথ ছিলাম। গানও শুনেছো -- নিজেদের অন্তরে দেখা যে, আমরা কতখানি যোগ্য হয়েছি। নারদের উদাহরণ রয়েছে, তাই না! দিনে-দিনে অধঃপতনই যায়। অধঃপতনে যেতে-যেতে গলা পর্যন্ত সম্পূর্ণ পাঁকে আবদ্ধ হয়ে গেছে। এখন তোমরা ব্রাহ্মণেরা সকলকে টিকি(শিখা) ধরে পাঁক থেকে বাইরে বের করে নিয়ে আসো। ধরার আর কোনো জায়গা তো নেই। তাই টিকি ধরা সহজ। পাঁক থেকে বের করার জন্য টিকি ধরতে হয়। এমনভাবে পাঁকে আবদ্ধ হয় যে, তা আর জিজ্ঞাসা কোরো না। এ তো ভক্তির রাজ্য, তাই না! এখন তোমরা বলো যে, বাবা আমরা কল্প-পূর্বেও তোমার কাছে এসেছিলাম -- রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করার জন্য। যদিও লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির তৈরী করতে থাকে কিন্তু তারা জানে না যে, এঁরা বিশ্বের মালিক কিভাবে হয়েছিল। তোমরা এখন কত সমঝদার হয়েছো। তোমরা জানো যে, এঁরা রাজ্য-ভাগ্য কিভাবে পেয়েছে। পুনরায় ৮৪ জন্ম কিভাবে নিয়েছে। বিরলা (শিল্পপতি) কত মন্দির গঠন করে। যেমনভাবে পুতুল তৈরী করে ফেলে। উনি ছোট-ছোট পুতুল, আর ইনি বড় পুতুল তৈরী করেন। চিত্র তৈরী করে পূজা করে। ওঁনার(ঈশ্বর) অক্যুপেশন না জানা তো পুতুল-পূজাই হলো, তাই না! এখন তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের কত ধনশালী করেছিলেন, এখন কাঙ্গাল হয়ে গেছো। যে পূজ্য ছিল, সে-ই এখন পূজারী হয়ে গেছে। ভক্তরা ভগবানের উদ্দেশ্যে বলে -- তুমিই পূজ্য, তুমিই পূজারী। তুমিই সুখ প্রদান করো, আবার দুঃখও তুমিই দাও। সবকিছু তুমিই করো। ব্যস, এতেই মত্ত হয়ে থাকো। বলা হয়, আত্মা অলিপ্ত (নির্লেপ), যাকিছু ভোজন-পান করে আনন্দ করো, যাকিছু কলঙ্ক শরীরেই লাগে, তা গঙ্গা-স্নানে শুদ্ধ হয়ে যাবে। যা ইচ্ছা তাই খাও। কি-কি ধরণের ফ্যাশন হয়েছে। ব্যস, যে যা রীতি-রেওয়াজ শুরু করে সেটাই চালু হয়ে যায়। এখন বাবা বোঝান যে, বিষয়সাগর থেকে শিবালয়ে চলো। সত্যযুগকে ক্ষীরসাগর বলা হয়। এ হলো বিষয়সাগর। তোমরা জানো যে, আমরা ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে অপবিত্র হয়ে গেছি, তাই তো পতিত-পাবনকে আবাহন করা হয়। চিত্রের দ্বারা যদি বোঝানো হয়, তখন মানুষ সহজেই বুঝে যাবে। সিঁড়িতে সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মের বৃত্তান্ত রয়েছে। এত সহজ কথাও কাউকে বোঝাতে পারবে না! তখন বাবা বুঝে যাবেন যে, সম্পূর্ণরূপে পড়ে না। উন্নতিও করতে পারে না।

তোমাদের ব্রাহ্মণদের কর্তব্য হলো --- কীটপতঙ্গকে ভ্রমরীর মতন ভুঁ-ভুঁ করে নিজ-সম করতে হবে। আর তোমাদের পুরুষার্থ হলো -- সর্পের মতন পুরানো খোলস পরিত্যাগ করে নতুন ধারণ করা। তোমরা জানো যে, এ হলো পুরানো পচনশীল শরীর, একে ত্যাগ করতে হবে। এই দুনিয়াও পুরানো, শরীরও পুরানো। একে পরিত্যাগ করে এখন নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। তোমাদের এই পঠন-পাঠন হলো নতুন দুনিয়া, স্বর্গের জন্য। এই পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। সাগরের এক ঢেউয়ে সবকিছু লন্ড-ভন্ড হয়ে যাবে। বিনাশ তো অবশ্যই হবে, তাই না! প্রাকৃতিক বিপর্যয় কাউকেই ছাড়বে না। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অন্তরে ঈর্ষাদির যে পুরানো অভ্যাস রয়েছে, তা পরিত্যাগ করে পরস্পরের সঙ্গে অত্যন্ত প্রেমপূর্বক মিলেমিশে থাকতে হবে। ঈর্ষার কারণে পড়াশুনা ত্যাগ করা উচিত নয়।

২) এই পুরানো পচনশীল শরীরের অভিমান পরিত্যাগ করতে হবে। ভ্রমরীর মতন ভুঁ-ভুঁ করে কীট-পতঙ্গকে নিজ-সম তৈরীর সেবা করতে হবে। এই আত্মিক কাজ-কর্মে নিহিত থাকতে হবে।

বরদান:- অলমাইটি কর্তৃত্বের আধারে আত্মাদের ধন-সম্পদে পরিপূর্ণকারী পুণ্য আত্মা ভব*

ব্যাখ্যা :- যেমন দান-পুণ্যের কর্তৃত্বসম্পন্ন বিষয়ী রাজাদের নিকটে কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল, যে অধিকারের ভিত্তিতে চাইলে যেকোনো কাউকে যাকিছু করে দিত। তেমনই তোমাদের অর্থাৎ মহাদানী পুণ্যাত্মাদের বাবার দ্বারা ডাইরেক্ট প্রকৃতিজীং, মায়াজীতের বিশেষ কর্তৃত্ব প্রাপ্তি হয়ে গেছে। তোমরা তোমাদের শুদ্ধ সঙ্কল্পের আধারে যেকোনো আত্মার সম্বন্ধ বাবার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে তাদের ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ করে দিতে পারো। শুধু এই কর্তৃত্বকে যথার্থভাবে ব্যবহার করো।

স্লোগান:- যখন তোমরা সম্পূর্ণতার মঙ্গলোৎসব পালন করবে, তখন সময়, প্রকৃতি, মায়্যা বিদায় নেবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা তোমাদের পড়াচ্ছেন সুন্দর দেবী - দেবতা বানানোর জন্য, এই সৌন্দর্যের আধার হলো পবিত্রতা"

প্রশ্ন:- আত্মিক বহিঃশিখার উপর যে বহিঃপতঙ্গ নিজেকে নিবেদন করে, তাদের নিদর্শন কি হবে?

*উত্তর:- নিবেদিত হওয়া বহিঃপতঙ্গ ---- ১) বহিঃশিখা যাই হোক বা যেমনই হোক, তাঁকে যথার্থ রূপে জানে আর স্মরণ করে, ২) নিবেদিত হওয়া অর্থাৎ বাবা সম হওয়া, ৩) নিবেদিত হওয়া অর্থাৎ বাবার থেকেও উঁচু রাজত্বের অধিকারী হয়ে যাওয়া।

গীত:- আসরে স্বলে উঠল বহিঃশিখা/ পতঙ্গের পুড়ে মরা তাহাতে লেখা

ওম্ শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি আত্মিক সন্তানরা এই গানের লাইন শুনেছে। এ কথা কে বোঝান? আত্মাদের পিতা। তিনি বহিঃশিখাও। তাঁর অনেক নাম রাখা হয়েছে। বাবার অনেক স্তুতিও করা হয়। এও তো পরমপিতা পরমাত্মার স্তুতি, তাই না বাবা বহিঃশিখা হয়ে এসেছেন বহিঃ পতঙ্গদের জন্য। বহিঃপতঙ্গ যখন বহিঃশিখাকে দেখে তখন তাঁর প্রতি নিবেদিত প্রাণ হয়ে শরীর ত্যাগ করে। অনেক বহিঃ পতঙ্গ থাকে যারা বহিঃ শিখার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। এরমধ্যেও যখন বিশেষ করে দীপমালা উৎসব হয়, অনেক আলো স্বলে, তখন ছোটো ছোটো পতঙ্গ অনেক রাতে মারা যায়। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, আমাদের বাবা হলেন সুপ্রীম আত্মা তাঁকে হসেনও বলা হয় তিনি খুব সুন্দর, কেননা তিনি চির পবিত্র। আত্মা যখন পবিত্র হয়ে যায়, তখন তার শরীরও পবিত্র এবং স্বাভাবিক সৌন্দর্য পায়। শান্তিধামে আত্মারা পবিত্র থাকে, তারপর যখন এখানে অভিনয় করতে আসে তখন সতোপ্রধান থেকে সতো, রজঃ এবং তমঃতে আসে। তারপর সুন্দর থেকে শ্যাম, কালো, অপবিত্র হয়ে যায়। আত্মা যখন পবিত্র হয়, তখন তাকে স্বর্ণ যুগের বলা হয়। সে তখন শরীরও স্বর্ণযুগের প্রাপ্ত করে। দুনিয়াও পুরানো আবার নতুন হয়। সেই সুন্দর পরমপিতা পরমাত্মা, যাঁকে মানুষ ভক্তিমাগে ডাকতে থাকে -- হে শিববাবা, সেই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা এখন এসেছেন। তিনি আত্মাদের অপবিত্র থেকে পবিত্র, সুন্দর করেন। এমন নয় যে, আজকাল যারা খুব সুন্দর, তাদের আত্মাই পবিত্র ॥ তা নয়। যদিও শরীর সুন্দর, কিন্তু আত্মা তো পতিত, তাই না। বিলেতে কতো সুন্দর দেখতে হয়। তোমরা জানো যে, এই লক্ষ্মী - নারায়ণের হলো সত্যযুগের সৌন্দর্য, আর এখানে হলো নরকের সৌন্দর্য। আমরা এখন স্বর্গের জন্য স্বাভাবিক সুন্দর তৈরী হচ্ছে। একুশ জন্মের জন্য আমরা এমন সুন্দর তৈরী হবো। এখানকার সৌন্দর্য তো এক জন্মের জন্য। এখানে এখন বাবা এসেছেন, তিনি সম্পূর্ণ দুনিয়ার কেবল মানুষই নয় সম্পূর্ণ দুনিয়াকেই সুন্দর বানান। সত্যযুগ, নতুন দুনিয়াতে ছিলো সুন্দর দেবী - দেবতা। সেই দেবী - দেবতা হওয়ার জন্য তোমরা এখন পড়াছো। বাবাকে বহিঃ পতঙ্গও বলা হয়, কিন্তু তিনি পরম আত্মা। তোমাদের যেমন আত্মা বলা হয়, তেমনই তাঁকে পরম আত্মা বলা হয়। বাচ্চারা, তোমরা বাবার মহিমা করো, বাবাও আবার বাচ্চাদের মহিমা করেন, তোমাদের আমি এমন বানাই যে, আমার থেকে তোমাদের পদ উচ্চ হয়। আমি যা, বা যেমন, যেভাবে আমি অভিনয় করি, তা আর কেউই জানে না। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, কিভাবে আমরা আত্মারা অভিনয় করার জন্য পরমধাম থেকে আসি। আমরা এতকাল শূদ্র কূলে ছিলাম, এখন আমরা ব্রাহ্মণ কূলে এসেছি। এও হলো তোমাদের বর্ণ, অন্য ধর্মের আত্মাদের জন্য এই বর্ণ নয়। তাদের কোনো বর্ণ থাকে না। তাদের তো একই বর্ণ, খ্রিস্চিয়ানই চলে আসছে ॥ হ্যাঁ, তাদের মধ্যেও সতো, রজঃ এবং তমঃতে আসে। বাকি এই বর্ণ হলো তোমাদের জন্য। এই সৃষ্টিও সতো, রজঃ এবং তমঃতে আসে। এই সৃষ্টিচক্র অসীম জগতের বাবা বসে বোঝান। যে বাবা জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর, তিনি নিজেই বলেন, আমি পুনর্জন্ম গ্রহণ করি না। যদিও শিব জয়ন্তী পালন করা হয়, কিন্তু মানুষ এও জানে না যে, তিনি কবে আসেন। তাঁর জীবন কাহিনীকেও জানে না। বাবা বলেন, আমি যা বা যেমন, আমার মধ্যে কি পার্ট আছে, সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘোরে - বাচ্চারা, আমি তোমাদের কল্পে - কল্পে বোঝাই। তোমরা জানো যে, তোমরা সিঁড়ি নামতে নামতে তমোপ্রধান হয়ে গেছো। তোমরাই ৮৪ জন্মগ্রহণ করো। পরের দিকেও যারা আসে, তাদেরও সতো, রজঃ এবং তমঃতে আসতে হয়। তোমরা যখন তমোপ্রধান হও, তখন সম্পূর্ণ দুনিয়া তমোপ্রধান হয়ে যায়। তোমাদের আবার অবশ্যই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। এই সৃষ্টিচক্র ঘুরতে থাকে এখন হলো কলিযুগ এরপর আবার সত্যযুগ আসবে। কলিযুগের আয়ু এখন সম্পূর্ণ হয়েছে। বাবা বলেন যে, বাচ্চারা, আমি সাধারণের শরীরে হুবহু পূর্ব কল্পের মতো প্রবেশ করেছি তোমাদের রাজযোগ শেখানোর জন্য। যোগ তো আজকাল অনেক। ব্যারিস্টারি যোগ, ইঞ্জিনিয়ারিং যোগ.....। ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য ব্যারিস্টারের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ লাগতে হয়। আমি ব্যারিস্টার তৈরী হচ্ছে তাই যিনি

পড়ান তাকে তো স্মরণ করে । ওদের তো বাবা আলাদা, গুরুও থাকবে, তাঁকেও তারা স্মরণ করবে । তাও ব্যারিস্টারের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ থাকে । আত্মাই পড়ে, আবার আত্মাই শরীরের দ্বারা জজ, ব্যারিস্টার ইত্যাদি তৈরী হয় ।

বাচ্চারা, এখন তোমরা আত্ম - অভিমানী হওয়ার সংস্কার নিজের মধ্যে ভরতে থাকো ॥ অর্ধেক কল্প তোমরা দেহ বোধে ছিলে বাবা এখন বলছেন, তোমরা দেহী - অভিমানী হও । আত্মার মধ্যেই পড়ার সংস্কার থাকে মনুষ্য আত্মাই জজ হয়, আমরা এখন বিশ্বের মালিক দেবতা হচ্ছি, পড়ান একমাত্র শিববাবা, পরম আত্মা । তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর, শান্তি, সম্পত্তির সাগর । এও দেখানো হয় যে, সাগর থেকে রঞ্জের থলি বের হয় । এ হলো ভক্তি মার্গের কথা । বাবাকে রেফার করতে হয় । বাবা বোঝান যে, এ হলো অবিনাশী জ্ঞান রত্ন । এই জ্ঞান রঞ্জের দ্বারা তোমরা অনেক বিত্তবান হও, এরপর তোমরা অনেক হীরে জহরত পাও । এই এক একটি রত্ন হলো লাখ টাকার সমান, যা তোমাদের এতটা বিত্তবান বানায় । তোমরা জানো যে, ভারতই নির্বিকারী দুনিয়া ছিলো । সেখানে পবিত্র দেবতারা ছিলো । এখন সকলেই অপবিত্র হয়ে গেছে । আত্মা আর পরমাত্মার মেলা হয় । আত্মা শরীরে থাকে, তখনই শুনতে পায় । পরমাত্মাও শরীরেই আসেন । আত্মা আর পরমাত্মার ঘর হলো শান্তিধাম । সেখানে কোনো শব্দ থাকে না । এখানে পরমাত্মা বাবা এসে বাচ্চাদের সঙ্গে মিলিত হন । এখানে তিনি শরীরে মিলিত হন । ওখানে বিশ্রামে থাকেন । বাচ্চারা, এখন তোমরা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আছো । বাকি দুনিয়া কলিযুগে আছে । বাবা তোমাদের বসে বোঝান, ভক্তি মার্গে খরচা করে, চিত্রও অনেক বানায় । বড় বড় মন্দির বানায় । না হলে কৃষ্ণের চিত্র তো ঘরেও রাখতে পারে । চিত্র তো অনেক সস্তা, তবুও এতো দূরে দূরে মন্দিরে কেন যায় ? সে হলো ভক্তিমার্গ । সত্যযুগে এই মন্দির ইত্যাদি থাকে না । সেখানে সকলেই পূজ্য । কলিযুগে সকলেই পূজারী । তোমরা এখন সঙ্গম যুগে পবিত্র দেবতা তৈরী হচ্ছে । তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো । এই সময় তোমাদের এই অস্তিম পুরুষার্থী শরীর অনেক মূল্যবান । এই শরীরে তোমরা অনেক উপার্জন করো । অসীম জগতের পিতার সঙ্গেই তোমরা খাওয়াদাওয়া করো । তাঁকেই তোমরা ডাকো । তোমরা এমন বলো না যে, কৃষ্ণের সঙ্গে থাকো । বাবাকে তোমরা স্মরণ করো যে - তুমিই মাতা - পিতা, বালক তো বাবার সঙ্গেই খেলতে থাকে । আমরা কৃষ্ণের সন্তান, এমন কথা বলবে না । সকল আত্মাই পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান । আত্মা শরীরের দ্বারাই বলে যে --- আপনি যখন আসবেন, তখন আমরা আপনার সঙ্গেই খেলা করবো, থাকবো, সবকিছুই করবো । তোমরা এমনই বলো যে, বাপদাদা । তাহলে তো পরিবার হয়ে গেলো । বাপদাদা আর বাচ্চা । এই ব্রহ্মা হলেন অসীম জগতের রচয়িতা । বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করে এনাকে দত্তক নেন । এনাকে বলেন যে, তুমি আমার । এ হলো মুখ বংশাবলী । স্ত্রীকে যেমন অ্যাডপ্ট করে, তাই না । সেও মুখ বংশাবলী হলো । তখন বলবে, তুমি আমার । তারপর তার থেকে কুলজাত সন্তান হবে । এই নিয়ম কোথা থেকে চলে আসছে ? বাবা বলেন যে, আমি এনাকে দত্তক নিয়েছি, তাই না । এনার দ্বারা তোমাদের দত্তক নিই । তোমরা হলে আমার সন্তান, কিন্তু এ হলো পুরুষ । তারপর তোমাদের সকলকে সামলানোর জন্য সরস্বতীকেও দত্তক নেওয়া হয়েছে । তিনি মাতার টাইটেল পেয়েছেন । সরস্বতী নদী । নদী তো মা হলো, তাই না । বাবা হলেন সাগর । ইনিও সাগর থেকেই নির্গত হয়েছেন । ব্রহ্মপুত্র নদী আর সাগরের অনেক বড় মেলা হয় । এমন মেলা আর কোথাও হয় না । সে হলো নদীর মেলা । আর এ হলো আত্মা আর পরমাত্মার মেলা । তাও যখন তিনি শরীরে আসেন, তখন এই মেলা হয় । বাবা বলেন যে, আমি হলাম হসেন । আমি এনার মধ্যে কল্পে - কল্পে প্রবেশ করি । এও ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ আছে । তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ সৃষ্টিচক্র আছে, এর আয়ু পাঁচ হাজার বছর । এই অসীম জগতের ফিল্ম থেকে জাগতিক ফিল্ম বানানো হয় । যা অতীত হয়ে গেছে, তাই আবার বর্তমানে হচ্ছে, বর্তমান আবার ভবিষ্যত হয়, যাকে আবার অতীত বলা হবে । এই অতীত হওয়াতে কতো সময় লেগে গেছে । তোমরা নতুন দুনিয়াতে এসেছো তার কতো সময় অতীত হয়েছে ? পাঁচ হাজার বছর । তোমরা এখন প্রত্যেকেই এক একজন স্বদর্শন চরুধারী । তোমরা বুঝতে পারো, আমরা প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলাম, তারপর দেবতা হয়েছি । বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবার কাছ থেকে শান্তিধাম আর সুখধামের উত্তরাধিকার পাচ্ছো । বাবা এসে একত্রে তিন ধর্মের স্থাপন করেন । বাকি সব ধর্মের বিনাশ করেন । তোমরা তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সদগুরু বাবাকে পেয়েছো । মানুষ ডাকেও, আমাকে সদগতিতে নিয়ে যাও । শরীরের বিনাশ করাও । এমন যুক্তি বলো যে আমরা শরীর ছেড়ে শান্তিধামে চলে যেতে পারি । গুরুর কাছেও মানুষ এই কারণেই যায়, কিন্তু ওই গুরুরা তো শরীর থেকে মুক্ত করে সাথেও নিয়ে যেতে পারে না । পতিত পাবন হলেন এক বাবা । তাই তিনি যখন আসেন তখন অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । বাবাকেই বলা হয় কালের কাল, মহাকাল । তিনি সবাইকে শরীর থেকে মুক্ত করে সাথে করে নিয়ে যান । তিনি হলেন সুপ্রীম গাইড । সকল আত্মাদের ফিরিয়ে নিয়ে যান । এ হলো ছিঃ - ছিঃ শরীর, মানুষ এই শরীরের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে চায় । বলে শরীরের বিনাশ হলে বন্ধন মুক্ত হবে । এখন তিনি তোমাদের এইসব আসুরী বন্ধন থেকে মুক্ত করে সুখের দৈবী সম্বন্ধে নিয়ে যান । তোমরা জানো যে আমরা ভায়া শান্তিধাম হয়ে সুখধামে আসবো । তারপর কিভাবে দুঃখধামে আসো তাও তোমরা জানো । বাবা আসেনই শ্যাম থেকে সুন্দর বানাতে । বাবা বলেন আমি তোমাদের প্রকৃত অনুগত বাবা । বাবা

সর্বদা অনুগতই হন। অনেক সেবা করেন। অনেক খরচ করে পড়িয়ে সব ধন দৌলত বাচ্চাদের দিয়ে নিজে গিয়ে সাধু সঙ্গ করেন। নিজের থেকেও বাচ্চাদের তিনি উঁচু তৈরী করেন। এই বাবাও বলেন, আমি তোমাদের ডবল মালিক বানাই। তোমরা বিশ্বের মালিক হও আবার ব্রহ্মাণ্ডের মালিকও হও। তোমাদের পূজাও ডবল হয়। তোমাদের আত্মাদেরও পূজা হয়। আবার দেবতা বর্ণতেও পূজা হয়। আমার তো একবারই অর্থাৎ শিবলিপ্সের রূপে পূজা হয়। আমি তো আর রাজা হই না। আমি তোমাদের কতো সেবা করি। এমন বাবাকে তোমরা কেন ভুলে যাও! হে আত্মা, নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা এখন কার কাছে এসেছো? প্রথমে বাবা তারপর দাদার কাছে। এখন বাবা তারপর গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার আদি দেব আদম কেননা অনেক জেনারেশন তৈরী হয়, তাই না। শিববাবাকে কেউ গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলবে কি? বাবা প্রতিটি বিষয়ে তোমাদের অনেক উচ্চ বানান। এমন বাবা পাও, তারপর তোমরা তাঁকে ভুলে যাও কেন? ভুলে গেলে তাহলে পবিত্র কিভাবে হবে? বাবা পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দেন। এই স্মরণেই তোমরা খাদ মুক্ত হয়ে যাবে। বাবা বলেন যে, মিষ্টি - মিষ্টি প্রিয় বাচ্চারা, দেহ অভিমান ত্যাগ করে তোমাদের আত্ম অভিমানী হতে হবে, পবিত্রও হতে হবে। কাম হলো মহাশত্রু। এই এক জন্ম আমার জন্য পবিত্র হও। লৌকিক বাবাও তো বলেন যে -- কোনো খারাপ কাজ করো না। আমার সম্মান রাখো। পারোলৌক বাবাও বলেন, আমি তোমাদের পবিত্র বানাতে এসেছি, এখন মুখ কালো করো না। না হলে সম্মান হানি হবে। সকল ব্রাহ্মণ আর বাবারও সম্মান নষ্ট করবে। তখন লিখবে যে, বাবা আমি নেমে গেছি। তোমাদের তো সদা সুন্দর হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। আত্মা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই অন্তিম পুরুষার্থী শরীর খুবই মূল্যবান, এই শরীরের দ্বারা অনেক উপার্জন করতে হবে। অসীম জগতের বাবার সঙ্গে একত্রে ভোজন আদি করে সর্ব সন্তানের অনুভব করতে হবে।

২) এমন কোনো কর্ম করো না, যাতে ব্রাহ্মণ পরিবার বা বাবার সম্মান হানি হয়। আত্ম - অভিমানী হয়ে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। এই স্মরণের দ্বারাই পুরানো খাদ দূর হয়।

বরদান:- কলিযুগী দুনিয়ার দুঃখ - অশান্তির দৃশ্য দেখেও সদা সাক্ষী এবং অসীমের বৈরাগী ভব*
এই কলিযুগী দুনিয়াতে যা কিছুই হোক না কেন, তোমাদের এখন চড়তি কলা। দুনিয়ার জন্য হাহাকার আর তোমাদের জন্য জয়জয়াকার। তোমরা কোনো পরিস্থিতিতেই ঘাবড়ে যাও না, কেননা তোমরা প্রথম থেকেই তৈরী থাকো। তোমরা সাক্ষী হয়ে এই প্রকার খেলা দেখছো। কেউ কান্নাকাটি করে, কেউ চিৎকার করে, সাক্ষী হয়ে দেখলে আনন্দের অনুভব হয়। যে কলিযুগী দুনিয়ার দুঃখ - অশান্তি সাক্ষী হয়ে দেখে সে সহজেই অসীম জগতের বৈরাগী হয়ে যায়।

স্লোগান:- ধরণী তৈরী করতে হলে বাণীর সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তির সেবাও করো।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে অত্যন্ত রাজকীয় শিক্ষার্থী, তোমাদেরকে সর্বদা বাবার, শিক্ষকের আর সদ্ব্যবহারে স্মরণে থাকতে হবে, অলৌকিক সেবা করতে হবে”

প্রশ্নঃ - যে নিজেই নিজেকে অসীম জগতের অভিনেতা মনে করে চলে, তার লক্ষণ শোনাও?

উত্তরঃ - তার বুদ্ধিতে কোনও সূক্ষ্ম বা স্থূল দেহধারীর স্মরণ থাকবে না। সে এক বাবাকে আর শান্তিধাম ঘরকে স্মরণ করতে থাকবে, কেননা মাহাত্ম্য এক-এরই। যেরকম বাবা সমগ্র জগতের সেবা করছেন, পতিতদেরকে পবিত্র বানাচ্ছেন। এইরকম বাচ্চারাও বাবার সমান অলৌকিক সেবাদারী হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি । সর্বপ্রথমে বাবা বাচ্চাদেরকে সাবধান করছেন। এখানে বসে আছো তো নিজেকে আত্মা মনে করে বসে আছো ? এটাও বুদ্ধিতে নিয়ে এসো যে, আমরা বাবার সামনেও বসে আছি, শিক্ষকের সামনেও বসে আছি। প্রথম কথাই হল - আমি আত্মা, বাবাও আত্মা, শিক্ষকও হলেন আত্মা, গুরুও হলেন আত্মা। তিনি হলেন এক, তাই না! এই নতুন কথা তোমরা এখন শুনছো। তোমরা বলবে - বাবা প্রতি কল্পেই এই কথা শুনে আসছি। তাই এটা যেন বুদ্ধিতে থাকে যে - বাবা পড়াচ্ছেন, আমরা আত্মারা এই অর্গ্যান্স দ্বারা শুনছি। বাচ্চারা, এই সময়ই তোমরা উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবানের দ্বারা এই জ্ঞান প্রাপ্ত করো। তিনি হলেন সকল আত্মাদের পিতা, যিনি তোমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন। কি জ্ঞান প্রদান করেন? সকলের সঙ্গতি করেন অর্থাৎ ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। কতজনকে নিয়ে যান? এই সব তোমরা জানো। মশার ঝাঁকের মতো সমস্ত আত্মাদেরকে যেতে হবে। সত্যযুগে একটাই ধর্ম, পবিত্রতা, সুখ-শান্তি সবকিছুই থাকে। বাচ্চারা, চিত্র দেখিয়ে সবাইকে বোঝানো খুব সহজ। বাচ্চারাও পৃথিবীর মানচিত্র দেখে বুঝতে পারে যে, এটা হল ইংল্যান্ড বা এটা হল এই জায়গা... এবং তার সাথে সাথে সেই জায়গার কথাও মনে পড়ে যায়। এটাও হল সেই রকম। এক-একজন শিক্ষার্থীকে বোঝাতে হয়, মহিমাও এক-এরই - শিবায় নমঃ, উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান। রচয়িতা বাবা ঘরের মধ্যে সবথেকে বড়, তাই না! সেটা তো হল লৌকিক পিতা আর ইনি হলেন সমগ্র অসীমের ঘরের বাবা। ইনি আবার শিক্ষকও। তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। তাই বাচ্চারা তোমাদের খুব খুশিতে থাকতে হবে। বাচ্চারা শিক্ষার্থী হিসেবেও তোমরা হলে অত্যন্ত রাজকীয়। *বাবা বলেন যে - আমি সাধারণ শরীরে আসি। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকেও অবশ্যই এখানে প্রয়োজন। তিনি ছাড়া কাজ কি করে চলবে এবং অবশ্যই তাঁকে বৃদ্ধ হতে হবে কেননা তিনি হলেন অ্যাডাপ্টেড, তাই না ! তাই তাঁকে বৃদ্ধ হতে হবে। কৃষ্ণ তো কাউকে বাচ্চা-বাচ্চা বলতে পারবে না। বৃদ্ধকেই ‘বাচ্চা’ বলে ডাকা শোভা পায়। কোনও বাচ্চাকে কি কখনো ‘বাবা’ বলা যায় ?* তাই বাচ্চারা, এসমস্ত কথা তোমাদের বুদ্ধিতে চিন্তন করতে হবে, আমরা কার সামনে বসে আছি ! অন্তর্মনে খুব খুশিতে থাকতে হবে। লৌকিক শিক্ষার্থীরা যেখানেই বসে থাকুক, কিন্তু তাদের বুদ্ধিতে বাবার কথাও মনে থাকে, শিক্ষকের কথাও মনে আসে। তাদের তো বাবা আলাদা এবং শিক্ষকও আলাদা হয়। তোমাদের তো এক বাবা-ই হলেন শিক্ষক আবার গুরু। এই ব্রহ্মা বাবাও তো শিক্ষার্থী, তাই না! তিনিও এখন পড়াচ্ছেন। কেবলমাত্র লোনের উপর রথ দিয়েছেন আর কিছু পার্থক্য নেই। বাকি সবই তোমাদের মত। ঐনার আত্মাও সেটাই বোঝেন, যেটা তোমরা বোঝ। মহিমা তো এক-এরই হয়। তাঁকেই প্রভু, ঈশ্বর বলা হয়ে থাকে। এটাও বলা হয় যে - নিজেকে আত্মা মনে করে এক পরমাত্মাকে স্মরণ করো, বাকি সব সূক্ষ্ম বা স্থূল দেহধারীদেরকে ভুলে যাও। তোমরা হলে শান্তিধামের বাসিন্দা। তোমরা হলে অসীম জগতের অভিনেতা। এসমস্ত কথা অন্য কেউ জানতে পারে না। সমগ্র জগতে কারোরই এ বিষয়ে জানা নেই। এখানে যারা আসে, তারাই বুঝতে পারে। আর বাবার সেবাতে আসা যাওয়া করতে থাকে। তারা হল ঈশ্বরীয় সেবাদারী, তাই না! বাবাও এসেছেন সেবা করতে। পতিতদেরকে পবিত্র বানানোর সেবা করতে। তোমরাই তো নিজেদের রাজ্য হারিয়ে দুঃখী হয়ে বাবাকে ডেকেছিলে। যিনি রাজ্য দিয়েছিলেন, তাঁকেই তো আহ্বান করবে, তাই না!

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, বাবা তোমাদের সুখধামের মালিক বানাতে এসেছেন। দুনিয়াতে এটা কারোরই জানা নেই। আছে তো সবাই ভারতবাসী এক ধর্মের। এটা হলোই মুখ্য ধর্ম। সেটা যখন না থাকে, তখনই তো বাবাকে এসে স্থাপন করতে হয়। বাচ্চারা জানে যে, ভগবান... যাঁকে সমগ্র দুনিয়া আল্লাহ, গড - বলে আহ্বান করে, তিনি এখানে ড্রামা অনুসারে কল্প পূর্বের ন্যায় এসেছেন। এটা হল গীতার এপিসোড, যেটা বাবা এসে স্থাপন করেন। গাওয়া হয় যে, ব্রাহ্মণ আর দেবী-দেবতা ধর্ম... ঋত্বিয় বলা হয় না। ব্রাহ্মণ, দেবী-দেবতা নমঃ - বলা হয়, কেননা ঋত্বিয় তো দুই কলা কম হয়ে যায়, তাই না! স্বর্গ বলাই যায় নতুন দুনিয়াকে। ত্রৈতিকে নতুন দুনিয়া বলা যাবে না। সর্ব প্রথম সত্যযুগ হলো একদম নতুন

দুনিয়া। আর এটা হলো সবথেকে পুরানো দুনিয়া। আমরা পুনরায় নতুনের থেকেও নতুন দুনিয়াতে যাব। আমরা এখন সেই দুনিয়ায় যেতে চলেছি, তবেই তো বাচ্চারা বলে যে আমরা নর থেকে নারায়ণ হতে চলেছি। আমরা তো সত্যনারায়ণের কথাও শুনে এসেছি, তাই না! প্রিন্স হওয়ার কথা বলা হয় না। সত্যনারায়ণের কথা-ই বলা হয়। তারা তো নারায়ণকে আলাদা মনে করে। কিন্তু নারায়ণের তো কোনো জীবন কাহিনী নেই। জ্ঞানের কথা তো অনেক আছে, তাই না! এইজন্য ৭ দিনের কোর্স আগে করতে হয়। ৭ দিনের ভাঙিতে থাকতে হয়। কিন্তু এটাও নয় যে, এখানে ভাঙিতে থাকতে হবে। এইরকম হলে তো অনেকেই ভাঙির বাহানা দিয়ে এখানে এসে থেকে যাবে। *এই পড়া সকালে আর সন্ধ্যার সময় হয়। দুপুর বেলাতে বায়ুমন্ডল ঠিক থাকে না। রাগ্রিতেও ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত অত্যন্ত খারাপ সময় চলে।* এখানে বাচ্চারা, তোমাদেরকেও স্মরণের যাত্রায় থেকে সতোপ্রধান হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। সেখানে তারা তো সারাদিন কাজ-ধান্ডা নিয়েই থাকে। এরকমও অনেকে আছে যারা ব্যবসা আদি করেও পড়াশোনা করে, আরও ভালো কোনো চাকরী করার জন্য। এখানেও তোমরা পড়াশোনা করছো, তাই যিনি তোমাদের এখন পড়াচ্ছেন সেই শিক্ষককে স্মরণ করতে হবে। আচ্ছা, শিক্ষক মনে করেই স্মরণ করো, তাহলে তিনজনই একসাথে মনে এসে যাবে - বাবা, শিক্ষক আর সন্ধ্যার, তোমাদের জন্য তো খুবই সহজ, তাই সেকেন্ডে মনে এসে যাবে। ইনি হলেন আমাদের বাবা, শিক্ষক আবার গুরুও। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন বাবা, যাঁর থেকে আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। আমরা স্বর্গে অবশ্যই যাবো। স্বর্গের স্থাপন অবশ্যই হবে। তোমরা পুরুষার্থ করছো উঁচু পদ প্রাপ্ত করার জন্য। এটাও তোমরা জানো। সাধারণ মানুষও জানতে পারবে, তোমাদের আওয়াজ চারিদিকে ছরিয়ে পড়বে। তোমাদের, ব্রাহ্মণদের অলৌকিক ধর্ম হল - শ্রীমতে চলে অলৌকিক সেবাতে তৎপর থাকা। এটাও সাধারণ মানুষের কাছে জ্ঞাত হয়ে যাবে যে, তোমরা শ্রীমত অনুসারে সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ করছো। তোমাদের মতো এই অলৌকিক সেবা আর কেউ করতে পারবে না। তোমরা, ব্রাহ্মণ ধর্মের আত্মারাই এই রকম কর্ম করো। তাই এইরকম কর্ম করে যেতে হবে, এতেই ব্যস্ত থাকতে হবে। বাবাও ব্যস্ত থাকেন তাই না! তোমরা এখন রাজধানী স্থাপন করছো। লৌকিকে তো পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের কেবল পালন করে। এখানে তোমরা গুপ্ত বেশে কি করছো! তোমরা হলে গুপ্ত, অজানা যোদ্ধা, অহিংসক। এর অর্থও কেউ বোঝেনা। তোমরা হলে ডবল অহিংসক সেনা। সবথেকে বড় শত্রু তো হল এই বিকার, যে তোমাদেরকে পতিত বানিয়ে দেয়। একেই জয় করতে হবে। ভগবানুবাচ - কাম মহা শত্রু, এর উপর জয় প্রাপ্ত করলেই তোমরা জগৎজীত হতে পারবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন জগৎজীত তাই না! ভারত জগৎজীত ছিলো। এই বিশ্বের মালিক কিভাবে হবে ! এটাও বাইরের (লৌকিক) মানুষেরা জানতে পারে না। এটা বোঝার জন্য বিশাল বড় বুদ্ধি চাই। বড় বড় পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া পরীক্ষার্থীদেরও বিশাল বুদ্ধি হয়, তাই না! তোমরা শ্রীমতে চলে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করছো। তোমরা যে কাউকেই বোঝাতে পারো যে, বিশ্বে এক সময় শান্তি ছিল, তাই না! তখন আর অন্য কোনও রাজ্য ছিল না। স্বর্গে সম্পূর্ণ শান্তি থাকে না (লোকে ভাবে মানুষ মরে গেলে স্বর্গে যায়, তখনই শান্তি পায়। তাই বাবা তাদেরকে সেকথা বোঝানোর জন্য বলেছেন)। স্বর্গকে বলাই হয় আল্লাহ-র বাগিচা। শুধু বাগান-ই থাকবে নাকি! মানুষও তো থাকবে, তাই না ? বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে আমরা স্বর্গের মালিক হতে চলেছি। বাচ্চারা তোমাদেরকে অনেক নেশায় থাকতে হবে আর শ্রেষ্ঠ চিন্তনে থাকতে হবে। তোমরা বাইরের কোনও সুখ উপভোগ করতে চাও না। এই সময় তোমাদেরকে একদম সাধারণ থাকতে হবে। এখন তোমরা স্বশুর বাড়ি যাচ্ছো। এটা হল পিতৃ গৃহ। এখানে তোমরা ডবল বাবা পেয়েছো। এক হল নিরাকার উঁচুর থেকেও উঁচু, দ্বিতীয় হল সাকার, তিনিও উঁচুর থেকে উঁচু। এখন তোমরা স্বশুর বাড়ি বিষ্ণুপুরীতে যাচ্ছো। তাকে কৃষ্ণপুরী বলা যাবে না। বাচ্চাদের পুরী হয় না। বিষ্ণুপুরী অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণের পুরী। তোমাদের হল রাজযোগ। তো অবশ্যই নর থেকে নারায়ণ হবে।

বাচ্চারা, তোমরা হলে সত্যিকারের ঈশ্বরীয় সেবাধারী। *বাবা তাকেই ‘সত্যিকারের ঈশ্বরীয় সেবাধারী’ বলেন, যে ন্যূনতম ৮ ঘন্টা আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকার পুরুষার্থ করে। যখন কোনও কর্ম-বন্ধন থাকবে না তখন সেবাধারী হতে পারবে আর কর্মভীত অবস্থাও প্রাপ্ত হবে। নর থেকে নারায়ণ হতে হবে তো কর্মভীত অবস্থা অবশ্যই চাই। কর্ম-বন্ধন থাকলে শান্তি ভোগ করতে হবে।* বাচ্চারা বুঝতে পারে যে - স্মরণ করার পরিশ্রম খুব কড়া। যুক্তি খুব সহজ, কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ভারতের প্রাচীন যোগ -কথিত আছে। যোগের জন্য জ্ঞান আছে, যেটা বাবা এসে শেখান। কৃষ্ণ কোনও যোগ শেখায় না। কৃষ্ণকে আবার স্বদর্শন চক্র দিয়ে দিয়েছে। সেই চিত্রটিতেও কতো ভুল আছে। এখন তোমাদেরকে কোনও চিত্র আদিকে স্মরণ করতে হবে না। সবকিছু ভুলে যাও। কারো প্রতি যেন বুদ্ধি না যায়, লাইন ক্রিয়ার চাই। এটা হল পড়াশোনার সময়। দুনিয়াকে ভুলে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, তবেই পাপ নাশ হবে। বাবা বলেন যে, প্রথম-প্রথম তোমরা অশরীরী এসেছিলে, পুনরায় তোমাদেরকে অশরীরী হয়ে ফিরে যেতে হবে। তোমরা হলে অলরাউন্ডার। তারা তো হল কোনও নির্দিষ্ট স্থানের অভিনেতা, আর তোমরা হলে অসীম জগতের..। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে, আমরা অনেকবার এই অভিনয় করে এসেছি। অনেকবার তোমরা অসীম জগতের মালিক হয়েছো। এই অসীম

জগতের নাটকে পুনরায় ছোটো-ছোটো নাটকও অনেকবার চলতে থাকে। সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত যাকিছু হয়েছে সেটারই পুনরাবৃত্তি হবে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবই এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। মূল বতন, সুস্ম বতন আর সৃষ্টিচক্র, ব্যাস, আর অন্য কোনও ধাম থেকে তোমাদের কোনও কাজ নেই। তোমাদের ধর্ম অত্যন্ত সুখদায়ী। তাঁর যখন সময় হবে, তখন তিনি আসবেন। নশ্বরের ক্রমানুসারে যেরকম সবাই এসেছিলে, সেরকমই আবার ফিরে যাবে। আমি অন্য ধর্মের আর কি বর্ণন করবো! তোমাদের তো কেবল এক বাবারই স্মরণে থাকতে হবে। চিত্র আদি এই সব ভুলে এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শংকরকেও নয়, কেবলমাত্র এক বাবাকে স্মরণ করতে হবে। দুনিয়ার মানুষ মনে করে যে পরমাত্মা হলেন লিঙ্গ স্বরূপ। এখন লিঙ্গ সমান কোনো জিনিস কিভাবে হতে পারে? লিঙ্গ জ্ঞান কি করে শোনাবে? প্রেরণার মাধ্যমে কি কোনো লাউড স্পিকার থাকবে, যা তোমরা শুনবে। প্রেরণার দ্বারা তো কিছু হয় না। এমনও নয় যে, তিনি শংকরকে প্রেরণ করেন। ড্রামাতে এইসব প্রথম থেকেই নির্দিষ্ট করা আছে। বিনাশ তো হবেই। *যেরকম তোমরা আত্মারা শরীর দ্বারা কথা বলো, সেরকম পরমাত্মাও তোমাদের সাথে কথা বলেন। তাঁর পাটাই হল দিব্য অলৌকিক। পতিতদেরকে পবিত্র করার জন্য এক বাবা-ই আসেন। তিনি বলেন যে - তাঁর পাট হলো সকলের থেকে আলাদা।* কল্প পূর্বে যারা এসেছিল, তারাই আসবে। যা কিছু অতীতে ঘটে গেছে, সেসবই হল ড্রামা, পূর্ব কল্পের সাথে এই ড্রামার কোনো পার্থক্য নেই। তবুও পুরুষার্থ করার জন্য চিন্তা করতে হবে। এরকম নয় যে, ড্রামা অনুসারে আমাদের কম পুরুষার্থ চলছে, তাহলে তো পদও অনেক কম হয়ে যাবে। তীর পুরুষার্থ করতে হবে। ড্রামার উপর ছেড়ে দিও না। নিজের চার্টকে দেখতে থাকো। বৃদ্ধি করতে থাকো। নোট রাখো যে - আমার চার্ট (স্মরণের সময়সীমা) বৃদ্ধি হচ্ছে? কম তো হচ্ছে না? খুব সতর্ক থাকতে হবে। এখানে তোমাদের হল ব্রাহ্মণের সঙ্গ। বাইরের সবই হল কুসঙ্গ। তারা তো সবকিছু উল্টোই শোনায়। এখন বাবা তোমাদেরকে কুসঙ্গ থেকে বের করছেন।

কুসঙ্গে এসে মানুষ নিজের আচার-ব্যবহার, থাকা-খাওয়া, পোশাকাদি সবই পরিবর্তন করে ফেলেছে, দেশ-বেশভূষারও পরিবর্তন করে ফেলেছে, এটাও একরকম নিজের ধর্মের নিন্দা করা। দেখো কিরকম ভাবে চুলের স্টাইল করে। দেহ-অভিমান হয়ে যায়। ১০০-১৫০ টাকা খরচা করে শুধু চুলে স্টাইল দেওয়ার জন্য। একে বলা যায় অতি দেহ-অভিমান। তারা কখনোই এই জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না। *বাবা বলছেন - একদম সিম্পল থাকো। দামী শাড়ি পড়লেও দেহ-অভিমান আসে। দেহ-অভিমান ত্যাগ করার জন্য সবকিছু হালকা করে দিতে হবে। দামী জিনিস দেহ-অভিমানে নিয়ে আসে। তোমরা এই সময় বনবাসে আছো, তাই না! প্রতিটি জিনিসের থেকে মোহ ত্যাগ করতে হবে। অত্যন্ত সাধারণ থাকতে হবে। বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানে যদিও দামী শাড়ি পড়ে যাও, সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য দামী শাড়ি পড়া, পুনরায় বাড়িতে এসে পরিত্যাগ করে দেবে। তোমাদেরকে তো বাণীর (শব্দের) থেকেও উপরে যেতে হবে। বাণপ্রস্টীরা সাদা পোশাক ধারণ করে। তোমরা হলে এক-একটি ছোটো-বড় সব বাণপ্রস্টী। ছোটো বাচ্চাকেও শিব বাবারই স্মরণ করা শেখাতে হবে। এতেই কল্যাণ হবে।* ব্যাস, *এখন আমাদের যেতে হবে শিববাবার কাছে।* আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সর্বদাই থেয়াল রাখতে হবে যে, আমাদের কোনও আচরণ যেন দেহ-অভিমান বশতঃ না হয়। খুব সাধারণ থাকতে হবে। কোনও জিনিসের প্রতি আসক্তি রেখো না। কুসঙ্গ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

২)

স্মরণের পুরুষার্থের দ্বারা সকল কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কর্মাতীত হতে হবে। ন্যূনতম আট ঘন্টা আত্ম-অভিমानी থেকে সত্যিকারের ভগবানের সহায়তাকারী (খুদাই-খিদমতগার) হতে হবে।

বরদান:- সর্বদা অসীমের স্থিতিতে স্থিত থেকে বন্ধনমুক্ত, জীবন মুক্ত ভব*

ব্যখ্যা :- দেহ-অভিমান হল লৌকিক জগতের স্থিতি আর দেহী-অভিমानी হওয়া - এটা হল অসীম জগতের স্থিতি। দেহ-ভাবে আসার ফলে অনেক কর্মের বন্ধনে, লৌকিকে আসতে হয় কিন্তু যখন দেহী (আত্মা) হয়ে যাও তখন এইসব বন্ধন সমাপ্ত হয়ে যায়। যেমন বলা যায় যে, বন্ধনমুক্ত-ই হল জীবন মুক্ত স্থিতি, এইরকম যে অসীমের স্থিতিতে স্থিত থাকে সে জগতের বায়ুমন্ডল, ভাইব্রেশন, তমোগুণী বৃত্তি,

মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। একেই বলা যায় জীবনমুক্ত স্থিতি, যার অনুভব এই সঙ্গম যুগেই করা যায়।

স্লোগান:-

নিশ্চয় বুদ্ধির লক্ষণ হল - নিশ্চিত বিজয়ী আর নিশ্চিন্ততা, তার কাছে ব্যর্থ আসতেই পারবে না।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন শ্রীমৎ অনুসারে বিশ্বের সেবা করছ, এই নরককে স্বর্গ বানিয়ে দিচ্ছ, তাই তোমাদের এই জীবন অত্যন্ত অমূল্য”

প্রশ্নঃ - খুশি না থাকার কারণ কি এবং এর সমাধান কি ?

উত্তরঃ - ১) দেহ-অভিমানের বশীভূত হলে এবং ২) অন্তরে কোনো সংশয় উৎপন্ন হলে খুশি বিলীন হয়ে যায়। তাই বাবা উপদেশ দিচ্ছেন - যখনই কোনো সংশয় আসবে, সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে জিজ্ঞেস করো। দেহী অভিমানী হয়ে থাকার অভ্যাস করলে সর্বদাই খুশিতে থাকবে।

ওম্ শান্তি। ভগবান হলেন সর্বোচ্চ, তারপরে রয়েছে সন্তানদের সম্মুখে উচ্চারিত ভগবানের বাণী। আমি তোমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ বানিয়ে দিই। তাই বাচ্চারা, তোমাদের কত খুশি হওয়া উচিত। তোমরা বুঝতে পারো যে, বাবা আমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। দুনিয়ার মানুষ বলে - পরমপিতা পরমাত্মা হলেন সর্বোচ্চ। কিন্তু বাবা স্বয়ং বলছেন - আমি তো বিশ্বের মালিক হই না। ভগবানুবাচ - আমাকে দুনিয়ার মানুষ সর্বোচ্চ ভগবান বলে, কিন্তু আমি বলছি যে আমার বাচ্চারা সর্বোচ্চ। যুক্তি সহকারে বলছি। আগের কল্পের মতোই ড্রামা অনুসারে পুরুষার্থ করাচ্ছেন। বাবা বোঝাচ্ছেন - কোনো বিষয় যদি বুঝতে অসুবিধা হয় তবে জিজ্ঞেস করো। দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই জানে না। বৈকুণ্ঠ কেমন আর এই দুনিয়ার অবস্থা কেমন ! যত বড়ই নবাব-বাদশা হোক কিংবা আমেরিকায় যত বড় ধনী ব্যক্তি হোক না কেন, লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো কখনোই হবে না। ওরা হোয়াইট হাউস ইত্যাদি বানায়, কিন্তু ওখানে (স্বর্গে) তো রক্ত খচিত গোল্ডেন হাউস বানানো হবে। ওই দুনিয়াটাকেই সুখধাম বলা হয়। তোমরাই হিরো-হিরোইনের ভূমিকায় অভিনয় করো। তোমরা হীরেতুল্য হয়ে যাও। সেটা ছিল স্বর্ণযুগ। এখন এটা লৌহযুগ। বাবা বলছেন, তোমরা কতোই না ভাগ্যবান। ভগবান নিজে বসে থেকে বোঝাচ্ছেন। তাই তোমাদের কতো খুশি থাকা উচিত। তোমাদের এই পড়াশুনা তো নূতন দুনিয়ার জন্য। তোমাদের এই জীবন অতি অমূল্য। কারণ তোমরা এখন বিশ্বের সেবা করছ। নরক থেকে স্বর্গ বানানোর জন্যই বাবাকে আহ্বান করা হয়। তাই তো হেভিনলী গড ফাদার বলা হয়। বাবা বলছেন - তোমরাই হেভেনে ছিলে, এখন হলে আছো। এরপর আবার স্বর্গ হবে। হেল শুরু হলে মানুষ হেভেনের কথা ভুলে যায়। পুনরায় এইরকম হবে। পুনরায় তোমাদেরকে স্বর্ণযুগ থেকে লৌহযুগে যেতেই হবে। বাবা বারবার বাচ্চাদেরকে বলছেন - যদি অন্তরে কোনোরকম সংশয় আসে, যার জন্য খুশি থাকছে না, তবে সেটা বাবাকে বলো। বাবা নিজে বসে থেকে পড়াচ্ছেন। তাই অবশ্যই পড়তে হবে। দেহ-অভিমানের বশীভূত হয়ে যাও বলেই খুশি থাকে না। কিন্তু অবশ্যই খুশিতে থাকা উচিত। বাবা তো কেবল ব্রহ্মান্ডের মালিক। আর তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। হয়তো বাবাকে রচয়িতা বলা হয়, কিন্তু তার মানে এটা নয় যে সবকিছু প্রলয় হয়ে যায় এবং তারপর পুনরায় নূতন দুনিয়ার রচনা করেন। না, বাবা বলছেন - আমি কেবল পুরাতনকে নূতন বানাই। পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ করাই। তোমাদেরকে নূতন দুনিয়ার মালিক বানিয়ে দিই। আমি নিজে কিছুই করি না। এটাও ড্রামাতেই রয়েছে। পতিত দুনিয়াতেই আমাকে আহ্বান করে। আমি এসে পরশনাথ বানিয়ে দিই। তখন বাচ্চারা পরশপুরীতে চলে যায়। ওখানে কখনোই আমাকে ডাকবে না। কখনো কি বলবে - বাবা, তুমি এই পরশপুরীতে এসে একটু ঘুরে যাও ? কখনোই ডাকবে না। তাই একটা গান আছে - দুঃখের সময়ে সকলেই স্মরণ করে কিন্তু সুখের সময়ে কেউ করে না। পতিত দুনিয়াতেই স্মরণ করে। সুখের সময়ে স্মরণও করে না, আহ্বানও করে না। দ্বাপর যুগে মন্দির বানিয়ে আমাকে তার মধ্যে রেখে দেয়। পাথরের নয়, হীরার লিঙ্গ বানিয়ে মন্দিরে পূজা করার জন্য রেখে দেয়। কতো আশ্চর্যের বিষয়। *ভালো ভাবে কান খুলে শোনা উচিত। কানকেও পবিত্র করতে হবে।* পবিত্রতাই হলো মুখ্য। বলা হয়, বাঘিনীর দুধ কেবল সোনার পাত্রেই রাখা যায়। *এক্ষেত্রেও যত বেশি পবিত্রতা থাকবে তত ভালো ধারণ করতে পারবে।* বাবা বলছেন - কাম বিকার সবথেকে বড় শত্রু, একে পরাজিত করো। এটাই তোমাদের শেষ জন্ম। তোমরা জানো যে এটাই সেই মহাভারতের যুদ্ধ। প্রত্যেক কল্পে যেভাবে বিনাশ হয়েছে, এই কল্পেও হুবহু সেইভাবে ড্রামা অনুসারে বিনাশ হবে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে তো পুনরায় স্বর্গে তোমাদের মহল বানাতে হবে। যেভাবে আগের কল্পে বানিয়েছিলে। স্বর্গকে প্যারাডাইসও বলা হয়। পুরান থেকে এই প্যারাডাইস শব্দটার উৎপত্তি। বলা হয়েছে - মান সরোবরে নাকি পরীরা থাকে। ওখানে যে ডুব দেবে, সেও পরী হয়ে যাবে। বাস্তবে এটা হলো জ্ঞান রূপী মান সরোবর। এতে ডুব দিয়ে তোমরা কি থেকে কি হয়ে যাও। যে সুন্দর-শোভনীয়, তাকেই পরী বলা হয়। এমন নয় যে পরীর কোনো ডানা থাকে। যেমন তোমাদের মতো পান্ডবদেরকে মহাবীর বলা হয় বলে ওরা পাণ্ডবদের অনেক বড় বড় ছবি, গুহা ইত্যাদি দেখিয়ে দিয়েছে। ভক্তিমার্গে এইভাবে কত অর্থের

অপচয় করে। বাবা বলছেন, আমি তো বাচ্চাদেরকে কতো ধনী বানিয়েছিলাম। তোমরা এতো সম্পত্তি নিয়ে কি করলে ? ভারত অনেক ধনী ছিল। এখন ভারতের কি করুণ অবস্থা হয়ে গেছে। যে ভারত এক সময়ে একশো শতাংশ ধনী ছিল, সে এখন একশো শতাংশ দেউলিয়া হয়ে গেছে। বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে অনেক প্রস্তুতি নিতে হবে। নিজের বাচ্চাদেরকে বোঝাতে হবে যে শিববাবাকে স্মরণ করলে তুমিও কৃষ্ণের মতো হয়ে যাবে। কেউই জানে না, কৃষ্ণ কিভাবে ঐরকম হয়েছিল। আগের জন্মে শিববাবাকে স্মরণ করেই সে কৃষ্ণ হয়েছিল। তাই বাচ্চারা, তোমাদের তো কত খুশি হওয়া উচিত। *কিন্তু সেই বাচ্চার মধ্যেই অসীম খুশি থাকবে যে সর্বদা অপরের সেবায় নিযুক্ত থাকবে।*

*মুখ্য ধারণা হলো - আচরণ যেন খুব রাজকীয় হয়। খাদ্যাভ্যাসও যেন খুব সুন্দর হয়। তোমাদের কাছে যখন কেউ আসে, তখন তাকে সমস্ত রকম সাহায্য করা উচিত। স্থূল এবং সূক্ষ্ম উভয় ভাবেই। শারীরিক এবং আত্মিক উভয় ভাবেই সাহায্য করলে অনেক খুশি হবে। যে কেউ আসুক, তাকে তোমরা সত্যিকারের সত্য নারায়ণের কাহিনী শোনাও। শাস্ত্রে তো কত কি কাহিনী লিখে দিয়েছে। বিষ্ণুর নাভি থেকে নাকি ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়েছে। তারপর আবার ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেখানো হয়েছে। কিন্তু বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি হবে কিভাবে ? কত রহস্যপূর্ণ বিষয়। অন্য কেউ এইসব বিষয় কিছুই বুঝবে না। নাভি থেকে বের হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। ব্রহ্মাই বিষ্ণু এবং বিষ্ণুই ব্রহ্মা হয়। *ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু হওয়ার জন্য এক সেকেন্ড সময় লাগে।* সেকেন্ডে জীবনমুক্তির গায়ন আছে। বাবা দর্শন করিয়েছিলেন যে তুমিই বিষ্ণুর এক রূপ হবে। সেকেন্ডের মধ্যে নিশ্চিত হয়েছিলেন। বিনাশের দৃশ্যও দেখেছিলেন। আগে তো কলকাতাতে রাজার হালে থাকতেন, কোনো সমস্যাই ছিল না। খুব রাজকীয় ভাবে থাকতেন। এখন বাবা তোমাদেরকে এই জ্ঞান রত্নের ব্যবসা করতে শেখাচ্ছেন। এনার কাছে তো এই ব্যবসা কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু এনার ভূমিকা আর তোমাদের ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য আছে। বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু ত্যাগ করে দিয়েছেন। ভাঙি তো হতেই হতো। তোমরাও সবকিছু ত্যাগ করেছিলে। নদী পেরিয়ে ভাঙিতে এসেছিলে। কত কিছুই না হয়েছিল। কিন্তু কাউকে পরোয়া করেনি। বলা হয় কৃষ্ণের জন্য পালিয়ে গেছিল। কেন ? কৃষ্ণ নাকি তাদেরকে পাটরাণী করেছিল। বাস্তবে ওই ভাঙি তৈরি হয়েছিল তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে স্বর্গের মহারানী বানানোর জন্য। শাস্ত্রে তো কি না কি লিখে দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে অনেক আলাদা। তোমরা এখন এইসব বুঝেছ। পালিয়ে যাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। আগের কল্পেও গালাগাল শুনেছিলে। বদনাম হয়েছিল। এটা তো একটা নাটক। যা কিছু হচ্ছে, সব আগের কল্পের মতো। তোমরা এখন ভালোভাবে বুঝেছ যে আগের কল্পে যারা রাজত্ব নিয়েছিল, তারা এই কল্পেও অবশ্যই আসবে। বাবা বলছেন, আমিও প্রতি কল্পে এসে ভারতকে স্বর্গ বানাই। তিনি পুরো ৮৪ জন্মের হিসাব বলেছেন। সত্যযুগে তোমরা অমর হবে। কখনোই অকালে মৃত্যু হবে না। শিববাবা কালজয়ী বানিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলছেন - আমি হলাম কালেরও কাল। কাহিনীও রয়েছে। তোমরাই কালজয়ী হয়ে যাও, অমরলোকে চলে যাও। অমরলোকে ভালো পদ পাওয়ার জন্য পবিত্র হতে হবে এবং দিব্যগুণও ধারণ করতে হবে। প্রতিদিন নিজের চার্ট দেখ। রাবণের জন্য তোমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। এখন আমার দ্বারা তোমরা লাভবান হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা এগুলো ভালো বুঝবে। এটা জ্ঞান রত্নের ব্যবসা। খুব কমজন ব্যবসায়ী এই ব্যবসা করতে পারে। তোমরা তো ব্যবসা করতেই এসেছ। কেউ কেউ ভালো করে ব্যবসা করে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের সওদা করে নেয়। *কেবল ২১ জন্ম নয়, তোমরা ৫০-৬০ জন্ম ধরে খুব সুখে থাকো। কোটি-কোটিপতি (পদ্মপতি) থাকো। দেবতাদের পায়ে পদ্মফুল দেখানো হয়। কিন্তু তার অর্থ কেউ বোঝে না। তোমরা এখন কোটি-কোটিপতি (পদ্মপতি) হচ্ছে। তাই তোমাদের খুব খুশিতে থাকতে হবে। বাবা বলছেন, আমি কতো সাধারণ। তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে স্বর্গে নিয়ে যেতে এসেছি। তোমরাই ডেকেছিলে - হে পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদেরকে পবিত্র করে দাও। সুখধামেই সকলে পবিত্র থাকবে। শান্তিধামের কোনো হিস্ট্রি জিওগ্রাফি হয় না। ওটা তো আত্মাদের দুনিয়া। আর সূক্ষ্মবতনের কোনো ব্যাপারই নেই। এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে আবর্তিত হয়, সেটা এখন তোমরা জেনে গেছ। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের সাম্রাজ্য ছিল। এমন নয় যে কেবল একজোড়া লক্ষ্মী-নারায়ণই রাজত্ব করবে। বৃদ্ধি তো অবশ্যই হবে। তারপর দ্বাপরে ওরাই পূজনীয় থেকে পূজারী হয়ে যাবে। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ পরমাত্মার ক্ষেত্রে বলে দেয় যে তুমিই পূজনীয়, তুমিই পূজারী। যেভাবে তাঁকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। তোমরা এখন এইসব ব্যাপারগুলো বুঝেছ। অর্ধেক কল্প ধরে তোমার গান গেয়ে এসেছ - ভগবান হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু এখন ভগবান বলছেন - বাচ্চারা হলা সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং এইরকম বাবার নির্দেশ অনুসারে তো অবশ্যই চলতে হবে। ঘর-গৃহস্থও সামলাতে হবে। এখানে তো সবাই থাকতে পারবে না। সবাই থাকতে চাইলে তো অনেক বড় বাড়ি বানাতে হবে। *তোমরা একদিন দেখবে যে একটু দর্শন করার জন্য নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত কতো বড় লাইন লাগবে।* অনেকে তো দর্শন করতে না পারলে গালাগালি দিতে শুরু করে। মহাত্মার দর্শন করতে চায়। এখানে বাবা তো কেবল বাচ্চাদের জন্য। বাচ্চাদেরকেই পড়াচ্ছেন। তোমরা যাদেরকে রাস্তা বলে দাও, তাদের মধ্যে কেউ ভালোভাবে চলতে শুরু করে, আবার কেউ ধারণ করতে পারে না। কতজন আছে যারা কেবল শুনতে থাকে, কিন্তু বাইরে গেলে যেমন ছিল সেইরকম থেকে যায়। তখন আর সেই খুশি, পড়াশুনা এবং যোগ কোনোটাই থাকে না। *বাবা কতো করে বোঝান - চার্ট লেখ। নয়তো খুব আফসোস করতে

হবে।* চার্ট রাখতে হবে যে আমি বাবাকে কতক্ষণ স্মরণ করি। ভারতের প্রাচীন যোগের অনেক সুখ্যাতি রয়েছে। বাবা বলছেন - কোনো বিষয় যদি বুঝতে অসুবিধা হয়, তবে বাবাকে জিজ্ঞেস করো। আগে তো তোমরা কিছুই জানতে না। বাবা বলছেন, এটা হলো কার্টার জঙ্গল। কাম বিকার সবথেকে বড় শত্রু। গীতাতেই এটা লেখা আছে। আগে তো বাবা গীতা পড়ত, কিন্তু কিছুই বুঝত না। সারাজীবন তিনি গীতা পড়েছেন। এটা বুঝতে পারতেন যে গীতার অনেক মহত্ব আছে। ভক্তিমার্গে গীতাকে কতো সম্মান করা হয়। গীতা আকারে বড় হয়, আবার ছোটও হয়। খুব অল্প দামেই কৃষ্ণ এবং অন্যান্য দেবতাদের ছবি কিনতে পাওয়া যায়। সেই ছবিগুলো নিয়েই কতো বড় বড় মন্দির বানায়। বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, তোমাদেরকে বিজয়-মালার দানা হতে হবে। এইরকম মিষ্টি বাবাকে 'বাবা-বাবা' বলে ডাকে। বোঝে যে তিনি স্বর্গের রাজত্ব প্রদান করেন। কিন্তু মায়া এতই শক্তিশালী যে এতকিছু শুনে এবং অন্যকে শোনানোর পরেও ত্যাগ করে চলে যায়। বাবা বলে যখন ডেকেছ, তখন বাবা মানে তো বাবা-ই। ভক্তিমার্গেও গান গায় - তিনি হলেন সকল পতির পতি এবং সকল গুরুর গুরু। তিনিই এখন আমাদের বাবা। জ্ঞানের সাগর পতিত-পাবন। তোমরা বাচ্চারা বলছ - বাবা, আমরা প্রতি কল্পেই তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিই। প্রতি কল্পেই তোমার সঙ্গে মিলন হয়। তুমি তো অসীম জগতের পিতা। তাই তোমার কাছ থেকে আমরা নিশ্চয়ই সীমাহীন উত্তরাধিকার পাব। মুখ্য হলো 'অঙ্ক' বা 'বাবা'। এই 'অঙ্ক' কথাটার মধ্যেই 'বে' বা 'বাদশাহী' কথাটা রয়েছে। বাবা মানেই উত্তরাধিকার। দুনিয়ায় সীমিত উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, আর এখানে সীমাহীন উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। হদের বা লৌকিক পিতা তো অসংখ্য রয়েছে। কিন্তু বেহদের বা পারলৌকিক পিতা কেবল একজন। আচ্ছা ! মিষ্টি-মিষ্টি, ৫ হাজার বছর পরে পুনরায় এসে মিলিত হওয়া বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদার স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) স্মৃল কিংবা সূক্ষ্ম সেবা করে অসীম খুশির অনুভব করতে হবে এবং অন্যকেও অনুভব করাতে হবে। আচরণ এবং খাদ্যাভ্যাসে খুব রাজকীয় ভাব রাখতে হবে।

২) অমরলোকে উঁচু পদ পাওয়ার জন্য পবিত্র হওয়ার সাথে সাথে দিব্যগুণও ধারণ করতে হবে। নিজের চার্ট দেখতে হবে যে আমি কতক্ষণ বাবাকে স্মরণ করি ? অবিনাশী জ্ঞান রত্নের উপার্জন কি জমা করছি ? শ্রবণেন্দ্রিয়কে কি পবিত্র করেছি যার মাধ্যমে জ্ঞান ধারণ হবে ?

বরদান:- মায়াবী খেলাগুলো সাক্ষী হয়ে দেখে সর্বদা নির্ভয় এবং মায়াজিৎ হও*

বাচ্চারা, সময় অনুসারে এখন তোমাদের অবস্থার অগ্রগতি হচ্ছে, তাই এখন আর মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করলে চলবে না। মায়া নমস্কার করতে আসে, যুদ্ধ করতে নয়। যদি কখনো মায়ার আগমন হয় তবে সেটাকে খেলা মনে করে দেখতে থাকো। যেন অনুভব হয় যে সাক্ষী হয়ে একটা ছোট্ট নাটক দেখছি। মায়ার যত ভয়ঙ্কর রূপ-ই হোক না কেন, তুমি যদি সেটাকে খেলনা এবং খেলা মনে করে দেখ তবে খুব আনন্দ পাবে এবং কখনোই ভয় পাবে না কিংবা ঘাবড়ে যাবে না। যে সন্তান সর্বদা খেলোয়াড় হয়ে সাক্ষী রূপে মায়ার খেলা দেখে, সে সর্বদাই নির্ভীক এবং মায়াজিৎ হয়ে যায়।

স্লোগান:- এমন স্নেহের সাগর হয়ে যাও যাতে ক্রোধ তোমার নিকটেই আসতে না পারে।*

*"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা তোমাদের জ্ঞান রত্ন দিতে এসেছেন, বাবা তোমাদের যা বলেন বা বোঝান সেসব হল জ্ঞান, জ্ঞানের রত্ন জ্ঞান সাগর ব্যতীত কেউ দিতে পারে না "**

প্রশ্ন:- আত্মার ভ্যালু কম হওয়ার মুখ্য কারণ কি ?

উত্তর:- ভ্যালু কম হয় খাদ পড়ার জন্য অর্থাৎ বিকার গ্রস্ত হওয়ার জন্য। যেমন সোনা খাদ দিয়ে গহনা তৈরি করা হয় তখন তার ভ্যালু কমে যায়। ঠিক তেমনি আত্মা হল প্রকৃত সোনা সম, তাতে যখন অপবিত্রতার খাদ পড়ে তখন আত্মার ভ্যালু কম হয়ে যায়। এই সময় তমোপ্রধান আত্মার কোনো ভ্যালু নেই। শরীরেরও কোনো ভ্যালু নেই। এখন তোমাদের আত্মা ও শরীর দুই-ই স্মরণের দ্বারা ভ্যালুয়েবল হচ্ছে ।

*গীত:- কে এলো আজ সকাল বেলায়

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি রুহানী অর্থাৎ আত্মা রুপী বাচ্চাদেরকে বাবা বসে বোঝাচ্ছেন এবং স্মরণের যুক্তিও বলে দিচ্ছেন। বাচ্চারা বসে আছে, বাচ্চাদের মনে এই কথা আছে যে শিব ভোলেবাবা এসেছেন। ধরো যদি আধ ঘন্টা শান্ত হয়ে বসে থাকেন, কিছু না বলেন তাহলে তোমাদের আত্মা বলবে যে শিববাবা কিছু বলুন। তোমরা তো জানো শিববাবা বসে আছেন, কিন্তু বলেন না। এও হল তোমাদের স্মরণের যাত্রা তাইনা। বুদ্ধিতে শিববাবার স্মরণই আছে। মনে ভাববে শিববাবা যেন কিছু বলেন, জ্ঞান রত্ন প্রদান করবেন। বাচ্চারা, বাবা তো আসেন-ই তোমাদের জ্ঞান রত্ন প্রদান করতে। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর তাই না। তিনি বলবেন - বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী হয়ে থাকো। বাবাকে স্মরণ করো। এই হল জ্ঞান। বাবা বলেন এই ড্রামার চক্রকে, সিঁড়িকে এবং বাবাকে স্মরণ করো - এও হল জ্ঞান। বাবা যা কিছু বোঝাবেন সেসবই জ্ঞান বলা হবে। স্মরণের যাত্রাও বোঝাতে থাকেন। এই সব হল জ্ঞান রত্ন। স্মরণের কথা যা বোঝান, সেই রত্ন গুলি খুব ভালো। বাবা বলেন নিজের ৮৪ জন্ম-কে স্মরণ করো। তোমরা পবিত্র এসেছিলে আবার পবিত্র হয়ে ফিরে যেতে হবে। কর্মজীত অবস্থায় স্থির হতে হবে এবং বাবার কাছে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে। সেসব তখন পাওয়া যাবে, যখন আত্মা সতোপ্রধান হয়ে যাবে স্মরণের শক্তি দ্বারা। এই কথাটি খুব ভ্যালুয়েবল, নোট করা উচিত। আত্মাতেই ধারণ হয়। এই শরীর তো হল কর্মেন্দ্রিয় যা বিনাশ হয়ে যায়। সংস্কার ভালো বা খারাপ আত্মাতেই ভরা থাকে। বাবার মধ্যেও সংস্কার ভরা আছে - সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজের, তাই তাঁকে নলেজফুল বলা হয়। বাবা সঠিক করে বোঝান- ৮৪-র চক্র হল খুব সহজ। এখন ৮৪-র চক্র পূর্ণ হয়েছে। এখন আমাদের বাবার কাছে ফিরে যেতে হবে। অপবিত্র আত্মা তো সেখানে যেতে পারে না। তোমাদের আত্মা পবিত্র হয়ে গেলে এই শরীরও ত্যক্ত হবে। পবিত্র শরীর তো এখানে প্রাপ্ত হতে পারেনা। এই হল পুরানো পাদুকা সম, এর প্রতি বৈরাগ্য অনুভব হচ্ছে। আত্মাকে পবিত্র হয়ে পরে ভবিষ্যতে আমাদের পবিত্র শরীর নিতে হবে। সত্যযুগে আত্মা ও শরীর দুই-ই পবিত্র ছিল। এইসময় তোমাদের আত্মা অপবিত্র হয়েছে তাই শরীরও হল অপবিত্র । যেমন সোনা তেমনি গহনা। গভনমেন্টও বলে হালকা সোনার গহনা পরো। যার মূল্য কম। এখন তোমাদের আত্মার ভ্যালুও কম আছে। সেখানে তোমাদের আত্মার অনেক ভ্যালু থাকে। সতোপ্রধান, তাই না। এখন হল তমোপ্রধান। খাদ পড়েছে, কোনও কাজের নয়। সেখানে আত্মা থাকে পবিত্র, তাই অনেক ভ্যালু থাকে। এখন ৯ ক্যারেটের হয়েছে, ফলে কোনো ভ্যালু নেই । তাই বাবা বলেন, আত্মাকে পবিত্র করো, তাহলে শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হবে। এই জ্ঞান আর কেউ প্রদান করতে পারেনা।

বাবা বলেন - "মামেকম্ স্মরণ করো" । কৃষ্ণ কীভাবে বলবেন। তিনি তো হলেন দেহধারী, তাইনা। বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমি পিতা আমাকে স্মরণ করো। কোনও দেহ ধারীকে স্মরণ করো না। এখন তোমরা বুঝেছো, তাই বোঝাতে হবে। শিববাবা হলেন নিরাকার, তাঁর জন্ম হল অলৌকিক। তোমাদের অর্থাৎ আত্মা রুপী বাচ্চাদেরকেও অলৌকিক জন্ম প্রদান করেন। অলৌকিক পিতা, অলৌকিক সন্তান। লৌকিক, পারলৌকিক এবং অলৌকিক বলা হয়। বাচ্চারা, তোমাদের অলৌকিক জন্ম প্রাপ্ত হয়। বাবা তোমাদের দত্তক নিয়ে উত্তরাধিকার প্রদান করেন। তোমরা জানো, আমরা ব্রাহ্মণ এটা হল আমাদেরও অলৌকিক জন্ম। অলৌকিক পিতার কাছে অলৌকিক উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মাকুমার-কুমারী ছাড়া অন্য কেউ স্বর্গের মালিক হতে পারেনা। মানুষ কিছু বোঝে না। তোমাদেরকে বাবা কত বোঝান। আত্মা যে অপবিত্র হয়েছে সে স্মরণ ব্যতীত পবিত্র হতেই পারেনা। স্মরণে স্থিত না থাকলে খাদ তো রয়েছেই যাবে। পবিত্র হতে পারবে না তারপর সাজা ভোগ করতে হবে। সম্পূর্ণ দুনিয়ার মনুষ্য আত্মাদের পবিত্র হয়ে ফিরে যেতে হবে।

শরীর তো যাবে না। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করা খুবই কঠিন। ব্যবসা ইত্যাদিতে সেই অবস্থায় তো স্থিত থাকা যায় না। বাবা বলেন আত্মা নিজেকে আত্মা নিশ্চয় না করতে পারো তো শিববাবাকে স্মরণ করো। ব্যবসা ইত্যাদি করতে করতে এই পরিশ্রম করো যে আমি আত্মা এই শরীর দ্বারা কর্ম করি। আমি আত্মাই শিববাবাকে স্মরণ করি। আত্মা-ই সর্ব প্রথমে পবিত্র ছিলো, এখন আবার পবিত্র হতে হবে। এই হল পরিশ্রম। এতেই রয়েছে বড় মাত্রায় উপার্জন। এখানে যতই বিরাট ধনী মানুষ থাকুক আরব-খরবপতি কিন্তু সে-ই সুখ নেই। সবার জীবনে দুঃখ আছে। বড় বড় রাজা, প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি আজ আছে, আগামীকাল তাদের হত্যা করা হয়। বিদেশে সবই হয়। ধনী মানুষ, রাজা তাদের তো খুব বিপদ। এখানেও যারা রাজা ছিল তারা প্রজা হয়েছে। রাজার উপরে প্রজার রাজত্ব হয়েছে। ড্রামায় এমনই নির্দিষ্ট আছে। শেষ সময়ে এই অবস্থা হয়। নিজেদের মধ্যে নিজেরাই যুদ্ধ করবে। তোমরা জানো কল্প পূর্বেও এমনটাই হয়েছিলো। তোমরা গুপ্ত বেশে প্রাণ ও হৃদয়, মন ও ভালোবাসা দিয়ে নিজের হারানো রাজত্ব প্রাপ্ত করো। তোমরা পরিচয় পেয়েছো - আমরা তো মালিক ছিলাম, সূর্যবংশী দেবতা ছিলাম। এখন আবার সেই স্বরূপ প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ করছো কারণ এখানে তোমরা সত্য নারায়ণের কাহিনী শুনছো তাইনা। বাবার সাহায্যে আমরা নর থেকে নারায়ণ কীভাবে হই? বাবা এসে রাজযোগের শিক্ষা দেন। ভক্তিমার্গে এই শিক্ষা কেউ দিতে পারেনা। কোনও মানুষকে পিতা, শিক্ষক, গুরু বলা যাবে না। ভক্তিতে কত পুরানো কাহিনী বসে শোনানো হয়। বাচ্চারা, এখন তোমাদের ২১ জন্ম বিশ্রাম নেওয়ার জন্য পবিত্র তো নিশ্চয়ই হতে হবে।

বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। অর্ধকল্প তো ড্রামা অনুযায়ী দেহ-অভিমানী হয়ে থেকেছো, এখন দেহী-অভিমানী হতে হবে। ড্রামা অনুযায়ী এখন পুরানো দুনিয়াকে পরিবর্তিত হয়ে নতুন দুনিয়া হতে হবে। দুনিয়া তো একটাই। পুরানো দুনিয়া থেকে আবার নতুন হবে। নতুন দুনিয়ায় নতুন ভারত ছিলো তখন সেখানে দেবী-দেবতা ছিল, রাজধানীও জানো, যমুনার তীর ছিলো, যার নাম ছিল পরিস্তান। সেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিদ্যমান থাকে। আত্মা পবিত্র হয়ে যায় তো পবিত্র আত্মার শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন - আমি এসে তোমাদের সুন্দর দেবী-দেবতায় পরিণত করি। তোমরা বাচ্চারা নিজের পরীক্ষা করতে থাকো, আমাদের মধ্যে কোনো অবগুণ নেই তো? স্মরণে থাকি? পড়াও করতে হবে। এই হল বড় মাপের পড়াশোনা। এ হল একমাত্র পড়াশোনা, ওই পড়াশোনায় তো কত বই ইত্যাদি পড়তে হয়। এই হল উঁচু থেকে উঁচু পড়াশোনা, যিনি পড়ান তিনিও হলেন উঁচু থেকে উঁচু শিববাবা। এমন নয় যে শিববাবা এই দুনিয়ার মালিক। বিশ্বের মালিক তো তোমরা হও তাইনা। বাবা কত রকমের নতুন গুহ্য কথা তোমাদের বলেন। মানুষ ভাবে পরমাত্মা হলেন সৃষ্টির মালিক। বাবা বোঝান - মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, আমি এই সৃষ্টির মালিক নই। তোমরা মালিক হও তারপরে সেই রাজত্ব হারাও। তারপরে বাবা এসে বিশ্বের মালিক করেন। একেই বিশ্ব বলা হয়। মূলবতন বা সূক্ষ্ম বতনের কথা নয়। মূলবতন থেকে তোমরা এখানে এসে ৮৪ জন্মের চক্র পরিক্রমণ করো। তারপরে বাবাকে আসতে হয়। এখন পুনরায় তোমাদের পুরুষার্থ করাই - সেই প্রালব্ধ প্রাপ্তির জন্য, যা তোমরা হারিয়েছ। হার ও জিতের খেলা, তাইনা। এই রাবণ রাজ্য শেষ হওয়ার আছে। বাবা কত সহজ করে বোঝান। বাবা নিজে বসে পড়ান। দুনিয়ায় তো মানুষ, মানুষকে পড়ায়। যদিও তোমরাও হলে মানুষ কিন্তু বাবা আত্মাদের অর্থাৎ তোমাদের বসে পড়ান। পড়াশোনার সংস্কার আত্মাতেই থাকে। এখন তোমরা খুব নলেজফুল, সেসব হল ভক্তির নলেজ। উপার্জন করার জন্যও নলেজ আছে। শাস্ত্রেরও নলেজ আছে। এই হল রূহানী নলেজ। তোমাদের আত্মাকে আত্মিক পিতা বসে জ্ঞান প্রদান করছেন। ৫ হাজার বছর পূর্বেও তোমরা শুনেছিলে। সম্পূর্ণ মনুষ্য সৃষ্টিতে কখনও এমন করে কেউ পড়ায় নি। কেউ জানেনা, ঈশ্বর কীভাবে পড়ান?

তোমরা বাচ্চারা জানো, এখন এই পড়াশোনা দ্বারা রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। যারা ভালো ভাবে পড়ে এবং শ্রীমৎ অনুযায়ী চলে তারা হাইয়েস্ট হয় এবং যারা বাবার নিন্দে করায়, হাত ছেড়ে চলে যায় তারা প্রজায় কম পদের অধিকারী হয়। বাবা তো একটি পড়াই পড়ান। পড়াশোনায় অনেক মার্জিন আছে। দেবতাদের রাজধানী ছিলো, তাইনা। একমাত্র বাবা-ই, যিনি এসে রাজধানী স্থাপন করেন। বাকি সব বিনাশ হয়ে যাবে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখন শীঘ্র রেডি হও। গাফিলতি করে সময় নষ্ট ক'রো না। স্মরণ না করলে মোস্ট ভ্যালুয়েবল সময় নষ্ট হয়। শরীর নির্বাহের উদ্দেশ্যে ব্যবসা ইত্যাদি সবই করো, তবুও হাত থাকবে কর্মে, মন স্মরণে। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা রাজত্ব প্রাপ্ত করবে। তোমরা খোদা বন্ধুর কাহিনী শুনেছো, তাইনা। আল্লাহ অবলদীনের নাটক দেখানো হয়। স্পর্শ করলেই খাজানা প্রাপ্তি হয়। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো - আল্লাহ তোমাদের স্পর্শ করে কি রূপে পরিণত করেন। দিব্য দৃষ্টি দ্বারা বৈকুণ্ঠে চলে যাও। প্রথমে কন্যারা একসাথে বসে নিজেরাই ধ্যান মগ্ন হয়ে যেতো। পরে বলে দিতো জাদু। তখন এইসব বন্ধ করা হল। সুতরাং এইসব কথা হল বর্তমান সময়ের। হাতিমতাই- এর কাহিনী আছে। মুখে লৌহ গোলক পুরে রাখলে মায়া হেরে যেত। গোলক মুখ থেকে বার করলেই মায়া চলে আসতো। এর রহস্য তো কেউ বুঝতে পারেনা। বাবা বলেন, বাচ্চারা মুখে মূহুরা বা

চুম্বিকার্টি পুরে নাও। তোমরা হলে শান্তির সাগর, আত্মা শান্তিতে নিজের স্বধর্মে থাকে। সত্যযুগেও জ্ঞান থাকে যে আমরা আত্মা। যদিও পরমাত্মা পিতাকে কেউ জানেনা। কখনও কেউ প্রশ্ন করলে বলো - সেখানে বিকারের নাম চিহ্ন নেই। সেটি হল পবিত্র দুনিয়া। ৫ বিকার সেখানে থাকে না। দেহ-অভিমানই নেই সেখানে। মায়ার রাজ্যে দেহ-অভিমানী হয়, সেখানে থাকে মোহজিত। এই পুরানো দুনিয়া থেকে নষ্টমোহ হতে হবে। বৈরাগ্য অনুভব তাদের হয় যারা ঘর সংসার ত্যাগ করে। তোমাদের তো ঘর সংসার ত্যাগ করতে হবে না। বাবার স্মরণে থেকে এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে ফিরে যেতে হবে। সকলের হিসেব নিকেশ পূর্ণ হবে। তারপরে ফিরে যাবে আত্মাদের ধাম। কল্প-কল্প এই হয়। তোমাদের বুদ্ধি এখন সুদূরে উপরে যায়, তারা দেখে সাগরের দূরত্ব কত দূর পর্যন্ত আছে ? সূর্য - চাঁদে কি আছে ? প্রথমে বলা হতো তারা দেবতা। তোমরা বলো এতো ব্রহ্মাণ্ডের আলোক বাতি। এখানে হয় খেলা। তাই এই বাতি গুলি এখানেই আছে। মূলবতনে, সূক্ষ্মবতনে এইসব নেই। সেখানে কোনও খেলা নেই। এই অনাদি খেলাটি হয়ে আসছে। *চক্র আবর্তিত হতেই থাকে, প্রলয় হয় না। ভারত তো হল অবিনাশী খন্ড, এখানে মানুষ বাস করে, জলমগ্ন হয় না। পশু পাখি ইত্যাদি যা আছে, সব থাকবে। বাকি যে সব খন্ড আছে, সেসব সত্যযুগ ত্রৈতায় থাকে না।* তোমরা যা দিব্য দৃষ্টি দ্বারা দেখেছো, সেসব আবার প্রাক্টিক্যাল দেখবে। প্রাক্টিক্যাল তোমরা বৈকুণ্ঠে গিয়ে রাজত্ব করবে। যার জন্য পুরুষার্থ করছো, তবুও বাবা বলেন স্মরণে পরিশ্রম আছে। মায়া স্মরণ করতে দেয় না। খুব ভালোবাসা সহকারে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমরা অজ্ঞান কালে ভালোবেসে বাবার মহিমা করতে। আমাদের অমুক এমন ছিলো, অমুক পদ মর্যাদা যুক্ত ছিলো। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ সৃষ্টি চক্র ফিফ্র আছে। সর্ব ধর্মের নলেজ আছে। যেমন সেখানে আত্মাদের বংশ লতিকা আছে, তেমনই এখানে আছে মনুষ্য সৃষ্টির বংশ লতিকা। গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার হলেন ব্রহ্মা। তারপরে হল তোমাদের বংশ। সৃষ্টি তো সর্বদা চলায়মান তাইনা।

বাবা বোঝান - বাচ্চারা, নর থেকে নারায়ণ হতে হবে। যা তোমরা মুখে বলো, তাই যেন তোমাদের কর্মে থাকে। প্রথমে নিজের অবস্থা দেখতে হবে। বাবা আমরা তো সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিয়েই থাকবো, সুতরাং ওই রকম চলনও চাই। এই হল একটি মাত্র পড়াশোনা, নর থেকে নারায়ণ হওয়ার। এই পড়া তোমাদেরকে একমাত্র বাবা পড়ান। রাজার রাজা তোমরাই হও, অন্য কোনও খণ্ডে হয় না। তোমরা পবিত্র রাজা হও, পরে লাইট হীন অপবিত্র রাজারা পবিত্র রাজাদের মন্দির বানিয়ে পূজা করে। এখন তোমরা পড়ছো। স্টুডেন্ট নিজের টিচারকে কেন ভুলে যায়! তারা বলে মায়া ভুলিয়ে দিয়েছে। মায়াকে দোষ দিয়ে দেয়। আরে, স্মরণে তো তোমাদের রাখতে হবে। মুখ্য টিচার একজন-ই, বাকি অন্যরা সব হল অনুপম টিচার্স। বাবাকে ভুলে যাও, আত্মা টিচারকে স্মরণ করো। তোমাদেরকে ৩-টি চাক্স দেওয়া হয়। এক স্বরূপ বিস্মৃত হলে অন্য দুটি স্বরূপকে স্মরণ করো। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার কাছে পুরো প্রাপ্তির জন্যে কথায় যা কর্মও তাই যেন হয়, এরই পুরুষার্থ করতে হবে। মোহজিত হতে হবে।

২) সदा যেন স্মরণে থাকে যে, আমরা শান্তির সাগরের সন্তান, আমাদের শান্তিতে থাকতে হবে। মুখে চুম্বিকার্টি (মূহলরা) রাখতে হবে। গাফিলতি করে সময় নষ্ট করবে না।

বরদান:- কষ্টে থাকা আত্মাদের এক সেকেন্ডে গতি-সদগতি প্রদান কারী মাস্টার দাতা ভব*
 ব্যাখ্যা: যেমন স্থূল সীজনের ব্যবস্থা করো, সেবাধারী সামগ্রী ইত্যাদি সব রেডি করো যাতে কারো কোনো কষ্ট না হয়, সময় ব্যর্থ না যায়। তেমনই এখন সর্ব আত্মাদের গতি-সদগতি করার শেষ সীজন আসবে, কষ্টে থাকা আত্মাদের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার কষ্টটুকু দেবে না, আসতে থাকবে আর নিতে থাকবে। এর জন্যে এভাররেডি হও। পুরুষার্থী জীবনের উর্ধ্বে উঠে দাতা স্বরূপ স্থিতিতে থাকো। প্রতিটি সঙ্কল্প, প্রতিটি সেকেন্ড মাস্টার দাতা হয়ে চলো।

স্লোগান:- হজুরকে (শিববাবাকে) বুদ্ধিতে হাজির রাখো, তাহলে সর্ব প্রাপ্তি গুলি হ্যাঁ হজুর করবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ অভিমান ত্যাগ করে দেহী-অভিমानी হও, দেহী-অভিমানীদেরই ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় বলা হয়"

প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমরা এখন যে সংসঙ্গ করো সেটা অন্য সংসঙ্গের সাথে অতুলনীয়, কীভাবে?

উত্তর:- এটা এমন এক সংসঙ্গ যেখানে তোমরা আত্মা আর পরমাত্মার জ্ঞান শোনো। এখানে অধ্যয়ণ করা হয়। এইম্ অবজেক্টও সামনে আছে। অপর কোনো সংসঙ্গে না অধ্যয়ণ করা হয়, না আছে কোনো এইম্ অবজেক্ট।

ওম্ শান্তি। আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি আত্মা রূপী বাবা বুমিয়ে দিচ্ছেন। আত্মা রূপী বাচ্চারা শুনছে। প্রথম দিকে বাবা বোঝান যে, যখনই বসবে নিজেকে আত্মা মনে করে বসো। দেহ মনে করো না। দেহ-অভিমানীদের আসুরিক সম্প্রদায় বলা হয়। দেহী-অভিমানীদের ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় বলা হয়। ঈশ্বরের দেহ নেই। তিনি হলেন সর্বদা আত্মা- অভিমানী। তিনি হলেন সুপ্রিম আত্মা, সকল আত্মাদের পিতা। পরম আত্মা অর্থাৎ উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ। মানুষ যখন উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ ভগবান বলে তখন তো বুদ্ধিতে আসে তিনি হলেন নিরাকার লিঙ্গ রূপ। নিরাকার লিঙ্গের পূজাও হয়। তিনি হলেন পরমাত্মা অর্থাৎ সকল আত্মাদের থেকে উচ্চ। তিনিও হলেন আত্মা কিন্তু উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ আত্মা। তিনি জন্ম-মরণের চক্রে আসেন না। এছাড়া সবাই পুনর্জন্ম নেয় আর সব হলো রচনা। রচয়িতা হলেন একমাত্র বাবা। ব্রহ্মা-বিশ্ব-শঙ্করও হলো রচনা। সমগ্র মনুষ্য সৃষ্টিও হলো রচনা। রচয়িতাকে বাবা বলা হয়। পুরুষকেও রচয়িতা বলা হয়। স্ত্রীকে অ্যাডপ্ট করে তারপর তার দ্বারা ক্রিয়েট(সৃষ্টি) করে, পালন করে। ব্যাস, বিনাশ করে না। আর ধর্ম স্থাপন করে, তারাই ক্রিয়েট করে, তারপর তাদের পালন করে। বিনাশ কেউই করে না। অসীম জগতের পিতা যাঁকে পরম আত্মা বলা হয়ে থাকে, যেমন আত্মার রূপ বিন্দু হয়, সেই রকমই পরমপিতা পরমাত্মার রূপও হলো বিন্দু। এছাড়া যে এতো বড় লিঙ্গ তৈরী করে, সে সব ভক্তি মার্গে পূজার জন্য। বিন্দুর পূজা কীভাবে করবে। ভারতে রুদ্র যজ্ঞ রচনা করলে তো মাটির শিবলিঙ্গ আর শালগ্রাম তৈরী করে তারপর তার পূজা করে। সেটাকে রুদ্র যজ্ঞ বলা হয়। বাস্তবে আসল নাম হলো *রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী রুদ্র গীতা জ্ঞান যজ্ঞ*। যা শাস্ত্রেও লেখা আছে। বাবা এখন বাচ্চাদের বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করো। আর যে সব সংসঙ্গ আছে তাদের মধ্যে কারোরই আত্মা বা পরমাত্মার জ্ঞান নেই, দিতেও পারে না। সেখানে তো কোনো এইম্ অবজেক্ট থাকে না। বাচ্চারা, তোমরা এখন অধ্যয়ণ করছো। তোমরা জানো যে আত্মা শরীরে প্রবেশ করে। আত্মা হলো অবিনাশী, শরীর হলো বিনাশী। শরীর দ্বারা ভূমিকা পালন করা হয়। আত্মা তো হলো অশরীরী। বলাও হয়ে থাকে উলঙ্গ এসেছি, উলঙ্গ ভাবে যেতে হবে। শরীর ধারণ করেছি আবার শরীর ত্যাগ করে উলঙ্গ ভাবে যেতে হবে। এটা বাবা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বসে বোঝান। বাচ্চারা এটাও জানে যে ভারতে সত্যযুগ ছিলো, তখন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিলো, একটাই ধর্ম ছিলো। ভারতবাসী এটাও জানে না। যারা বাবাকে জানে না, তারা কিছুই জানে না। প্রচীন ঋষি মুনিরাও বলতেন - আমরা রচনা আর রচয়িতাকে জানি না। রচয়িতা হলেন অসীম জগতের পিতা, তিনিই রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানেন। আদি বলা হয় শুরু যা দিয়ে হয়, মধ্য মধ্যবর্তীকে। *আদি হলো সত্যযুগ, যাকে দিন বলা হয়, তারপর মধ্য থেকে শেষ পর্যন্ত রাত। দিন হলো সত্যযুগ-ত্রৈতা।* স্বর্গ হলো ওয়ান্ডার অফ ওয়ার্ল্ড(বিস্ময়কর পৃথিবী)। ভারতই স্বর্গ ছিলো যেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজ্য করতো, এটা ভারতবাসী জানতো না। বাবা এখন স্বর্গের স্থাপনা করছেন। বাবা বলেন তোমরা নিজেদেরকে আত্মা মনে করো। আমরা হলাম ফার্স্টক্লাস আত্মা। এই সময় মনুষ্য মাত্র সব হলো দেহ-অভিমানী। বাবা আত্মা- অভিমানী করে তোলেন। আত্মা কি জিনিস সেটাও বাবা বলে দেন। মানুষ কিছুই জানে না। যদিও বা বলে ক্রুটিটির মাঝখানে ঝলমল করে এক আজব তারা, কিন্তু সেটা কি, তার মধ্যে কীভাবে পাট ভরা আছে, সেই সব কিছুই জানে না। *এখন বাবা তোমাদের বুমিয়েছেন যে, তোমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের ৮৪ জন্মের ভূমিকা পালন করতে হয়। ভারতই হলো উচ্চ ভূমি, যে কোনো মানুষেরই তীর্থ হল এটাই। সবাইকে সন্নতি করতে বাবা এখানে আসেন। রাবণ রাজ্য থেকে লিবারেট করে গাইড হয়ে নিয়ে যান।* মানুষ তো এমনিই বলে দেয়, অর্থ কিছুই জানে না। ভারতে সর্বপ্রথমে দেবী-দেবতা ছিলো। তাদেরই আবার পুনর্জন্ম নিতে হয়। *ভারতবাসী যারা তারাই দেবতা তারপর ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়। পুনর্জন্ম নেয় যে না! এই নলেজ সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে পর-পর ৭ দিন লাগে। পতিত বুদ্ধিকে পবিত্র করে তুলতে হবে।* এই লক্ষ্মী-নারায়ণ পবিত্র দুনিয়াতে রাজস্ব করতো। তাদেরই রাজ্য ভারতে ছিলো, তাই আর কোনো ধর্ম ছিলো না। একটাই রাজ্য ছিলো। ভারত কতো সমৃদ্ধশালী (সলভেন্ট) ছিলো। হীরে জহরতের মহল ছিলো আবার রাবণ রাজ্যে পূজারী হয়েছে। আবার ভক্তি মার্গে এই মন্দির ইত্যাদি তৈরী করেছে। সোমনাথের মন্দির ছিলো না! একটা মন্দির

তো হয় না। এখানেও শিবের মন্দিরে এতো তো হীরে জহরত ছিলো যা মোহম্মদ গজনী উটে ভরে-ভরে নিয়ে গেছে। এতো জিনিস ছিলো যে উট তো কি, কেউ লক্ষ উট নিয়ে এলে তাতেও ধরতো না। সত্যযুগে সোনা, হীরা-জহরতের তো অনেক মহল ছিলো। মোহম্মদ গজনী তো পরে এসেছে। দ্বাপরেও কতো মহল ইত্যাদি হয়। সে সব আবার আর্থকোয়েকে (ভুকম্পনে) ভিতরে চলে যায়। রাবণের সোনার লক্ষা তো হয় না। রাবণ রাজ্যে তো ভারতের এই হাল হয়ে যায়। ১০০ পারসেন্ট রিলিজিয়াস, অনরাইটিয়াস, ইনসালবেন্ট, পতিত বিশেষ, নূতন দুনিয়াকে বলা হয় ভাইসলেস(পাপমুক্ত)। ভারত শিবালয় ছিলো, যাকে ওয়াল্ডার অফ ওয়াল্ড বলা হয়। খুব কম মানুষ ছিলো। এখন তো কোটি সংখ্যক মানুষ। বিচার করা উচিত। এখন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের জন্য এটা হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ, যখন কিনা বাবা তোমাদের পুরুষোত্তম, পারশবুদ্ধি সম্পন্ন তৈরী করেন। বাবা তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা হয়ে ওঠার সুমতি দেন। বাবার মতের জন্য গাওয়া হয় তোমার মতি-গতিই আলাদা.... এরও অর্থ কেউ জানে না। বাবা মনে করেন আমি এমন শ্রেষ্ঠ মত দিই যে তোমরা দেবতায় পরিণত হয়ে যাও। এখন কলিযুগ সম্পূর্ণ হচ্ছে, পুরানো দুনিয়ার বিনাশ সামনে স্থির হয়ে আছে। মানুষ একদমই ঘোর অন্ধকারে কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় শুয়ে পড়ে আছে, কারণ বলে শাস্ত্রে লেখা আছে- কলিযুগ তো এখন হলো বাচ্চা, ৪০০০০ বছর পড়ে আছে। ৮৪ লক্ষ যোনী মনে করার কারণে কল্পের আয়ুও লক্ষা-চওড়া করে দিয়েছে। বাস্তবে হলো ৫ হাজার বছর। বাবা বোঝান যে তোমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে থাকো না কি ৮৪ লক্ষ। অসীম জগতের পিতা তো এই সব শাস্ত্র ইত্যাদিকে জানেন, তাই তো বলেন এই সমস্ত হলো ভক্তি মার্গের, যা অর্ধ-কল্প ধরে চলে, এর দ্বারা কেউ আমাকে পায় না। এটাও বিচার করার ব্যাপার, যদি কল্পের আয়ু লক্ষ বছর করে দেয়, তবে তো সংখ্যা অনেক হওয়া উচিত। যখন কি না ক্রিস্চানদের সংখ্যা ২ হাজার বছরে এতো হয়ে গেছে। ভারতের আসল ধর্ম হলো দেবী-দেবতা ধর্ম, সেটা চলে আসা উচিত ছিলো কিন্তু আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মকে ভুলে যাওয়ার কারণে বলে দেয় আমাদের ধর্ম হলো হিন্দু। হিন্দু ধর্ম তো হয়ই না। ভারত কতো উচ্চ স্থানীয় ছিলো। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিলো তো বিষ্ণুপুরীও ছিলো। এখন হলো রাবণ পুরী। সেই দেবী-দেবতারাই ৮৪ জন্ম পরে কি হয়ে গেল। দেবতাদের ভাইসলেস(পাপমুক্ত) মনে করে, নিজেদের ভিসেস(পাপী) মনে করে তাদের পূজা করে। সত্যযুগে ভারত ভাইসলেস ছিলো, নূতন দুনিয়া ছিলো, যাকে নূতন ভারত বলা হতো। এটা হলো পুরানো ভারত। নূতন ভারত কি ছিলো, পুরানো ভারত কি রকম, নূতন দুনিয়াতে ভারতই নূতন ছিলো, এখন পুরানো দুনিয়াতে ভারতও হলো পুরানো। কি গতি হয়ে গেছে। ভারতই স্বর্গ ছিলো, এখন হলো নরক। ভারত মোস্ট সলভেন্ট(পরিশুদ্ধ) ছিলো, ভারতই হলো মোস্ট ইনসলভেন্ট, সবার থেকে ভিক্ষা চায়। প্রজার থেকেও ভিক্ষা চায়। এটা তো বোঝার ব্যাপার আছে যে না। আজকের দিনের দেহ-অভিমানী মানুষের অল্প পয়সা এলো তো মনে করে আমি তো স্বর্গে বসে আছি। সুখধাম(স্বর্গ) কি তা একদম জানে না, কারণ হলো পাথর বুদ্ধি সম্পন্ন। এখন ওদের পরশ বুদ্ধি (সোনার মতো খাঁটি) সম্পন্ন তৈরী করার জন্য ৭ দিনের ভাঙিতে বসাও, কারণ পতিত তোমরা না! পতিতকে তো এখানে বসানো যাবে না। তোমরা এখন বসে আছে পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে। জানো যে, বাবা আমাদের এরকম পুরুষোত্তম তৈরী করেন। এটা সত্যিকারের সত্যনারায়ণের কথা। সত্য বাবা তোমাদের নর থেকে নারায়ণ হয়ে ওঠার রাজযোগ শেখাচ্ছেন। জ্ঞান আছে শুধুমাত্র বাবার কাছে, যাকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। শান্তির সাগর, পবিত্রতার সাগর এসব হলো সেই একেরই মহিমা। দ্বিতীয় কারোর মহিমা হতে পারে না। দেবতাদের মহিমা হলো পৃথক, পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা হলো পৃথক। তিনি হলেন পিতা, কৃষ্ণকে বাবা বলা হবে না। এখন কে ভগবান দাঁড়ালো? এখনো পর্যন্ত ভারতবাসী মানুষদের জানা নেই। কৃষ্ণ ভগবানুবাচ বলে দেয়। সে তো সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে। সূর্যবংশী হয়ে চন্দ্রবংশী হয়ে বৈশ্য বংশী..., মানুষ 'আমিই সেই' এর অর্থও বোঝে না। আমি আত্মাই পরমাত্মা বলে দেয়, কিরকম রঙ হলো। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, ভারতের চড়তি কলা বা আরোহণের কলা আর অবরোহণের কলা কীভাবে হয়। এটা হলো জ্ঞান, সেই সমস্ত হলো ভক্তি। সত্যযুগে সবাই পবিত্র ছিলো, রাজা রাণীর রাজ্য চলতো। সেখানে উজিরও থাকে না কারণ রাজা-রাণী নিজেরাই হলো মালিক। বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছে। ওদের জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, লক্ষ্মী-নারায়ণের কোনো রায় নেওয়ার দরকার পড়ে না। সেখানে পরামর্শদাতা (উজির) থাকে না। ভারতের মতো পবিত্র দেশ কিছু ছিলো না। মহান পবিত্র দেশ ছিলো। নাম ছিলোই স্বর্গ, এখন হলো নরক। নরক থেকে আবার স্বর্গ তৈরী করবেন একমাত্র বাবা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) একমাত্র বাবার সুমতে চলে মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে।

২) ৭ দিনের ভাঙিতে বসে পতিত বুদ্ধিকে পবিত্র বুদ্ধি করে তুলতে হবে। সত্য বাবার থেকে সত্য-নারায়ণের সত্যিকারের কথা শুনে নর থেকে নারায়ণ হয়ে উঠতে হবে।

বরদান:- ফরিস্তার স্থিতি দ্বারা বাবার স্নেহের রিটার্ন দিতে সক্ষম সমাধান স্বরূপ ভব*
ফরিস্তার আচরণের স্থিতিতে স্থির হওয়া - এটাই হলো বাবার স্নেহের রিটার্ন, এরকম রিটার্ন দিতে সক্ষম সমাধান স্বরূপ হয়ে যায়। সমাধান স্বরূপ হওয়ার জন্য নিজের বা অন্য আত্মাদের সমস্যা সমূহ স্বতঃতই সমাপ্ত হয়ে যায়। তাই এখন হলো এইরকম সেবা করার সময়, নেওয়ার সাথে সাথে দেওয়ার সময়। সেইজন্য এখন বাবার সমান উপকারী হয়ে, আহ্বান শুনে নিজের ফরিস্তা রূপ দ্বারা সেই আত্মাদের কাছে পৌঁছে যাও আর অনেক সমস্যাতে ক্লান্ত থাকা আত্মাদের ক্লান্তি দূর করো।*

স্লোগান:- ব্যর্থ থেকে নিস্পৃহ হও, মর্যাদায় নয়।*

আধ্যাত্মিক (রুহানী) সেনা কল্প কল্পের বিজয়ী

(অব্যক্ত বাপদাদা আফ্রিকান গ্রুপের উদ্দেশ্যে বললেন -)

সকল আধ্যাত্মিক শক্তি সেনা, পান্ডব সেনা, আধ্যাত্মিক সেনা সদা বিজয়ের নিশ্চয় আর নেশায় থাকে, তাই না ! আর কোনো সেনা যখন যুদ্ধ করে, তাতে বিজয়ের গ্যারান্টি থাকে না। নিশ্চয় (দুট বিশ্বাস) থাকে না যে, বিজয় নিশ্চিত রয়েছে। কিন্তু তোমরা আধ্যাত্মিক সেনা, শক্তি সেনা সদা এই নিশ্চয়ের নেশাতে থাকো, কেবল এই নেশাতে নয় যে কেবল এখনকার বিজয়ী, বরং কল্প কল্পের বিজয়ী । তোমাদের কল্প পূর্বের বিজয়ের কাহিনীও ভক্তি মার্গ থেকে শুনে এসেছে। তোমাদের বিজয়ের চিত্র এখনও দেখতে পাচ্ছে। ভক্তি মার্গে কেবল অহিংসকের বদলে হিংসক দেখিয়ে দিয়েছে। আধ্যাত্মিক সেনাকে শরীরধারী সাধারণ সেনা দেখিয়ে দিয়েছে। নিজেদের বিজয়ের জয়গান এখনও ভক্তদের থেকে শুনে আনন্দিত হও। প্রসিদ্ধও আছে - "প্রভু-প্রীত বুদ্ধি বিজয়ন্তী" । "বিপরীত বুদ্ধি বিনশন্তী"। তাহলে কল্প পূর্বের তোমাদের প্রশস্তি কতখানি প্রসিদ্ধ ! বিজয় নিশ্চিত হওয়ার কারণে তোমরা হলে নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী । সেইজন্য মালাকেও "বিজয় মালা" বলা হয়। তো নিশ্চয় আর নেশা দুটোই আছে তো ? কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, তবে নিশ্চয়ের সাথে বলবে যে, বিজয় তো হয়েই আছে। স্বপ্নেও যেন এই সংকল্প না ওঠে যে, কে জানে বিজয় হবে কিনা। হয়েই আছে। পাস্ট কল্প আর ভবিষ্যতেও তোমরা জানো। ত্রিকালদর্শী হয়ে সেই নেশার সাথেই তোমরা বলে থাকো। সবাই পাক্সা তোমরা, তাই তো ? কেউ যদি বলে, আর একবার ভাবো, দেখো, তোমরা কী বলবে ? অনেক বার দেখে এসেছি। নতুন কিছু হলে তবে তো ভাববো কিম্বা দেখবো। এ তো অনেকবারের বিষয়, এখন রিপোর্ট হচ্ছে। অতএব এমন নিশ্চয়বুদ্ধি বাবা সম জ্ঞান সম্পন্ন আত্মারা, যোগী আত্মা তোমরা, তাই তো ?

আজ হল আফ্রিকা গ্রুপের টার্ন। এমনিতে তো সবাই হলেই মধুবন নিবাসী। পারমানেন্ট অ্যাড্রেস তো মধুবন, তাই না ! (আফ্রিকা) সেটা তো হল সেবা স্থান। সেবা স্থান হল গিয়ে দপ্তর, কিন্তু বাড়ি তো হল মধুবন, তাই না ? সেবার জন্য আফ্রিকা, ইউ. কে. (UK), ইত্যাদি চারিদিকে গিয়েছে তোমরা। হয়ত ধর্ম বদলে গেছে, দেশ বদলে গেছে, কিন্তু গেছে তোমরা সেবার জন্যই। স্মরণে কোন্ ঘরের কথা আসে ? মধুবন নাকি পরমধাম ? সেবা স্থানে সেবা করবার সময় সর্বদা মধুবন আর মুরলী, এটাই মনে থাকে, তাই না ! আফ্রিকাতেও তো সেবার জন্যই গেছে, তাই না ? সেবা তোমাদেরকে 'জ্ঞান গঙ্গা' বানিয়ে নিয়েছে। জ্ঞান গঙ্গাসমূহে স্নান করে কত কত জন পবিত্র হয়ে গেছে ! বাচ্চাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সেবা করতে দেখে বাপদাদা ভাবেন বাচ্চারা এমন এমন স্থানে সেবা করবার জন্য নির্ভীক চিতে ভালোবেসে রয়েছে। আফ্রিকান লোকেদের বায়ুমণ্ডল, তাদের আহার বিহার, ভিন্ন রকমের। তৎসঙ্গেও সেবার জন্য রয়েছে। সেবার বল প্রাপ্ত হতে থাকে। সেবার প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়, সেই বল-ই নির্ভয় বানিয়ে দেয়। কখনো ঘাবড়ে যাও না তো ? তাই না ! আর অফিসিয়াল নিমন্ত্রণ তো প্রথমে এখান থেকেই এসেছিল। বিদেশে সেবার নিমন্ত্রণ এসেছিল বলেই এই সমস্ত দেশে পৌঁছে গেছে তোমরা সেবা দিতে। নিমন্ত্রণের সেবার ফাউন্ডেশন এখান থেকেই শুরু হয়। সেবার উৎসাহ উদ্দীপনার প্রত্যক্ষ ফল এখানকার বাচ্চারা দেখিয়েছে। কৃতিত্ব তারই প্রাপ্য যে নিমিত্ত হয়েছিল, যে কত ভালো ভালো লুকিয়ে থাকা রত্নদেরকে বের করে এনেছে। এখন তো অনেক বৃদ্ধি হয়ে গেছে। নিমিত্ত লুকিয়ে গেছে আর তোমরা প্রত্যক্ষ হয়ে গেছে। নিমন্ত্রণের কারণে নম্বর অনেক এগিয়ে গেছে। তাই আফ্রিকার ভাই বোনদেরকে বাপদাদা "বাঃ বাঃ" (আফরিন) অর্থাৎ প্রশংসার অধিকারী বলে থাকেন। বাহবা নেওয়ারই স্থান বলতে হবে, কেননা পরিবেশ হল অশুদ্ধ। অশুদ্ধ পরিবেশের মাঝে সেবা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার জন্যই বাপদাদা আফরিন বলেছেন।

শক্তি সেনা আর পান্ডব সেনা দুই-ই হল শক্তিশালী। মেজরিটি ইন্ডিয়ান্স। কিন্তু ইন্ডিয়া থেকে দূরে হয়ে গেলেও দূরে থাকলেও নিজের অধিকার ছেড়ে দিতে পারে না। সেখানেও বাবার পরিচয় পেয়ে গেছে। বাবার হয়ে গেছে। নাইরোবিতে পরিশ্রম করতে হয়নি। যারা বাবার কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল, সহজেই তারা পৌঁছে গেছে আর গুজরাতের তো এটা বিশেষ সংস্কারই। এটা যেন তাদের রীতি। সবাই মিলে গরবা রাস করে। একা একা করে না। ছোট কিম্বা বড়, সবাই মিলে গরবা ডান্স অবশ্যই করবে। এটা হল সংগঠনের লক্ষণ। সেবার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, গুজরাতেরা সংগঠিত হয়ে যায়। একজন এলে ১০ জনকে অবশ্যই সাথে করে নিয়ে আসবে। বেশ ভালো তাদের মধ্যে এই সংঘবদ্ধ হওয়ার রীতি। সেইজন্য

বৃদ্ধিও দ্রুত হয়ে যায়। সেবার বৃদ্ধি আর বিস্তার হচ্ছে। এই ধরনের স্থানে গিয়ে শান্তির শক্তি দেওয়া, ভয়ের বদলে খুশী এনে দেওয়া - এটাই হল শ্রেষ্ঠ সেবা। এই রকম স্থানে এটারই প্রয়োজন রয়েছে। বিশ্ব কল্যাণকারী তোমরা, তাই বিশ্বের চারিদিকে সেবা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর নিমিত্ত হতেও হবে। কোনো স্থান যদি থেকে গিয়ে থাকে, তবে তারা পরে অভিযোগ জানাবে। খুবই ভালো - বাচ্চারা সাহস করলে বাবাও সাহায্য করেন। হ্যান্ডসও ওখান থেকে বেরিয়ে এসে আরও সেবা করছে। এটাও তো সহযোগই হল। নিজে জেগেছো তো খুব ভালো, কিন্তু নিজে জেগে তারপর নিমিত্ত হওয়া, ডবল লাভ হয়ে গেল। অনেক হ্যান্ডসও তো এখানকারই। এই বিশেষত্ব বেশ ভালো। বিদেশের সেবায় মেজরিটি সব ওখান থেকে বেরিয়ে ওখানকার সেবাতে নিমিত্ত হয়ে যায়। বিদেশ ভারতকে হ্যান্ডস দেয়নি। ভারত বিদেশকে দিয়েছে। ভারতও অনেক বড়। আলাদা আলাদা জোন এখানে। স্বর্গ তো ভারতকেই হতে হবে। বিদেশ তো পিকনিক করবার স্থান হয়ে যাবে। তো সবাই এভাররেডি তো ? আজ কাউকে কোথাও পাঠানো হলে এভাররেডি তো ? যখন সাহস রাখবে তখন সহায়তাও প্রাপ্ত হবে। এভাররেডি অবশ্যই থাকা উচিত। আর সময় এমনই আসবে, তখন তো অর্ডার করতেই হবে। বাবার থেকে অর্ডার তো যেতেই হবে। কবে করা হবে, সেই ডেট বলবো না। ডেট বলে দিলে তখন সবাই নাম্বার ওয়ান পাশ হয়ে যাবে। এখানে ডেটেরই "হঠাৎ করে" একটাই কোশ্চেন আসবে। এভাররেডি তো তোমরা ! যদি বলা হয় এখানেই বসে যাও, তবে সন্তানাদি বাড়ি ঘর সবার কথা মনে আসবে ? সুখের উপকরণ তো ওখানে (বিদেশে) রয়েছে, কিন্তু স্বর্গ তো এখানেই তৈরী হবে। তাই সর্বদাই এভাররেডি থাকতে হবে। এটা হল ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব। নিজের বুদ্ধির লাইন যেন ক্লিয়ার থাকে। সেবার জন্য নিমিত্ত মাত্র স্থান বাবা দিয়েছেন। তাই নিমিত্ত হয়ে সেবাতে উপস্থিত হয়েছ। এরপর বাবার ইশারা পেলেই কোনো কিছু ভাবার প্রয়োজন নেই। ডায়রেকশন অনুযায়ী তোমরা সেবা ভালোই করছো। সেইজন্য সব কিছুই থেকে পৃথক আর বাবার প্রিয় হলে তোমরা। আফ্রিকাও বৃদ্ধি ভালোই করেছে। ভি. আই. পি. দের সেবা ভালোই হচ্ছে। গভর্নমেন্টের সাথেও ভালো কানেকশন রয়েছে। এটাই হল বিশেষত্ব যে, সকল ক্ষেত্রের আত্মাদেরকে কোনো না কোনো সময় সমীপেই নিয়ে আসে। আজকে যারা সম্পর্কে আসবে, ভবিষ্যতে তারাই সম্বন্ধে আসবে। তাদেরকে ক্রমাগত জাগিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নচেৎ একটু চোখ মেলে আবার নিদ্রা মগ্ন হয়ে যায়। কুস্কর্গ যে। ঘুমের নেশা যদি থাকে, তবে তুমি যা কিছুই খাওয়াও খেয়ে আবার ভুলে যাবে। কুস্কর্গ এই রকমই হয়। প্রথমে সম্মত হবে, এরপর আসবে, তারপর এই কাজই করবে। কিন্তু তাদেরকে জিগুয়াসা করো, দেখবে বলবে ভুলে গেছি। সেইজন্য বারংবার জাগিয়ে যেতে হয়। গুজরাতিরা বাবার হওয়ার, তন - মন - ধন দিয়ে নিজেদেরকে সেবায় ব্যস্ত রাখার ক্ষেত্রে ভালো নম্বর নিয়ে নিয়েছে। তারা সহজেই সহযোগী হয়ে যায়। এটাও ভাগ্য বলতে হবে। সংখ্যায় গুজরাতিরা ভালোই। বাবার হয়ে যাওয়ার লটারি কিছু কম নয়।

প্রতিটি স্থানে বাবার থেকে হারিয়ে যাওয়া কোনো না কোনো রকম অবশ্যই আছে। যেখানেই পা রাখবে কেউ না কেউ বেরিয়েই আসবে। নির্ভাবনায় নির্ভীক হয়ে যদি আন্তরিক ভাবে সেবাতে অগ্রসর হও, তবে পদম গুণ সহযোগও প্রাপ্ত হবে। অফিসিয়াল নিমন্ত্রণ তো তবুও এখান থেকেই আরম্ভ হয়েছে। তবুও সেবাতে জমা তো কিছু হয়েছে। সেই জমার খাতা ঠিক সময় মতো সেগুলোকে টেনে অবশ্যই নিয়ে আসবে। তো সকল নম্বর ওয়ান পুরুষাখীরা তোমরা বাহবা অবশ্যই নেবে, তাই তো ? সম্বন্ধ বজায় রাখার ক্ষেত্রে নম্বর ওয়ান, সেবার প্রমাণ দেখানোর বিষয়ে নম্বর ওয়ান হতেই হবে। তবেই তো বাহবা নেবে, তাই না ! অভিনন্দন আর অভিনন্দন নিয়েই যেতে হবে। সকলের সাহস দেখে বাপদাদা খুশী হন। অনেক আত্মাদেরকে বাবার আশ্রয় প্রদান করবার নিমিত্ত হয়েছ তোমরা। সুন্দর সুন্দর পরিবারের পরিবার এটা। পরিবারকে বাবা "পুস্প স্তবক" বলেন। এই বিশেষত্বও বেশ ভালো। এমনিতে তো সবই হল ব্রাহ্মণদেরই স্থান। কেউ যদি নাইরোবিতে যায়, কিম্বা অন্য কোথাও, বলবে আমাদের সেন্টার, বাবার সেন্টার। আমাদের পরিবার। তাহলে কতখানি লাকি হয়ে গেলে ! বাপদাদা প্রতিটি রকমে দেখে খুশী হন। তা সে যে স্থানেরই হোন না কেন, বাবারই সে আর বাবা হলেন বাচ্চাদের। সেইজন্য ব্রাহ্মণ আত্মা হল অতি প্রিয়। একজন আরেকজনের থেকেও বেশী প্রিয় মনে হয়। আচ্ছা -

এখন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিস্থের (পার্সোনালিটি) দ্বারা সেবা করো - নির্বাচিত অব্যক্ত মহাবাক্য

১) এমন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিস্থ তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মতো সমগ্র কল্পে আর কারও মধ্যে নেই। কেননা তোমাদের সকলের পার্সোনালিটি যিনি নির্মাণ করেছেন, তিনি হলেন স্বয়ং পরমাত্মা। তোমাদের হল উচ্চ থেকেও উচ্চ - স্বপ্ন বা সংকল্পেও সম্পূর্ণ পিউরিটি। এই পিউরিটির সাথে সাথে চেহারায় আর আচরণে রয়েছে আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটি। এই পার্সোনালিটিতে সদা স্থিত থাকলে সেবাও স্বতঃতই হতে থাকবে। যতই দুর্দশাগ্রস্ত, অশান্ত আত্মা হোক না কেন, তোমাদের আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটির ঝলক, প্রসন্নতার দৃষ্টি তাদেরকে প্রসন্ন করে তুলবে। তোমাদের এক ঝলক দৃষ্টিতে তারা সব

কিছুর উর্ধ্বে পৌঁছে যাবে। বর্তমানে সময়ের নৈকট্য অনুসারে এক বলকের দৃষ্টি দ্বারা সব কিছুর উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়ার সেবা করবার সময়। তোমাদের একটি দৃষ্টিতে তারা প্রসন্ন চিত্ত হয়ে যাবে। মনের আশা পূরণ হয়ে যাবে।

যেমন ব্রহ্মা বাবার চেহারা আর চরিত্রের পার্সোনালিটি ছিল, তখন তোমরা আকৃষ্ট হয়েছিলে, সেই রূপ ফলো ফাদার করো। সকল প্রাপ্তির লিস্ট বুদ্ধিতে ইমার্জ রাখো, তবে চেহারা আর আচরণে প্রসন্নতার পার্সোনালিটি দেখা দেবে এবং এই পার্সোনালিটি প্রত্যেককে আকৃষ্ট করবে। আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটির দ্বারা সেবা করবার জন্য নিজের মুড সদা ডিয়ারফুল আর কেয়ারফুল রাখো। মুড যেন বদলে না যায়। কারণ যেটাই হোক না কেন, সেই কারণকে নিবারণ করো। সদা প্রসন্নতার পার্সোনালিটিতে থাকো। প্রসন্নচিত্ত থাকলে খুব সুন্দর অনুভব করবে। প্রসন্নচিত্ত আত্মার সাথে থাকা, তার সাথে কথা বলা, ওঠাবসা করা, সব কিছুই ভালো লাগে। অতএব লক্ষ্য রাখো যে, প্রসন্নচিত্ত নয়, প্রসন্নচিত্ত থাকতে হবে। তোমরা বাচ্চারা বাহ্যিক রূপে যতই সাধারণ পার্সোনালিটির হও না কেন, কিন্তু আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটিতে তোমরা সকলের মধ্যে নম্বর ওয়ান। তোমাদের চেহারায়, আচরণে রয়েছে পিউরিটির পার্সোনালিটি। যে যত বেশী পিওর ততই তার পার্সোনালিটি কেবল দেখাই যাবে না বরং অনুভূতও হয় আর সেই পার্সোনালিটিই সেবা করে। উঁচু পার্সোনালিটির যারা কোনো কিছুর মধ্যে, কারো দিকেই তাদের চোখ যাবে না। কেননা তারা হল সর্ব প্রাপ্তিতে সম্পন্ন। তারা কখনোই নিজেদের প্রাপ্তির ভাণ্ডারে কোনো অপ্রাপ্তিরই অনুভব করবে না। তাদের মন সদা ভরপুর হওয়ার কারণে তারা সন্তুষ্ট থাকে। এরূপ সন্তুষ্ট আত্মারাই অন্যদেরকে সন্তুষ্ট করতে সমর্থ।

যত বেশি পবিত্রতা, ততই ব্রাহ্মণ জীবনের পার্সোনালিটি রয়েছে। পবিত্রতা কম তো পার্সোনালিটিও কম। এই পিউরিটির পার্সোনালিটি সেবাতে সহজেই সফলতা এনে দেবে। কিন্তু যদি একটি বিকারেরও অংশমাত্রও যদি থাকে, তবে বিকারের অন্য সাথীরাও তার সাথে অবশ্যই দেবে। যেমন পবিত্রতার সাথে সুখ - শান্তির গভীর সম্বন্ধ রয়েছে, তেমনই অপবিত্রতারও পাঁচ বিকারের সাথে গভীর সম্বন্ধ রয়েছে। সেইজন্য কোনো প্রকার বিকারের অংশমাত্রও যেন না থাকে, তবেই বলা হবে পিউরিটির পার্সোনালিটির দ্বারা সেবারত।

বর্তমানে দুই প্রকারের পার্সোনালিটির কথা বলা হয় - এক হল শারীরিক পার্সোনালিটি আর দ্বিতীয় হল পোজিশনের পার্সোনালিটি। ব্রাহ্মণ জীবনে যে ব্রাহ্মণ আত্মার মধ্যে সন্তুষ্টতার মহানতা রয়েছে - তাদের বৈশিষ্ট্য, তাদের চেহারায়ও সন্তুষ্টতা আর স্থিতির পোজিশনের পার্সোনালিটি দেখতে পাওয়া যায়। যাদের আচরণে, চেহারায়, চোখেমুখে সন্তুষ্টতার পার্সোনালিটি দেখতে পাওয়া যাবে, তারাই তপস্বী। তাদের চিত্ত সদা প্রসন্ন থাকবে, হৃদয় আর মন সদা আরামে, সুখের স্থিতিতে থাকবে। অশান্ত হবে না কখনো। প্রতিটি বোল আর কর্মে, দৃষ্টি আর বৃত্তির দ্বারা আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটি আর রয়্যালটির অনুভব করাবে।

বিশেষ আত্মাদেরকে, মহান আত্মাদেরকে দেশের বা বিশ্বের পার্সোনালিটি বলা হয়। পবিত্রতার পার্সোনালিটি অর্থাৎ সকল কর্মে মহানতা আর বিশেষত্ব। আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটি সম্পন্ন আত্মারা নিজের এনার্জি, সময়, সংকল্প নষ্ট করে ফেলে না। সফল করে থাকে। এরূপ পার্সোনালিটি সম্পন্নরা কখনো ছোট ছোট বিষয়ে নিজের মন - বুদ্ধিকে বিজি রাখে না। আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটি সম্পন্ন বিশেষ আত্মাদের দৃষ্টি, বৃত্তি, বোল.... সবোতাই অলৌকিক হবে। সাধারণ হবে না। সাধারণ কার্য করার সময়েও শক্তিশালী, কর্মযোগী স্থিতির অনুভব করাবে। যেমন ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা দেখেছো - যদি বাচ্চাদের সাথে সন্ধিও কাটতেন, খেলাধূলাও করতেন, কিন্তু ওনার পার্সোনালিটি সবাইকে সদা আকৃষ্ট করতো। অতএব ফলো ফাদার।

ব্রাহ্মণ জীবনের পার্সোনালিটি হল 'প্রসন্নতা'। এই পার্সোনালিটিকে অনুভবে নিয়ে এসো এবং অন্যদেরকেও অনুভাবী বানাও। সদা শুভ চিন্তনে সম্পন্ন থাকো, শুভ চিন্তক হয়ে সকলকে স্নেহী, সহযোগী বানাও। শুভ চিন্তক আত্মাই সদা প্রসন্নতার পার্সোনালিটিতে থেকে বিশ্বের সামনে বিশেষ পার্সোনালিটি সম্পন্ন হতে পারবে। আজকাল পার্সোনালিটি সম্পন্ন আত্মারা শুধুমাত্র বিখ্যাত হয় অর্থাৎ খুব নামডাক হয়। কিন্তু তোমরা, আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটি সম্পন্নরা শুধুমাত্র বিখ্যাত হও না, বিখ্যাত হওয়ার সাথে সাথে পূজনীয় যোগ্য হয়ে ওঠো। কত বড বড ধর্ম ক্ষেত্রে, রাজ্য ক্ষেত্রে, সায়েন্সের ক্ষেত্রে পার্সোনালিটি সম্পন্নরা প্রসিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তোমরা, আধ্যাত্মিক পার্সোনালিটির অধিকারীদের তুল্য ৬৩ জন্ম পূজনীয় হতে পারেনি।

বরদান:- কস্মাইন্ড স্বরূপের স্মৃতি দ্বারা শ্রেষ্ঠ স্থিতির সিটে সেট থাকা সদা সম্পন্ন ভব*

সঙ্গমযুগে শিব শক্তির কম্বাইন্ড স্মৃতিতে থাকলে, যত অসম্ভব কার্যই হোক না কেন সম্ভব হয়ে যাবে। এটাই হল সর্ব শ্রেষ্ঠ স্বরূপ। এই স্বরূপে স্থিত থাকলে সম্পন্ন ভব-র বরদান প্রাপ্ত হয়ে যায়। বাপদাদা সকল বাচ্চাদেরকে সদা সুখদায়ী স্থিতির সীট প্রদান করেন। সর্বদা এই সীটে সেট যদি থাকে, তবে অতীন্দ্রিয় সুখের দোলনায় দুলতে থাকবে। কেবল বিস্মৃতির সংস্কার সমাপ্ত করো।

স্লোগান:-

পাওয়ারফুল বৃত্তি (মনোভাব) দ্বারা আত্মাদেরকে যোগ্য আর যোগী বানাও।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজেই নিজের উপর কৃপা করো, বাবা যে শ্রীমত দেন সেই অনুরূপেই চলতে থাকো, বাবার শ্রীমত হলো -- বাচ্চা! সময় নষ্ট ক'রো না, সঠিক কার্য করো!"

প্রশ্ন:- যারা ভাগ্যশালী বাচ্চা, তাদের মুখ্য ধারণা কি হবে?

উত্তর:- ভাগ্যশালী বাচ্চারা সকাল-সকাল উঠে বাবাকে অত্যন্ত প্রেমপূর্বক স্মরণ করবে। বাবার সঙ্গে মিষ্টি-মিষ্টি বার্তালাপ করবে। কখনো স্ব-প্রতি নির্ভূর হবে না। তারা পাস উইথ অনার হওয়ার লক্ষ্যে পুরুষার্থ করে নিজেকে রাজ্য-ভাগ্যের যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তুলবে।

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা বাবার সম্মুখে বসে রয়েছে, তারা জানে যে -- ইনি আমাদের অসীম জগতের পিতা আর আমাদের অসীম জগতের সুখ প্রদানের জন্য শ্রীমত দিচ্ছেন। ঔঁনার উদ্দেশ্যে গাওয়াও হয় -- করুণাময়, মুক্তিদাতা.... অনেক মহিমা-কীর্তন করে। বাবা বলেন, শুধু মহিমারও কথা নয়। বাবার দায়িত্ব হলো বাচ্চাদের মত প্রদান করা। অসীম জগতের পিতাও মত(শ্রীমত) দেন। বাবা যখন সর্বোচ্চ তখন অবশ্যই তাঁর মতও সর্বোচ্চ হবে। মত গ্রহণ করে আত্মা, ভাল-মন্দ কাজ আত্মাই করে। এ'সময় দুনিয়ায় পাওয়া যায় রাবণের মত। বাচ্চারা, তোমরা পাও রামের মত। রাবণের মতে নাজেহাল হয়ে উল্টোকর্ম করে। বাবা মত দেন সঠিক, ভালো কর্ম করো। সর্বাপেক্ষা ভালো কর্ম হলো নিজের উপর কৃপা করা। তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা সত্বোপ্রধান ছিলাম, অত্যন্ত সুখী ছিলাম কিন্তু রাবণের মত পাওয়ার পর তোমরা তমোপ্রধান হয়ে গেছো। পুনরায় এখন বাবা মত দেন যে -- এক, বাবার স্মরণে থাকো। তারপর নিজের উপর কৃপা করো -- এই মত দেন। বাবা কৃপা করেন না। বাবা শ্রীমত দেন যে, এমন-এমনভাবে করো। নিজের উপর নিজেই কৃপা করো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো এবং নিজের পতিত-পাবন পিতাকে স্মরণ কর তবেই তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। বাবা পরামর্শ দেন যে, তোমরা কিভাবে পবিত্র হবে। বাবা-ই পতিতকে পবিত্রে পরিনত করেন। তিনি শ্রীমত দেন। যদি ঔঁনার মতানুসারে না চলে তবে তা হলো নিজের প্রতি নির্ভূরতা। বাবা শ্রীমত দেন যে -- বাচ্চা, সময় নষ্ট কোরো না। এই পাঠ পাকা করে নাও যে, আমরা হলাম আত্মা। শরীর নির্বাহের জন্য অবশ্যই কাজ-কর্ম করো তথাপি সময় বের করে যুক্তি রচনা করো। কর্ম করলেও আত্মার বুদ্ধি বাবার দিকেই থাকা উচিত। যেমন প্রেমিক-প্রেমিকারাও তো কাজ করে, তাই না! পরস্পর-পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। এখানে এমন হয় না। তোমরা ভক্তিমার্গেও স্মরণ করো। কেউ-কেউ বলে কিভাবে স্মরণ করবো? আত্মার, পরমাত্মার রূপ কেমন, যে স্মরণ করবো? কারণ ভক্তিমার্গে গায়ন করা হয় যে, পরমাত্মা নাম-রূপের উর্ধ্ব। কিন্তু এমনও নয়। বলাও হয়, ক্রুকুটির মধ্যভাগে আত্মা নক্ষত্রের মতন তবে কেন বলা হয় যে আত্মা কি, তাকে দেখতে পারি না। সে(আত্মা) তো জানার মতনই জিনিস। আত্মাকেও জানা যায়, পরমাত্মাকেও জানা যায়। এ অতি সূক্ষ্ম বস্তু। জোনাকির থেকেও সূক্ষ্ম। শরীর থেকে কিভাবে নির্গত হয়ে যায়, জানাও যায় না। আত্মা আছে, সাক্ষাৎকার হয়। আত্মার সাক্ষাৎকার হলেও তাতে কি। সে তো নক্ষত্রের মতন সূক্ষ্ম। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। যেমন আত্মা, তেমনই পরমাত্মাও সোল(আত্মা)। কিন্তু পরমাত্মাকে বলা হয় -- সুপ্রীম সোল। তিনি জন্ম-মৃত্যুতে (চক্রে) আসেন না। আত্মাকে সুপ্রীম তখনই বলা হয় যখন সে জন্ম-মৃত্যুরহিত হয়। এছাড়া মুক্তিধামে সকলকেই পবিত্র হয়ে যেতে হবে। তারমধ্যেও নশ্বরের ক্রমানুসারে রয়েছে, যারা হিরো-হিরোইনের ভূমিকা পালন করে। আত্মাদের মধ্যে নশ্বরের ক্রমানুসার তো রয়েছে, তাই না! নাটকেও কেউ অধিক পারিশ্রমিক প্রাপ্ত, কেউ কম পায়। লক্ষ্মী-নারায়ণের আত্মাকে মানুষের আত্মাদের মধ্যে সুপ্রীম বলা হবে। যদিও পবিত্র সকলেই হয় তথাপি তাঁদের নশ্বরের ক্রমানুসারে মুখ্য ভূমিকা। কেউ মহারাজা, কেউ দাস-দাসী, কেউ প্রজা। তোমরা হলে অ্যাক্টর। তোমরা জানো যে, এতসব দেবতার নশ্বরের ক্রমানুসারেই হয়। ভালো পুরুষার্থ করলে উচ্চ আত্মা হবে, উচ্চপদ প্রাপ্ত করবে। তোমাদের এই স্মৃতি এসেছে যে, আমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম নিয়েছি। এখন বাবার নিকটে যেতে হবে। বাচ্চাদের এই খুশীও রয়েছে আবার এই নেশাও রয়েছে। সকলেই বলে আমরা নর থেকে নারায়ণ অর্থাৎ বিশ্বের মালিক হবো। তবে তো তেমনভাবেই পুরুষার্থ করতে হবে। পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারেই পদ প্রাপ্ত হয়। নশ্বরের ক্রমানুসারেই সকলের (নিজ-নিজ) ভূমিকা রয়েছে। এ'ড্রামা পূর্ব-নির্ধারিত।

এখন বাবা তোমাদের শ্রেষ্ঠ মত দিচ্ছেন। যেভাবেই হোক বাবাকে স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে, তোমরা তমোপ্রধান থেকে সত্বোপ্রধান হয়ে যাবে। মাথায় অনেক পাপের বোঝা রয়েছে। সে'গুলিকে যে করেই হোক এখানেই শেষ

করতে হবে তবেই আত্মা পবিত্র হবে। তমোপ্রধানও তোমরা আত্মারাই হয়েছে আর সতোপ্রধানও আত্মাকেই হতে হবে। এ'সময় সর্বাধিক বিকারী ভারতই। এই খেলা ভারতের উপরেই। বাকি সব তো শুধু ধর্মস্থাপন করতে আসে। পুনর্জন্ম নিতে-নিতে পরে সকলেই তমোপ্রধান হয়ে যায়। স্বর্গের মালিক তোমরা হও। তোমরা জানো, ভারত অত্যন্ত মহান দেশ ছিল। এখন কত গরীব, গরীবকেই সকলে সাহায্য করে। প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষা চাইতেই থাকে। পূর্বে অনেক আনাজপাতি এখান থেকে(ভারত) যেত। এখন দরিদ্র হয়ে পড়ায় রিটার্ন সার্ভিস হচ্ছে। যা নিয়ে গেছে তাই-ই ঋণ হিসেবে পাচ্ছে। কৃষ্ণ এবং খ্রিস্টান -- রাশি একই। খ্রিস্টানরাই ভারতকে গ্রাস করেছে। এখন ড্রামানুসারে পুনরায় তারা পরস্পর নিজেদের মধ্যে লড়াই করে আর বাচ্চারা, মাখন তোমরা পেয়ে যাও। এমন নয় যে, কৃষ্ণের মুখে মাখন ছিল। এ তো শাস্ত্রে লেখা রয়েছে। সমগ্র দুনিয়া কৃষ্ণের হাতে থাকে। তোমরা সমগ্র বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাই তাহলে কত খুশীতে থাকা উচিত। তোমাদের প্রতি কদমে পদম(পদ্মগুণ ভাগ্য) রয়েছে। শুধু একমাত্র লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যই তো ছিল না। রাজবংশ ছিল, তাই না! যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজা -- সকলেরই পা-এ পদ্মগুণ ছিল অর্থাৎ সকলের কাছেই পদ্মগুণ ঐশ্বর্য্য ছিল। ওখানে অগণিত পয়সা ছিল। পয়সা-কড়ির জন্য কেউ পাপাদি করতো না, সেখানে অগাধ ধন-সম্পদ থাকে। আলাদিন-আশ্চর্য্যপ্রদীপের নাটক আছে, তাই না! আল্লাহ যিনি আলাদিন অর্থাৎ যিনি দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি দিয়ে দেন। সেকেন্ডে সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। কারুণের খাজানা অর্থাৎ অসীম ধন-সম্পদ দেখানো হয়েছে। মীরা কৃষ্ণকে সাক্ষাৎকার করে নৃত্য করতো। ওটা হলো ভক্তিমার্গ। এখানে ভক্তিমার্গের কোনো কথা নেই। তোমরা প্র্যাকটিক্যালি বৈকুণ্ঠে গিয়ে রাজত্ব করবে। ভক্তিমার্গে শুধু সাক্ষাৎকার হয়। বাচ্চারা, এইসময় তোমাদের এইম অবজেক্টের সাক্ষাৎকার হয়, তোমরা জানো যে, আমরা এমন হবো। বাচ্চারা ভুলে যায় তাই তাদের ব্যাজ দেওয়া হয়। এখন আমরা অসীম জগতের পিতার সন্তান হয়েছি। কত খুশী হওয়া উচিত। এ তো প্রতি মুহূর্তে পাকা করে দেওয়া উচিত। কিন্তু মায়া বিরোধিতা করে তখন সেই খুশী উড়ে যায়। বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে নেশা চড়ে থাকবে -- বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক করে দেন। পুনরায় মায়া ভুলিয়ে দেয় তখন কিছু না কিছু বিকর্ম হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমাদের স্মৃতি ফিরে এসেছে যে -- আমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছি, আর কেউ ৮৪ জন্ম নেয় না। এও বুঝতে হবে -- যত আমরা স্মরণ করবো ততই উচ্চপদ লাভ করবো। পুনরায় নিজ-সমও তৈরী করতে হবে, প্রজা তৈরী করতে হবে। চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম। তীর্থেও সর্বপ্রথমে স্বয়ং যায় পুনরায় মিত্র-সম্বন্ধীয় ইত্যাদিদেরও একত্রিত করে নিয়ে যায়। তাই তোমরাও প্রেমপূর্বক সকলকে বোঝাও। সকলেই বুঝবে না। একই ঘরে বাবা বুঝবে কিন্তু সন্তান বুঝবে না। মাতা-পিতা বাচ্চাদের যতই বলুক যে, এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি আকর্ষিত হয়োনা তথাপি মানবে না। বিরক্ত করে। যারা এখানকার চারাগাছ (স্যাপলিং) হবে, তারাই এসে বুঝবে। এই ধর্মের স্থাপনা দেখো কিভাবে হয়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের চারাগাছ রোপন করা হয় না। তারা উপর থেকে আসে। তাদের শিষ্যরাও আসতে থাকে। ইনি স্থাপন করেন আর সকলকে পবিত্র করে নিয়ে যান। তাই ওঁনাকে সঙ্গুরু মুক্তিদাতা বলা হয়। সত্যিকারের গুরু একজনই হয়। মানুষ কখনো কারোর সঙ্গতি করে না। সঙ্গতিদাতা একজনই, ওঁনাকে সঙ্গুরু বলা হয়। ভারতকে সত্যথন্ডে পরিনতও তিনি করেন, রাবণ অসত্য থন্ডে পরিনত করে। বাবার উদ্দেশ্যে অসত্য, দেবতাদের উদ্দেশ্যে অসত্য কথা বলে। তবেই তো বাবা বলেন, হিয়ার নো ইভিল..... একে বলা হয় বেশ্যালয়। সত্যযুগ হলো শিবালয়। মানুষ কি বোঝে, না বোঝে না। সে তো নিজের মতানুসারেই চলে। কত লড়াই-ঝগড়া চলতেই থাকে। সন্তান মা-কে, স্বামী তার স্ত্রীকে মারতে দেরী করে না। তারা পরস্পরকে হত্যাও করতে থাকে। বাচ্চা যখন দেখে, বাবার কাছে প্রভূত সম্পত্তি আছে কিন্তু তা দেয় না তখন মারতেও দেরী করে না। কেমন নোংরা দুনিয়া। এখন তোমরা কি হতে চলেছো। এই তোমাদের এইম অবজেক্ট দাঁড়িয়ে রয়েছে। তোমরা তো শুধু বলতে যে -- হে পতিত-পাবন, এসে আমাদের পবিত্র করো। এমন কি বলতে যে এসে বিশ্বের মালিক করে দাও, না তা বলতে না। গডফাদার হেভেন স্থাপন করেন তাহলে আমরা হেভেনে কেন নেই। পুনরায় রাবণ তোমাদের নরকবাসী করে দেয়। কল্পের আয়ু লক্ষ-লক্ষ বছর বলে দেওয়ায় সব ভুলে গেছে। বাবা বলেন, তোমরা স্বর্গের মালিক ছিলে। পুনরায় (৮৪ জন্ম) পরিক্রমা করে নরকের মালিক হয়েছে। এখন বাবা তোমাদের পুনরায় হেভেনের মালিক করে দেন। তিনি বলেন -- মিষ্টি আত্মা-রূপী বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করো তবেই তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। তমোপ্রধান হতে আধাকল্প লেগেছে, বরং সারা কল্পই লেগেছে কারণ কলা তো কম হতে থাকে। এ'সময় কলাহীন হয়ে পড়ে। তারা বলে যে -- আমি নিগুণী, আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই, এর অর্থ কত পরিষ্কার। এখানে আবার নিগুণী বালকদের সংস্থাও রয়েছে। বালকের মধ্যে কোনো গুণ নেই। তথাপি বালকদের মহাত্মাদের থেকেও উচ্চ বলা হয় কারণ তারা বিকারের কথা জানে না। মহাত্মারা তো বিকার সম্বন্ধে অবহিত সেই কারণেই তারা ভুল কথা বলে। মায়া সম্পূর্ণ অধার্মিক করে দেয়। গীতা পড়েও, আবার বলেও ভগবানুবাচ -- কাম মহাশত্রু, এ আদি-মধ্য-অন্ত পর্যন্ত দুঃখ দেবে তথাপি পবিত্রতা ধারণে বিঘ্ন উৎপন্ন করে। সন্তান যদি বিবাহ না করতে চায় তখন রুষ্ট হয়ে পড়ে। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমাদের শ্রীমতানুসারে চলতে হবে। যারা ফুল হওয়ার নয় তাদের যতই বোঝাও তারা মানবে না। কোথায় বাচ্চারা বলে যে আমরা বিবাহ

করবো না তখন মাতা-পিতা কত অত্যাচার করে।

বাবা বলেন যে, যখন জ্ঞান-যজ্ঞ রচনা করি তখন অনেকপ্রকারের বিঘ্ন আসে। তিন পদ পৃথিবী অর্থাৎ জমিও দেয় না। তোমরা শুধু বাবার মতানুসারে স্মরণ করে পবিত্র হও, আর কোনো কষ্ট নেই। কেবল নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো। যেমন তোমরা আত্মারা এই শরীরে অবতরিত হও তেমনই বাবাও অবতরিত হন। তাহলে কূর্মাবতার, মৎস্যাবতার কিভাবে হতে পারেন। কত গালি দেয়। তারা বলে যে, প্রতিটি কনায় ভগবান রয়েছেন। বাবা বলেন, আমার এবং দেবতাদের গ্লানি করে। বাচ্চারা, আমাকে আসতে হয়, এসে পুনরায় তোমাদের উত্তরাধিকার দিই। আমি উত্তরাধিকার দিই, রাবণ অভিষাপ দেয়। এও এক খেলা। যারা শ্রীমতে চলে না তখন বোঝা যায় এদের ভাগ্য এত উঁচু নয়। ভাগ্যবানেরা সকাল-সকাল উঠে স্মরণ করবে, বাবার সঙ্গে কথা বলবে। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। খুশীর পারদ চড়তে থাকবে। যারা পাস উইথ অনার হবে তারাই রাজ্য-ভাগ্যের যোগ্য হতে পারবে। শুধু একমাত্র লক্ষ্মী-নারায়ণই রাজ্য করে না। রাজবংশ রয়েছে। এখন বাবা বলেন যে, তোমরা কত স্বচ্ছ বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে যাও। একেই বলা হয় সংসঙ্গ। সংসঙ্গ একটাই হয়। বাবা সত্যিকারের নলেজ দিয়ে সত্যখন্ডের মালিক করে দেন। কল্পের সঙ্গমেই সত্যের(পিতা) সঙ্গ পাওয়া যায়। স্বর্গে কোনো রকমের সংসঙ্গ হয় না।

এখন তোমরা হলে স্যালভেশন আর্মি(মুক্তিযোদ্ধা)। তোমরা বিশ্বের তরী পার করে দাও। তোমাদের মুক্তিদাতা, শ্রীমত প্রদানকারী হলেন বাবা। তোমাদের মহিমা অতি মহান। বাবার মহিমা, ভারতের মহিমা অপার। বাচ্চারা, তোমাদের মহিমাও অপার। তোমরা ব্রহ্মান্ডেরও এবং বিশ্বেরও মালিক হয়ে যাও। আমি শুধু ব্রহ্মান্ডের মালিক। পূজাও তোমাদের ডবল হয়। আমি তো দেবতা হই না যে আমার দ্বৈত-পূজা হবে। তোমাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসারেই বোঝে আর খুশী হয়ে পুরুষার্থ করে। পড়ায় তফাৎ কত। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য চলে। সেখানে কোনো মন্ত্রী থাকে না। লক্ষ্মী-নারায়ণ, যাঁদের ভগবান-ভগবতী বলা হয় তাঁরা মন্ত্রীর থেকে পরামর্শ নেবে কী ? যখন রাজারা পতিত হয়ে যায় তখন মন্ত্রী ইত্যাদিদের রাখে। এখন হলো প্রজার উপর প্রজার রাজ্য। বাচ্চারা, তোমাদের এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য এসেছে। জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্য। জ্ঞান শুধু আধ্যাত্মিক পিতাই শেখান আর কেউ শেখাতে পারে না। বাবা-ই পতিত-পাবন সকলের সঙ্গতিদাতা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবাকে স্মরণের সাথে-সাথে নিজ-সম তৈরী করার সেবাও করতে হবে। 'চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম' সকলকে প্রেমপূর্বক বোঝাতে হবে।

২) এই পুরানো দুনিয়া থেকে অসীম জগতের বৈরাগী হতে হবে। হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল.... । সেই অসীম জগতের পিতার সন্তান, তিনি আমাদের কারুনের খাজানা অর্থাৎ অগনিত ধন-সম্পদ দেন। সেই খুশীতেই থাকতে হবে।

বরদান:- এক সেকেন্ডের জাদুতে সমগ্র কল্পের ভাগ্য গঠনকারী শ্রেষ্ঠ ভাগ্যশালী ভব*

ব্যাখা :- এই সঙ্গমের সময়েই বরদান প্রাপ্ত হয়েছে যে, যা চাও, যেভাবে চাও, যত চাও ততটাই ভাগ্য তৈরী করতে পারো কারণ ভাগ্যবিধাতা বাবা ভাগ্য গঠনের চাবি বাচ্চাদের হাতে দিয়েছে। শেষজনও দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ফার্স্ট হতে পারে। শুধু সেবার বিস্তারে নিজের স্থিতিকে সেকেন্ডে সার-স্বরূপ(আত্মা) করার অভ্যাস করো। এখনই ডায়রেকশন পেয়েছো, এক সেকেন্ডে মাস্টার বীজ-স্বরূপ হয়ে যাও তখন যেন সময় না লাগে। এই এক সেকেন্ডের জাদুতে সমগ্র কল্পের ভাগ্য তৈরী করে নিতে পারো।

স্লোগান:- দ্বৈত(ডবল) সেবার দ্বারা শক্তিশালী বায়ুমন্ডল গঠন করো, তবেই প্রকৃতি দাসী হয়ে যাবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই অসীম জগতের নাটকে তোমরা হলে আশ্চর্যজনক আত্মা, এ হলো অনাদি নাটক, এতে কোনোকিছু পরিবর্তন হতে পারে না"

প্রশ্ন:- বুদ্ধিমান, দূরদর্শী বাচ্চারা কোন গোপন রহস্যকে বুঝতে পারে ?

উত্তর:- মূলবতন থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তের যে গোপন রহস্য আছে, তা দূরদর্শী বাচ্চারা বুঝতে পারে। বীজ আর বৃক্ষের সম্পূর্ণ জ্ঞান তাদের বুদ্ধিতেই থাকে। তারা জানে যে - এই অসীম জগতের নাটকে আমরা আত্মা রূপী অভিনেতারা যে এই বস্ত্র ধারণ করে অভিনয় করছি, এতে সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগ পর্যন্ত আমাদের অভিনয় করতে হবে। কোনো অভিনেতাই মাঝপথে ঘরে ফিরে যেতে পারে না।

গীত:- তুমি রাত কাটালে ঘুমিয়ে আর দিন কাটালে খেয়ে, অমূল্য এই জীবন কড়ি তুল্য হয়ে যায়....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা এই গান শুনেছে এখন এতে কোনো শব্দ সঠিক আবার কোনোটা ভুলও। সুখে তো স্মরণ করাই হয় না। দুঃখও অবশ্যই আসতে হবে। দুঃখ থাকে, তখনই তো বাবাকে সুখ প্রদান করার জন্য আসতে হয়। মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে, এখন আমরা সুখধামের জন্য পড়ছি। শান্তিধাম আর সুখধাম। প্রথমে মুক্তি, তারপর হয় জীবনমুক্তি। শান্তিধাম হলো ঘর, সেখানে কোনো অভিনয় করা হয় না। সব অভিনেতারা ঘরে ফিরে যায়, সেখানে কোনো অভিনয় করা হয় না। অভিনয় এই স্টেজেই করা হয়। এও হলো এক স্টেজ। যেমন জাগতিক নাটক হয়, তেমনই এ হলো অসীম জগতের নাটক। এই নাটকের আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য বাবা ছাড়া আর কেউই বোঝাতে পারে না। বাস্তবে এই যাত্রা বা যুদ্ধ শব্দটি কেবল বোঝানোর জন্য বলা হয়। বাকি এতে যুদ্ধ ইত্যাদি কিছুই নেই। যাত্রাও একটি শব্দ। বাকি একমাত্র হলো তো স্মরণ। তোমরা স্মরণ করতে করতে পবিত্র হয়ে যাবে। ওই যাত্রাও এখানেই সম্পূর্ণ হবে। তোমাদের কোথাও যেতে হবে না। বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে, তোমাদের পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে। অপবিত্র আত্মা তো সেখানে যেতে পারে না। নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। আমি আত্মার মধ্যে সম্পূর্ণ চক্রের পার্ট ভরা রয়েছে। এখন এই পার্ট সম্পূর্ণ হয়েছে। বাবা খুব সহজ রায় দেন যে, আমাকে স্মরণ করো। বাকি তো তোমরা এখানেই বসে আছো। তোমরা অন্য কোথাও যাও না। বাবা এসে বলেন যে, তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে পবিত্র হয়ে যাবে। এখানে কোনো যুদ্ধ নেই। নিজেকে কেবল তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান বানাতে হবে। এই মায়াকে জয় করতে হবে। বাচ্চারা জানে যে, এই ৮৪ র চক্র সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, ভারত একসময় সতোপ্রধান ছিলো। সেখানে অবশ্যই মানুষই ছিলো। জমির তো আর পরিবর্তন হবে না। এখন তোমরা জানো যে, আমরা সতোপ্রধান ছিলাম, তারপর তমোপ্রধান হয়েছি, আবার আমাদের সতোপ্রধান হতে হবে। মানুষ ডাকতেও থাকে - তুমি এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করো, কিন্তু তিনি কে, বা কিভাবে আসেন, তা কিছুই জানে না। বাবা এখন তোমাদের বুদ্ধিমান বানিয়েছেন। তোমরা কতো উচ্চ পদ পাও। ওখানকার গরীবরা ওখানকার বিত্তবানদের থেকেও অনেক উচ্চ হয়। এখানে যতো বড় বড় রাজাই থাকুক না কেন, যতই তাদের ধন থাকুক, তারা তো বিকারী ছিলো, তাই না। এদের থেকে ওখানকার সাধারণ প্রজাও অনেক উচ্চ হয়। বাবা এই তফাৎ বলে দেন। রাবণের ছায়া আসাতেই মানুষ পতিত হয়ে যায়। তারা নির্বিকারী দেবতাদের সামনে গিয়ে নিজেদের পতিত বলে মাথা ঠুকতে থাকে। বাবা এখানে এসেই চট করে উপরে তুলে দেন। এ হলো এক সেকেন্ডের কথা। বাবা এখন তোমাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দান করেছেন। বাচ্চারা, তোমরা দূরদর্শী হয়ে যাও। উপরে, মূলবতন থেকে শুরু করে এই ড্রামার সম্পূর্ণ চক্র তোমাদের বুদ্ধিতে স্মরণ আছে। তোমরা যেমন জাগতিক ড্রামা দেখে শোনাও যে যে, কি কি দেখলে। বুদ্ধিতে ভরা থাকে, তারই বর্ণনা করে। আত্মাতে ভর্তি করে নিয়ে আসে, তারপর ডেলিভারি করে দেয়। এ তো হলো অসীম জগতের কথা। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এই অসীম জগতের ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তের রহস্য থাকা উচিত। যেই ড্রামা রিপ্টি হতে থাকে। ওই জাগতিক ড্রামায় তো এক অভিনেতা চলে গেলে তার পরিবর্তে আবার অন্য অভিনেতা আসতে পারে। কেউ যদি অসুস্থ হয়, তাহলে তার পরিবর্তে অন্য কেউ অভিনয় করে দেবে। এ তো হলো চৈতন্য ড্রামা, এতে সামান্যতম পরিবর্তনও হতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা হলাম আত্মা। এ হলো আমাদের শরীর রূপী বস্ত্র, যা পরিধান করে আমরা বহুরূপী অভিনয় করি। নাম, রূপ, দেশ, চিত্র পরিবর্তন হয়ে যায়। অভিনেতা তো তার অভিনয় সম্বন্ধে জানে, তাই না। বাবা বাচ্চাদের এই চক্রের রহস্য তো বোঝাতে থাকেন। সত্যযুগ থেকে শুরু করে কলিযুগ পর্যন্ত আসে, তারপর ফিরে যায়, তারপর আবার নতুন ভাবে এসে অভিনয় করে। সম্পূর্ণভাবে

এর সম্বন্ধে বোঝাতে সময় লাগে । বীজের মধ্যে যদিও নলেজ আছে, তবুও বোঝাতে তো সময় লাগে, তাই না । তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ বীজ আর ঝাড়ের রহস্য আছে, তাও এদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান, তারাই বুঝতে পারে যে, বীজ উপরে আছে । এর উৎপত্তি, পালনা আর সংহার কিভাবে হয়, তাই ত্রিমূর্তিও দেখানো হয়েছে । বাবা যে এই জ্ঞান এইভাবে বোঝান, অন্য কোনো মানুষ এই জ্ঞান দিতে পারে না । যখন এখানে আসে, তখন জানতে পারে, তাই তোমরা সবাইকে বলা যে, এখানে এসে বোঝো । কেউ কেউ খুবই একগুঁয়ে হয়, যারা বলে, আমরা কিছুই শুনবো না । কেউ তো আবার শোনেও, কেউ লেখা কাগজ নেয়, কেউ আবার নেয় না । তোমাদের বুদ্ধিও কতো বিশাল, দূরদর্শী হয়ে গেছে । তোমরা তিন লোককে জানো, মূলবতন, যাকে নিরাকারী দুনিয়া বলা হয় । বাকি সূক্ষ্ম বতনে কিছুই নেই । সম্পর্ক সম্পূর্ণ হলো মূল বতন এবং স্থূল বতনের সঙ্গে । বাকি সূক্ষ্ম বতন তো অল্প সময়ের জন্য । বাকি আত্মারা সব উপর থেকে এখানে আসে অভিনয় করার জন্য । এই ঝাড় সব ধর্মের নশ্বর অনুসারে হয় । এ হলো মনুষ্যের ঝাড় এবং সম্পূর্ণ সঠিক । এর কিছুই আগে পিছনে হতে পারে না । না আত্মারা অন্য কোথাও গিয়ে বসতে পারে, না আত্মারা ব্রহ্ম মহাতত্ত্বতে থাকে, যেমন আকাশে তারা থাকে । এই তারা তো দূর থেকে ছোটো ছোটো দেখতে লাগে । আসলে তো বড়, কিন্তু আত্মা তো না ছোটো বড় হয়, আর না আত্মার বিনাশ হয় । তোমরা গোল্ডেন এজে যাও, তারপর আয়রন এজে আসো বাচ্চারা জানে যে, আমরা গোল্ডেন এজে ছিলাম, এখন আয়রন এজে এসে গেছি । এখন আমাদের আর কোনো মূল্য নেই । মায়ার চমক যতই থাকুক না কেন, কিন্তু এ হলো রাবণের গোল্ডেন এজ, আর সে হলো ঈশ্বরীয় গোল্ডেন এজ ।

মানুষ বলতে থাকে - ছয় - সাত বছরে এতো আনাজ হবে, এ কথা আর জিজ্ঞাসা করো না । তোমরা দেখো, ওদের প্ল্যান কি আর বাচ্চারা, তোমাদের প্ল্যান কি ? বাবা বলেন যে, আমার প্ল্যান হলো পুরানো দুনিয়াকে নতুন বানানো । তোমাদের একটাই প্ল্যান । তোমরা জানো যে, আমরা শ্রীমতে চলে বাবার থেকে নিজেদের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি । বাবা পথ বলে দেন, শ্রীমৎ দেন, স্মরণে থাকার মত দেন । মত অক্ষর তো আছে, তাই না । সংস্কৃত অক্ষর তো বাবা বলেন না । বাবা তো হিন্দীতেই বোঝাতে থাকেন । ভাষা তো অনেকই আছে, তাই না । দোভাষীও থাকে, যে শুনে বুঝিয়ে বলে । হিন্দী আর ইংরাজী তো অনেকেই জানে । পড়তেও পারে । বাকি ঘরে যে মায়েরা থাকে, তারা এতো পড়ে না । আজকাল বিদেশে গিয়ে ইংরাজী শেখে, তারপর এখানে ফিরে এসেও ইংরাজী বলতে থাকে । তখন হিন্দী বলতেই পারে না । ঘরে এলে মায়ের সঙ্গেও ইংরাজীতে কথা বলতে শুরু করে দেয় । মা বেচারী দ্বিধায় পড়ে যায় যে, আমরা ইংরাজীর কি জানি ! তখন তাদের ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দী শিখতে হয় । সত্যযুগে তো এক রাজ্য এক ভাষা ছিলো, যা এখন আবার নতুন করে স্থাপন করছে । প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর এই সৃষ্টির চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে, তা বুদ্ধিতে থাকা উচিত । এখন এক বাবার স্মরণেই থাকতে হবে । এখানে তোমাদের অনেক অবসর আছে । ভোরবেলা স্নানাদি করে বাইরে ঘুরলে ফিরলে অনেক আনন্দ হয়, অন্তরে যেন এই কথা স্মরণে থাকে যে, আমরা সবাই হলাম অভিনেতা । এই স্মৃতিও এখনই এসেছে । বাবা তোমাদের ৮৪ জন্মের চক্রের রহস্য বুঝিয়ে বলে দিয়েছেন । আমরা সতোপ্রধান ছিলাম, এ অত্যন্ত খুশীর কথা । মানুষ তো ঘুরে ফিরে বেড়ায়, এতে তাদের কোনো উপার্জন হয় না । তোমরা তো অনেক উপার্জন করো । তোমাদের বুদ্ধিতে চক্রও স্মরণে থাকে, তারপর তোমরা বাবাকেও স্মরণ করতে থাকো । বাবা খুব ভালো - ভালো উপার্জনের যুক্তি বলে দেন । যে বাচ্চারা জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করে না, তাদের বুদ্ধিতে মায়া উৎপাত করতে থাকে । তাদেরই মায়া বিরক্ত করে । অন্যের এই চিন্তা করো যে, আমরা এই চক্র কিভাবে ঘুরেছি । সত্যযুগে আমরা এতো জন্ম নিয়েছি, তারপর নীচে নেমে এসেছি । এখন আবার আমাদের সতোপ্রধান হতে হবে । বাবা বলেছেন যে - তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই সতোপ্রধান হয়ে যাবে । চলতে ফিরতে বুদ্ধিতে যদি এই কথা স্মরণ থাকে, তাহলে মায়ার উৎপাত বন্ধ হয়ে যাবে । তোমাদের অনেক অনেক লাভ হবে । যদিও স্ত্রী - পুরুষ একসাথেও যাও, তবুও প্রত্যেকেই নিজের মতো পরিশ্রম করতে হবে, নিজের উঁচু পদ প্রাপ্ত করার জন্য । একলা যাওয়াতে তো অনেক মজা । নিজের নেশাতেই থাকবে । সাথে যদি অন্য কেউ থাকে, তাহলে বুদ্ধি এদিক-ওদিক যাবে । এ অনেকই সহজ, বাগান ইত্যাদি তো সব জায়গাতেই আছে, ইঞ্জিনিয়ার হলে তার এই চিন্তাই চলবে যে এখানে পুল বানাতে হবে, এই করতে হবে । বুদ্ধিতে প্ল্যান এসে যায় । তোমরাও ঘরে বসে থাকো কিন্তু বুদ্ধি ওইদিকে লেগে থাকে । এই অভ্যাস করলে তোমাদের ভিতরও এই চিন্তন চলতে থাকবে । তোমাদের পড়তেও হবে আবার কাজ - কারবারও করতে হবে । বৃদ্ধ, যুবক, বাচ্চা আদি সবাইকেই পবিত্র হতে হবে । বাবার থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য আত্মা তো একই । বাচ্চাদেরও ছোটবেলায় যদি এই অভ্যাস হয়ে যায় তো খুবই ভালো । আধ্যাত্মিক বিদ্যা আর কেউই শেখাতে পারে না ।

তোমাদের এই যে আধ্যাত্মিক বিদ্যা তা তোমাদের বাবা এসেই পড়ান । ওই স্কুলে জাগতিক বিদ্যা পড়ানো হয় । আর তা হলো শাস্ত্রের বিদ্যা । এ হলো আত্মিক বিদ্যা, যা তোমাদের ভগবান শেখান । এই বিদ্যার খবর কেউই জানে না । একেই

বলা হয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান । যা আত্মা এসেই পড়ান, তার অন্য কোনো নাম রাখা যায় না । এ তো স্বয়ং বাবা এসে পড়ান । ভগবান উবাচঃ তো, তাই না । ভগবান এইসময় একবার এসেই বোঝান, একে আত্মিক জ্ঞান বলা হয় । ওই শাস্ত্রের বিদ্যা আলাদা । তোমরা জানো যে, জ্ঞান হলো এক জাগতিক কলেজ আদির, দ্বিতীয় হলো আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের বিদ্যা, তৃতীয় হলো এই আত্মিক জ্ঞান । ওরা যতো বড়ই ডক্টর অফ ফিলোসফি হোক না কেন, ওদের কাছেও এই শাস্ত্রের জ্ঞান আছে । তোমাদের এই জ্ঞান সম্পূর্ণ আলাদা । এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান যা আধ্যাত্মিক পিতা, যিনি সকলেরই পিতা, তিনিই পড়ান । তাঁর মহিমা হলো শান্তি --- সুখের সাগর । কৃষ্ণের মহিমা সম্পূর্ণ আলাদা, গুণ বা অপগুণ মানুষের মধ্যেই থাকে, যা মানুষ বলতে থাকে । বাবার মহিমাও যথার্থ রূপে তোমরাই জানো । ওরা তো কেবল তোতার মতো গাইতে থাকে, অর্থ কিছুই জানে না । তাই বাবা বাচ্চাদের রায় দেন যে, কিভাবে নিজের উন্নতি করবে । পুরুষার্থ করতে থাকলে তখন ধারণা পাকা হতে থাকবে, তখন অফিসে কাজ করার সময়ও এই স্মৃতিই আসবে, ঈশ্বরের স্মৃতিই থাকবে । মায়ার স্মৃতি তো অর্ধেক কল্প ধরে চলে, বাবা এখন যথার্থ রীতিতে বসে বোঝাচ্ছেন । নিজেকে দেখো - আমি কি ছিলাম, এখন কি হয়ে গেছি । এখন বাবা আমাকে এমন দেবতা তৈরী করছেন । এও তোমরা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারেই জানো । প্রথম প্রথম এই ভারতই ছিলো । বাবা ভারতেই আসেন এই অভিনয় করার জন্য । তোমরাই তো আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের, তাই না । তোমাদের পবিত্র হতে হবে, না হলে পরের দিকে আসবে, তখন আর কি সুখ পাবে ? বেশী ভক্তি না করলে তো আসবেই না । তোমরা বুঝতে পারবে যে, এ এতটা জ্ঞান ধারণ করতে পারবে না । তোমরা বুঝতে তো পারো, তাই না । অনেক পরিশ্রম করে তবুও সামান্য কয়েকজনই এই জ্ঞান ধারণ করতে পারে । পরিশ্রম তো করতেই হবে । পরিশ্রম ছাড়া তো কিছুই পাওয়া যায় না । প্রজা তো তৈরী হতেই থাকে ।

বাবা বাচ্চাদের উন্নতির জন্য যুক্তি বলে দেন -- বাচ্চারা, নিজেদের উন্নতি করতে হলে ভোরবেলা স্নানাদি করে একান্তে গিয়ে হাটাচলা করো বা বসে যাও । সুস্থতার জন্য হেটে চলে স্মরণ করোও ভালো । বাবাও স্মরণে আসবে আর এই ড্রামার রহস্যও বুদ্ধিতে থাকবে, এ কতো বড় উপার্জন । এই হলো প্রকৃত উপার্জন, ওই উপার্জন শেষ হয়েছে, এবার এই উপার্জনের চিন্তন করো । এ কোনো সমস্যাই নয় । বাবা নিজের জীবন কাহিনী লিখেছিলেন, যা তিনি দেখেছিলেন -- আজ এই সময় উঠেছি, তারপর এই করেছি --- তিনি মনে করেছিলেন যে, পরের দিকে যারা আসবে, তারা পড়ে শিখবে । বড় বড় মানুষের জীবনী তো পড়ে, তাই না । তিনি বাচ্চাদের জন্য লেখেন, আর বাচ্চারাও ঘরে এমনই সুন্দর স্বভাবের তৈরী হয় । বাচ্চারা, এখন তোমাদের পুরুষার্থ করে সতোপ্রধান হতে হবে । আবার সতোপ্রধান দুনিয়ার রাজত্ব নিতে হবে । তোমরা জানো যে, কল্প কল্প আমরা রাজত্ব গ্রহণ করি তারপর তা হারিয়ে ফেলি । তোমাদের বুদ্ধিতে এই সমস্ত কিছুই আছে । এ হলো নতুন দুনিয়া, নতুন ধর্মের জন্য নতুন জ্ঞান, তাই মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের তিনি আবারও বোঝান -- তোমরা শীঘ্র পুরুষার্থ করো । শরীরের উপর তো কোনো ভরসাই নেই । আজকাল মৃত্যু অনেক সহজ হয়ে গেছে । ওখানে অমরলোকে এমন মৃত্যু কখনোই হয় না, এখানে তো বসে বসেও কিভাবে মরে যায়, তাই নিজের পুরুষার্থ করতে থাকো । জমা করতে থাকো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) বুদ্ধিকে জ্ঞান চিন্তনে ব্যস্ত রাখার অভ্যাস করতে হবে । যখনই সময় পাবে একান্তে গিয়ে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । বাবাকে স্মরণ করে প্রকৃত উপার্জন জমা করতে হবে ।

২) দূরদর্শী হয়ে এই অসীম জগতের নাটককে যথার্থ রীতিতে বুঝতে হবে । সমস্ত অভিনেতাদের অভিনয়কে সাক্ষী হয়ে দেখতে হবে ।

বরদানঃ- মাস্টার জ্ঞান সাগর হয়ে পুতুল খেলা সমাপ্ত করে স্মৃতি এবং সমর্থ স্বরূপ ভব*

ভক্তিমার্গে যেমন মূর্তি বানিয়ে পূজা ইত্যাদি করে, তারপর সেই মূর্তিকে ডুবিয়ে দেয়, তো তোমরা তাকে পুতুল পূজা বলো । তেমনই তোমাদের সামনেও যখন কোনো নির্জীব, অ-সার কথা, ঈর্ষা, অনুমান, কিস্বা আবেশ ইত্যাদি আসে, আর তোমরা তার বিস্তার করে অনুভব করতে শুরু করো বা করাও যে, এটাই সত্য, তখন তাতে তো প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে দেওয়াই হয় । তারপর তাকে জ্ঞান সাগর বাবার স্মরণে, অতীতকে অতীত করে, স্ব উন্নতির ঢেউয়ে ডুবিয়েও দাও, কিন্তু এতেও তো সময় নষ্ট হয়, তাই না ! তাই

প্রথম থেকেই মাস্টার জ্ঞানের সাগর হয়ে স্মৃতি এবং সমর্থী ভাবের বরদানের দ্বারা এই পুতুল খেলা সমাপ্ত
করো ।

স্লোগান:-

যে সময় অনুযায়ী সহযোগী হয়, তার একের পদগুণ ফল প্রাপ্ত হয় ।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - সর্ব প্রথম সবাইকে বাবার সত্য পরিচয় দাও এবং প্রমাণ করো, গীতার ভগবান কে, তারপর তোমাদের নাম মহিমাম্বিত হবে”

প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমরা চারটি যুগেই (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি) চক্র লাগিয়েছো, তার রীতি-রেওয়াজ ভক্তিতেও চলে আসছে, সেটা কোনটি?

উত্তরঃ - তোমরা চারটি যুগেই চক্র লাগিয়েছো, আর তারা (কলিযুগের ভক্তরা) সমস্ত শাস্ত্র, চিত্র আদিকে গাড়ীতে রেখে চারিদিকে পরিক্রমা করে। তারপর বাড়িতে এসে ঘুমিয়ে পড়ে। তোমরা ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋত্রিয়... হও। আর তারা এই চক্রের পরিবর্তে পরিক্রমা করা শুরু করে দিয়েছে। এটাও ভক্তির রীতি-রেওয়াজ হয়ে গেছে।

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাবা তাঁর আত্মিক বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে, যখন কাউকে বোঝাও তো প্রথমে পরিষ্কার করে বলে দাও যে, বাবা হলেন এক, জিজ্ঞাসা করতে হবে না যে - বাবা এক না অনেক। এইরকম হলে তো আবার বলে দেবে - বাবা অনেক। বলতে হবে যে - বাবা, রচয়িতা, গড ফাদার হলেন এক। তিনি হলেন সমস্ত আত্মাদের পিতা। প্রথমে তোমরা এটাও বলবে না যে, তিনি হলেন বিন্দু, এরফলে সে দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারে। প্রথমে তো এটা ভালোভাবে বোঝাও যে - বাবা হলেন দুজন - লৌকিক আর পারলৌকিক। লৌকিক পিতা তো প্রত্যেকেরই থাকে, কিন্তু তাঁকে (পারলৌকিক পিতাকে) কেউ খোদা, কেউ গড বলে ডাকে। তিনি তো হলেন এক-ই। সবাই সেই এক পিতাকে স্মরণ করে। সর্ব প্রথমে এবিষয়ে স্থির নিশ্চয় করাও যে ফাদার হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তিনি এখানে আসেন স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য, যাকে শিবজয়ন্তীও বলা হয়। বাচ্চারা, এটাও তোমরা জানো যে, স্বর্গের রচয়িতা ভারতেই স্বর্গ রচনা করেন, যেখানে দেবী-দেবতারা রাজত্ব করে থাকেন। তাই সর্ব প্রথমে বাবারই পরিচয় দিতে হবে। তাঁর নাম হল শিব। গীতাতে ভগবানুবাচ লেখা আছে, তাই না! প্রথমে তো এটা নিশ্চয় করিয়ে লিখিয়ে নিতে হবে। গীতাতে আছে ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই অর্থাৎ নর থেকে নারায়ণ তৈরী করি। এইরকম দেবী-দেবতা কে তৈরী করতে পারেন? অবশ্যই বোঝাতে হবে। ভগবান কে? এটাও বোঝাতে হবে। সত্য যুগে প্রথম নম্বরে যে লক্ষ্মী-নারায়ণ আসেন, তাঁরা অবশ্যই ৮৪ বার জন্ম নেবেন। পরবর্তী কালে অন্যান্য ধর্মাত্মারা আসেন। তাদেরকে এত জন্ম নিতে হয় না। যাঁরা প্রথম দিকে আসেন, তাঁদেরই ৮৪ বার জন্ম নিতে হয়। সত্যযুগে তো কিছু শেখার দরকার হয় না। অবশ্যই সঙ্গম যুগেই শিখতে হবে। তাই সর্ব-প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে। যেরকম আত্মাকে দেখা যায়না, অনুভব করা যায়, সেইরকম পরমাত্মাকেও দেখা যায় না। বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে হয় যে, তিনি হলেন আমাদের আত্মাদের পিতা। তাঁকে পরম আত্মা বলা যায়। তিনি সর্বদাই পবিত্র থাকেন। তিনি এসে পতিত দুনিয়াকে পবিত্র বানান। তাই প্রথমে বাবা হলেন এক, এটা প্রমাণ করে বলার কারণে গীতার ভগবান যে কৃষ্ণ নয়, সেটাও প্রমাণিত হয়ে যাবে। বাচ্চারা তোমাদেরকেই প্রমাণ দিয়ে বলতে হবে, এক বাবাকেই সত্য বলা যায়। বাকি কর্মকাণ্ড বা তীর্থ আদির কথা সব ভক্তির শাস্ত্রতে আছে। জ্ঞানমার্গে এর তো কোনও বর্ণনাই নেই। এখানে কোনও শাস্ত্র নেই। বাবা এসে সমস্ত রহস্য বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা প্রথমে তোমাদের এই কথাতে জয়ী হতে হবে যে ভগবান হলেন এক নিরাকার, নাকি সাকার। পরমপিতা পরমাত্মা শিব ভগবানুবাচ, জ্ঞানের সাগর সকলের বাবা হলেন তিনি। শ্রীকৃষ্ণ তো সকলের বাবা হতে পারে না। সে কাউকে বলতেও পারবেনা যে দেহের সব ধর্মকে ছেড়ে এক আমাকে স্মরণ করো। আছে তো খুব সহজ কথা। কিন্তু মানুষ শাস্ত্র আদি পড়ে ভক্তিতে পরিপক্ব হয়ে গেছে। আজকাল তো শাস্ত্র আদিকে গাড়িতে রেখে পরিক্রমা করে। চিত্র আর গ্রন্থগুলিকেও পরিক্রমা করিয়ে পুনরায় ঘরে নিয়ে এসে রেখে দেয়। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে আমরা দেবতা থেকে ঋত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র হয়েছি, এই চক্র লাগিয়েছি। চক্রের পরিবর্তে তারা আবার পরিক্রমা করিয়ে ঘরে গিয়ে রেখে দেয়। তাদের একটা নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা থাকে, সেই দিনে তারা পরিক্রমা করতে বের হয়। তাই সর্ব প্রথম এটাই প্রমাণিত করে বলতে হবে যে - শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ নয়, শিব ভগবানুবাচ। শিব-ই পুনর্জন্ম থেকে বিরত থাকেন। তাঁকে অবশ্যই আসতে হয়, তার দিব্য জন্ম হয়। ভাগরথের শরীরে তিনি আসেন। তিনি এসে পতিতদেরকে পবিত্র বানান। রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য এসে বোঝান, এই জ্ঞান তিনি ছাড়া আর কেউ-ই জানে না। বাবাকে নিজেই এসে নিজের পরিচয় দিতে হয়। মুখ্য কথাই হল বাবার পরিচয় দেওয়া। তিনিই হলেন গীতার ভগবান, এটাই তোমরা সিদ্ধ করে বললে তোমাদের নামও প্রসিদ্ধ হয়ে যাবে। তো এইরকম পঢ়া বানিয়ে তাতে চিত্র আদি লাগিয়ে এরোপ্সেন থেকে ছড়িয়ে দিতে হবে। বাবা মুখ্য বিষয়গুলি বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তোমাদের মুখ্য একটি কথাতে জয় হলে তো

ব্যাস, তোমরা জয়ী হয়ে যাবে। এতে তোমাদের নামও খুব প্রসিদ্ধ হবে, এতে কেউ তর্ক করবে না। এটা অত্যন্ত পরিষ্কার কথা। বাবা বলছেন যে - আমি সর্বব্যাপি কিভাবে হতে পারি? আমি তো এসে বাচ্চাদেরকে জ্ঞান শোনাই। আমাকে আহ্বান করে বলে যে - হে ভগবান! এসে আমাদের পবিত্র বানাও। রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান শোনাও। বাবার মহিমা আলাদা, কৃষ্ণের মহিমা আলাদা। এরকম নয় যে শিববাবা এসে তিনিই পুনরায় কৃষ্ণ বা নারায়ণ হন, ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেন! না। তোমাদের বুদ্ধি সর্বদা এই সমস্ত কথা বোঝানোর জন্য যেন তৎপর থাকে। মুখ্য হলই গীতা। বলা হয় - ভগবানুবাচ, তাই অবশ্যই ভগবানের মুখ চাই, তাই না! ভগবান তো হলেন নিরাকার। আত্মা মুখ ছাড়া কিভাবে বলবে। তিনি বলেন যে - আমি সাধারণ শরীরের আধার নিই। যাঁরা প্রথম জন্মে লক্ষ্মী-নারায়ণ হন, তাঁরাই ৮৪ জন্ম নিতে নিতে যখন অন্তিম জন্ম নেন তখন তাঁর শরীরে আমি আসি। কৃষ্ণের অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আমি আসি। এইভাবে বিচার সাগর মন্থন করো যে কিভাবে কাউকে বোঝাবো! একটি কথাতেই তোমাদের নাম প্রসিদ্ধ হয়ে যাবে। রচয়িতা বাবার সম্বন্ধে সবাই জ্ঞাত হয়ে যাবে। তারপর তোমাদের কাছে অনেকে আসবে। তোমাদেরকে নিমন্ত্রণ জানাবে যে - এখানে এসে ভাষণ করো, এই জন্য সর্বপ্রথম অলঙ্কে (ভগবানকে) প্রমোদিত করে বোঝাও। বাচ্চারা তোমরা জানো যে, বাবার থেকে আমরা স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। বাবা প্রত্যেক ৫ হাজার বছর পর ভাগ্যশালী রথের মধ্যে (ভাগীরথের মধ্যে) আসেন। ইনি হলেন সৌভাগ্যশালী, যে রথে ভগবান এসে বসেন। এটা কি কম কথার বিষয়! ভগবান এঁনার মধ্যে বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে - আমি অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে এঁনার মধ্যে প্রবেশ করি। শ্রীকৃষ্ণের আত্মার তো রথ আছেই, তাই না! তিনি (ব্রহ্মাবাবা) এখন তো কৃষ্ণ নন। অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম হল এটা। প্রত্যেক জন্মেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কর্তব্যাদির পরিবর্তন হতে থাকে। অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে যাঁর মধ্যে প্রবেশ করি তিনিই পুনরায় কৃষ্ণ হন। আমি আসিই সঙ্গম যুগে। আমিও (ব্রহ্মা বাবা) বাবার হয়ে বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। বাবা জ্ঞান শুনিয়ে সাথে নিয়ে যান, এখানে কোনও পরিশ্রমের কথা নেই। বাবা শুধু বলেন যে, "মামেকম স্মরণ করো," তাই খুব ভালো ভাবে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে যে কিভাবে লিখে বোঝানো যায়। এটাই হল মুখ্য ভুল, যার কারনেই ভারত অধার্মিক, নাস্তিক, দেউলিয়া হয়ে গেছে। বাবা পুনরায় এসে রাজযোগ শেখাচ্ছেন। ভারতকে ধার্মিক এবং ধন-সম্পদে পূর্ণ করছেন। সমগ্র দুনিয়াকে ধার্মিক বানাচ্ছেন। সেই সময় (সত্যযুগে) সমগ্র বিশ্বের মালিক তোমরাই হও। বলা হয় না - "তোমার দীর্ঘায়ু এবং সমৃদ্ধি কামনা করি (Wish you long life and prosperity)" বাবা এই আশীর্বাদ দেন না যে - সদা জীবিত থাকো। এই কথা তো সাধু-সন্ন্যাসীরা বলে যে - অমর রহো। বাচ্চারা, তোমরা বুঝে গেছো যে, অমরপুরীতে অবশ্যই তোমরা অমর হবে। কিন্তু এই মৃত্যুলোকে তারা কিভাবে অমর ভব - বলতে পারেন। তো বাচ্চারা যখন মিটিং আদি করে তখন বাবার থেকে রায় নেয়। বাবা এডভান্স রায় দেন, সবাই নিজের নিজের রায় লিখে পাঠাও তাহলে সকলের মত একত্রিত হবে। রায় তো মুরলীতে লিখলে সবার কাছে পৌঁছাতে পারে। ২-৩ হাজার খরচা বেঁচে যাবে। এই ২-৩ হাজার দিয়ে তো ২-৩টি সেন্টার খুলতে পারবে। চিত্র আদি নিয়ে গ্রামে গ্রামে যেতে হবে।

বাচ্চারা, সূক্ষ্ম বতনের কথা নিয়ে তোমাদের অধিক আগ্রহ যেন না থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর আদির চিত্র তো আছে তাই এঁাদের বিষয়ে অল্প কিছু বোঝানো যায়। এইসময় এঁাদের অল্প একটু পার্ট আছে। তোমরা সূক্ষ্ম বতনে যাও, মিলন মানাও, ব্যাস আর কিছু নেই, এইজন্য এবিষয়ে অত্যাগ্রহ প্রকাশ করো না। এখানে আত্মাদেরকে আহ্বান করা হয়, তাদেরকে দেখানো হয়। কেউ কেউ তো এসে আবার কাল্লাকাটি শুরু করে দেয়। কেউ তো আবার প্রেমপূর্বক মিলন মানায়। কারো তো দুঃখের অশ্রু প্রভাবিত হয়। এসব কিছু ড্রামাতে পার্ট আছে, যাকে বার্তালাপ (chit-chat) বলা হয়। লৌকিক ব্রাহ্মণেরা তো কোনো আত্মাকে আহ্বান করে তারপর তাকে কাপড়াদি পড়ায়। এখন সেই আত্মার শরীর তো শেষ হয়ে গেছে, তাহলে কাকে কাপড় পড়াবে? তোমাদের মধ্যে সেই সংস্কার নেই। কাল্লাকাটি আদির তো কোনও কথাই নেই। তো উঁচুর থেকেও উঁচু হতে হবে, সেটা কি করে হবে? অবশ্যই মাঝে সঙ্গম যুগ থাকবে, যেখানে তোমরা পবিত্র হবে। তোমরা একটি কথা প্রমাণ করে দেখালে তো তারা বলবে যে এরা তো একদম ঠিক কথাই বলছে। ভগবান কখনও কি মিথ্যা বলতে পারেন? তারপর তো অনেকেরই বাবার প্রতি ভালোবাসা জন্মাবে, অনেকেই আসবে। সময়ানুসারে বাচ্চারাও সমস্ত পয়েন্টস পেতে থাকবে। অন্তিম সময়ে কি কি হবে সেটাও তোমরা দেখতে পাবে, যুদ্ধ লাগবে, বন্থস পরবে। প্রথম দিকে মৃত্যু হবে তাদের। এখানে তো রক্তের নদী প্রবাহিত হবে তারপর ঘি-দুধের নদী। প্রথম ধোঁয়া তো বিদেশেই দেখা যাবে। ভয়ও সেখানে থাকবে। কতো বড় বড় বন্থস বানায়। কতো কি সব তার মধ্যে দেয়, যেটা শহরকে একদম ধূলিসাৎ করে দেয়। এটাও বলতে হবে যে, কে স্বর্গের রাজস্ব স্থাপন করেছেন? উর্ধ্বস্থিত গড ফাদার অবশ্যই সঙ্গমে আসেন। তোমরা জানো যে, এখনই হল সঙ্গম। তোমাদেরকে মুখ্য কথা বোঝানো হয় যে, বাবাকে স্মরণ করো, যার দ্বারাই পাপ নাশ হবে। ভগবান যখন এসেছিলেন তখন বলেছিলেন যে, মামেকম স্মরণ করো তো তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। মুক্তিধামে যেতে পারবে। তারপর আবার প্রথম থেকে চক্রের পুনরাবৃত্তি হবে। দেবী-দেবতা ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম... তোমাদের স্টুডেন্টদের

বুদ্ধিতে এইসমস্ত জ্ঞান থাকা চাই। এটা ভেবে তোমাদের খুশী হয় যে, আমরা কতো উপার্জন করছি, এই অমর কথা অমর বাবা তোমাদেরকে শোনাচ্ছেন। তোমাদের অনেক নাম রেখে দিয়েছে। প্রধান এবং সর্ব প্রথম হল দেবী-দেবতা ধর্ম, তারপর আসতে আসতে সকলের বৃদ্ধি হতে হতে বৃক্ষের বৃদ্ধি হয়। অনেক ধর্ম, অনেক মত হয়ে যায়। এই এক ধর্ম এক শ্রীমতের আধারেই স্থাপন হয়। এখানে দ্বৈতের কথা নেই। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান আত্মিক পিতা বসে বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা তোমাদেরকে সর্বদা খুশীতেই থাকতে হবে।

তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের এখন পড়াচ্ছেন, তোমরা অনুভবের দ্বারা এই কথা বলছো তাই এই শুদ্ধ অহংকার রাখতে হবে যে ভগবান আমাদেরকে পড়াচ্ছেন, আর কি চাই! যখন আমরা বিশ্বের মালিক হতে চলেছি তাহলে খুশী কেন থাকে না বা নিশ্চয়তার মধ্যে কেন সংশয় আসে? বাবার প্রতি সংশয় রেখো না। মায়া সংশয়ে নিয়ে এসে সব ভুলিয়ে দেয়। বাবা বুঝিয়েছেন যে, মায়া চোখের দ্বারা অনেক ধোঁকা দেয়। ভালো কিছু খাবার জিনিস দেখলে মনে বারংবার সেটা খাওয়ার লোভ জন্মাবে। চোখ দিয়ে দেখলে তবেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়, মারতে উদ্যত হয়। না দেখলে তো মারবে কিভাবে? চোখ দিয়ে দেখলে তবেই লোভ, মোহের উদ্বেক হয়। চোখ-ই ধোঁকা দেওয়ার জন্য প্রধান ভূমিকা পালন করে। তাই এর উপর সম্পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে। আত্মা জ্ঞান প্রাপ্ত করলে, তো অপরাধমূলক দৃষ্টি সমাপ্ত হয়ে যায়। এই রকমও নয় যে, চোখ নষ্ট করে দিতে হবে। তোমাদেরকে তো, অপরাধমূলক দৃষ্টিকে আত্মিক দৃষ্টি বানাতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সর্বদা এই নেশায় বা খুশীতে থাকতে হবে যে, আমাদেরকে ভগবান পড়াচ্ছেন। কোনও কথাতে সংশয় বুদ্ধি হয়ো না। শুদ্ধ অহংকার রাখতে হবে।

২) সূক্ষ্ম বতনের বিষয়ে বেশী আগ্রহ প্রকাশ ক'রো না। আত্মাকে সতোপ্রধান বানানোর জন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সবাইকে বাবার সত্য পরিচয় দিতে হবে।

বরদান:- সঙ্গমযুগের মহত্বকে জেনে এক-এর পরিবর্তে অগণিত বার রিটার্ন প্রাপ্ত করে সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন ভব*
ব্যাখ্যা :- সঙ্গম যুগে বাপ-দাদার প্রতিজ্ঞা হল - এক দাও, লক্ষ নাও। যেরকম এই সময়ের জন্য বলা হয় যে, সর্ব শ্রেষ্ঠ সময়, সর্ব শ্রেষ্ঠ জন্ম, সর্ব শ্রেষ্ঠ উপাধিও এই সময় প্রাপ্ত হয়, সেইরকম সর্ব প্রাপ্তির অনুভূতিও এইসময়ই হয়ে থাকে। এখন একের পরিবর্তে শুধু লক্ষ-গুণই প্রাপ্ত হয় না কিন্তু যখন চাও, যেভাবে চাও, যা কিছু চাও বাবা সেবাধারী রূপে উপস্থিত আছেন। একের অগণিতবার রিটার্ন প্রাপ্ত হয় কেননা বর্তমান সময়ে বরদাতা হলেন তোমাদের নিজস্ব। যখন বীজ তোমাদের হাতের মুঠোয়, তখন বীজ দ্বারা যা চাও সেটা এক মুহূর্তে করে সর্ব প্রাপ্তি দিয়ে সম্পন্ন হতে পারো।

স্লোগান:- সফলতা সম্পন্ন হতে চাইলে একে অপরের কথাকে স্বীকার করো আর সম্মান দাও।*

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে আধ্যাত্মিক পথ-প্রদর্শক হয়ে সকল ধর্মাবলম্বীদেরকে শান্তিধাম এবং সুখধামের রাস্তা বলতে হবে, তোমরাই হলে সত্যিকারের পান্ডা”

প্রশ্ন:- কোন্ বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করে সম্পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত করতে পারে ?

উত্তর:- যারা স্মরণ করার সাথে সাথে বাবার কাছে সম্পূর্ণ সৎ থাকে, কিছুই লুকায় না, সৎ বাবার সাথে একদম সৎ থাকে, কোনো পাপ করে না, তারাই স্মরণের দ্বারা শক্তি পেয়ে থাকে। কোনো কোনো বাচ্চা তো ভুল করতেই থাকে, আর তারপর বলে - ক্ষমা করো। কিন্তু বাবা বলেন - এখানে ক্ষমা করা হয় না। প্রত্যেক কর্মের জন্যই হিসাব তৈরি হয়ে যায়।

গীত:- আমাদের তীর্থ আলাদা...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা গানটা শুনল। বাচ্চাদের মধ্যে কতটা জ্ঞানের পয়েন্টস আছে সেটা দেখার জন্য এইরকম গান চালিয়ে এক-একজন করে তার অর্থ জিজ্ঞেস করতে হবে। কারণ এইসব গান গুলোকেও কখনো কখনো সংশোধন করা হয়। বাবা বুঝিয়েছেন, কোনো কোনো গান এতো ভালো যে যখনই কোনো দৃষ্টিভঙ্গি আসবে, তখন ওইসব গানগুলো মনে খুশি নিয়ে আসতে সাহায্য করবে। এগুলো সত্যিই খুব কাজের জিনিস। গান শোনার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিতে এসে যাবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা বরাবর এই ধরণীর ভাগ্যবান নক্ষত্র। আমাদের এই তীর্থ ভক্তিমার্গের থেকে একেবারে আলাদা। তোমরা হলে পাণ্ডব সেনা। ওইসব তীর্থে তো পান্ডা রূপী সেনা থাকে। প্রত্যেক গ্রুপের একজন করে পান্ডা থাকে যে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। ওদের কাছে পুঁটলি থাকে। আগে কোন্ কুলের জিজ্ঞেস করবে। প্রত্যেকে নিজের কুলের মানুষদেরকেই নিয়ে যায়। এইরকম অনেক পান্ডা থাকে। তোমরাও হলে আধ্যাত্মিক পান্ডা। তোমাদের নামই হলো পাণ্ডব সেনা। পাণ্ডবদের কোনো রাজধানী থাকে না। আসলে পাণ্ডাদেরকেই পাণ্ডব বলা হয়। বাবাও হলেন অসীম জগতের পান্ডা। গাইডকেই পান্ডা বলা হয়। পান্ডারা তীর্থ করতে নিয়ে যায়। পূজারীরা জানে যে এইসব তীর্থযাত্রীদেরকে এই পান্ডা নিয়ে এসেছে। জ্ঞানমার্গেও তোমরা পান্ডা হও। তবে এখানে কোথাও নিয়ে যেতে হয় না। ঘরে বসে বসেই তোমরা রাস্তা বলে দাও, এবং যাকে রাস্তা বলে দাও, সেও তারপরে পান্ডা হয়ে যায়। এইভাবে একে অপরকে রাস্তা দেখাতে হবে, রাস্তা অর্থাৎ 'মন্মথনা ভব'। তোমাদের মধ্যেও এমন অনেকেই আছে যারা এইরকম তীর্থযাত্রা করেছে। বুদ্ধিতে চলে আসে যে কিভাবে বদ্রীনাথ, অমরনাথ যাওয়া হয়। এগুলো তো ওই পান্ডারাও জানে। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক পান্ডা। কখনোই ভুলে যাবে না যে আমরা এখন পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে আছি। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে তো কেবল এটাই আছে যে আমরা হলাম মুক্তি-জীবনমুক্তির পান্ডা। এমন নয় যে স্বর্গের জন্য আলাদা পান্ডা, মুক্তিধামের জন্য আলাদা পান্ডা। তোমরা নিশ্চিত যে আমরা মুক্তিধামে গিয়ে আবার নূতন দুনিয়ায় আসব। পুরুষার্থের ফ্রম অনুসারে তোমরা সকলেই পান্ডা। অনেক রকমের পান্ডা হয়। তোমরা হলে ফার্স্ট ক্লাস পান্ডা। সবাইকে পবিত্রতার রাস্তা দেখাও। সবাইকে পবিত্র থাকতে হবে। দৃষ্টিও পরিবর্তন হয়ে যায়। তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছে যে কেবল একজনকে ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করব না। বাবা, আমি কেবল তোমাকেই স্মরণ করব। তোমার হয়ে গেলেই আমাদের জীবনতরী পার হয়ে যাবে। তারপর ভবিষ্যতে তো সুখ আর সুখ। বাবা আমাদেরকে সুখদায়ী সম্বন্ধে নিয়ে যান। এখানে তো কেবল দুঃখ আর দুঃখ। যেটুকু সুখ আছে, সেটাও কাক বিষ্ঠার মতো। তোমরা নূতন দুনিয়ার জন্যই পড়াশুনা করছ। তোমরা জানো যে আমরা মুক্তিধামে গিয়ে আবার এখানে আসব। ঘরে তো যেতেই হবে। এটা হলো যোগবলের যাত্রা। শান্তিধামকেও স্মরণ করতে হয়, বাবাকেও স্মরণ করতে হয়। বাবার সাথে সৎ থাকতে হবে। বাবা বলছেন - এমন নয় যে আমি তোমাদের সবার অন্তরের কথা জানি। না, তোমরা যেমন কর্ম করছ, সেটা দেখেই বাবা বোঝাচ্ছেন, পুরুষার্থ করাচ্ছেন। তোমরা যদি কোনো শ্রীমতের অবজ্ঞা করো কিংবা কোনো পাপ করো, তাহলে এখানে জিজ্ঞেস করা হয় যে কোনো পাপ করোনি তো ? বাবা বুঝিয়েছেন - চোখ খুব ধোঁকা দেয়। বাবাকে বলে দিতে হবে যে আজকে চোখ আমাকে খুব ধোঁকা দিয়েছে। এখানে তো মনে ভয় থাকে, কিন্তু বাড়িতে গেলেই আমার বুদ্ধি চঞ্চল হয়ে যায়। বাবা, এটা আমার দ্বারা খুব বড় ভুল হয়ে গেছে, ক্ষমা করে দাও। বাবা বলছেন - এক্ষেত্রে ক্ষমা করার কোনো ব্যাপার নেই। দুনিয়ার মানুষ এইরকম প্রার্থনা করে। কেউ কাউকে থাপ্পড় মারার পর ক্ষমা চেয়ে নিলেই কাজ ফুরিয়ে যায়। এইভাবে ক্ষমা চাওয়ার বেলায় কেউ দেরি করে না। খারাপ কাজ করতেই থাকে, আর করা হয়ে গেলে বলে দেয় - আই অ্যাম সারী। এইভাবে তো চলতে দেওয়া যায় না। এগুলো সব জমা হয়ে যায়। যেকোনো উল্টোপাল্টা কাজ করলেই সেটা জমা হয়ে যায়। অন্য কোনো জন্মে তার খারাপ কিংবা ভালো ফল অবশ্যই

পাওয়া যায়। ক্ষমা করার কোনো ব্যাপার নেই। যে যেমন কর্ম করবে, সেইরকম ফল পাবে। বাবা বারবার বোঝাচ্ছেন যে কাম বিকার হলো এক নম্বর শত্রু। এটাই তোমাদেরকে আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দিয়ে এসেছে। বাবাকে বলা হয় পতিত-পাবন। বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিকেই পতিত বলা হয়। বাবা এখানে বোঝাচ্ছেন, কিন্তু এখান থেকে বাইরে যাওয়ার পরে যদি এইসব নিয়ম পালন করতে না পারো, তাহলে উঁচু পদ পাবে না। বাবা তো অনেকের খবর শুনতে পান। এখানে 'খুব ভালো', 'খুব ভালো' বলবে কিন্তু বাইরে গেলেই আর ধারণ করতে পারে না। সত্যযুগে কোনো বিকারের ব্যাপার থাকবেই না। এখন ভারতের এইরকম অবস্থা হয়ে গেছে। ওখানে বড় বড় প্রাসাদে থাকবে। অসীম সুখ সেখানে। বাবা বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন। বাবাকে সব খবর জানাতে হবে। অনেকে মিথ্যে কথাও বলে। ভেবে দেখতে হবে যে আমি কতটা মিথ্যে বলেছি ? এনাকে কখনোই মিথ্যে কথা বলা উচিত নয়। বাবা তো আমাদেরকে সত্য বানাচ্ছেন। ওখানে কোনো মিথ্যা থাকবে না। মিথ্যার চিহ্নমাত্র থাকবে না। কত পার্থক্য, তাই না ? বাবা বলছেন, এটা হলো কাঁটার জঙ্গল। কিন্তু কেউই নিজেকে কাঁটা বলে ভাবে না। *বাবা বলছেন - সবথেকে বড় কাঁটা হলো কাম কাটারী দিয়ে আঘাত করা। এর জন্যই তোমরা এতো দুঃখী হয়েছ।* এখন বাবা তোমাদেরকে অসীম সুখ দেওয়ার জন্য এসেছেন। তোমরা জানো যে আগেও এইরকম অসীম সুখ ছিল। সত্যযুগকে সুখধাম বলা হয়। ওখানে রোগ-জ্বালা কিছুই থাকবে না। না থাকবে হাসপাতাল, আর না থাকবে জেল। সত্যযুগে তো দুঃখের নামটাও থাকবে না। *ত্রৈতায়ুগে দুইকলা কমে গেলে হয়তো একটু একটু শুরু হবে, কিন্তু তাও সেটাকে হেভেন বলা হয়।* বাবা বলছেন - বাচ্চারা, তোমাদেরকে অসীম অতীন্দ্রিয় সুখে থাকতে হবে। তার সঙ্গে শিক্ষককেও স্মরণ করতে হবে। আমাদের টিচার তো স্বয়ং ভগবান, টিচারের কথা তো সবাই স্মরণ করে। যেসব বাচ্চা এখানে থাকে, তাদের জন্য তো খুবই সহজ। এখানে কোনো বন্ধন নেই। একদম বন্ধনমুক্ত। শুরুতে যখন ভাঙি হয়েছিল, তখনই বন্ধনমুক্ত হয়ে গিয়েছিল। যদি কোনো চিন্তা থেকে থাকে তবে সেটা কেবল সেবার ব্যাপারে। কিভাবে সেবার বৃদ্ধি করব ? বাবা অনেক কিছু বোঝান। বাবার কাছে আসার পর প্রথম দেড় মাস খুব উৎসাহ থাকে, কিন্তু তারপর উৎসাহে ভাটা পড়ে (ঠান্ডা) যায়। সেন্টারেই আসে না। তখন কি করতে হবে ? চিঠি লিখে জিজ্ঞেস করতে পারো যে কেন সেন্টারে আসছে না। আমরা মনে করছি যে হয় আপনার সঙ্গে মায়া যুদ্ধ করেছে, অথবা কারোর কুসঙ্গে ফেঁসে গেছেন, অথবা কোনো বিকর্ম করেছেন, পতিত হয়ে গেছেন। কিন্তু যাই হোক না কেন, পুনরায় অবশ্যই উঠে দাঁড়াতে হবে, পুরুস্বার্থ করতে হবে। তাদের হৃদয় জয় করতে হবে। তোমরা এইভাবে চিঠি লিখতে পারো। অনেকেই লজ্জা পায় এবং একেবারে উধাও হয়ে যায়। হয়তো এখান থেকেও ঘুরে গেছে। কিন্তু পরে খবর আসে যে সে বাড়িতেই বসে আছে। ওরা বলবে যে আমার আর ভালো লাগে না। অনেকেই চিঠিতেই লিখে দেয় যে আপনাদের এই জ্ঞানটা খুব ভালো কিন্তু আমার পক্ষে পবিত্র থাকা সম্ভব নয়। তাই ছেড়ে দিয়েছি। আমার অতো শক্তি নেই। এইভাবে লিখে দেয়। দেখেছ, বিকার কিভাবে মানুষকে নিচে ফেলে দেয়। অথচ এখানে তারা নর থেকে সূর্যবংশী নারায়ণ হবে বলে হাত তোলে। এই জ্ঞানটা তো নর থেকে নারায়ণ এবং নারী থেকে লক্ষ্মী হওয়ার জন্যই। বাবা বলেন - গুড় জানে আর গুড়ের পুটলি জানে। ইনি হলেন বাবার (গুড়ের) পুটলি। ইনি সবকিছু ভালো করে জিজ্ঞাসা করেন। এনার কাছেই সব খবরখবর আসে। শিববাবা বলেন - আমি তো কেবল পড়ানোর জন্য আসি। যে ভালো ভাবে পড়াশুনা করবে, সে নবাব হবে। বাবা উপদেশ দিচ্ছেন - দৃষ্টিকে আমূল পরিবর্তন করতে হবে। প্রতি পদক্ষেপে সচেতন থাকতে হবে। স্মরণের দ্বারা-ই প্রত্যেক পদক্ষেপে কোটি-কোটি প্রাপ্তি হয়। তবে অনেক বাচ্চাই ফেল হয়ে যায়। সেবাধারী পান্ডাও ফেল হয়ে যায়। তোমরা যতদিন এই যাত্রা করবে, ততদিন পবিত্র থাকবে। কিছু ব্যক্তির এতো নেশা থাকে যে তীর্থযাত্রাতে গেলেও সঙ্গে করে মদ নিয়ে যায়। লুকিয়ে রাখে। অনেক বড় বড় ব্যক্তিও এইসব ছাড়া থাকতেই পারে না। আজকাল ওইসব তীর্থযাত্রা করে কোনো লাভ হয় না। সৈনিকরাও খুব মদ্যপান করে। মদ্যপান করার পর এরোপ্লেন নিয়ে স্টিমারের ওপর ঝাঁপ দেয়। স্টিমারের সাথে সাথে নিজেও শেষ হয়ে যায়। আর তোমরা এখন জ্ঞান অমৃত পান করছ। মুখ্য বিষয় হলো স্মরণ। এর দ্বারা-ই তোমরা ২১ জন্মের জন্য সদা-স্বাস্থ্যবান এবং সদা-সম্পত্তিবান হয়ে যাও। বাবা তো আগেও বলেছেন যে স্পষ্ট করে লিখে দাও যে কিভাবে ২১ জন্মের জন্য সদা-স্বাস্থ্যবান এবং সদা-সম্পত্তিবান হওয়া যায় সেটা এখানে এসে বুঝে যাও। ভারতবাসীরা মানে যে আগে ভারতবাসীদের আয়ু অনেক লম্বা ছিল। *স্বর্গে কখনো কোনো রোগ হয় না। স্বর্গে দেবী-দেবতাদের আয়ু ছিল ১৫০ বছর। সবাই ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিল। এইসব শুনে মানুষ বলে - এইরকম কিভাবে সম্ভব ? তাদেরকে বলো - ওখানে তো পাঁচ বিকার থাকবেই না। ওখানেও যদি এইরকম রোগজ্বালা থাকবে তাহলে সেটাকে রামরাজ্য কিভাবে বলা যাবে ?* দেবতাদের বাম মার্গে যাওয়ার ছবিও তোমরা দেখেছ। খুব খারাপ খারাপ ছবি। এই বাবা (ব্রহ্মাবাবা) বলছেন, আমি যেগুলো দেখেছি সেগুলোই তোমাদেরকে বলছি। শিববাবা বলছেন - আমি তো কেবল জ্ঞান শোনাই। শিববাবা জ্ঞানের কথা শোনান, আর ইনি নিজের অনুভবের কথা শোনান। দুজনেই তো আছেন। ইনিও নিজের অনুভবের কথা বলেন। প্রত্যেকেই নিজের জীবনের বিষয়ে জানে। তোমরা জানো যে আমরা অর্ধেক কল্প ধরে পাপ করেছি। এরপর ওখানে কেউ পাপ করবে না। এখানে একজনও পবিত্র নেই। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এখন রিয়েল ভাগবত চলছে। ভগবান

নিজে বসে থেকে বাচ্চাদেরকে জ্ঞান শোনাচ্ছেন। বাস্তবে এই একটাই পুস্তক (গীতা) থাকা উচিত। কিন্তু শিববাবার জীবনকাহিনী কিভাবে লেখা সম্ভব? এটাও তোমরা এখন জেনেছ। এরপর আর কোনো পুস্তক থাকবে না। সামনেই বিনাশ। তখন এই পুরুষার্থের জ্ঞানও আর থাকবে না। তারপর প্রাপ্তি শুরু হয়ে যাবে। ড্রামাতে যার যেমন ভূমিকা আছে, সেইভাবে রীল ঘুরতে থাকবে এবং পুনরায় প্রাপ্তির সময় শুরু হবে। এতো আত্মার প্রত্যেকের মধ্যেই ড্রামার নির্দিষ্ট ভূমিকা ভরা আছে। যারা বোঝার, তারাই এইসব বিষয় বুঝবে। এটা একটা সীমাহীন নাটক। তোমরা বলো যে আমরা আপনাকে এই সীমাহীন নাটকের আদি, মধ্য এবং অন্তিমের রহস্য বলছি। ওটা হলো নিরাকার দুনিয়া, আর এটা সাকার দুনিয়া। আমরা আপনাকে সকল রহস্য বলছি। কিভাবে এই সৃষ্টিচক্রের আবর্তন হয়। তোমরা যাকেই বোঝাবে, সে খুব মজা পাবে। এমন ভেবো না যে কেউ তো শুনেছে না। অনেক প্রজা তৈরি হবে। সেবার ক্ষেত্রে হার্টফেল হওয়া উচিত নয়। তোমরা বোঝাতে থাকো। ব্যবসায়ীদের কাছে তো অনেক খদ্দের আসে। বলো - আসুন, আমরা আপনাকে সীমাহীন সওদা (লাভ) করিয়ে দেব। ভারতেই এই দেবতাদের রাজত্ব ছিল। কিন্তু সেটা কোথায় গেল? কিভাবে তারা ৮৪ জন্ম নিয়েছে, সেইসব আমরা আপনাকে বোঝাবো। ভগবানুবাচ - তোমরা নিজের জন্মকে জানো না। এইভাবে অনেক সেবা করতে পারবে। যখন সময় পাবে, বলো - আমরা আপনাকে বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বোঝাবো। এইসব বাবা ছাড়া কেউ বোঝাতে পারবে না। আসুন, আপনাকে রচনা এবং রচয়িতার জ্ঞান বোঝাবো। এখন এটা তোমাদের অন্তিম জন্ম। তাই ভবিষ্যতের জন্য উপার্জন করে নাও। বাবা বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, তোমরা এইরকম ভাবে সেবা করো। তোমাদের খদ্দেররা এইসব কথা শুনে খুব আনন্দ পাবে। তোমাদেরকে প্রণাম করবে, ধন্যবাদ জানাবে। ব্যবসায়ীরা খুব ভালো সেবা করতে পারবে। অনেক ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে যায়। তোমরা তো বড় বড় ধর্ম-আত্মা হয়ে যাও। বাবা এসে অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের দ্বারা তোমাদের ঝোলা ভর্তি করে দিচ্ছেন। বাবা অনেক রকমের উপদেশ দিচ্ছেন - এইরকম করো, সবাইকে বার্তা দাও, ক্লান্ত হও না। অনেকের কল্যাণ করতে লেগে যাও। ঠান্ডা হয়ে যেও না। নিজের দৃষ্টিকে ক্রটিমুক্ত রাখো। ক্রোধ করাও উচিত নয়। যুক্তি করে চলতে হবে। বাবা অনেক রকমের যুক্তি বলে দিচ্ছেন। দোকানদারদের জন্য তো খুবই সহজ। ওতেও লাভ আর এতেও লাভ। মানুষ বলবে, এটা তো খুবই লাভজনক। অনেক খদ্দের এসে যাবে। তারা বলবে - যে মহাপুরুষের কাছ থেকে এতো লাভ হচ্ছে, তাকে তো আরও সাহায্য করা উচিত। তোমরা বলো - এটা আপনাদের অন্তিম জন্ম, এরপর পুনরায় আপনারা মানুষ থেকে দেবতা হতে পারবেন। যে যতটা করবে, সে ততটা পাবে। চেক করো যে আমার দৃষ্টি কোনো খারাপ কর্ম করেনি তো? স্ত্রীলোকের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি তো? যখন নিজের ওপর লজ্জা হবে, তখন নিজেই ছেড়ে দেবে। বিশ্বের মালিক হওয়া তো মোটেই কম ব্যাপার নয়। যে যত পুরাতন ভক্ত হবে, সে তত খুশি হবে। যদি কম ভক্তি করেছে, তাহলে কম খুশি হবে। এই হিসাবটাও বুঝতে হবে। বুদ্ধি বলে - এখন আমরা ঘরে যাব এবং তারপর নূতন দুনিয়ায় নূতন কাপড় পরে অভিনয় করব। *এই শরীরটা ত্যাগ করার পরেই সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মাব।* আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) দৃষ্টির দ্বারা কোনো কুকর্ম করা যাবে না, প্রথমে নিজের দৃষ্টিকেই পরিবর্তন করতে হবে। প্রত্যেক পদক্ষেপে সাবধান হয়ে কোটি-কোটি উপার্জন সঞ্চয় করতে হবে।

২) যখনই সময় পাবে, তখন এই অসীম জগতের ব্যবসা করতে হবে। সেবার ক্ষেত্রে নিরাশ হওয়া যাবে না, সবাইকে অক্লান্ত ভাবে বাবার পরিচয় দিতে হবে।

বরদানঃ- স্নেহের আঁচলে আন্তরিক সুখ এবং সর্বশক্তির অনুভব করে যথার্থ পুরুষার্থী ভব*
যে যথার্থ পুরুষার্থী, সে কখনোই পরিশ্রম কিংবা ক্লান্তির অনুভব করে না। সর্বদাই প্রেমের মস্তিতে থাকে। তার সংকল্পগুলোও সমর্পিত হওয়ার জন্য সে অনুভব করে যে বাপদাদাই তাকে চালাচ্ছেন। পরিশ্রম রূপী পায়ের দ্বারা নয়, স্নেহের আঁচলের দ্বারা। স্নেহের আঁচলে সর্ব প্রাপ্তির অনুভব হওয়ার জন্য তাকে কখনো হাঁটতে হয় না, উপরন্তু সে সর্বদা খুশি, আন্তরিক সুখ এবং সর্বশক্তির অনুভবে উড়তে থাকে।

স্নোগানঃ- নিশ্চয়রূপী ফাউন্ডেশন (ভিত্তি) মজবুত থাকলে, সর্বদাই শ্রেষ্ঠ জীবনের অনুভব হবে।*

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই ওয়ান্ডারফুল পাঠশালায় তোমরা ছাত্র আত্মারাও যেমন দৃশ্যমান নও, তেমনই শিক্ষকেও চোখে দেখা যান না, এইটি হল নতুন বিষয়"

- *প্রশ্ন:- এই পাঠশালায় তোমরা মুখ্য কোন্ শিক্ষা-টি প্রাপ্ত করো যা অন্য কোনও পাঠশালায় প্রদান করা হয় না ?*
- *উত্তর:- এখানে বাবা নিজের আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে শিক্ষা দেন - বাচ্চারা, নিজের কর্মেন্দ্রিয় গুলি নিয়ন্ত্রণে রাখবে। কখনও কোনো বোনের প্রতি কু দৃষ্টি যেন না থাকে। তোমরা আত্মা রূপে হলে ভাই-ভাই এবং প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান রূপে হলে ভাই-বোন। তোমাদের মনে কোনো খারাপ চিন্তা থাকা উচিত নয়। এমন শিক্ষা এই ইউনিভার্সিটি ছাড়া অন্য কোথাও দেওয়া হয় না।*
- *গীত:- দূর দেশের নিবাসী....*

ওম্ শান্তি । না দূরদেশবাসী আত্মাকে চোখে দেখা যায়, আর না দূরদেশ নিবাসী পরমাত্মাকে। একমাত্র পরমাত্মা এবং আত্মাকেই চোখে দেখা যায় না। অন্য সব কিছু হল দৃশ্যমান। এই কথা বোঝা তো যায় যে, আমরা হলাম আত্মা। এই কথা মানুষও বোঝে যে, আত্মা ও শরীর দুই-ই হল পৃথক। আত্মা দূরদেশ থেকে এসে শরীরে প্রবেশ করে। তোমরা প্রতিটি কথা ভালোভাবে বুঝতে পারছো। আমরা আত্মারা কীভাবে দূরদেশ থেকে আসি। আত্মাকেও চোখে দেখা যায় না, যিনি পড়ান, সেই পিতা পরমাত্মাকেও চোখে দেখা যায় না। এমন তো কখনও কোনো সংসঙ্গে অথবা শাস্ত্রে কেউ শোনে নি। না কেউ শুনেছে, না কেউ দেখেছে। এখন তোমরা জানো আমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরকে চোখে দেখা যায় না। আত্মাকেই পড়াশোনা করতে হবে। আত্মাই তো সবকিছু করে, তাইনা। এটা হল নতুন কথা, যা অন্য কেউ বোঝাতে পারে না। পরমপিতা পরমাত্মা, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনিও দৃশ্যমান নন। নিরাকার কীভাবে পড়াবেন ? আত্মাও তো শরীরে আসে, তাইনা। ঠিক তেমনই পরমপিতা পরমাত্মা বাবাও ভাগ্যশালী রথ বা ভাগীরথে আসেন। এই রথেরও নিজস্ব আত্মা আছে। উনিও নিজের আত্মাকে দেখতে পান না। বাবা এই রথের আধারে এসে বাচ্চাদেরকে পড়ান। আত্মাও এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণ করে। আত্মার পরিচয় আছে, কিন্তু তাকে চোখে দেখা যায় না। (সকল আত্মাদের) পিতা যিনি দৃশ্যমান নন, তিনিই তোমাদের পড়াচ্ছেন। এ হল একেবারে নতুন কথা। বাবা বলেন, আমিও ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী নিজের সময়ে এসে শরীর ধারণ করি। তা নাহলে তোমাদের অর্থাৎ মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করবো কীভাবে। এখন তোমরা বাচ্চারা সবাই জাগ্রত। দুনিয়ার মানুষ সবাই নিদ্রিত। যতক্ষণ না তোমাদের কাছে এসে বুঝছে এবং ব্রাহ্মণে পরিণত হচ্ছে। অন্য সংসঙ্গে যে চায় গিয়ে বসতে পারে। এখানে তেমনভাবে কেউ আসতে পারে না। কারণ এটা হল পাঠশালা, তাইনা। ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় গিয়ে তোমরা বসলে কিছুই বুঝতে পারবে না। এ হল একেবারে নতুন কথা। যিনি পড়াচ্ছেন উনি দৃশ্যমান নন, পড়ছে যারা তারাও নয়। আত্মা ভিতরে শোনে, ধারণ করে। অন্তরে দুটো নিশ্চয় হতে থাকে যে, এই কথা তো সঠিক। পরমাত্মা এবং আত্মা দুই ই চোখে দেখা যায় না। বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে হয় - "আমি আত্মা"। অনেকে তো এই কথাও বিশ্বাস করে না, বলে দেয় নেচার। তারপরে এর বর্ণনাও করে। নানান মতামত আছে, তাইনা। বাচ্চারা, তোমাদের এই নলেজে ব্যস্ত থাকতে হবে। কর্মেন্দ্রিয়গুলি ধোঁকা দেয়, তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। মুখ্য হল চোখ, যে সবকিছু দেখে। চোখ শিশুকে দেখে বলে এ হল আমার সন্তান। নাহলে বুঝবে কীভাবে ! কেউ জন্মান্ত হলে তখন তাদের বোঝানো হয় এ হল তোমার ভাই, কারণ তারা দেখতে পায় না। বুদ্ধি দিয়ে বোঝে। বাস্তবে কেউ সুরদাস সম অন্ধ হলে জ্ঞান অর্জন ভালোভাবে করতে পারে, কারণ চোখ তো নেই যে ধোঁকা দেবে। যদি অন্য কোনো কাজ পারঙ্গম নাও হয়, কিন্তু জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। স্ত্রীকে দেখতে পাবে না। অন্যদের দেখলে তো বুদ্ধি যাবে সেদিকে। তাদের আঁকড়ে ধরবে (মোহ জন্মাবে)। দেখতেই পাবে না তো আঁকড়ে ধরবে কীভাবে ? *অতএব বাবা বোঝান, কর্মেন্দ্রিয় গুলিকে পরিপক্ব করতে হবে। ক্রিমিনাল দৃষ্টি অর্থাৎ কু দৃষ্টি দ্বারা কোনও বোনকে দেখবে না। তোমরাও হলে ভাই বোন, তাইনা। কু দৃষ্টির চিন্তাও যেন না আসে।* যদিও আজকাল হল কলিযুগ, ভাই-বোনও খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী ভাই বোনের কু চিন্তন থাকবে না।

*আমরা হলাম এক পিতার সন্তান। বাবা ডাইরেকশন দেন - তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, তাই জ্ঞানের এই পয়েন্টটি খুব ভালো ভাবে পাকা হওয়া উচিত যে, আমরা হলাম ভাই-বোন। আমরা আত্মারা হলাম ভগবানের সন্তান অর্থাৎ আমরা হলাম ভাই-ভাই এবং শরীর দ্বারা প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা আমরা ভাই-বোন হই কারণ অ্যাডপ্ট হই, তাইনা। কু দৃষ্টি হতে

পারেনা। এই কথাটি পাকাপাকি ভাবে বোঝা যে - আমরা হলাম আত্মা। বাবা আমাদের পড়ান, আমরা আত্মারা পড়ি এই শরীর দ্বারা। এইগুলি হল কর্মেন্দ্রিয়। আমরা আত্মারা শরীর থেকে পৃথক, এই কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা আমরা কর্ম করি। আমি কর্মেন্দ্রিয় নই। আমি হলাম শরীর থেকে পৃথক আত্মা। এই শরীর ধারণ করে পাট প্লে করি, তাও আবার অলৌকিক। অন্য কোনো মানুষ এই পাট প্লে করেনা।* তোমরা প্লে করো। *ক্ষণে ক্ষণে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে*। উনিই আমাদের টিচার, উনিই হলেন আমাদের গুরু। দুনিয়ায় পিতা-টিচার-গুরু যদিও আলাদা হয়। *একমাত্র নিরাকারী পিতা, টিচার, গুরু একজনই, তিনি হলেন পরমাত্মা বাবা।* এখানে বাচ্চারা এখন নতুন শিক্ষা প্রাপ্ত করছে। পিতা-টিচার-গুরু তিনজনই হলেন নিরাকারী। আমরাও নিরাকার আত্মারা পড়ছি, তাই তো বোঝা যায় "আত্মা-পরমাত্মা আলাদা ছিলো বহুকাল। মিলন তো এখানেই হয়"। যদিও বাবাকে এসে পবিত্র করতে হয়। মূলবতনে আত্মারা গিয়ে মিলিত হবে। সেখানে তো কোনো খেলা নেই, মূলবতন হল নিজের ঘর। সেখানে সব আত্মারা থাকে। শেষ সময়ে সব আত্মারা সেখানে ফিরে যাবে। *আত্মারা যারা পাট প্লে করতে আসে, তারা মাঝখানে ফিরে যেতে পারেনা। শেষ পর্যন্ত পাট প্লে করতে হয়। পুনর্জন্ম নিতে হবে, যাতে সবাই আসতে পারে। সতো প্রধান থেকে সতো-রজো-তমোতে এসে যায়। তারপরে শেষে যখন নাটক পূর্ণ হয় তখন তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে।* বাবা সব কথা তো ঠিক করে বোঝান। স্তান মার্গ হলো ই সত্য। সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ বলা হয়, তাইনা। সত্য বলেন একমাত্র বাবা, এই সঙ্গমে পুরুষার্থী হওয়ার জন্য একমাত্র সৎ সঙ্গ হলো এটাই। বাবা যখন আসেন, বাচ্চাদের সঙ্গে মিলিত হন, তখন বলা হয় সৎসঙ্গ। বাকি সবই হলো কু সঙ্গ। গায়নও আছে - সৎ সঙ্গ উপরে ওঠায় আর কুসঙ্গ পতনের দিকে নিয়ে যায়.... কুসঙ্গ হলো রাবণের। বাবা বলেন, আমি তো তোমাদের পার করিয়ে নিয়ে যাই। *তাহলে তোমাদের পতিত কে বানায়? তমোপ্রধান কীভাবে হয়ে যাও, তাও বলতে হবে*। সামনে শত্রু হলো মায়া। *শিববাবা হলেন মিত্র। তাঁকেই বলা হয় - স্বামীদের স্বামী। এই মহিমা রাবণের নয়*। শুধু বলা হবে রাবণ আছে, আর কিছু নয়। *রাবণ দহন কেন করা হয়? সেখানেও তোমরা অনেক সেবা করতে পারো*। কোনো মানুষ জানেনা, রাবণ কে? কবে আসে, কেন দহন করা হয়? অন্ধ বিশ্বাস আছে, তাইনা। *বাচ্চারা, তোমাদের বোঝানোর অধিকার আছে।* যেমন দুনিয়ার মানুষ অধিকারের সঙ্গে শাস্ত্র পাঠ করে। শ্রোতারাও মুগ্ধ হয়ে শোনে। টাকা পয়সা দান করে। সংস্কৃত শেখাও, গীতা শেখাও। তার জন্যও অনেক পয়সা দেয়। বাবা বোঝান বাচ্চারা তোমরা কত সময় নষ্ট করেছো, অর্থ ব্যয় করেছো।

তোমাদের কাছে যারা এই ব্রাহ্মণ কুলের হবে তারাই আসবে। তাই তোমরা প্রদর্শনী ইত্যাদি করো। এখানকার ফুল হলে নিশ্চয়ই আসবে। এই বৃক্ষটি বৃদ্ধি হতেই থাকে। বাবা বীজ পুঁতেছেন এক ব্রহ্মা তার থেকে ব্রাহ্মণ কুল হয়েছে। এক এক করে বৃদ্ধি হয়েছে। প্রথমে পরিবারের সদস্যরা তারপরে আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী সবাই এসেছে। পরে শুনে শুনে অনেকে এসেছে। ভেবেছে এও একরকম সৎসঙ্গ। কিন্তু এইখানে রয়েছে পবিত্রতার পরিশ্রম, যার কারণে এতো হাস্যামা হয়েছে। এখনও হয়, তাই গালাগালি করে। বলে অপহরণ করেছে, পাটরানী করেছে। পাটরানী তো স্বর্গে হবে, তাইনা। এখানে নিশ্চয়ই পবিত্র করেছেন। তোমরা সবাইকে বলো - এ হল মহারাজা-মহারানী হওয়ার নলেজ। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্য কাহিনী, তোমরা সত্য ভগবানের কাছে শুনছো। এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে কেউ ভগবান-ভগবতী বলতে পারে না। কিন্তু পূজারীরা নারায়ণের চিত্রকে এত পূজো করে না যতখানি কৃষ্ণের করে। কৃষ্ণের চিত্র অনেক কেনা হয়। কৃষ্ণের এত মান কেন? কারণ শিশু যে। মহাত্মাদের থেকেও শিশুদের উঁচু স্থানে রাখা হয়, কারণ মহাত্মারা ঘর সংসার ইত্যাদি তৈরি করে ত্যাগ করে। কেউ বাল ব্রহ্মচারীও হয়। কিন্তু তারা জানে কাম-ক্রোধের অর্থ কি। *শিশুরা জানেনা, তাই মহাত্মাদের থেকে শিশুদের উঁচু স্থান দেওয়া হয়, সেইজন্য কৃষ্ণকে বেশী মান দেওয়া হয়। কৃষ্ণকে দেখে খুব খুশী হয়। ভারতের লর্ড হলেন কৃষ্ণ।* কন্যারা কৃষ্ণকে খুব ভালোবাসে। কৃষ্ণের মতন স্বামী হোক, সন্তান হোক। কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সতোপ্রধান যে। *বাবা বলতে থাকেন, যত স্মরণে থাকবে ততই তমোপ্রধান থেকে তমো রজো স্থিতিতে আসবে এবং খুশী অনুভব হবে।* প্রথমে তোমরা সতোপ্রধান ছিলে তখন অনেক খুশীতে ছিলে, তারপরে কোয়ালিটি কম হয়েছে। তোমরা যত স্মরণে থাকবে ততই সুখ অনুভব হবে আর তোমরা ট্রান্সফার হতে থাকবে। *তমো থেকে রজো, সতোতে আসতে থাকবে তো শক্তি, খুশী, ধারণা বৃদ্ধি পাবে।* এইসময় হলো তোমাদের উত্তরণ কলা। শিখ ধর্মের মানুষ গান গায় - চড়তি খেলায় সকলের কল্যাণ। তোমরা জানো, এখন আমাদের উত্তরণ কলা হয় স্মরণের দ্বারা। যত স্মরণ করবে, তত চড়তি (উত্তরণ) কলায় যাবে। সম্পূর্ণ হতে হবে, তাইনা। *চাঁদের আলো, রেখাসম হয়ে যায়, তারপরে কলা বৃদ্ধি হয়ে সম্পূর্ণ গোলাকার হয়। তোমাদেরও ঠিক তেমনই।* চাঁদেও গ্রহণ লাগে, তখন বলা হয় করো দান কাটবে গ্রহণ। তোমরা চট করে বিকারের দান তো করতে পারবে না। চোখ খুব ধোঁকা দেয়। তারা বোঝে না যে, কু দৃষ্টি হয়। আমরা যদিও ব্রহ্মাকুমার-কুমারী রূপে ভাই-বোন হই। তা সত্ত্বেও যদি ইচ্ছে হয় স্পর্শ করি, তখন ভ্রাতৃ স্নেহের পরিবর্তে স্ত্রী পুরুষের ক্রিমিনাল লাভ (criminal love) হয়ে যায়। কারো কারো মনে পীড়া দিতে থাকে, আমরা বাবার সন্তান, কোনো কুদৃষ্টি

দ্বারা আমাদের স্পর্শ করা উচিত নয়। বাবাকে বলে - বাবা, কেউ স্পর্শ করলে ভালো লাগে না। বাবা পরে এই বিষয়ে মুরলীতে বলেন - (কেউ যদি এমন ক'রো) তাতে তোমাদের স্থিতি ঠিক থাকবে না। যদিও মুরলী খুব ভালো পড়ে শোনায়, অনেককে বোঝায়, কিন্তু নিজের স্থিতি ঠিক নেই। কু দৃষ্টি হয়ে যায়। এত নোংরা এই দুনিয়া। বাচ্চারা বোঝে লক্ষ্য খুব উঁচুতে। বাবার স্মরণে সেন্সিবল হয়ে থাকতে হবে। আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। *আমাদের রহানী কানেকশন আছে, ব্লাড কানেকশন নেই। যদিও ব্লাড থেকে সবার জন্ম হয়, সত্যযুগেও ব্লাড কানেকশন হয় কিন্তু ওই শরীর যোগবলের দ্বারা প্রাপ্ত হয়।* তারা বলবে বিকার ব্যতীত সন্তান জন্ম হবে কীভাবে ! বাবা বলেন, ওই দুনিয়া হলই নির্বিকারী দুনিয়া, সেখানে বিকার থাকেই না। সেখানেও বিকার থাকলে তো রাবণ রাজ্য হয়ে যাবে। তাহলে এই দুনিয়া এবং ঐ দুনিয়ার মধ্যে তফাৎ কি থাকবে ! এই কথা তো বুঝতে হবে। কু দৃষ্টি নষ্ট হতে খুব পরিশ্রম লাগে। কলেজে ছাত্র ছাত্রীরা একসঙ্গে পড়াশোনা করে, তো অনেকের ক্রিমিনাল দৃষ্টি হয়ে যায়। বাচ্চাদের বুঝতে হবে, আমরা হলাম গড ফাদারের সন্তান অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে আমরা ভাই-বোন হয়ে গেলাম। তবে কু দৃষ্টি থাকবে কেন। সবাই বলে, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। আমরা হল নিরাকারী সন্তান। পরে বাবা যখন রচনা করেন তখন সাকারী ব্রাহ্মণ রচনা করবেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো সাকারে থাকবেন, তাইনা। এ হল অ্যাডপশন। দওক নেওয়া সন্তান। মানুষের বুদ্ধিতে এই কথাটি একেবারেই নেই যে প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টি কীভাবে রচনা হয়েছে।

তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা হলে ভাই-বোন। কু দৃষ্টি যেন না থাকে তার জন্য খুব সাবধান হতে হবে। এতেই অনেকের অসুবিধে হয়। উঁচু থেকে উঁচু পদের অধিকারী হতে হলে পরিশ্রম তো করতে হবে। বাবা বলেন - "পবিত্র হও"। এনার কথাও কেউ মেনে নেয়, কেউ নেয় না। খুব পরিশ্রম এতে। পরিশ্রম ছাড়া উচ্চ স্থান পাবে কীভাবে ? বাচ্চাদের সাবধানে থাকতে হবে। ভাই-বোনের অর্থই হল - এক পিতার সন্তান, তাহলে কু দৃষ্টি কেন যাবে। বাচ্চারা বোঝে বাবা ঠিকই বলেন - আমাদের ক্রিমিনাল দৃষ্টি হয়ে যায়। স্ত্রী ও পুরুষ দুজনেরই হয়ে যায়। লক্ষ্য তো ঠিক রাখতে হবে, তাইনা। নলেজ তো অনেক প্রদান করা হয় কিন্তু আচরণও পবিত্র হওয়া উচিত। তাই বাবা বলেন, সবচেয়ে বেশী ধোঁকা দেয় এই চোখ। মুখেও কথা তখন বের হয় যখন চোখ দেখে। তখন মন বলে এই খাবার খাবো। তাই কর্মেন্দ্রিয়ের উপরে বিজয় লাভ করতে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আমাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পবিত্রতার আচরণ ধারণ করতে হবে। কু দৃষ্টি, কু চিন্তন সমাপ্ত করার জন্য নিজের কর্মেন্দ্রিয়ের থেকে পৃথক নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে।

২) নিজেদের মধ্যে রহানী কানেকশন রাখতে হবে, ব্লাড কানেকশন নয়। নিজের অমূল্য সময় এবং অর্থ নষ্ট করবে না। সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

বরদানঃ-

ব্রহ্ম-মুহূর্তের সময় বরদান প্রাপ্তকারী ও প্রদানকারী বাবা সম বরদানী, মহাদানী ভব*

ব্যাখা: ব্রহ্ম-মুহূর্তের সময় বিশেষ ব্রহ্মলোক নিবাসী বাবা জ্ঞান সূর্যের লাইট ও মাইটের কিরণ বাচ্চাদের বরদান রূপে দিয়ে থাকেন। তার সাথে ব্রহ্মা বাবা ভাগ্য বিধাতা রূপে ভাগ্য রূপী অমৃত বিতরণ করেন। শুধুমাত্র বুদ্ধি রূপী কলসই হল এই অমৃত ধারণ করার উপযুক্ত। কোনও রকমের বিঘ্ন বা বাধা যেন না থাকে। তারজন্য সারা দিনে শ্রেষ্ঠ স্থিতি বা শ্রেষ্ঠ কর্মের মুহূর্ত তৈরী করতে হবে। কারণ অমৃতবেলার পরিবেশ বৃত্তি পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। তাই সেই সময় বরদান নেওয়ার সময় দান করো অর্থাৎ বরদানী এবং মহাদানী হও।

স্লোগানঃ-

ক্রোধী মানুষের কাজ হল ক্রোধ করা এবং তোমাদের কাজ হল স্নেহ দেওয়া।*